

শ্রী শ্রী গৌরীচন্দ্রী জয়ন্ত:



৩৪শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৮৮ { ১ম সংখ্যা



অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমাবতারী শ্রীশ্রীগৌরমুন্দর

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিভালীলাপ্রবিশ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(\*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাकरणতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাकरणতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(ঈ)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

---

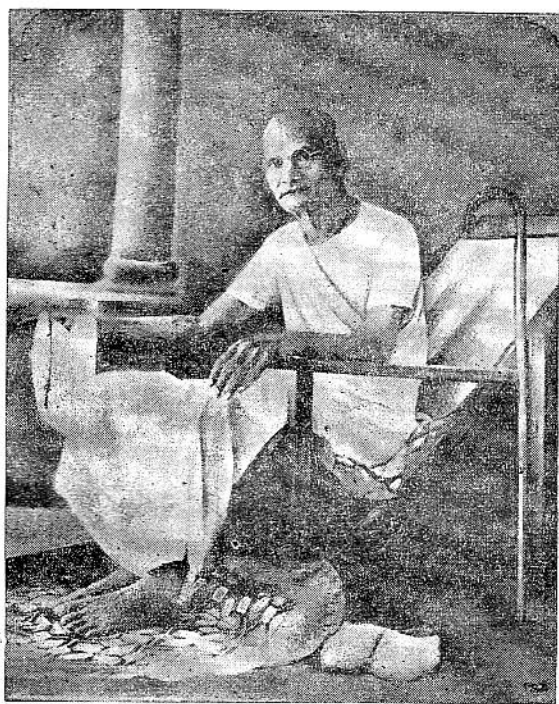
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া ) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা  
আচার্য্যাবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-গিংহরুপিণে।  
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,  
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।



॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

চতুস্ত্রীংশ-বর্ষ ( ১ম-১২শ সংখ্যা )

[ শ্রীগৌরাক ৪৯৬ বিষ্ণু হইতে ৪৯৭ গোবিন্দ,  
বঙ্গাক ১৩৮৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৯ মাঘ,  
খ্রীষ্টাক ১৯৮২ মার্চ হইতে ১৯৮৩ ফেব্রুয়ারী ]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদুত্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদুত্তাবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদুত্তাবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

শ্রীনবযোগেন্দ্র অক্ষচাৰী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥\*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—১০'০০ টাকা ॥\*॥



# চতুস্ত্রিংশ-বর্ষ ত্রিগৌড়ীয়-পত্রিকার

## সূচী-পত্র

বিষয়

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

অর্থ ও পরমার্থ	৫।১৬৯
অপ্রাকৃত	৯।২৯৬
আদিমস্থ বৃক্ষের অঞ্চলে শ্রীল আচার্যাদেবের শুভাগমন	১২।৪৪৪
উৎসাহ	১।১৩
উদ্ধারের পথ ২।৬৬, ৪।১৩৫, ৬।২১০, ৮।২৮১, ৯।৩০৮, ১১।৩২৩, ১২।৪২৮	
উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি	৫।১৭২, ৬।২০৩, ৭।২৩৭
একটি পত্র ( শ্রীনির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল )	১০।৩৫৮
একটি সমালোচনা ( পত্র )	৭।২৪১
ঐকান্তিক ও ব্যক্তিচারী	২।৪৩
কলির চেলী	১।১৮
কুঞ্জবিহার্যাক্তকম্—সাহুবাদং শ্রীশ্রী [ শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি- বিরচিতম্ ]	৬।১৮৫
কুঞ্জবিহারিণঃ দ্বিতীয়াষ্টকম্—সাহুবাদং শ্রীশ্রী [ শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি- বিরচিতম্ ]	১০।৩৩৩
কৃষ্ণস্তোত্রম্—সাহুবাদং শ্রীশ্রী [ শ্রীগোপাল-তাপনীষ-শ্রুতিধৃতম্ ]	১।১
কৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্—সাহুবাদং শ্রীশ্রী [ শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি- বিরচিতম্ ]	৯।২৯
কৃষ্ণস্তুতিঃ—সাহুবাদং শ্রী [ অরাসন্ধ-কারাকৃষ্ণ-রাজগণ-ভাষিতা ]	১২।৪০৯
কোন্ নামের মহিমা অপার ?	৯।৩০৬
গর্বেের পরিণাম	৩।১২৯
গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চক্ষিকা	৮।২৬৫
গীতার মর্ম্মবানী—শ্রী ( কবিতা )	৩।১০৭, ৫।১৭৭, ১১।৩৮৯, ১২।৪২৫
গোবর্দ্ধনাক্তকম্—সাহুবাদং শ্রীশ্রী [ শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]	৪।১১৩
গৌতম-সত্যকাম	৭।২৩৪
গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অবদান-বৈশিষ্ট্য—শ্রী	৮।২৮৭
গৌড়ীয়ের চতুস্ত্রিংশ-বর্ষ	১।৩৫



বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গৌরাজ-বন্দনা—শ্রীশ্রী ( কবিতা )	১।৩৪
গৌরাজ-স্তবকল্পতরুঃ—মানুবাদঃ শ্রী [ শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি- প্রভুৎকরণে বিরচিতম্ ]	৮।২৫৭
চৈতন্যষ্টকম্—মানুবাদঃ শ্রীশ্রী [ শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]	৭।২২১
জেলা-শাসকের পত্র ( নদীয়া )	৬।২২০
ভক্তকর্ম-প্রবর্তন	৪।১২১, ৫।১৫৭
তমলুকে বিরাট ধর্মসভা	৬।২১৭
তোষণীর কথা	৮।২৬১
ত্রিদিগ্গ-সন্ন্যাসী স্বামী ভক্তিবাদান্ত আচার্য মহারাজ (জীবনী)	৪।১৪৩
দেবদেবীর পূজা ও বলিদান	৩।২৪, ৪।১৩১, ৬।২০১, ৮।২৭২, ৯।৩১২, ১০।৩৬৬, ১১।৩২২, ১২।৪১২
দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তার জনহিতকর কার্যাবলী—শ্রী	৬।২১৯
ধৈর্য	৩।৮৪
নবদ্বীপধাম-পরিভ্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী ( সাময়িকী )	২।৭৪
নবদ্বীপধাম-পরিভ্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী ( নিমন্ত্রণ-পত্র )	১২।৪৪৫
নিবেদন	১২।৪৪৩
নিশ্চয়	২।৪৭
পত্রোত্তর—( শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল )	৭।২৪২, ১০।৩৫২
পরলোকে শ্রীপাদ মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ	১২।৪৩৬
পিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জ্ঞানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৫।১৮২
বর্ষোদঘাত	১।২
বিদেশে প্রবাসী ভারতের এক কৃতি-সন্তানের শ্রীমঠ দর্শনান্তে পত্রে অভিষিক্ত	১২।৪৩৪
বিরহীর বিরহ	১০।৩৭১, ১১।৪০৩
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর—শ্রী	১০।৩৩৬



বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বৈচিত্র্যই দর্শনের বৈশিষ্ট্য	৯৩১২
বৈষ্ণব-দর্শন	৫১১৫২, ৬১১৮৭, ৭১২১৪
বুদ্ধাদেবাস্টকম্—সানুবাদঃ শ্রী শ্রী [ শ্রী শ্রী-বিশ্বনাথ-ঠাকুর- বিরচিতম্ ]	২১৪১
বাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র )	১১১৪০৮
ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ?	১১২৩
ভগবদ্দর্শন—শ্রী	১১৩
ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজের নির্যাস-লীলা—শ্রী	১২১৪৩৮
ভ্রম-সংশোধন [ স্বামী ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজের জন্ম-মাস— মার্চের পরিবর্তে ফেব্রুয়ারী ; ১৯শে মাস, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ ]	১০১৩৭০
মুকুন্দাষ্টকম্—সানুবাদঃ শ্রী [ শ্রী শ্রী-রঘুনাথদাস-গোস্বামিনা বিরচিতম্ ]	১১১৩৭৩
মেঘালয় গোড়ীয় মঠে বুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী	৭১২৫২
রামচন্দ্র-স্তোত্রম্—সানুবাদঃ শ্রী শ্রী [ শ্রী পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় ]	৫১১৪৯
রাষ্ট্রপতির পত্র ( জামী জৈল সিং )	৮১২৯২
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম	১১৩১
শব্দ ও শব্দব্রহ্ম	৩১১০০
শক্তি-পরিণত জগৎ	৪১১১৬
শ্রীগুরুপূজা বা বাসপূজা	২১৭২
শ্রীমদ্ভাগবত	৩১৮০
শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব	৫১১৮১
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২১৫৬
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	২১৬৩, ৩১৯১
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-সরোজে দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি	৬১২০০



বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব ( নিমন্ত্রণ-পত্র )	৮২৯১ (ক)
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব ( সাময়িকী )	৯১৩২৯
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিযাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	৯১৩৪৯
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-যাসরে এ-দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি	১০১৩৫১
শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের শ্রীচরণকমলে	৬২১৫
শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের তিরোধান	৫১১৬৪
শ্রীল ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য মহারাজের সম্মান-বেশাশ্রয় সন্দর্শনে	৭১২৭১
শ্রীল শ্রীতী মহারাজের নির্যাস-লীলা	১২১৪৩৮
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান	৪১১৪৭
শ্রীশ্রীশচীশ্বরষ্টকম্—সাহুবাদঃ [ শ্রীমদ্ বসুনাথদাস-গোস্বামি- বিরচিতম্ ]	৩১৭৭
ষষ্ঠীনারায়ণ-স্মরণে	২১৬৯
স্টেটমেন্ট ( Statement about ownership and particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika." )	১১৪০
সঙ্গ-ত্যাগ	৬১১৯৩, ৭১২২৮
সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব- তিথিপূজা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীল	৫১১৮৩
সঙ্জন—কপালু (১), অকৃত-দ্রোহ (২)	১১১৩৭৬, ১২১৪১১
সাদুভক্তি	৯১২৯৯, ১০১৩৪১, ১১১৩৮০, ১২১৪১৪
সাময়িকী-বার্তা ( শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের )	১২১৪৩৩
স্বধামে প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবদয় বন মহারাজ	৬২১১৪
হরিই সার—শ্রী	১১২৯



॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



ধর্মঃ পুণ্ড্রিতঃ পুংসাং বিশ্বকুসেন কথাস্থ যঃ ।

নোংপাদয়েদৃ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূষ্ঠরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৪শ বর্ষ

২৯ গোবিন্দ, প্রহ্লাদ, ৪৯৫ গোরাঙ্গ  
২৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৮৮ ; ইং ৯/৩/১৯৮২

১ম সংখ্যা

সান্নিধ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

[ শ্রীগোপালভাপনীয়-শ্রুতিধ্বতম্ ]

নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে ।

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥

যিনি বিশ্বস্বরূপায় এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই  
বিশ্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ॥ ১ ॥

নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে ।

কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥

যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দ-স্বরূপ, সেই :গোবিন্দ-গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে  
আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ২ ॥



নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে ।

নমঃ কমল-নাভায় কমলা-পতয়ে নমঃ ॥ ৩ ॥

যিনি পদ্মলোচন, পদ্মমালী ও পদ্মনাভ, সেই পদ্মাপতীকে আমি  
নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

বহ্নীপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে ।

রমা-মানস-সংহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

ঋহাষ শিরোদেশ ময়ূর-পুচ্ছে সুশোভিত, যিনি অপরিমিত-জ্ঞানময়  
ও যিনি লক্ষ্মীদেবীর মানস-সরোবরে হংস-স্বরূপ, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি  
পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চানুর-ঘাতিনে ।

বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ ॥ ৫ ॥

যিনি কংসবংশ-ধ্বংসকারী, যিনি কেশী ও চানুর-ঘাতী এবং যিনি  
শ্রীমহাদেবেরও বন্দনীয়, সেই অর্জুন-সারথী শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার  
করি ॥ ৫ ॥

বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহি-মর্দ্দিনে ।

কালিন্দী কুল-লোলায় লোল-কুণ্ডল-ধারণে ॥ ৬ ॥

বল্লবী-যমুনাস্তোত্র-মালিনে নৃত্যশালিনে ।

নমঃ প্রণত-পালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

যিনি বেণু-বাদন-পরায়ণ, গো-পালক, কালিয়-মর্দ্দিন, যমুনা-কুল-  
বিহারী, চঞ্চল-কুণ্ডল-পরিশোভিত, গোপীগণের নয়ন-কমল-গ্রথিত-মাল্যধারী,  
নৃত্য-পরায়ণ ও প্রণত-জনের প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ  
প্রণাম করি ॥ ৬-৭ ॥

নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ ।

পুতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্তাসু-হারিণে ॥ ৮ ॥

যিনি পাপ-বিনাশন, গোবর্দ্ধন-ধারী, পুতনা-বিনাশকারী ও তৃণাবর্ত-  
প্রাণ-সংহারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

নিষ্কলায় বিমোহায় শৃঙ্গায়াশৃঙ্গি-বৈরিণে ।

অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, মোহ-বর্জিত, পরম বিশুদ্ধ, পরম পাবন, অদ্বিতীয় ও সর্ব-পূজ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

প্রসাদ পরমানন্দ ! প্রসাদ পরমেশ্বর ! ।

আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্বধর প্রভো ! ॥ ১০ ॥

হে পরমানন্দ-স্বরূপ ! হে পরমেশ্বর ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; হে প্রভো ! মনঃপীড়া-রূপ ও ব্যাধি-রূপ কাল-ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ! রুক্মিণীকান্ত ! গোপীজন-মনোহর ! ।

সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্বধর জগদ্গুরো ॥ ১১ ॥

হে কৃষ্ণ ! হে রুক্মিণী-কান্ত ! হে গোপীজন-চিত্তাপহারীন্ ! হে জগদ্গুরো ! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১১ ॥

কেশব ! কেশহরণ ! নারায়ণ ! জনার্দন ! ।

গোবিন্দায় ! পরমানন্দ ! মাং সমুদ্বধর মাধব ! ॥ ১২ ॥

হে কেশব ! হে দুঃখ-বিনাশন ! হে নারায়ণ ! হে জনার্দন ! হে গোবিন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১২ ॥

## শ্রীভগবদ্দর্শন

ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ পরতত্ত্ব-বস্তু । সেই অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব-বস্তু-দর্শনের ন্ত্রিবিধ প্রতীতি বর্তমান । সেই প্রতীতি ক্রমশঃ ‘ব্রহ্ম’, ‘পরমাত্মা’ ও ‘ভগবান্’ নামে অভিহিত হয় । ভগবৎ-দর্শনই পূর্ণ-দর্শন । সেই অখণ্ড-তত্ত্বের আংশিক দর্শনের নাম—ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-দর্শন । ব্রহ্ম ভগবানের পদনখজ্যোতি-স্বরূপ । যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্মি তনুভা

য আত্মান্তর্যামি পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ ।



অর্থাৎ, উপনিষদ্গণ যাহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি ; যাহাকে যোগশাস্ত্র অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ । সদৃশ-চরণাশ্রয় করিলে এইসকল তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় ।

‘সৎ’-শব্দের অর্থ-নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট অথবা যাহার নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বর্তমান । আর সদৃশের অর্থ—যে-গুরু নিত্য রূপ, আকারাদি বর্তমান অর্থাৎ যিনি পৃথকভাবে নিজে নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট থাকিয়া নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভগবানের সেবা করিয়া জীবগণকে তাহাদের নিত্য অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । শ্রুতি বলেন,—“ওঁ তদ্বিশেষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ” । এখানে বহু বচনান্ত ‘সূরয়’ শব্দে মুক্তগণ ‘সদা’ শব্দে নিত্যকাল ; অর্থাৎ দিবাসূরিগণ ( মুক্তগণ ) নিত্যকাল বিষ্ণুর পরম-পদ দর্শন করেন । বিষ্ণু নিত্য, সূরিগণ নিত্য, তাহাদের দর্শনও নিত্য—ইহাই পূর্ণ-দর্শন । আবার অন্যত্র,—“নিত্যো নিত্যানাম্” এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, ভগবান বিষ্ণু নিত্যবস্তু-সমূহের মধ্যেও নিত্য-স্বরূপ । অতএব “একেহং বহু স্যাম্” অর্থাৎ একই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বহুরূপে প্রকাশিত এবং তাহার। সকলেই নিত্য—ইহাই জানা যায় । অন্যদিকে যাহারা মুক্তিতে তাহাদের সত্তা লোপ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইতে চাহেন, তাহারাই “অসৎ” । কেননা, পরে তাহাদের কোন সত্তাই থাকিবে না । সত্তাহীন বস্তুই অসৎ অর্থাৎ যাহা থাকে না বা থাকিবে না—তাহাই অসৎ ।

শাস্ত্রে অসৎসঙ্গ তাগের যে বাবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উপরিউক্ত অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের বিষয়ই বলা হইয়াছে । সৎ ও অসৎ বলিলে বৈদান্তিকগণ ও সাহিত্যিকগণ পরস্পর যে যে ধারণাতে উপনীত হন, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ । সাহিত্যিক এবং সাধারণ লোক এই অসৎ বলিতে চোর, ডাকাত, মিথ্যাবাদী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করেন এবং তাহার বিপরীত ভাবেই “সৎ” বলিয়া ধারণা করেন । কিন্তু বৈদান্তিক বা পৌরানিকগণ ‘সৎ’ শব্দে নিত্য-সত্তা-বিশিষ্ট বস্তু বা ভাবেই লক্ষ্য করেন এবং ‘অসৎ’ শব্দে যাহার সত্তা নাই তাহাকেই বুঝিয়া থাকেন । অতএব বিচার করিলে দেখা যায় যে, যাহারা উপাস্য-

তত্বকে নির্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিক আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহাদের সঙ্গই অসংসঙ্গ। যাহারা যুক্তির পর নিজের সত্তা সেই নিঃশক্তিক ও নির্বিশেষ ব্রহ্মে Immerge ( লয় ) করাইয়া নিজ-সত্তা লোপ করিতে চাহেন, তাহাদিগকেই অসংসঙ্গ বলা হয়। ‘সং’-শব্দের উৎপত্তি ‘অস্’ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। অস্ ধাতু সত্তা অর্থে প্রয়োগ করা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে। এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছে। সেই এক গ্লাস জলের একটি পৃথক্ সত্তা বর্তমান। সেই জল নদীতে ঢালিয়া দিলে তাহা যেমন আর পাওয়া যাইবে না, অর্থাৎ তাহা নদীর জলেই পরিণত হয়, সেইরূপ বৃত্তিতে হইবে। ঐ গ্লাসের জলকে পৃথক্ করিয়া নদী হইতে বাহির করিবার উপায় নাই। যুক্তির খাতিরে ধরা যাক্, যুক্তির পরে এই অবিচ্ছিন্ন জীব ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ‘Complete Annihilation to Brahma’-এর একটাও প্রমাণ-শাস্ত্রে আছে কি? কি যদি বলা যায়,—অঘাসুর, শিশুপালাদি তাহার প্রমাণ। তবে তাহার উত্তর এই যে, সে বিচারটিও আদুরিক চিন্তাস্রোত হইতে জাত হইয়াছে। অধিকন্তু এই মত-প্রবর্তক আচার্য্য শঙ্করেরও Complete Annihilation ( ব্রহ্মে লয় ) কি হইয়াছিল? যদি ধরা যায়, শ্রীশঙ্করের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত বিচারণ্য ভারতীকে শঙ্করের অবতার বলা হয় কি প্রকারে? শঙ্করেরও পৃথক্ সত্তা নাই। তিনিই অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই পুনরায় আসিলেন কেমন করিয়া? অন্যদিকে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার পরমগুরুদেব গোড়পাদের রচিত মাণ্ড্যাক্যকারিকা গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদকে দিয়া শ্রীগোড়পাদের দ্বারা সমর্থিত করাইয়াছিলেন। ইহা শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। ইহাই বা কিপ্রকারে সম্ভব? যদি শ্রীগোড়পাদের Complete Annihilation ( ব্রহ্মে লয় ) স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শ্রীগোড়পাদের সহিত শ্রীগোবিন্দপাদের পুনঃ সাক্ষাৎ কি-প্রকারে সম্ভব হয়? তাই মায়াবাদ-প্রচলিত ব্রহ্মে লয় নিতান্ত প্রমাণহীন, সুতরাং অর্থোক্তিক। পদ্মপুরাণ বলেন,—“মায়াবাদমসচ্ছাত্তম্” এবং শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, “ততো হুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সংসু সজ্জত বুদ্ধিমান্”। সেইজন্য যাহারা নিত্য-সত্তার বিরোধী, তাহাদেরই হুঃসঙ্গ বলা হইয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গই বর্জনীয়।



ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ই শ্রীনারদ গোস্বামীকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন; এমন কি, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে আপত্তি করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে,—

গোবিন্দ-ভূজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরুধ্বহ।

অবাংসীয়াসদোহভীক্ষং কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ ॥

অর্থাৎ, নারদ গোস্বামী কৃষ্ণোপাসনাতে লালসায়ুক্ত হইয়া দ্বারকা-পুরীতে বাসুদেব-গৃহে নিরন্তর আসিতেন। এখন বিচারের বিষয় এই যে,—নারদ গোস্বামী মুক্ত কি-না? যদি মুক্ত হন, তবে মুক্তির পরেও তাঁহার কৃষ্ণ-উপাসনাতে লালসা হইয়াছিল এরূপ দেখা যায়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তির পরেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটি বিনাশ হয় না। শাস্ত্র বলেন,—“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষ্ণা ভগবন্তং ভজন্তে,” “রসো বৈ সঃ”, সদা পশুন্তি সুরয়ঃ” ইত্যাদি। এইসকল শ্রুতিবাক্য মুক্তিতেও উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যসত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু মায়াবাদিগণ এইসকল বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া বাসুদেবকে ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদি বলিয়াছেন।

“যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ”, নৈকস্ম্যামপ্যচ্যুতভাব-বর্জিতং,” “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য” প্রভৃতি শ্লোকে ভগবদ্ভক্তিবিশীর্ণ কেবল জ্ঞান দ্বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ ঐকান্তিক ভক্তিরই বশ—“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ”। এইজন্য নিখিল শাস্ত্র ভক্তিরই অধিক মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ভক্তি-দ্বারাই ভগবদ্ দর্শন সম্ভব, অন্যথা খণ্ড-দর্শন অবশ্যভাবী। আর একটি কথা এই যে, মায়াবাদিগণ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য-সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীবাসুদেবের বেদোক্ত পৌরাণিক বাক্যগুলিকে ভ্রান্তিময় বলেন। কিন্তু অপরদিকে শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবসকল তাঁহার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করত পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য-সকলের অপূর্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন।

উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার তত্ত্ব নিরূপণই শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুখপ্রাপ্তি, আর দুঃখ-নিবৃত্তি সকলেরই প্রয়োজন। শ্রীভগবৎপ্রেমে আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অন্য উপায়ে সুখ লাভ হইলেও সে সুখ অফুরন্ত নহে; দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিলেও সমূলে দুঃখ বিনাশ হয় না, আবার দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীভগবৎ-প্রেমে যে সুখপ্রাপ্তি, তাহা অকুরন্ত। তাহাতেই সমাক্ষুঃখ নিবৃত্তি ঘটে; কখনও দুঃখ-স্পর্শ-লেশের সম্ভাবনা থাকে না। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাণ্ডুল, তথা মায়াবাদ-মতে যে মুক্তির কথা বলা হয়, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আতাত্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সুখই সকলের কাম্য। সকলের যাবতীয় চেষ্টার মূলে দুঃখ দূর করিয়া সুখই একমাত্র প্রয়োজন। এস্থলে উদাহরণস্বরূপ ধরা হউক,—একটি লোকের হাতে ঘা হইয়াছে, সুতরাং নিরাময়ই প্রয়োজন। একজন ডাক্তার আতাত্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রয়োজন জানিয়া তাহার হাতখানা কাটিয়া দিতে প্রস্তাব করিলেন। কেন না, যদি হাতখানা থাকে তাহা হইলে আবার তাহাতে ‘ঘা’ হইতে পারে। ‘হাত’ না থাকিলে হাতে আর কখনও ‘ঘা’ হইতে পারিবে না; আর কখনও ‘ঘা’-এর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। রোগী ইহা শুনিতে কখনই ইহাতে রাজি হইবে না, বরং ডাক্তারকে মুখ বুলিয়া বিদায় দিবে। তাই মুক্তিতে দুঃখ-বিনাশ করিতে গিয়া যদি আত্ম বিনাশ বা আত্মার লয়-সাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সুখপ্রাপ্তি বুলিয়া কোনও বস্তু তাহার ভাগ্য ঘটিল না। ব্রহ্ম আনন্দময় বা নিরানন্দময় বলিবার সার্থকতাই বা কি থাকিল? তাহার ভোক্তা বা অভ্যুভবকারীও কেহ থাকিল না। অর্থাৎ আমি যদি ‘চিনি’ হইয়া গেলাম, তবে চিনি মিষ্ট, টক্ বা তিক্ত, কি tasteless, ইহা বুঝিবে কে? সেখানে ত’ আত্মাদকের কোনও পৃথক্ সম্ভা নাই। সুতরাং তাহার আতাত্তিক অভাব হইল। বস্তুর অভাব হইলেই তাহাকে অনিত্য বলে,—অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য বস্তুকে লাভ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য হয় না। তাই এই বিচার নিতান্ত অযৌক্তিক।

যদি ধরা যায়, একটি ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে। সে আত্মহত্যা কেন করিল?—তাহার কারণ, সে জীবিত থাকা অপেক্ষা আত্মহত্যাকেই অধিক সুখ বুলিয়া মনে করিয়াছে। এখানে সুখই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এইজন্য আনন্দপ্রাপ্তিই সকলের একমাত্র প্রয়োজন। আত্মহত্যাকারী কখনও আত্মহত্যা করিয়া সুখ পায় না। তজ্জন্য তাহাকে পাপী বুলিয়া গণ্য করা হয়। এমন কি, সেই ব্যক্তি ডাক্তারদিগের



ঔষধ প্রয়োগাদি দ্বারা জীবন লাভ করিলেও তাহাকে Penal Code-এর আইন অনুসারে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কেন না, আত্ম-হত্যা করা Crime, sin and unlawfull; তাহাতে তাহার অধিকার নাই। এই কারণে যাহারা নিজের সত্তা ব্রহ্মে বিলাইয়া দিয়া আতান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে চান, ভগবান্ তাহাদের চেষ্টনতা আচ্ছাদিত ও আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শোধন করিবার জন্য রাজদ্রোহীদের মত intern (অন্তরীণ) করিয়া রাখেন। অতএব ভগবান্ উপাস্য, (শুদ্ধ) জীব উপাসক ও ভক্তিই উপাসনা; ইহাদের কখনও ধ্বংস হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

ভগবান্ বাসদেব বেদের চারিটি বিভাগ করিয়া আবার সমস্ত উপনিষদসকলের সংকলন করেন। সেই সমস্ত বেদ-উপনিষদ ও পুরাণের প্রতিপাদ্যরূপে বেদান্ত-সূত্র রচনা করেন। তাহা বৈয়াসিক সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। পুনঃ বেদান্ত-সূত্রগুলি সাধারণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া তাহার ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। গরুড়-পুরাণ বলেন,—‘অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্’। দ্বাদশস্কন্ধ-সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আবার দশম স্কন্ধই সারাৎসার। তাহাতে কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বর্ণিত আছে; সেই লীলার মধ্যে দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। একটি অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধনপর্ধ্যায়ে আলোচনার জন্য অর্থাৎ বদ্ধজীবের অনর্থ-নিবৃত্তিকল্পে আলোচ্য, অন্যটি অনর্থ-নিবৃত্তির পর আলোচ্য। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণের বাল্যলীলা, অসুর বধ, গোবর্দ্ধন ধারণলীলার উপযোগিতা আছে; কিন্তু কৃষ্ণের বস্ত্র-হরণ, নৌকাবিলাস, রাসলীলাদি সম্বন্ধে বাসদেব অনধিকারীকে তাহার আলোচনা নিষেধ করিয়া তত্তৎ অধিকারীকে আলোচনার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হৃদীশ্বরঃ ।

বিনশ্যত্যাচরনৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোহক্ৰিজং বিষম্ ॥

অর্থাৎ—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্ধ ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোথ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

তবে পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, এখানে ত' 'আচরণের' কথা নিষেধ করা হইতেছে, শ্রবণের কথা ত' নিষেধ করা হয় নাই। আচরণ শব্দে কর্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা আচরণকেই লক্ষ্য করা হয়। মনের দ্বারা চিন্তা বা মননাদি কার্য স্বীকার না করিলে বাকী দশটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচরণ হইতে পারে না। সুতরাং 'আচরণ নিষিদ্ধ' স্বীকার করিলে শ্রবণাদিও নিষিদ্ধ বুঝাইবে। তাহা ছাড়া "মনসাপি" শব্দের দ্বারা মনের বা মানসিক ক্রিয়া পর্য্যন্তও বর্জন করা হইয়াছে। মনের ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির আচরণ কি প্রকারে সম্ভব? অতএব রাসলীলাদি অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে শ্রবণ-কীর্তন করা ত' দূরের কথা, মনের দ্বারাও চিন্তা ও মননাদি নিষেধ করা হইয়াছে। অনর্থগ্রস্ত জীব তাহাদের অনর্থ-নিবারণোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিতাদি শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া পরে সেই লীলা-শ্রবণের অধিকারী হইয়া চরম প্রয়োজন 'কৃষ্ণপ্রেম' প্রাপ্ত হন।

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

## বর্ষোদ্‌ঘাত

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ—শ্রীমায়াপুরে শ্রী-ভূ-লীলাশক্তিমান

শ্রীশ্রীগৌরহরির জয়গান

প্রেমময়-তনু নদীয়ার শচী-তুল্য অমল প্রেমের প্রস্রবণ। তাহা হইতে অনেক স্বধুনী নিঃসৃত হইয়া ত্রিভুবন-মরু ভাসাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দাকিনী সুর-সরিতের ধারা-বিশেষ পুনরায় গোড়-মণ্ডলে প্রবাহিত হইয়া শ্রীমদ্বীপ ধামে শ্রীগৌর-শশংরের নিতাদাম যোগ (পীঠ) মায়াপুরকে বিস্মৃতির অতল জলদি হইতে উদ্ধোলন করিয়াছেন। 'ভূশক্তি প্রেমভক্তি' স্বরূপিনী বিকুপ্রিয়া দেবী, শ্রী-শক্তি পরবোমেশ্বরী নারায়ণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও লীলাশক্তি যোগমায়া (মায়াপুর) নীলাদেব—এই শক্তিত্রয় সমন্বিত বৈকুণ্ঠনাথ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া বৈকুণ্ঠের নিত্য প্রকট-বিহার



প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠের পরমোপরিস্থিত ঐশ্বর্য্য-শিখিল-ধামরূপ গোলোক; সেই গোলোকে পতি ব্রজেন্দ্রনন্দন বার্ষভানবী সহ মিলিত-তনু হইয়া ভক্তিয়োগ-মায়াপুরপীঠ নবদ্বীপে অবস্থিতিপূর্ব্বক যে প্রেমের কথা জগৎকে জানাইয়াছেন সেই বিগ্ধভরের করুণাময়ী প্রকটলীলা নিত্যকাল জয়যুক্ত পাবিলেও জীবের দুঃস্বপ্নবিশেষে দুরাধিগমা ছিল।

### মঙ্গলাচরণমুখে গৌরভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদের জয়গান

শ্রীগৌরজন বার্ষভানবী দয়িতের নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করুণাময়ের নিজজন বলিয়া দয়াপরবশ হইয়া সেই গৌরসুন্দরের শুদ্ধ প্রেমধাম জীবের প্রাপক্ষিক বুদ্ধি অপসারিত করিয়া প্রেম-নয়নের গোচর করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অমলতত্ত্ব বিকৃত সমাজের হস্ত হইতে মুক্ত করাইয়া অপ্রাকৃত গ্রন্থসমূহে এবং অসুগত জনগণের হৃদয়ে স্ফূরণ করাইয়াছেন। করুণারত্নাকর শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় হউক। ইহাদের জয় হইলেই জগতের একমাত্র কলাগোদয় হয়।

### ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌর-জন্মস্থান

#### শ্রীধাম মায়াপুরের প্রকাশক

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শুদ্ধভক্তগণের উপাস্য বিগ্রহ শ্রীমায়াপুর-শশধরের নিত্যধাম নিরূপণ করিয়াছেন। জীবগণ স্ব-স্ব বিষয়কার্য্যে বাস্ত হওয়ায় শ্রীধাম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগৌরান্দ তব্দের বিকৃতভাবে আলোচনা করিতে গিয়া কৃষ্ণোত্তর বিষয়কে বা স্থানান্তরকে শ্রীগৌরধাম বলিয়া মনে করিতেন। বিষয়ী জীবগণ যদিও ধামবাস, শ্রীগৌর-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব পরিচয়াকাজ্জ্বল করিতেন, বাস্তবিক তাহা না হইয়া যোগমায়ায় অধুকম্পা লাভে বঞ্চিত হইয়া মায়ার রাজ্যে অনেকেই বিপথে গমন করিতেন। যাঁহাদের দুঃস্বপ্ন আছে তাঁহারা এই মায়ার কবল হইতে উন্মুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের আদর করেন। যাঁহাদের সে সৌভাগ্য নাই, তাহাদিগকে আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ-বিষ্মুখ প্রতীপ বলিয়াই জানি। তাঁহাদের প্রতি শ্রীগৌরহরির আদৌ কোন দয়া নাই বলিয়াই জানিতে হইবে।

## সজ্জনের তোষণই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

কৃষ্ণকথার নামে অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ে দুর্ভাগা জীবগণ আবদ্ধ থাকেন। তাঁহাদিগকে ক্রমোন্নয়ন করাইবার উদ্দেশে শ্রীপত্রিকার অবতারণা হয়। শ্রীমন্তুক্তিবিনোদ ঠাকুর বিষয়-কথা যুক্ত করাইয়া সাময়িক পত্রিকা প্রচার করেন। সজ্জই প্রচারের উদ্দেশ্য। অপ্রাকৃত কথা অপ্রাকৃত ভক্তির উদয় করায়; প্রাকৃত বিষয়-কথা বিষয়ীর আনন্দপ্রদ। শ্রীসজ্জন-তোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) হরিকথা প্রচারিণী, হরিসঙ্গ বিধায়িনী, শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচারিণী ও দুঃসঙ্গ বর্জনকারিণী; তজ্জন্যই শ্রীপত্রিকা হরিজন-তোষণী। শ্রীপত্রিকা-সেবন-সূত্রে আমাদের ইহা সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরুক আছে। সজ্জন-বিরোধী সম্প্রদায় আমাদের ঐকান্তিকতার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদের দৃষ্ণ-প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ খর্ব হইতেও পারে। আমরা কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত অন্যাভিলাষ-যুক্ত প্রতিকূল কৃষ্ণগুণীলনের পক্ষপাতী নহি বলিয়া ঐ সকল সক্ষীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা যাহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারা আমাদের পত্রিকার সহিত সমরুচিবিষ্ট নহেন। আমরা তাঁহাদের মনস্তৃষ্টি করিতে গিয়া সজ্জনের তোষণ কার্য হইতে কখনই বিরত হইব না।

## বর্তমান বর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনার প্রস্তাব

বর্ষপ্রারম্ভে বিগত বর্ষের সজ্জন-সমাজের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আমরা প্রবর্তমান বর্ষে অগ্রসর হইব। সজ্জন-সমাজে যে বিপত্তি সমুদিত হইয়াছে ও যে-সকল শ্রীগৌর-সেবা-গুষ্ঠান প্রবর্তিত হইয়াছে, উভয় বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

## সজ্জন-সমাজের বিরোধী চেষ্টাসমূহের বিবরণ

প্রতীপ-দল হরি-বিরোধ, হরিজন-বিরোধ ও হরিসেবা-বিরোধোদ্দেশ্যে প্রাণা চেঁচায় ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের তাদৃশ ঘৃণিত চেঁচা নৃনাদিক প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের মহিমা খর্ব করিবার মানসে গতবর্ষে তাঁহাদের অনেকগুলি চেঁচা আমরা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। তাঁহারা বলেন,—শুদ্ধভক্ত কর্ম্মফলদীন, প্রতিষ্ঠাতা-পরায়ণ, যোষিৎ-সজ্জ শৌক-বর্ণান্তর্গত; প্রসাদে অপ্রাকৃত অকর্তব্য, বৈষ্ণবের শৌক পরিচয়, উপাধি-নামাদি পরিহার করিয়া অপ্রাকৃত



পরিচয় অনাবশ্যক, বদ্ধজীব বৈষ্ণবানুগত্যের অযোগ্য, গুরুদেবের অর্চনা পূজা অকর্তব্য, বৈষ্ণবের পরীক্ষা নিষিদ্ধ, বৈষ্ণবের জন্ম-মহোৎসব অবৈধ, শুদ্ধভক্তি প্রচার অন্যায়, ভাড়াটিয়া ভৃত্যগণের ধর্মপ্রচার বৈধ, বর্ণাশ্রম-অধিকারীর কৃত্রিম পারমহংস্য ধর্ম অনুষ্ঠেয়, খিয়সফি মতবাদিগণই প্রকৃত বৈষ্ণব, মায়াবাদই বৈষ্ণবধর্ম, জড়বিচার-দ্বারা কৃষ্ণভজন প্রভৃতি অসংখ্য অবৈধ কুশিক্ষা প্রচারিত হউক।

### সদুদ্দেশ্যের নামে অসৎ কর্মের তালিকা

তাহাদের বর্ণসাক্ষ্যভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন শৌক্ৰবর্ণ মধ্যে বিবাহ-বিধি প্রবর্তনের অবৈধ চেষ্টা, বৈষ্ণবের পূর্বশ্রম উল্লেখ জাতি-সামান্য-জ্ঞান, শৌক্ৰ-বর্ণগত বৈষম্য প্রবল করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মের ছলনা, বংশ-পরম্পরা ক্রমে গুরুগিরি-ব্যবসা প্রবর্তনই সদাচার বলিয়া কাপটা প্রচার, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ সংগ্রহ, মন্ত্র দিয়া অর্থ গ্রহণ, সভার সদনুষ্ঠানের নামে নিজ-ভোগতাৎপর্যময় অর্থসংগ্রহ, কন্যা-পুত্রাদির বিবাহোপলক্ষে শিষ্য-নামধারীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ, দেবালয়ে স্থাপন করিয়া নিজের ও অসতের উদরোপস্থ-বেগের সহায়তা, শ্রীধাম নির্দেশের নামে জড়ীয় অর্থপ্রসূ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ভজন বলিয়া প্রচলন করিবার বেগ আমরা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত। কৃষ্ণভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার ছলনায় অবান্তর ফলকামনা কখনই সজ্জনের ধর্ম নহে। গোণ-ভাবে তাদৃশ কপটতার উৎসাহ প্রদান কোন সজ্জনই আদর করেন না। শ্রীপত্রিকা উপরিলিখিত অবৈধ অত্যাচার দমন ও প্রশমনের জন্য নানা হিতজনক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

### শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশীর্বাদ প্রার্থনা

শ্রীপত্রিকায় আমরা এ বর্ষে দিন দিনই নানা শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধির সন্দেশ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব, আশা করিতেছি। শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় নিজজন শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের সেবা গ্রহণ করুন।

— জগদগুরু ও বিমুখপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# উৎসাহ

## উৎসাহ-সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়

শ্রীকৃপাগোস্বামী দ্বীয় ‘উপদেশামৃত’ে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজ্ঞা, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লোলা—এই ছয়টিকে ভক্তিবাদক বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সে-ছয়টির বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় শ্লোকে তিনি ভক্তিসাধক ছয়টি বিষয় বলিতেছেন।

“উৎসাহান্ধিচ্ছ্যাক্ষৈর্য্যং তত্ত্বং-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাং।

সঙ্গ-ত্যাগাং মতোবৃত্তেঃ ষড়্ ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥”

—এই ছয়টি বিষয় এখন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব প্রথমেই ‘উৎসাহ’-সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত আছে তাহা বলিতেছি।—

### ‘উৎসাহ’ কাহাকে বলে

উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। জাড্য, ঔদাসীণ্য বা নির্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই জাড্য বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্য্যে অস্পৃহাই জড়তা। এই জড়তা চিত্তশূন্যের বিপরীত। জড়তাকে দেহে বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীণ্য-ধর্ম্ম অযত্ন হইতে হয়।

অনির্ব্বিঘ্ন না হইলে ভক্তিযোগ সাধিত হয় না।

অনির্ব্বিঘ্ন চিত্তের সহিত ভক্তি-যোগ করিতে হয়, ইহা গীতায় আজ্ঞা করিয়াছেন; যথা :—

তং বিচ্ছাদ্ ভুংখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-সজ্জিতং।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিঘ্ন-চেতসা ॥ (৬।২৩)

এই শ্লোকের ভাণ্ডে বিচ্ছাদ্ভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন,—“আলস্য-যোগাত্ম-মননং নির্বেদশূন্যহিতেন চেতসা।” যে কার্য্যে আপনাকে অযোগ্য-মনন করা যায়, সেই কার্য্যে নির্বেদ হয়। সেরূপ নির্বেদ-শূন্য-চিত্তের সহিত ভক্তিযোগ করিতে হয়। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—



নির্বিকলানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কৰ্মসু ।  
 তেষ্মনির্বিকল-চিত্তানাং কৰ্মযোগস্ত কামিনাম্ ॥  
 যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।  
 ন নির্বিকলো নাতিসত্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ ॥

( ভাঃ ১১।২০।৭-৮ )

[ অর্থাৎ, যোগত্রয়ের মধ্যে কৰ্মফলে বিরক্ত কৰ্মত্যাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং ছুঃখ-বুদ্ধিশূন্য তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে কৰ্মযোগই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে । যে-ব্যক্তি কোন ভাগ্যক্রমে আমার কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাঁসক্তি নাই, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে । ]

### পরমার্থ সাধন তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কৰ্মযোগ ও ভক্তিযোগ

পরমার্থ-সাধক চিত্ত অবস্থাক্রমে তিনপ্রকার অর্থাৎ নির্বিকল-চিত্ত, অনির্বিকল-চিত্ত এবং নির্বেদ ও আসক্তিরহিত-চিত্ত । যোগও তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কৰ্মযোগ ও ভক্তিযোগ । নির্বিকল-চিত্ত কৰ্মন্যাসী পুরুষদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ শ্রেয়ঃ । কামী অনির্বিকল-চিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে কৰ্মযোগ । অনির্বিকল অনাসক্ত পুরুষদিগের যখন সৌভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মে, (তখন) তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়ঃকর ।

### জ্ঞান, কৰ্ম ও ভক্তিযোগের লক্ষণ

তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা কেবল জড়ীয় কৰ্মে নির্বেদ লাভ করিয়াছেন, অথচ জড়াতীত অপ্রাকৃত ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে নির্বেদ বই আর কি থাকিতে পারে ? তাঁহাদের পক্ষে নির্বেদ ব্রহ্মজ্ঞানই চরম লাভ ।

যাঁহাদের জাতীয় কৰ্মে নির্বেদ জন্মে নাই, যেহেতু তাঁহাদের চিৎক্রিয়ার অনুভূতি হয় নাই, তাঁহাদের হৃদিশুদ্ধি-কারক কৰ্মযোগ-বই আর গতি নাই ।

যাঁহারা জাতীয় কৰ্মকে তুচ্ছ বলিয়াছেন এবং চিৎক্রিয়ার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত জড়কৰ্মে নির্বেদ লাভ করিয়া চিত্তদয়ের সহায়রূপে কিয়ৎপরিমাণে জড়-কৰ্ম স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সেই কৰ্মে

তাহাদের আসক্তি থাকে না। ভক্তিতে যত পরিমাণে চিদালোচনা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহাদের জড়-সম্বন্ধ-মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফলরূপে উদয় হইতে থাকে। **ভক্তিব্যোগীদিগের লক্ষণ এই,—**

জাতশ্রদ্ধো যংকথাসু নির্বিঘ্নঃ সর্ব-কর্মসু।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপানীশ্বরঃ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

জুষ্মাংশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

( ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮ )

কাম হইতে কর্মের উদয়, নির্বেদ জ্ঞানের উদয় এবং ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উদয় হয়।

### ভক্তিব্যোগীর আচরণ

জাতশ্রদ্ধ পুরুষ স্বভাবতঃ সকল জড়কর্মে নির্বিঘ্ন ; কেবল সেই সেই কর্ম যতটুকু ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার অনুকূল হয়, ততটুকুই অনাসক্ত ভাবে স্বীকার করেন। শরীর না থাকিলে ভক্তি সাধন হয় না। যে-সকল কর্ম শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সে সমুদায় দুঃখাত্মক কাম-কর্ম পরিত্যাগ করিলে কার্য্য পাওয়া যায় না। অতএব, সাধারণের পক্ষে দুঃখ-ফলজনক সেই সেই কামফলকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করেন, এবং তত্তৎকামভোগদ্বারা জীবনের আবশ্যক নির্বাহ করত ভক্তিব্যোগ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমাকে ভজন করিতে থাকেন। জড়কর্ম-প্রাপ্ত কামফলকে বহু আদরের সহিত যাহারা ভোগ করে, তাহারা কর্মাসক্ত। তাহাতে অনাদর করিয়া তাহাতে যে ভগবদ্ভক্তি সাধক বৃত্তি আছে, তাহাকে আদর করত যাহারা কর্মাদি স্বীকার করেন, তাহারা অনাসক্ত। কর্মে অনাসক্ত বটে, কিন্তু ভক্তিতে পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করেন।

### ভক্তি-সাধকের ক্রমোন্নতি

ভগবদ্ভক্তি-সাধকদিগের উন্নতি-প্রক্রিয়া লিখিতেছেন ; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে—

প্রোক্তেন ভক্তিব্যোগেন ভজতো মাহসকৃন্মুনেঃ।

কামা হৃদযা নশ্যন্তি সর্বে যয়ি হৃদি স্থিতে ॥



ভিত্তিতে হৃদয়-গ্রন্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।  
 ক্ষীয়ন্তে চাস্য-কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিল-গ্নি ।  
 নৈরপেক্ষাং পরং প্রাহ্নিঃশ্রেয়সমনল্লকম্ ।  
 তস্মান্নিরানিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥

( ভাঃ ১১।২০।২৯-৩০, ৩৫ )

যে যুনি পূর্বোক্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি অনুক্ষণ থাকিয়া হৃদয়জাত কাম সমস্তই নাশ করি। আমার পবিত্র অনুস্মরণ হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। তদ্বারা অবিद्या-গ্রন্থি দূর হয়। সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অখিলাত্মা-স্বরূপ আমাকে দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। ইহাই জীবের পক্ষে পরম নৈরপেক্ষা-রূপ অতিবড় শ্রেয়ঃকল্প।

তাৎপর্য্য এই যে, হৃদয়জাত কাম-নাশের জন্য চেষ্টা করা এবং অবিद्या-নাশের জন্য অন্যপ্রকার যত্ন করা নিরর্থক। কিন্তু ভগবদ্যুশীলন-রূপ ভক্তিযোগ করিতে করিতে অবিद्या, কাম, কর্ম্ম, জীবের সমস্ত সংশয় ও কর্ম্মবন্ধ ভগবৎ-কৃপা-বলে দূরীভূত হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের চেষ্টার সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং অন্য বাঞ্ছা, অন্য আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইলে আমাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

### অনিষ্ঠিত ও নিষ্ঠিতাভেদে ভজন-ক্রিয়া দুই প্রকার

কর্ম্মনাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত, ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যিক। কোন বিশুদ্ধ ভক্তাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার দ্বারা সাধু-কৃপায় ভজন-শিক্ষা করত নিষ্ঠা জন্মিলে ‘নিষ্ঠিতা’ ভজনক্রিয়া হয়। যতদিন নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া হয় না, ততদিন ‘অনিষ্ঠিতা’ ভজনক্রিয়া কাজেকাজেই হইয়া থাকে। তাহাতে ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী, ঘন-তরুলা, ব্যাঢ়-বিকল্পা বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মান্ধ ও তরঙ্গ-রঞ্জিনী—এই প্রকার ছয় লক্ষণে লক্ষিতা।

### অনবধান-রূপ অপরাধ তিন প্রকার

‘শ্রীহরিভক্তি-বিন্যাসে’ শ্রীহরিনামাপরাধ মধ্যে প্রমাদকে একটি অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ‘প্রমাদ’ শব্দে সেই গ্রন্থে অনবধান অর্থ

করিয়াছেন। ‘শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি’-গ্রন্থে উক্ত অনবধানকে তিন প্রকার বলিয়া উক্তি করেন। ঔদাসিন্য, জাড্য ও বিক্ষিপ—এই তিনপ্রকার অনবধান। এই তিনপ্রকার অনবধান হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে কোন ক্রমেই ভজন হয় না। অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও, অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ নীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনই-নাম ভজনে ঔদাসীনতা, জাড্য বা বিক্ষিপ আসিয়া উদয় হইতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়।

### উৎসাহময়ী ভজনক্রিয়াই ক্রমে নিষ্ঠার উদয় করায়

ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিষ্ঠিতা-ধর্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন-ক্রিয়া।

ততোহনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অর্থাৎ, শ্রদ্ধার উদয় হইলে ভজনাধিকার জন্মে। ভজনাধিকার উদয় হইলে সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে ভজন-ক্রিয়া হয়। প্রথমে সেই ভজনে নিষ্ঠা থাকে না; কেননা, তখন অন্য প্রকার অনর্থ-সকল হৃদয়কে পেষণ করিতে থাকে। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সকল অনর্থ দূর হয়। অনর্থ যত দূর হয়, ততই নিষ্ঠার উদয় হয়।

### উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন

‘শ্রদ্ধা’ শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহ-হীন শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না। সুতরাং তাঁহাদের সাধু-সঙ্গাভাবে ভজন হয় না।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



# কলির চেলা

কোন সময়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ 'কলিকে' নিগ্রহ করিলে 'কলি' তাহার নিকট বাঁচিয়া থাকার মত একটি স্থান প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন,—ওরে অধর্মোবদ্ধো! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে চারিটি অধর্মের স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান পাইবে না, যথা,—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।

দূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৯)

অর্থাৎ কলির প্রার্থনানুসারে রাজা তাহাকে দূতক্রীড়া, মদ্যাদি পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রানিবধ—এই চারটি স্থান দান করিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।

ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৯)

অর্থাৎ কলির পক্ষে স্থান অকুলান হওয়ায় পুনরায় তাহাকে সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থের স্থান দিলেন, যাহা হইতে আরও পাঁচটি স্থান উৎপন্ন হইল, যথা—(১) মিথ্যাকথা, (২) মদ অর্থাৎ স্ত্রী-রূপ বিভূতি, উত্তমকূলে জন্মাভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সন্ন্যাস, রূপ ও বল—এই ছয়প্রকার মদ হইতে ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধ হয়, (৩) কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সেবার কাম, (৪) রজঃ - রজোগুণ হইতে অর্থলোভ হয়, (৫) বৈর অর্থাৎ শত্রুতা। কাহারও প্রতি বৈরসাধন কলির কার্য।

এক্ষণে প্রথমোক্ত কলির রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—

## (১) দূতক্রীড়া

অপ্রাণী বস্তুদ্বারা ক্রীড়া যেখানে হয়, তাহাই দূতক্রীড়ার স্থান, যথা—তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশপাঁচিশ, বাঘবন্ধী ও লটারী প্রভৃতি। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা মত্ত থাকে, তাহারা অলস ও কলহপ্রিয় হয়। তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম-কর্ম সম্ভব হয় না। অতএব ইহা যে কলির রাজ্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজ্য শাসন করিতে হইলে যেমন মন্ত্রীর প্রয়োজন হয়, সেরূপ কলি রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ এই ক্রীড়ামোদীরা অর্থাৎ ইহারাই প্রথম শ্রেণীর চেলা।

## (২) পান

আসব-মাত্রই পান, যথা—পর্ণ ( তাম্বুল ), গুবাক ( সুপারী ), তামাক, গাঁজা, মদিরা ও সুরা প্রভৃতি। এইসব আসব ব্রতনাশকারী। তাম্বুল ( পান ) সেবা করিলে বিলাসের ইচ্ছা প্রবল হয়। গুবাক ( সুপারী ) দ্বারা চিত্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাম্বাকুটের ( তামাকের ) দ্বারা মতিভ্রংশ, জড়তা ও ভগবদ্বিমুখতা হয়। গাঁজার ধূমপানে বুদ্ধি নষ্ট হয়। অহিফেন ( আফিং ), ধূমপানের ও অষ্টপ্রকার মদিরা অল্পকালের মধ্যে পশুত্বে পরিণত করিয়া ফেলে। জগজ্জীবের ভক্তি নষ্ট করিবার জন্য কলি এই মদিরাদি পানকারী ব্যক্তিগণকে নিজের মন্ত্রী করিয়াছে। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রী বা চেলা।

## (৩) স্ত্রী ( অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী )

ধর্মপত্নীর সহিত বর্তমান থাকিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও পঞ্চম পুরুষার্থরূপ ভক্তিকে সেবা করিবেন—ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্য বিধি। বিবাহিত পত্নীর সহযোগে বৈধ জীবন নির্বাহ করিলে কলিদোষদুষ্ট হয় না। যেস্থলে পুরুষ স্ত্রৈণরূপে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কর্তব্যবিমূঢ় হয়, সেখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান। ধর্মপত্নীর আদর সর্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী সমাজে ও শাস্ত্রে নিন্দনীয় এবং দোষাবহ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

“অসংসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।

স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥”

অধর্মাশ্রিত-স্ত্রীগণ সর্বদাই কলির অধিষ্ঠান, সুতরাং সজ্জন অবশ্যই তাহাদিগের নিকট হইতে বহুদূরে থাকিবে। এই সকল স্ত্রীসঙ্গী তৃতীয় শ্রেণীর চেলা।

## (৪) সূনা ( জীবহিংসা )

সূনা অর্থে প্রাণীবধ। ইচ্ছাপূর্বক যেখানে প্রাণীবধ হয়, সেস্থান কলির বিশেষ প্রিয়। তাই নারদঋষি বলিয়াছেন,—

ন হন্যো জুষতো জোষ্ঠান বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।

শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যুতমাসবঃ॥



হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়েরজিতান্নভিঃ ।

মন্যমানৈরিমং দেহমজররমূহা নশ্বরম্ ॥ ( ভাঃ ১০।১০।৮-৮ )

অর্থাৎ শ্রীনারদ বলিলেন,—প্রিয় উপভোগ্য বিষয়সকলের সেবায় আসক্ত পুরুষের ধনগর্ব যেরূপ বুদ্ধি নাশ করিয়া থাকে, সংকুল কিম্বা বিছা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন গর্ব তাদৃশ বুদ্ধি নাশ করে না । যেহেতু ঐ ধনগর্ব জন্মিলে স্ত্রীসন্তোগ, অক্ষক্রোড়াদি এবং মদ্যপান অবিরত চলিতে থাকে । ঐ ধনগর্ব উৎপন্ন হইলে অজিতেন্দ্রিয় নির্দয় পুরুষগণ এই নশ্বর দেহকে জরামৃত্যুরহিত মনে করিয়া উপভোগ বা চিত্তবিনোদনের জন্য পশুগণকে হত্যা করিয়া থাকে । ইহাই চতুর্থ শ্রেণীর চেলো ।

### সাম্যবাদ

আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাহারা জগতে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া সহরে প্রচার করেন,—মহাশয় ! সব সমান । হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সব ধর্মই সমান । সমন্বয়বাদিগণের পরম প্রমাণ এবং ঐ মতবাদ প্রচারের সমর্থকরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইতেছে, যথা,—

যে জথা মাং প্রপদ্যতে তাংস্তথৈব ভজামাহম্ ।

মম বর্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

( গীতা ৪।১১ )

অর্থাৎ যাহারা যেভাবে আমার প্রতি শরণাগত হন, তাহাদিগের প্রতি আমি সেইরূপই ফল প্রদান করিয়া থাকি । হে অর্জুন ! মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে ।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পাশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি

প্রভিরে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ ।

রুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নান্যপথজুষাং

নৃণামেকোগম্যন্তুমসি পরসামর্গব ইব ॥ ( পুষ্পদন্তমহিরস্তোত্র )

অর্থাৎ বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব—নানাবিধ পথ আছে । কেহ একটি পথকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটিকে সুগম মনে করে । মানুষের রুচি বিচিত্র ; কেহ বা সরলপথে চলে, কেহ বা কুটিল অর্থাৎ বক্রপথে চলে, কিন্তু সকলেরই গম্য তুমিই,—যেমন সকল নদীর গম্য সমুদ্র ।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো

বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ।

অহ্মিতাম্ জৈনশাসনরতাঃ কন্মোতি মীমাংসকাঃ

সোহয়ং বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ ॥

অর্থাৎ যাহাকে শৈবগণ শিব বলিয়া উপাসনা করেন, বৈদান্তিকগণ ‘ব্রহ্ম’ বলেন, বৌদ্ধগণ ‘বুদ্ধ’ বলেন, প্রমাণনিপুণ নৈয়ায়িকগণ ‘কর্তা’ বলেন, জৈনধর্মাবলম্বিগণ ‘অহ্ম’ বলেন, মীমাংসকগণ ‘কন্ম’ বলেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদিগকে বাঞ্ছিতফল প্রদান করুন।

উপরিউক্ত তিনটি শ্লোকের মধ্যে প্রথমটি পরম প্রামাণিক গীতা-গ্রন্থের শ্লোক। দ্বিতীয় শ্লোকটি কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত হইয়া সামাবাদি-সম্প্রদায়ে আদৃত হইতেছে। যাহা হউক উক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে এমন কোন কথাই নাই বিশেষতঃ প্রথম দুইটি শ্লোকে এমন কোন ইঙ্গিতও নাই, যাহা বিকৃত তাৎপর্যরূপে পরিণত না করা পর্য্যন্ত আধুনিক একাকারের ধর্ম সমর্থিত হইতে পারে।

গীতার শ্লোকটি অতি সুকৌশলে তথাকথিত সমন্বয়বাদেরই প্রতিবাদ করিয়াছে। উক্ত শ্লোকে ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন যে, যিনি যেক্রপভাবে শরণাগত হন, তিনি সেক্রপই ফল লাভ করেন। সুবিচারক বা নিয়ামক সাধু ও চোর উভয়কেই সমান ফল দান করেন, ইহাই কি তাৎপর্য্য? যিনি ষোল আনা শরণাগত হন, যিনি এক আনা, যিনি কপট-শরণাগতি প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাহাদের শরণাগতির পরিমাণানুযায়ী কাহাকে ষোল আনা কাহাকে এক আনা, কাহাকেও কপট অত্যাচার করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা বলেন নাই যে, ষোল আনা, এক আনা ও কপট শরণাগতির মূল্য এক এবং সকলেরই প্রাপ্য ফল এক।

সকলেই ক্রমের পথ অনুশরণ করে বটে, কিন্তু কেহ সমগ্রভাবে তাহার পথে চলে, কেহ বা আংশিকভাবে চলে, আবার কেহ বা বিভ্রান্ত হইয়া বিপথকে ‘পথ’ মনে করিয়া চলে। “এসকল পথিককে ভগবান্ একই পুরস্কার দিবেন, সকল পথিকই কি ঠিক, তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, কম-বেশী নাই”—এরূপ বিচার কি ঐ শ্লোকের উদ্দেশ্য? না তাহা নহে। “যত মত, তত পথ”—এই শ্রেণীভুক্ত। এই মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চরম ও আত্মধর্মের সম্বন্ধহীন নির্বিশেষ-চিন্তাপর মনোবিশ্লি-সম্প্রদায়ের লোকবঞ্চন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা। ইহারা পঞ্চম শ্রেণীর চেলা।



আবার আর এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, যাহারা যেই কালী, সেই কৃষ্ণ, সেই শিব, সেই দুর্গা বলেন। তাহারা যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকটির তাৎপর্য্য বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে জানতে পারবেন যে, সকল দেবতা সমান নহেন। এস্থলে দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে—

যান্তি দেবত্বতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতা।

ভূতানি যান্তি ভূতেজা যান্তি মদ্যাজিনোহপি যাম্।

অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্যকে লাভ করে; যথা—যাহারা শিবকে উপাসনা করেন, তাহারা পরিণামে শিবলোক কৈলাশধাম প্রাপ্ত হন। তাহারা কখনও স্বয়ং ভগবানের গোলোকধাম-প্রাপ্তির যোগা নহেন। যাহারা পিতৃলোকের তাহারা পিতৃলোক, যাহারা ভূতলোকের উপাসক, তাহারা ভূতলোক লাভ করে, কিন্তু যাহারা নিত্য চিৎ-তত্ত্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব ইহারা ষষ্ঠশ্রেণীর চেলা।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা বলে—‘জীবে দয়া’ কথাটি দান্তিকতা-ব্যাঞ্জক, ‘জীবসেবা’ বা ‘জীব-প্রেম’ কথাটিই ঠিক। ইহা নিছক ভ্রান্তিপূর্ণ। বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা বা দয়া; আর মুক্ত পুরুষের প্রতি সেবা ও পরমেশ্বরে প্রেম-শব্দ প্রযোজ্য। অতএব ‘জীব-সেবা’ ও ‘জীব-প্রেম’ কথাটি স্বকপোল-কল্পিত নান্তিকতাগর্ভ অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবৎসেবা হইতে জীবকে বঞ্চিত করিবার জন্য মায়ার কুমন্ত্রণা। ইহারা সপ্তম শ্রেণীভুক্ত।

দরিদ্র, দুঃস্থ প্রভৃতি নারায়ণমূর্তিতে আমাদের সেবা গ্রহণে সমাগত—এই কথা যাহারা বলেন, তাহারা অষ্টম শ্রেণীর চেলা, কারণ ইহা অশাস্ত্রীয় ও অপসিদ্ধান্তপূর্ণ। সর্বসদৃশ-কল্যাণ-বারিধি, চিদৈশ্বর্য্যপতি ও লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনই দরিদ্র বা দুঃস্থ হইতে পারেন না। দারিদ্রতা প্রভৃতি নারায়ণ-বিমুখের কৰ্ম্মফলভোগ। কৰ্ম্মফলভোগীর সেবা করিলে প্রকৃত পক্ষে মঙ্গল হইতে পারে না। তাহাতে বদ্ধদশা উপস্থিত হয়। জড়ভরত উহার দৃষ্টান্ত। জড়ভরত কোনদিনই হরিণত্ব প্রাপ্ত হন নাই, তিনি নিত্যযুক্ত, তবে বদ্ধজীব বিষয়াসক্তবশতঃ ঐরূপ অবস্থা লাভ করে। ইহা দেখাইবার জন্য তাহার হরিণদেহধারণ।

মায়াবাদিগণ যে ‘জীব’কে ভ্রান্ত ব্রহ্ম বা উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তাহাই ‘মায়াবাদ’। ‘ব্রহ্ম’ অর্থাৎ বৃহদ্বস্তুর মায়ার অতীত বস্তু, মায়াধীন তত্ত্ব মায়ার কবলে পতিত হন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন বলিয়া নিবিশেষবাদিগণকে মায়াবাদী বলা হয়। “পঞ্চভূতের কাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে” প্রভৃতি উক্তি ঐরূপ মায়াবাদের বিচার হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই কল্পিত নারায়ণের সৃষ্টিকর্তারাই নবম শ্রেণীর চেলা।

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।

সহজিয়া, সখি-ভেকি, স্মার্ত্ত জাতগোঁসাই।

অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী।

তোতা কহে এই তের’র সঙ্গ নাহি করি ॥”

এই তের সম্প্রদায় কলির দশম শ্রেণীর চেলা।

‘কলি’রাজার এতদূর বিস্তৃত রাজ্য থাকিলেও বর্তমানে ধর্মক্ষেত্র বা পারমাথিক ক্ষেত্রে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। মঠ-মন্দিরে, আশ্রমে মহান্তের পদ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মারামারি-হানাহানি চলিতেছে; হিংসা-দ্বेष প্রভৃতির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অতএব, হে সজ্জনবৃন্দ! ইহা দর্শন করিয়া ভীত-সংকুচিত হইবেন না। ধৈর্যধারণ করিয়া ইহার প্রতিকারে বদ্ধমূল হইলে কৃষ্ণের সংসারে শান্তির উদ্ভব হইবে। আর উল্লিখিত কলির চেলার সংশ্রব হইতে দূরতঃ দণ্ডবৎ করিয়া হরিভজনে মনোনিবেশ করিবেন—ইহাই এ অধর্মের একমাত্র সকাঁতর প্রার্থনা।

—ত্রিদিবামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ

## ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ?

কোনও মানবকে ব্রাহ্মণ বলার পূর্বেই ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তাহা বিচার করা আমাদের কর্তব্য। লক্ষণ বিচার না করিলে জনের বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়। লক্ষণ-বিহীন ব্রাহ্মণ—নামধারী ব্রাহ্মণ মাত্র; কাম-ধারী নয়। নাম-ধারীর নিকট ‘কাম’ আশা করিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্ম-সূত্রেণ গকিতঃ।

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরদাহতঃ ॥

যে-সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল ব্রহ্মসূত্রের বলে অহঙ্কার প্রকাশ করেন, অত্রিসংহিতায় তাহারা পশু-বিপ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ-বৃত্তি লাভ করিতে না পারিলে কেহ ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না।

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে ॥ ( ভাঃ ১।২।:১ )

পরতত্ত্ব ‘ব্রহ্ম’, ‘পরমাত্মা’ ও ‘ভগবান্’ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। কেবল সন্ধিৎ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানিগণ ‘ব্রহ্ম’, সন্ধিৎ ও সন্ধিনী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যোগিগণ ‘পরমাত্মা’ এবং সন্ধিৎ, সন্ধিনী ও আনন্দ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভক্তগণ ‘ভগবান্’ প্রতীতি লাভ করেন। পরতত্ত্বের ভগবৎ-প্রতীতিতেই পূর্ণ অভিযুক্তি ও পূর্ণ-প্রতীতি।

শাস্ত্র বলেন,—‘ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ’, এবং ‘বিষ্ণুং জানাতীতি বৈষ্ণবঃ’। ব্রাহ্মণ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানময়, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-জ্ঞানময়। যোগী জড়-সিদ্ধি-কামনাময়, জ্ঞানী জড়কাম-ভাগী এবং ভক্ত হরিসেবয় শ্রদ্ধাবান্। হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইলেই মানব জ্ঞানী বা যোগী হয়। জ্ঞানী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ এবং যোগী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যোগী উচ্চ অধিকার লাভ করিলে ভক্ত হন এবং নিম্ন অধিকারে নামিয়া আসিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন।

শৌক-পন্থায় পবিত্রতার দাবী করা নিতান্ত অসঙ্গত এবং পরমার্থ-বিরুদ্ধ। বর্তমানে শৌক-ব্রাহ্মণ-সমাজ যোনি-নির্দিষ্ট পবিত্রতার দাবী করায় হিন্দু-সমাজকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছেন। ‘ন চৈতদ্বিদ্যো ব্রাহ্মণাঃ শ্লো বয়মব্রাহ্মণো বেতি’। আমরা বলিতে পারি না—আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ। শ্রীমহাভারতের ঠিকাকার শ্রীনীলকণ্ঠই এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া, সত্যপ্রিয় ঋষিগণের চিত্তে এই সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছেন। মহাভারতের বনপর্বে ১৮ অধ্যায়ে সপু-যোনিপ্রাপ্ত নহষের সঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

জাতিরত্র মহাসর্প ননুষ্মতে মহামতে।

শঙ্করাং সর্ববর্ণানাং দুঃসারীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥

সর্বৈ সর্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।

বাজৈথুনথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥



বাকা, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সমস্ত বর্ণতেই একই প্রকার ; এবং সমস্ত বর্ণের মানব সমস্ত বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন । কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত, ইহা নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব । কলিকালে এইরূপ শোক্রধারা প্রায় সর্বত্রই বিপর্যাস্ত দেখা যায় । সুতরাং জন্মদ্বারা জাতি-বিচারে বিশুদ্ধতার দাবী অত্যন্ত অসঙ্গত ।

গোস্বামী-বৈষ্ণবই হউন বা অন্য কেহই হউন, ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম না লইলে কাহারও পবিত্রতা স্বীকার করা হইবে না—এরূপ উক্তি দান্তিকতার পরিচয় আছে—কিন্তু বিচার-বুদ্ধির পরিচয় নাই । আরক কৰ্ম-বশতঃ পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম পাইয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্যভিচার-পরায়ণ বা পতিত হয় কেন ?—অবশ্য আরক কর্মেরও প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে । এই কর্ম-শক্তির প্রভাবে ব্যক্তিগত পতন ও উত্থান অনিবার্য । আরক কর্মবশতঃ ব্রাহ্মণ-সন্তানের যেভাবে পতন হয়, শূদ্র-সন্তানেরও সেই ভাবে উত্থান হইতে পারে । সুতরাং জাতিগত হিসাবে কাহারও পবিত্রতা বিচার না করিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে পবিত্রতা বিচার করা উচিত । ‘জাতি’ লক্ষণ-দ্বারাই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিযাজকম্ ।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ ( ভাঃ ৬।১১।৩৫ )

অর্থাৎ, মানবের বর্ণাভিযাজক যে-সর লক্ষণের কথা বলা হইল, সে-সমস্ত লক্ষণ যাহার ভিতরেই দেখা যাইবে, তাহাকেই সেই সেই বর্ণে নিরূপিত করিতে হইবে । শ্রীধরহামিপাদ তাঁহার ভাবার্থ-দীপিকায় এই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

“শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ; ন জাতিমাত্রাৎ । যদ্যপি অন্যত্র বর্ণান্তরেইপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, নতু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ ।”

শমাদি লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করা উচিত । জাতির দ্বারা বর্ণ নির্দেশ করার প্রথা দোষাবহ ।

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে ।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥

( মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮৯।৮ )

অর্থাৎ,—শূদ্রে যদি লক্ষণ দেখা যায়, এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই শূদ্রও শূদ্র নয় এবং ঐ ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্বের ১৬৩ অধ্যায়ে শ্রীমহেশ্বর শ্রীউমাদেবীকে বৃত্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।

কারণানি বিজহস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥

সর্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।

বৃত্তে স্থিতস্ত শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥

এতৈঃ কৰ্ম্মফলৈর্দৈবি নানজাতি-কুলোদ্ভবঃ।

শূদ্রোহপি আগম-সম্পন্নো বিজো ভবতি সংস্কৃপঃ ॥

এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ফবেদ্বিজঃ।

ব্রাহ্মণো বা চূতো ধৰ্ম্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নয়াৎ ॥

হে দেবি ! জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যায়ন ও সন্ততি—বিজহের কারণ হইতে পারে না। বৃত্তিই বিজহের একমাত্র কারণ। স্বভাবের দ্বারা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণা-বৃত্তিতে অবস্থিত হইলে ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও ব্রাহ্মণ-কর্ম্মের ফল-স্বরূপে আগম সম্পন্ন হইয়া বিজ-সংস্কার লাভ করেন। যে-ভাবে শূদ্র ব্রাহ্মণ হন এবং ব্রাহ্মণও ধর্ম্মচূত হইয়া শূদ্র হন, সেই গোপনীয় কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ মহাভারত, বনপর্বের ১৮০ অধ্যায়ের ২৩-২৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেহপাস্তি তর্হি সোহপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ.....শূদ্রলক্ষ্ম-কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেহস্তি নাপি ব্রাহ্মণ-লক্ষ্ম-শমাদিকং ন শূদ্রেহস্তি। শূদ্রোহপি শমাত্মাপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোহপি কামাত্মাপেতঃ শূদ্র এব।—সত্যাদি লক্ষণযুক্ত শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ এবং কামাদি লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণকেও শূদ্র বলিয়া অবধারিত করিতে হইবে।

কতিপয় বৈদিক আখ্যায়িকা হইতেও লক্ষণ অনুযায়ী বর্ণজ্ঞানের অভিযান্ত্রিক কথা প্রমাণ করিতে পারা যায়। এখানে দুই-চারিটির কথা উল্লেখ করিলাম।

(১) জাবাল-নন্দন সত্যকাম শৌক্ৰ-বিপ্র না হইয়াও নিজ জননী জাবালার বাণিজ্যের সম্বন্ধে সত্য-কথা বলার জন্য, গৌতম ঋষির দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিলেন।

(২) কান্যকুজাধিপতি গাধির তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও, তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(৩) ক্ষত্রিয়-কুলজাত মহারাজ বীতহব্য ভৃগুর কৃপায় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রসিদ্ধ গৃৎসমদ বংশের উৎপত্তি। বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদ, গৃৎসমদের পুত্র সুচেতা, সুচেতার পুত্র বর্চাঃ, বর্চার পুত্র বিহবা, বিহবোর পুত্র বিততা, বিততোর পুত্র সত্য, সত্যের পুত্র সন্ত, সন্তের পুত্র ঋষিশ্রবা, ঋষিশ্রবার পুত্র তম, তমের পুত্র প্রকাশ, প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমিতি, প্রমিতির পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র ভাগবত-প্রসিদ্ধ শোনক।

(৪) মহুর তনয় করুষ, করুষ হইতে কারুষ এবং ধুষ্ট হইতে ধাক্ট নামে দুই ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব হয়। পরে ধাক্টগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (ভাগবত ৯।২।১৬-১৭)

(৫) মহুর তনয় নরিষ্ঠান্ত। তাহার দশম অধস্তন দেবদত্ত। দেবদত্ত ক্ষত্রিয়। তাঁহার পুত্র অগ্নিবৈশ্রায়ণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ কুলের সৃষ্টি করেন। (ভাঃ ৯।২।১৯-২২)

(৬) চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুবংশে কথঞ্চাৎ আবির্ভূত হন। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হয়। (ভাঃ ৯।২।১৭)

(৭) পুরুর ত্রয়োদশ অধস্তন অন্তিনাব, অন্তিনাবের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র দুশ্মন্ত, দুশ্মন্তের পুত্র ভরত, ভরতের দত্তপুত্র বিতম্ব, বিতম্বের পুত্র মণ্ডা, মণ্ডার পুত্র গর্গ, গর্গের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন।

(৮) মহাবীর্যের পুত্র তুরিতক্ষয়, তাঁহার পুত্র ত্রয্যাক্ষণি, কবি ও পুঙ্করাক্ষণি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(৯) বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, তাঁহার পুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অভ্যাদয় হয়।



(১০) প্রিয়ব্রতের পুত্র নাভিরাজ, নাভিরাজের পুত্র ঋষভ। ঋষভদেবের একশত পুত্র। ভরতাদি নয়জন ক্ষত্রিয় হন, কবি-হবি প্রভৃতি নয়জন নবযোগেন্দ্র হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন। অবশিষ্ট পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

### বৈষ্ণবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ

“ব্রতমেব তু কারণম্”—বৃত্তিই বিজ্ঞের একমাত্র কারণ। হরিভজনই আত্মার বৃত্তি বা স্বভাব। আত্মার স্বভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ব্রাহ্মণ। এখানে কোন জাতি-বিশেষের পারমাণ্বিক অধিকার স্বীকার করা যায় না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের ভিতরে কোন পার্থক্য থাকে না।—

“অর্চো বিষণ্ণো শিলাধীশ্চরুষু নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিৰন্য বা নারকী সঃ।” (পদ্মপুরাণ)

পূজ্য বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরবুদ্ধি, এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা নারকীর স্বভাব।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেহপি ভাগবতোক্তমাঃ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥ (পদ্মপুরাণ)

ভগবানের ভক্ত শূদ্রকূলে জন্মিলেও শূদ্র নন। তিনি যে-কোন বর্ণে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া থাকেন।

বিশ্বেগরয়ং যতো হ্যাসীতস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে।

সর্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ (পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও প্রণমা। “বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহোহপি পুনাতি ভুবন-ত্রয়ং।” (নারদপুঃ)—বর্ণের বিচারে অতিহীন হইলেও বৈষ্ণব ত্রিভুবন পবিত্রকারী। সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবই পারমাণ্বিক গুরু।

জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।

সর্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা ॥ (আদিপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন যে,—আমি ভক্তের গুরু এবং ভক্ত জগতের গুরু। “বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্য-দেবতান্।” (আদিপুরাণ)।—হে কৌন্তেয়! তুমি বৈষ্ণবেরই ভজনা কর। অন্য দেবতার ভজন করিও না। কারণ বৈষ্ণবগণ দেবতাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে-ব্যক্তি এই শুদ্ধ



বৈষ্ণবের সেবা ও পূজা পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন-বিহীন শৌক-ব্রাহ্মণের সেবা ও পূজা করেন, তিনি কখনই উদ্ধৃগতি লাভ করেন না। তাই বৈষ্ণব-কবি তুলসীদাসও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“কলিকা ব্রাহ্মণো মসকরা, তাহি ন দীজে দান।

কুটুম্ব সহিত নরকে চলা সাধ নিয়ে যজমান ॥

অর্থাৎ—কলির ব্রাহ্মণ অতি পাপী, দানের পাত্র নন। তিনি কুটুম্ব ও যজমানের সহিত নরকে গমন করেন।

তাই বলি—সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ হইতে যাহাতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন, সেইজন্য সর্বদা স্বেচ্ছিত থাকিবেন।

## শ্রীহরিই সার

উশানীর রাজ	‘সুবজ্জ’ তার নাম	সদাচার-পরায়ণ।
প্রজারে দেখিত	আপনার সম	সদাই প্রফুল্ল মন ॥
শত্রুর হাতে	মরিল সে নৃপ	য়েথে গেল স্মৃতিখানি।
আত্মীয়-স্বজন	করিছে রোদন	ভিজাইয়ে বক্ষখানি ॥
রাণীগণ কহে	“ওহে প্রাণধন	ভুমি এবে গেলে কোথা।
তোমার বিহনে	বিহঙ্গীসম	আমরা রয়েছি হেথা ॥”
দাহের সময়	অতীত হইল	দিনমণি অন্তাচলে।
তবু মৃতপতি	দাহ না করিল	ধরিয়া রাখিল কোলে ॥
বালকের বেশে	যমরাজ তবে	উপনীত হন তথা।
উপদেশ-ছলে	নানাকথা বলে	ভুলাতে তাদের ব্যথা ॥
যমরাজ এবে	রাণীগণে কহে,	“ওহে অবলারগণ ॥
অনিত্য এ-সব	মায়ার সংসারে	কেন শোক অকারণ।
জনম-মরণ-	মালা পরে সবে	ভুলি তারা ভগবান্।
মায়ার লাখি	খায় অবিরত	নাহি হয় তত্ত্ব-জ্ঞান ॥
তিনি না রাখিলে	কেহ না রহিবে	যাইবে যমের ঘরে।
দীন-হীন-জনে	সদা রক্ষা করে	করুণা বিতরি তারে ॥

মায়ের গর্ভেতে	পরম যতনে	রক্ষক রূপেতে তিনি ।
সৃষ্টি-স্থিতি-কার্য	তাহার ইচ্ছায়	হয় সদা ইহা জানি ॥
কর্মফলে জীব	ভ্রমে হেথা এসে	চৌরাশীলক্ষ জন্ম ধরে ।
একবার তবু	ভগবানে না ডাকে	অনিত্য সুখের তরে ॥
মৃত্যু যে নাই	দেহীর ওহে	দেহ হতে ইহা ভিন্ন ।
দেহের পতনে	দেহী যে তখন	আশ্রয় করেন অন্য ॥
যাহার তরেতে	করিতেছ শোক	ঐ তো শায়িত রাজা ।
তবে কেন শোক	কর এবে মিছে	দেহ নিরে কর মজা ॥
বুঝে দেখে এবে	দেহ কিছু নয়	শ্রীহরিই শৃঙ্খল সার
শ্রীহরির সেবা	করে যেই জন	জীবন সার্থক তার” ॥
এই বলে যম	বুঝাতে লাগিল	এক রূপকের ছলে ।
ব্যাপরূপী কাল	বাণ মেরে সবে	ফেলায় মরণ-কবলে ॥
“কুড়ঙ্গী নামে	পক্ষী দম্পতি	থাকিত গভীর বনে ।
হাসিয়া খেলিয়া	জীবন কাটাত	পক্ষী-শাবকের সনে ॥
একদিন ব্যাধ	ফাঁদ পাতি গেল	রেখে গিয়া প্রলোভন ।
পক্ষিণী তখন	ফাঁদেতে প্রবেশে	লোভে হয় আনমন ॥
দুঃখে পক্ষী	উড়িয়া বেড়ায়	ঘিরিয়া ফাঁদের ধারে ।
‘হা হা প্রিয়তমে	কোথা গেলে তুমি	বলিয়া রোদন করে ॥
ব্যাধের তখন	হইল সুযোগ	পক্ষিণীকে মারিবারে ।
শরবিদ্ধ পাখী	লোটার ধূলাতে	রক্তাপ্লুত কলেবরে ॥
কুড়ঙ্গীদ্বয়	প্রাণপাখী ছাড়ে	মায়ার ভজন করি ।
মায়া দূরে ত্যজি	সংসারের মাঝে	মুখে বল হরি হরি ॥
যমরাজ-বাণী	শুনিয়া তখনি	থামিল ক্রন্দন-রব ।
শোক ভুলিয়া	পরম আনন্দে	শান্ত হইল সব ॥
‘হরি হরি’ বলি	রাজার দেহ	দাহ যে করিল সবে ।
‘হরি-নাম’ লইলে	তবে ওরে ভাই	(আর) জনম হবে না ভবে ॥

—শ্রীবলভজদাস ব্রহ্মচারী



# লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

( পদ্মপুরাণাবলম্বনে লিখিত )

অম্বরীষ মহারাজ একদা বিষ্ণুধর্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করত তথায় হৃষ্টচিত্তে জিতেন্দ্রিয় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—“হে প্রভো ! আপনি আমাকে অপার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন। যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সর্বভীষট্প্রদ, পরব্রহ্ম এবং মুনিগণ ষাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন, সেই চিন্ময়তত্ত্বে আমার মন কিরূপে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বলুন।”

বেদব্যাস বলিলেন,—“হে হরিপ্রিয় মহারাজ অম্বরীষ ! তুমি যে অতি নিগূঢ় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা আমি পূর্বে কাহাকেও বলি নাই। তোমাকে বলিতেছি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্বে যেরূপ অবস্থায় অবিনাশী অবিকৃত হইয়া অবস্থিত ছিল, ভগবদিচ্ছায় প্রকটিত সেই বিশ্বের কথা সর্বাগ্রে বর্ণনা করিতেছি।—

“আমি পূর্বে ফল-মূল, জল ও বায়ুমাত্র আহার করত বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া শ্রীহরির দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। জগদীশ্বর আমাকে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন দেখিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হে মহামতে ! তুমি কি অভিপ্রায়ে এইরূপ করিতেছ, তত্ত্বজ্ঞানের কামনায় কি ? তাহা বল, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমায় সত্য সত্য বলিতেছি, আমার দর্শন পাইলে জীবের আর সংসার ক্লেশ ঘটে না।’

‘তখন আমি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিলাম,—‘মধুসূদন ! যিনি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং যিনি জগৎপতি ও জগতের প্রকাশ-স্বরূপ, সেই আপনাকে আমি সাক্ষাৎ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।’

“তখন শ্রীভগবান্ কহিলেন,—‘পূর্বে আমি ব্রহ্মা-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ও প্রার্থিত হইয়া তাহাকে যেরূপ বলিয়াছি, এক্ষণে তোমাকেও তাহাই বলিতেছি।—কতকলোকে আমাকে প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করে, কেহ বা পরমপুরুষ ‘ঈশ্বর’ বলিয়া থাকে, কেহ বা আমাকে ‘ধর্ম্য’ কহে ; কেহ বা ধনকেই ঈশ্বর বলে, কাহারও মতে মুক্তিই ঈশ্বর ; কতকলোক শূন্যকে, কেহ সত্তাকে এবং কেহ বা মঙ্গলময় সদাশিবকে ‘পরমেশ্বর’ বলেন। আবার

অন্যলোকে বেদের শীর্ষদেশে অবস্থিত একমাত্র ‘সনাতন পুরুষ’ বলিয়া আমায় নির্দেশ করেন। হে মহাভাগ! আজি আমি তোমাকে সেই নির্বিকার বেদগোপ্য চিদানন্দময় সংস্বরূপ অপরূপ-রূপ প্রদর্শন করিতেছি।”

মহর্ষি বেদব্যাস বলিলেন,—“হে বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজ! ভগবানের এইপ্রকার বাক্যাবসানে আমি দেখিলাম,—সেই আমার নবজলদ-কাণ্ঠি প্রভু গোপ-বালকবেশে পীতবসন পরিধান করত গোপ-কন্যাগণে পরিবৃত্ত হইয়া কদম্ব-তরুমূলে বসিয়া গোপ-শিশুদিগের সহিত বাল-সুলভ হাস্য করিতেছেন। আরও দেখিলাম,—সম্মুখে সেই নবপল্লব-শোভিত, ভ্রমর-কোকিল-রবে গুঞ্জিত কাম-মনোমোহন বৃন্দাবন; তথায় মেঘের ন্যায় শ্যামলা যমুনা প্রবাহিতা হইতেছে এবং দেবরাজের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-হস্তোদ্ধত সেই গোপ ও গোবৃন্দের সুসম্পদ গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকেও দেখিলাম। আমি সর্বভূষণের ভূষণভূত সেই বেণুবাদনকারী, গোয়ালাবেশী ভগবানকে দেখিয়া সমধিক আনন্দিত হইলাম।

“বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ আমাকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,—‘বৎস! তুমি যে আমার এই শান্ত সচ্চিদানন্দময় পদ্মপলাশলোচন দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্যামসুন্দর সনাতন দিব্যরূপ দেখিতেছ, ইহার পর আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। বেদ-চতুষ্টয় এই সর্বকারণ-কারণ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই সত্য পরমানন্দ-স্বরূপ, চিৎখন ও নিত্য মঙ্গলময়। হে বৎস! এই মথুরাপুরী, যমুনা-নদী, গোপ-রমণীগণ ও গোপ-বালকগণ—এ সমুদয় আমার নিত্য-সহচর-সহচরী জানিও এবং অবতারী হইয়াও ‘শ্রীকৃষ্ণ’ রূপে আমার লীলা ও ‘পরব্রহ্ম নরাকৃতিঃ’ রূপও নিত্য—ইহাতে সংশয় করিও না। রাধিকা আমার সর্বদা প্রিয়তমা এবং আমাকে সর্বজ্ঞ, পরাংপর, সর্বেশ্বরেশ্বর, সর্বানন্দময়, সর্বকামস্বরূপ মদনমোহন বলিয়া জানিও; এই বিশ্ব-সংসার আমারই মায়াবশে প্রকাশমান হইলেও আমাতেই অবস্থিত আছে জানিবে।’

“অনন্তর লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবানকে আমি বলিলাম,—হে জগতের কারণেরও কারণস্বরূপ প্রভো! এই গোপকন্যা এবং গোপবালকেরা কে? এই কদম্বতরুই বা কে? বনই বা কি? কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমেরাই বা কে? আর যমুনা ও গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনই বা কে? আর ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-ধ্বনিই বা কি?—তাহা আমাকে বলুন।’

“ভগবান্ প্রীত হইয়া প্রসন্নবদনে আমাকে বলিলেন,—বৎস! গোপিকা-শ্রুতি ভিন্ন কিছুই নহে, আর শ্রুতি-মন্ত্রসমূহই গোপকন্যকা এবং তপস্যানিরত বৈকুণ্ঠবাসী মুক্ত মুনিগণই গোপ-বালক, কল্পবৃক্ষই পরমানন্দাস্পদ কদম্ব-বৃক্ষ হইয়াছে ও আমার গোলোকের নিতা-বিহারস্থলীকেই বৃন্দাবনরূপে দেখিতেছ; সিন্ধু, সাধা ও গন্ধর্ব্বগণই কোকিলাদির মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। নিখিলশাস্ত্র এই যমুনাকে আনন্দময়েরই মূর্ত্ত্যন্তর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শান্তহৃদয় তপস্বী সত্যনিষ্ঠ ‘দেবব্রত’ নামে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই বেণুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মহাভাগ বেদব্যাস! ইহাতে কিছু সংশয় করিও না। আমি তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা সমস্ত বেদেরও অতি নিগূঢ়-রহস্য বলিয়া জানিবে।”

### উক্ত উপাখ্যানের শিক্ষা

অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই যে সর্বোত্তম এবং ব্রজদেবীগণ যে মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা পূর্বোক্তাখ্যাত আখ্যায়িকা হইতে প্রতিপাদিত ও প্রমাণিত হইবে। সর্ব-বেদান্তসার পরমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত “অনুগ্রহায় ভক্তানাম্”, “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ” প্রভৃতি শ্লোকদৃষ্টে অনেকে মনে করিতে পারেন—ভগবান্কে যে গোলোকগত অপ্রাকৃত রাসাদিক নিগূঢ় লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বোধহয় অধিকার-নির্ব্বিচারে সকলেরই আলোচ্য ও শ্রবণ-কীর্ত্তনীয়। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ পরদুঃখদুঃখী মজলময় শ্রীবেদব্যাস পূর্বেই ইহার আশঙ্কা করিয়া রাস-পঞ্চাধ্যায়-শেষে “নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু” শ্লোকের দ্বারা অনধিকারীর পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর-রসাত্মক লীলাদি আচরণ করা দূরের কথা, মনে মনেও চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। টীকাকারগণ ও বৈষ্ণবচার্য্যাবর্গ সকলেই উক্ত বাক্যের সমর্থন করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এঁচড়ে-পাকা প্রাকৃত-সহজিয়াশ্রেনী হাটে-ঘাটে-মাঠে উন্নতোজ্জ্বল-রসতত্ত্ব আলোচনা-মুখে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা অনধিকারী নিজদিগকে ও জনসাধারণকে অধঃ-পাতিত করিয়া নিরয়গামী হইতেছেন। ভগবান্ তাহাদিগকে সহদুষ্টি প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।



# শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা

রাধিকার ভাব-কান্তি, করি অঙ্গীকার ।  
কলিহত জীবে যিনি করিতে উদ্ধার ॥  
আপনি আচরি ধর্ম করিলা প্রচার ।  
তঁাহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥  
জগাই মাধাই অতি পাপী দুরাচার ।  
হরিনাম দিয়া যিনি করিলা উদ্ধার ॥  
নয়নে বহিত যাঁর শত প্রেমধার ।  
তঁাহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥  
পতিত দেখিয়া প্রাণ কাঁদিল যাঁহার ।  
নামৈব কেবল ধর্ম উপদেশ যাঁর ॥  
রাধা-প্রেম বিলাইতে যাঁর অবতার ।  
তঁাহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥  
কনক চম্পক জিনি, বরণ যাঁহার ।  
শরতের চন্দ্রসম মুখ-শোভা যাঁর ॥  
নীলোৎপল নিন্দি যাঁর, তাঁখি চমৎকার ।  
তঁাহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥  
তিল-ফুল জিনি যাঁর, নাসা চমৎকার ।  
বিন্ম-বিড়ম্বিত ওষ্ঠ সুধার আধার ॥  
চপলা চমকে হেরি হাস্ত-সুধা যাঁর ।  
এমন গৌরাঙ্গ-পদে করি নমস্কার ॥  
পরিসর বঙ্কঃস্থল অতি চমৎকার ।  
তাহাতে শোভিত যাঁর বৈজয়ন্ত হার ॥  
নিন্দিয়া করভ-কর ভুজযুগ যাঁর ।  
এমন গৌরাঙ্গ-পদে করি নমস্কার ॥  
কেশরী জিনিয়া কটি ক্ষীণ অতি যাঁর ।  
রামরস্তা তরু জিনি উরু চমৎকার ॥  
স্থলজ কমল জিনি চরণ যাঁহার ।  
সে-চরণে করি আমি কোটী নমস্কার ॥

---

# গৌড়ীয়ের চতুস্ত্রিংশ-বর্ষ

ধর্ম নীতি ও রাজনীতির পার্থক্য

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চতুস্ত্রিংশ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। সুদীর্ঘ এক বর্ষকালের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইলেও, শ্রীপত্রিকা নব-নবায়মানরূপে তাঁহার নিজস্বরূপ প্রকাশপূর্বক জীব-কল্যাণের নিমিত্ত বরাভয়প্রদ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। রাজনীতি-ঝঙ্কা-বিক্ষুব্ধ জগতে বাস্তব শান্তি বা স্বস্তির লেশমাত্র নাই। কোটীলা-চাণকা-নীতি ধর্ম-নীতির দ্বন্ধে যাবতীয় দোষ আরোপ করিয়া নিজের ভালমানুষী দেখাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তাহার কপট-কুটীল প্রবঞ্চনারূপ নগ্ন-স্বরূপ বিশ্ব-সভায় হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তখন সে সমাজ-নীতি ও অর্থনীতির সহযোগিতা কামনা করে। তাহাদের সাহায্য-সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলে উৎফ্রিপ্ত হইয়া ন্যায়-নীতি-আদর্শের বিরোধিতা করাই তাহার একমাত্র কর্তব্য হইয়া পড়ে। রাজনীতিরূপ কূটনীতি কোনদিনই বিশ্বের সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীরূপ কল্যাণ আনয়নে সমর্থ নহে, তথাপি তাহার অপপ্রয়াসের অন্ত নাই।

রাজনীতি - কূটনীতি, ধর্মনীতি - বিশ্বকল্যাণাত্মক

অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও ( তপশীলভুক্ত ) হরিজন-নিপীড়ন-আন্দোলন আজ বিশ্বের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জাতীয়তাবাদী ( উচ্ছৃঙ্খল ) মানুষের অবজ্ঞা ও বঞ্চনায় হরিজন-আদিবাসীরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত। সাংবিধানিক রক্ষা-কবচ তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে অসমর্থ ও অপারগ। সময়ের বিবর্তনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বারে বারে ইহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়াছেন।—ইহাদের সমাজে উচ্চাধিকার প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া অনেকেই স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছেন। সনাতন হিন্দুসমাজ আর্য্য-সংস্কৃতির আদর্শেই অনুপ্রাণিত। অনার্য্যগণকে তাঁহারা সমাজে গ্রহণ করেন নাই বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় মাত্র। শ্রীগীতার “মাং হি পার্থ ব্যাপাত্রিতা...তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥”, ভাগবতের “কিরাত-হুণাক্র-পুলিন্দ-পুরুশাঃ...শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবে নমঃ ॥” শ্লোক ও বিচার উদারনৈতিক মনোভাব ও মহানুভবতারই পরিচায়ক। আসুরিক বর্ণাশ্রম ও দৈব-বর্ণাশ্রম

ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। সনাতন আৰ্য-ঋষিগণের সুসূক্ষ্ম সিদ্ধান্তসম্মত সুবৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালী সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় বহুক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছে। সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিও সমাজকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছেন ও সামাজিক মৌলিক অধিকার হইতে অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছেন। ‘জন্ম অনুযায়ী কৰ্ম’, ‘কৰ্ম অনুযায়ী পরজন্ম’ বা ‘পুনর্জন্মবাদ’ সুবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। “যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিবাঙ্গকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।”—বর্ণাভিবাঙ্গক লক্ষণ সাধারণ মধ্যে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দেশ করিতে হইবে, কেবল বর্ণের দ্বারা জন্ম নিরূপিত হইবে না, ইহাই বিশেষ তাৎপর্য। এস্থলে ঋষিগণ-কর্তৃক প্রকৃত গুণ ও গুণীরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

### শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রবঞ্চিত প্রেমধর্ম্যই

বিশ্বজনীন আত্মধর্ম্য

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে আপামর জনগণকে শ্রীনাম-প্রেম-বিতরণের জন্যই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই প্রেমধনমূর্তি শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি দীনজনের নিকট দীনভাবে আকুতি-মিনতি করিয়া, আবার পণ্ডিত জনের নিকট অপার পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্বক প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। বিষয়ী ব্যক্তিকে অনাসক্ত-ভাবে বিষয়-গ্রহণের, আবার বিষয়-বিরাগীকে দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক নিরন্তর কৃষ্ণ-ভজনের—আত্মকল্যাণের উপদেশ দিয়াছেন। ভবরোগের মহোষধিস্বরূপ শ্রীনামামৃত প্রদানপূর্বক দুর্গত বিশ্বজনের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করিয়াছেন। “হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল, যাচি গিয়া ধরে ধরে”, “চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ”—বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য বা মৈত্রীভাব-আনয়নকারী সেই প্রেমাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন।

### চৌত্রিশবর্ষে চৌত্রিশ-পদাবলীর তাৎপর্য

বর্তমান চৌত্রিশ-বর্ষীয় ( ৩৪ ) শ্রীপত্রিকা সর্বাবতারী নাম-প্রেম-প্রদাতা শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিকে বক্ষে ধারণপূর্বক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পদকর্তা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বর্ণিত “চৌত্রিশ-পদাবলী” বা বর্ণমালায় শ্রীগৌর-মহিমার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। “নারায়ণাত্মত্বতোহয়ং বর্ণক্রমঃ”



সূত্ৰানুসারে শ্ৰীনারায়ণ ভগবান হইতেই বৰ্ণাদির উৎপত্তি হইয়াছে জানা যায়। “অক্ষরাণামকারোহস্মি” গীতার বাক্যে এবং শ্ৰীমদ্ভাগবতেও “স্ফোট আশ্রয়ঃ, নাদো বৰ্ণস্তমোঙ্কার আকৃতিনাং পৃথক্কৃতিঃ” শ্লোকেও শ্ৰীভগবানই শব্দতন্মাত্র, নাদ, ওঁকার, বৰ্ণ এবং পদার্থসমূহের পৃথক্ পৃথক্ নামনির্দেশক পদসমূহ অর্থাৎ বৰ্ণ-পদাদিক্রপা বৈখরীৰূপে শ্ৰীবসুদেব-মহারাজ-কর্তৃক স্তুত হইয়াছেন। ব্যঞ্জনবৰ্ণমালায় “কলিয়ুগে শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার। খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল-করতাল ॥ গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীৰ্তনে। ঘরে ঘরে হরি নাম দেন সৰ্ব্বজনে ॥ উচ্চৈঃস্বরে কঁাদে প্রভু জীবের লাগিয়া। চেতন করান জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া ॥.....বসুদেব-সুত সেই শ্ৰীনন্দনন্দন। শচীর নন্দন এবে বলে সৰ্ব্বজন ॥ ষড়্ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চৰ্য্যময়। সবাকার প্রাণধন গোরা রসময় ॥ হরি হরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ। ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হৈয় অবিজ্ঞ ॥ “এ চৌত্রিশ পদাবলী” যে করে কীৰ্তন। দাস নরোত্তম মাগে তাঁহার চরণ ॥”—শ্ৰীগৌরহরির মহিমা এইরূপে কীৰ্তিত হইয়াছে। স্বর-বৰ্ণমালায়ও তিনি কবি প্রেমদাস কর্তৃক “অশেষ গুণের নিধি গৌরানন্দন। আনন্দে বিভোর সদা প্রেমের সাগর ॥.....ওট্রদেশে যাইয়া প্রভু বহু লীলা কৈল। ঔদাৰ্য্য-গুণেতে সার্বভৌমাদি নিস্তারিল ॥ চতুর্দশ স্বরাবলী যে করে কীৰ্তন। অচিরে লভয়ে সেই গৌরান্দ-চরণ ॥” প্রভৃতি পদাবলীতে বন্দিত ও আরাধিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্ৰুতিশাস্ত্র বেদমাতা গায়ত্ৰীৰূপে প্রতিটি অক্ষর বা বৰ্ণ এবং পদের বিদ্বৎকৃষ্টি বা অবিদ্যা-বৃত্তিতে সর্বৈশ্বরেণ্ডর সর্বশক্তিমান্ অখিলরসামৃতসিন্ধু পরমোপাস্য শ্ৰীভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

### সিদ্ধান্ত-বিৰোধ ও রসান্তাস-দোষ সেবানুকূল্য নহে

শ্ৰীসারস্বত-গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্ৰীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যপূজিত শ্ৰীবিগ্রহরূপে শ্ৰীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউকেই লক্ষ্য করা যায়। তাহাতে শ্ৰীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি অতিশ্রদ্ধালু (?) কোন কোন ভক্তকে বলিতে শুনা যায়,—“গোড়ীয় মঠ শ্ৰীনিত্যানন্দ-বিৰোধী, ইঁহারা নিতাইকে মানেন না।” এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য,—“শ্ৰীগৌর কি নিতাই ছাড়া, বা শ্ৰীনিত্যানন্দ কি গৌরান্ধকে বাদ দিয়া থাকিতে পারেন? শ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্ৰীনিত্যানন্দ ও শ্ৰীগৌরনিষ্ঠা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—“সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে। যে ডুবিলে সে ভজুক নিতাইটাদেৱে ॥” “আমার প্রভুর প্রভু

শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।” শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত একই সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ অবস্থান করিলে তাহাতে রসাতাস-দোষ আসে না ; কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব ; কিন্তু একই সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ অবস্থান করিতে পারেন না ; ইহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাতাসহুঁক। সুতরাং শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়-সমাজে যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা মহাজনানুমোদিত ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত। পৃথক সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অবশ্যই পূজিত হইতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বতঃ কোনরূপ বাধা-নিষেধ নাই। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সারস্বত-সমাজে এইরূপভাবে বহু মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ সম্পূজিত ও পরিপোষিত হইতেছেন।

### শিক্ষিত যুব-সমাজের ধর্মের প্রতি অনীহার কারণ

আজকাল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্ত্বসিদ্ধান্তালোচনায় জনসাধারণের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। ফলে নীতি-আদর্শ হইতেও দেশবাসী ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতেছেন। শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভগবদ্বিদ্বেষ ও ভক্ত-বিদ্বেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ধার্মিক তথা ভক্তসমাজ তাহাদের নিকট হাস্যাস্পদ ও সমালোনার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। সনাতন আরাধ্য ঋষি অধুষিত এই ভারত-ভূমির অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ; কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণের ধার্মিক বা জনসাধারণের প্রতি কোনরূপ সেবারুণির মনোভাবও দেখা যায় না। বর্তমান নিরীশ্বর শিক্ষাই ইহার জন্য দায়ী। নীতি-আদর্শ-পূর্ণ ধর্মশিক্ষা আজকাল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্কুল-কলেজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্যই সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। ধর্ম-শিক্ষার অভাবে যুবকগণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের অভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। আইন-শৃঙ্খলা, নিয়মাবলী, কর্তব্যপরায়ণতাই বাস্তব মনুষ্যত্ব দান করে, অন্যথায় বিপজ্জনক রাজনীতির আশ্রয়ে জীবন ত্রুটিসহ করিয়া তোলে। তাই বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষী ও বিদ্বজ্জনগণ আজ সমাজে ধর্মশিক্ষার একান্ত আবশ্যিকতা অনুভব করিতেছেন। ইহা কার্যো পরিণত করিতে না পারিলে দেশ নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইবে।

### জীবনের স্বরূপধর্ম-গ্রহণেই আত্মকল্যাণ ও উদারতা

বৈষ্ণব-ধর্ম জীবের স্বরূপের ধর্ম—ইহাই সনাতন ধর্মশিক্ষার মূলসূত্র। আমাদের তথাকথিত খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু হইয়া লাভ নাই। বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-



লতা, পশু-পক্ষী, দেবতা-দৈত্য দানব হইয়া কাজ নাই, স্বৰূপেৰ নিত্যধৰ্ম গ্রহণ  
করাই আমাদেৰ একমাত্র কৰ্ত্তব্য। শ্ৰীগৌৰসুন্দৰ দক্ষিণাদেশে ভ্ৰমণকালে  
ঈশ্বেঃহৰে কীৰ্ত্তনেৰ দ্বাৰা ঝাড়িখণ্ডেৰ পথে বৃক্ষ-পশু-পক্ষী সকলকেই আশ্ৰয়ভাৱে  
উদ্ধুদ্ধ কৰিয়াছিলেন। শৈব-শাক্ত, বৌদ্ধ-জৈন, যোগী-তপস্বী ভোগী তাগী,  
নিবিশেষবাদী, পণ্ডিত-মুৰ্খ সকলেই শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনৰূপ অস্ত্ৰে সাক্ষীজনীন  
বৈষ্ণৱ-ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সকলেৰ প্ৰতি শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুৰ নিৰ্দেশ ছিল,  
—“ভাৰত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যাৱ। জন্ম সাৰ্থক কৰি’ কৰ পৰ-উপকাৰ ॥”  
শ্ৰীগৌৰসুন্দৰ ও তাঁহাৰ ভক্তগণেৰ ন্যায় শ্ৰেষ্ঠ পৰোপকাৰী হন নাই আৰ  
হইবেনও না। দেশেৰ-দেশেৰ তাৎকালিক উপকাৰ, ক্ষণিক উপকাৰ—  
অপকাৰেৰই নামান্তৰ মাত্ৰ। যেস্থলে একেৰ উপকাৰ অপৰেৰ ক্ষতিৰ কাৰণ  
হয়, তাহা কখনও ‘উপকাৰ’ পদবাচ্য হইতে পাৰে না। শ্ৰীগৌৰহৰি ও  
তত্ত্বভক্তগণ কখনও ঐপ্ৰকাৰ লোক-প্ৰবঞ্চনামূলক উপকাৰ বা অপকাৰ কৰেন  
নাই। তাঁহাদেৰ উপকাৰ—তাঁহাদেৰ দান সৰ্বকালে সৰ্বাবস্থায় আতান্তিক  
কলাণবিধান কৰিয়া থাকে। ধীৰস্থিৰভাবে চিন্তা কৰিলে তাঁহাৰ অসমোৰ্ক  
কৰণেৰ কথা উপলব্ধিৰ বিষয় হয়,—“চৈতন্যচন্দ্ৰেৰ দয়া! কৰহ বিচাৰ।  
বিচাৰ কৰিলে চিত্তে পাবে চমৎকাৰ ॥”

### অন্তে আশ্ৰয়-বিগ্ৰহেৰ কৃপা-প্ৰাৰ্থনা

বিগত বৰ্ষে শ্ৰীপত্ৰিকায় বিভিন্ন স্তব-স্ততি, জগদগুৰু শ্ৰীল সরস্বতী  
প্ৰভুপাদ ও শ্ৰীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰ-লিখিত দাৰ্শনিক, বৈষ্ণৱ-  
স্মৃতি-বিষয়ক, সংসমালোচনামূলক, অতিমৰ্ত্তা জীবনী-শিক্ষা-সম্বলিত, শ্ৰীনাম-  
মহিমা-সম্বন্ধিত প্ৰবন্ধ-নিবন্ধাদি প্ৰকাশিত হওয়ায় সৰ্বস্তৰেৰ পাঠকবৰ্গেৰ  
তত্ত্ব-সিদ্ধান্তানুশীলনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপৰাপৰ  
পদ্য-গদ্য প্ৰচনাগুলিও সুদী সজ্জন-সমাজেৰ তুলনামূলক আলোচনাৰ  
সুযোগ প্ৰদান কৰিয়াছে।

পৰিশেষে শ্ৰীপত্ৰিকাৰ গ্ৰাহকবৰ্গ, সেৱানুকূল্য-বিধানকাৰী ও উপদেষ্ট-  
গণকে আমাদেৰ সশ্ৰদ্ধ অভিবাদনসহ তাঁহাদেৰ নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ  
কৰিতেছি। শ্ৰীশ্ৰীগুৰু-গোৱাৰ্জ-ৰাধা-বিনোদবিহাৰীউ, শ্ৰীলক্ষ্মী-বৰাহ-  
নৃসিংহদেৱ, শ্ৰীৰাধা-গিৰিধাৰীজীউৰ অহৈতুকী কৃপা প্ৰাৰ্থনামুখে বক্তব্য  
সমাপন কৰিলাম।



FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND  
PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

“SHRI GOUDIYA-PATRIKA”

[ Under Rule 6 of the Registration of Newspapers  
( Central ) Rules, 1956 ]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,  
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every  
Bengali month ie. once in a month
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari,  
Bhakti-Bandhav.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

Address—Shri Devananda Goudiya Math.

Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name— Do  
Nationality— Do  
Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti  
Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,

Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

*Sd./-Nabajogendra Brahmachari,*

Dated - 3. 3. 82.

*Signature of Publisher.*

। শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ।

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।

নোংপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূত্বেপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

৬ মধুসূদন অনিরুদ্ধ, ৪৯৬ গৌরাদ

৩১ চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৮ ; ইং ১৪।৪।১৯৮২

২য় সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

## শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্

[ শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিতম্ ।

গাঙ্গেয়-চাম্পেয়-তড়িদ্বিনিন্দ-রোচিঃ-প্রবাহ-স্বপিতাঅবৃন্দে !

বন্ধুক-রন্ধু-ছাতি-দিবাবাসো বৃন্দে ! লুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥১॥

হে অতুজ্জল-রক্তবর্ণ-বসন-ধারিণি বৃন্দে ! তুমি স্বীয় পরম সুন্দর অঙ্গ-  
কান্তি-দ্বারা স্বর্ণ, চম্পকপুষ্প ও সৌদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছ এবং  
তদ্বারা স্বচ্ছনগণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণকে অভিষিক্ত করিতেছ ; তোমার  
শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥২॥

বিন্ধাধরোদিহর-মন্দহাস্য-নাসাগ্র-মুক্তাহ্রাতি-তীপিতাস্ত্র !

বিচিত্র রত্নাভরণাশ্রিয়াঢ্যে ! বৃন্দে ! হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥২॥

হে বৃন্দে ! তোমার বিম্ব-সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদগত মুহু-মধুর হাস্য ও নাসিকাগ্রবর্তী মুক্তা-কান্তিছারা ত্বদীয় বদনমণ্ডল পরিশোভিত হইয়াছে এবং তুমি বিচিত্র রত্নাভরণে সৌন্দর্য্যাব্লিতা হইয়াছ ; তোমার শ্রীচরণ-পদ্মে নমস্কার করি ॥২॥

সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-শিরোমণৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবন-ধন্য-ধাম্নি ।

দত্তাধিকারে বৃষভানু-পুত্র্যা বৃন্দে ! হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৩॥

হে বৃন্দে ! বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল-বৈকুণ্ঠ-সমূহের শিরোমণি ও অশেষ-গুণ-সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন ; তোমার শ্রীপাদসরোজে নমস্কার করি ॥৩॥

ত্বেয়াজ্জয়া পল্লব-পুষ্প-ভৃঙ্গ-মৃগাদিভির্মাধব-কেলিকুঞ্জাঃ ।

মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষমাণা বৃন্দে ! হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৪॥

হে বৃন্দে ! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-সারী প্রভৃতি পশু-পক্ষীগণে ও চির-বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জ-সমূহ বিভূষিত হইয়া পরম শোভা পাইতেছে ; তোমার পদারবিন্দে প্রণাম করি ॥৪॥

ত্বদীয়-দূত্যেন নিকুঞ্জ-যুনো-রত্নাংকয়োঃ কেলি-বিলাস-সিক্ধিঃ ।

ত্বৎ-সৌভগং কেন নিকৃচ্ছাতাং তদ্ বৃন্দে হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৫॥

হে বৃন্দে ! তোমার দূতীত্বের চাতুর্য্য-প্রভাবেই বিলাস-বাসনাময়ী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কেলি-বিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাদিগের লীলা-বিলাসের সহায়তা করিয়া থাক ; অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে ? তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি ॥৫॥

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দাবনে ত্বদীশাজিযু-সরোজ-সেবা ।

লভ্যা চ পুংসাং কুপয়া তবৈব বৃন্দে ! হুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৬॥

হে বৃন্দে ! কৃষ্ণভক্তগণ তোমারই কুপায় শ্রীরাসলীলা-দর্শনাভিলাষ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধা-মাধবের চরণ-সেবা লাভ করিয়া থাকেন ; তোমার শ্রীপদ-কমলে নমস্কার করি ॥৬॥



তং কীর্ত্যসে সাত্তত-তত্ত্বাবিন্দি-লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণ-শক্তিঃ।

তবৈব মুতিস্তুলসী নৃলোকে বৃন্দে ! তুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৭॥

হে বৃন্দে ! শ্রীনারদাদি ভক্তগণ-বিবচিত তত্ত্বসমূহে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ তোমার শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃষ্ণ-রূপিনী শ্রীতুলসীদেবী হইতেছেন তোমারই মূর্তি ; তোমার শ্রীচরণ-পঙ্কজে অভিবাदन করি ॥৭॥

ভক্ত্যা বিহীনা ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গ-মধ্যে ।

কৃপাময়ি ! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে ! তুমন্তে চরণারবিন্দম্ ॥৮॥

হে কৃপাময়ী দেবি ! আমরা ভক্তিহীন বলিয়া শত শত অপরাধ-প্রযুক্ত ভব-সমুদ্রের কাম-ক্রোধাদি-রূপ ভীষণ তরঙ্গ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাদেরকে এই সুদুস্তর ভব-জগতি হইতে উদ্ধার কর ; তোমার শ্রীচরণ-সরোজে নমস্কার করি ॥৮॥

বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা বৃন্দাবনাধীশ-পদাজ-ভৃঙ্গঃ ।

স প্রাপ্য বৃন্দাবন-নিত্যবাসং তৎ-প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থঃ ॥৯॥

যে-ব্যক্তি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণ-কমলের ভৃঙ্গ-স্বরূপ হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য-বাস প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করত কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥৯॥

## ঐকান্তিক ও ব্যাভিচারী

ঐকান্তিকতা কাহাকে বলে ?

“একলা সৈব কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য । যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥” একটি মাত্র অস্ত্র যাহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্ত-ভৃত্য । একটি বলিতে—সংখ্যাগত যাবতীয় নানাত্বের বিপরীত-ভাব প্রকাশ করে ।

শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিরেকেষু কুরু-নন্দন ।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ( গী: ২।৪১ )

হে অর্জুন ! একমাত্র ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি করিবে ; অব্যবসায়ীগণ নানা প্রকার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে । লক্ষ্য-বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে ।

### ব্যভিচারের লক্ষণ

ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন । ব্যভিচার অর্থাৎ অপব্যবহার ; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্ত্র । অসংযত ব্যক্তিগণ বহুলক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না । সেখানে স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষম জাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার । অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, কিন্তু ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয় । ঐকান্তিকতার অভাবই এই ব্যভিচার আনয়ন করে ।

### পক্ষোপাসনা—ঐকান্তিকতা ও অদ্বয়জ্ঞানের ব্যভিচার

আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্তবাদ অবলম্বনপূর্বক একমাত্র নিকীর্ষিত ব্রহ্ম বলিয়া করেন । বহুবীশ্বর বাদের ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নিকীর্ষিত কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে । ঐকান্তিকতার অভাবে এক জ্ঞানের পরিবর্তে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণেতর বাহ্যলক্ষণে লক্ষ্যভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুস্বরূপে অদ্বয়-জ্ঞানে পর্যাবসিত করিলে ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয় ; সেইকালে কৃষ্ণেতর বাহ্যদর্শন-জন্ত পক্ষোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না ।

### বহু ঈশ্বরবাদিগণ ভাসৎ সাম্প্রদায়িক

একজন সেবক যেক্রপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহুবীশ্বর-বাদেও প্রশ্রয় দেন না । ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয়—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কখনই অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না । উপাস্ত্রবস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না । অহুগানের অভাব হইতে ও বিরোধের স্বভাব হইতে বহুবীশ্বরের প্রবর্তন । শ্রীমন্তাগবত বলেন,—

‘ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্মাদীশাদপেতস্ম বিপর্যায়োহস্বতিঃ’ ।

( ভাঃ ১১।২।৩৭ )

## উপাস্ত্র বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি হয়

অদ্বয়-কৃষ্ণ-জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয়-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশট তাঁহাকে অদ্বয়-দ্বৈত ঐকান্তিকতা নিশ্চয় করাইয়া ক্রয়রূপ ব্যাভিচারেও হস্তে নিষ্ক্ষেপ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্ত্র বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুজ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়।

## বহু ঐশ্বরবাদীই ব্যাভিচারী

যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যাভিচার-ক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কাম-পুষ্টি-জ্ঞান সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও কল্প উপাসনা প্রসূত্বন করেন তাহারাই বহুঐশ্বর্যবাদী ও ব্যাভিচারী। ভগবৎ-ভক্ত হইতেই বিমুক্তাক্রমে বাহ্যবিচার ও বাহ্য-দর্শনদ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়।

## কৃষ্ণোপাসক ও পঞ্চোপাসকের পার্থক্য

বহু কামনার হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অদ্বয়-জ্ঞান লাভ করেন। সেখানে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যাভিচারি-সম্প্রদায় এই যুক্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ব্যাভিচারীর দল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত, তাঁহারা ভগবানকে ব্যক্তিগত (personal) করিতে বাঞ্ছা। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ-পূজকের মতভেদ আছে। গণেশপূজা করিলে অর্থ-সিদ্ধি অবশ্যজ্ঞাবী, কিন্তু কৃষ্ণপূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর জড়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরতার চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকাগী ব্যাভিচারিদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই ন্যায় ব্যক্তিগত জড়স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে।

## কৃষ্ণভক্তের স্বার্থপরতাই ঐকান্তিকতা,

## কিন্তু পঞ্চোপাসকই ব্যাভিচারী

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে,—কৃষ্ণ বস্তুই জড়ের অন্ততম নহে। কৃষ্ণ-দাস্ত্রে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যাভিচারিদল দেখিতে পান, উহা তাহাদিগের জ্ঞান হেয়-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ-পূজকের স্বার্থ অর্থ-লিপ্তি। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কঠোর-শরণের স্বার্থ বিলোপ সাধন ও নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণাদি ঘটে। অনন্ত-কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা, অনন্ত-কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়-তর্পণও ব্যক্তিগত ঘৃণিত স্বার্থ নহে।



## উপাশ্রয় বহুত্বে ভোটাধিক্য হইলে

### ঐকান্তিকতার অভাব হয়

গণেশ পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ 'পঞ্চাইতী শাসনে' প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যাভিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক; কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অমুরাগের স্বরূপ বাহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ আমরাই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু— ইহাতে ব্যাভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপত্বঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না।

### ঐকান্তিক ভক্তের স্বভাব বা লক্ষণ

ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবা-পরায়ণ, আবার তাঁহার স্বজাতীয়শর শ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের অনুকূল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আশ্বাদয়' প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চস্তরের ভজন-প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি বাহ্য হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্বে নানা অর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অন্তঃ-স্বরূপ-জ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তিই ঐকান্তিক ও শাস্ত; ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশাস্ত।

### পাঁচ মিশালী মত পরিত্যাগ করিয়া

#### ঐকান্তিক হইবার উপদেশ

যেখানে কৃষ্ণেতর অন্য বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও মহানুভূতি দেখা যায় সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহুবিশ্বর-সেবীর সঙ্গ করেনা না। তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্ত, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্ত যত্ন করেন; কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যাভিচারি-দলে আদর পাইতে পারে; কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎ-চেষ্টা ছাড়িয়া দেন তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা বিনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# নিশ্চয়

## নিশ্চয়ত্বা ও সংশয়ত্বা

“শ্রীউপদেশামৃতে” গোস্বামী-মহোদয় ভজন-প্রয়াসীর পক্ষে ‘নিশ্চয়’ হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যে-পর্যন্ত নিশ্চয়তা না হয়, সে-পর্যন্ত লোকে সংশয়ত্বা থাকে। সংশয়ত্বা পুরুষদিগের কখনই মঙ্গল হয় না। সংশয়াক্রান্ত চিত্তে অনন্ত-ভক্তিতে শ্রদ্ধাষ্ট বা ক্রিপণে হইবে? গীতার বলিয়াছিলেন,—

অজ্ঞানশ্চন্দ্রদধানশ্চ সংশয়ত্বা বিনশ্চতি ।

নায়াং লোকহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়ত্বানঃ ॥ (৪।৪০)

‘সম্বন্ধ’-জ্ঞানহীন শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়ত্বা ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দ্বিগ্ধচিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোকে কোন সুবিধা নাই, এবং তাহাদের কোন সুখ হয় না। যাহার ‘শ্রদ্ধা’ হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কেননা ‘শ্রদ্ধা’-শব্দের অর্থই দৃঢ় বিশ্বাস। যতক্ষণ ‘সংশয়’ আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। সুতরাং শ্রদ্ধাবান্ জীব সর্বদাই ‘সংশয়’-হীন।

## সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক দশমূলতত্ত্ব

শ্রীমদ্বহুপ্রভু বৈষ্ণব মাত্রকেই ‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’, ‘প্রয়োজন’,—এই তত্ত্বত্রয় প্রথমেই জানিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এই তত্ত্বত্রয়ে দশটি মূল বিষয় আছে। যথা—প্রথম মূল এই,—বেদশাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। প্রমেয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই প্রমাণকে জানা আবশ্যক। প্রমেয় নয়টি, ও সেই প্রমেয়গুলিকে বিচার-বিষয়ভূত করিতে হইলে, অগ্রে প্রমাণের আবশ্যক। নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার ‘প্রমাণ’ নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, প্রভৃতি প্রমাণ; কেহ অন্যান্য বিষয়কেও প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্বহুপ্রভুর প্রদর্শিত বৈষ্ণব শাস্ত্রে অন্য সকল প্রমাণকে ‘গৌণ-প্রমাণ’ বলিয়াছেন; অতএব আশ্রয়প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই একমাত্র মূখ্য প্রমাণ ও গ্রাহ্য।

## অচিন্ত্যভাব ও চিন্ত্যভাব

জগতে যত যত ভাব আছে, সেগুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাব ‘অচিন্ত্য’ এবং কতকগুলি ভাব ‘চিন্ত্য’। প্রাকৃত ভাবসমূহ—

চিন্তা অর্থাৎ মানবের চিন্তামার্গে স্বয়ং উদয় হয় । অপ্রাকৃত ভাব—অচিন্তা ; তাহা মানবের সামান্য জ্ঞান-শক্তির গম্য নহে । আত্ম-সমাধি বাতীত অচিন্তা-ভাবসকল জানা যায় না সুতরাং অচিন্তা বিষয়ে তর্কাকর্গ ও প্রতীক্ষাদি প্রমাণের গতি নাই । এইজন্ত (মহাভারত উদ্যোগপর্বে) বলিয়াছেন—

অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তুর্কেন যোজ্যেৎ ।

প্রকৃতিভাঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যম্ লক্ষণম্ ॥ ( ভঃ ৩ঃ দিঃ ৪৩ )

### অচিন্ত্য-ভাব লাভের উপায়—বেদশাস্ত্র

প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত যাচা, তাহা অচিন্ত্য-ভাবময় । তাহাতে ‘প্রতীক্ষা’-‘অনুমানের’ প্রবেশ নাই । সেট সকল অচিন্ত্য-ভাব জানিবার জন্য আত্ম-সমাধি একমাত্র উপায় । আত্ম-সমাধিও সাধারণ লোকের অসাধ্য-প্রায় । পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবের পক্ষে এই বিষয়-প্রমাদ দেখিয়া বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

মায়াযুক্ত জীবের নাহি কক্ষশ্রুতি-জ্ঞান ।

জীবেরে কপায় কৈল কক্ষ বেদ-পুরাণ ॥

বেদশাস্ত্র কহে—‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’, ‘প্রয়োজন’ ।

‘কক্ষ’ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ‘ভক্তি’ প্রাপ্ত্যেব সাধন ॥

অভিধেয়-নাম—‘ভক্তি’, ‘প্রেম’—প্রয়োজন ।

পুরুষার্থ-নিরোমণি প্রেম—মঙ্গলধন ॥”

( ভৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২, ১২৪-১২৫ )

### অচিন্ত্য-ভাব লাভের উপায়—আত্মায় বা গুরুপরম্পরা-বাক্য

অচিন্ত্য ভাব সকল জানিতে চাইলে একমাত্র বেদ-প্রমাণটী গ্রাহ্য । ইহাতে আর একটি নিচয় আছে । ‘আত্মায়’-শব্দে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদকে বুঝায় । বেদে বহুবিধ বিষয় আছে, অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ আছে । সকল অধিকার অপেক্ষা ‘ভক্তি’-অধিকারই শ্রেষ্ঠ । পূর্ব মহাজনবর্গ ভক্তনামে আত্ম-সমাধি উদয় করিয়া, বেদের ভক্তি-অধিকারের শিক্ষা-সমুদয় পৃথক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন । অতএব পূর্ব মহাজনগণ যে-সমস্ত বেদ-বাক্য ভক্তির অধিকার-বিষয়ক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন । শ্রীগুরুদেবের কৃপা এইস্থানে সম্পূর্ণরূপে না পাইলে, অচিন্ত্য ভাবসকলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য । শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই ( ভৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৭-১৩৬ )—



ইহাতে দৃষ্টান্ত—যেহে দরিদ্রের ধবে ।

‘সর্বজ্ঞ’ আসি’ দুঃখ দেখি’ পুছয়ে তাহারে ।

তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন ।

তোমায়ে না कहিল, অশ্রু ছাড়িল জীবন ॥”

সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ্যে ।

এহে বেদ-পুরাণ জীবে ‘কৃষ্ণ’ উপদেশে ॥

সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ ।

সর্বশাস্ত্রে উপদেশ ‘শ্রীকৃষ্ণ’—সম্বন্ধ ॥

বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায় ।

সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥

‘এইস্থানে আছে ধন’ বলি’ দক্ষিণে খুদিবে ।

‘ভৌমরুল-বরুণী’ উঠিবে, ধন না পাইবে ॥

‘পশ্চিমে’ খুদিবে তাহা ‘যক্ষ’ এক হয় ।

সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥

‘উত্তরে’ খুদিলে আছে কৃষ্ণ ‘অঙ্গগরে’ ।

ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥

‘পূর্বদিকে’ তাতে মাটি অল্প খুদিতে ।

ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ।

এহে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি’ ।

‘ভক্ত্যে’ কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি’ ॥

আত্মায়-ধারাই—পরমার্থের উপায়

পরমার্থ-লিপ্সু পুরুষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট যখন আত্মার সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করেন, তখন তাহার চিত্ত নির্মূল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে গমন করিতে থাকে । আত্মায়ই পরমার্থ বিষয়ে একমাত্র উপায় । এই ‘প্রমাণ’ অবলম্বনপূর্বক নব্বটি প্রমেয় বিচার করা যায় । এই বিচার আত্মায়-বলে শুদ্ধচিত্তে উদয় হয় । ইহারই নাম আত্মসমাধি । ইহাই পরমার্থের মূল ।

আত্মায়ের প্রথম প্রমেয়—ব্রহ্ম, আত্মা ও

ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ

ইহাতে প্রথমেই জানা যায়,—পরব্রহ্ম হরি একমাত্র উপায় । তৎসম্বন্ধে নিরিশেষ-চিন্তা ‘ব্রহ্মরূপে’ তাহার প্রভা বিস্তার করে । সেই হরি

একাংশে পরমাত্মা বা ঈশ্বর হইয়া জগদ্বিধাতা, জগৎ পালয়িতা ও জগৎ-সংহর্তা রূপে উদ্ভিত হন। হরিই স্বয়ং কৃষ্ণ, পরমাত্মাই বিষ্ণু, তাহার প্রভাই ব্রহ্ম। এইস্থলে সর্বশক্তিমান হরির তত্ত্ব বিচার করিয়া পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয় দূর হয়। যে পর্য্যন্ত এই সংশয় থাকে সে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত জ্ঞানের বিপরীত ভাব লইয়া ব্রহ্ম আলোচনা হয়। আবার অংশরূপ পরমাত্ম-পুরুষের অনুসন্ধানে অষ্টাঙ্গাদি যোগের কল্পনা হয়। নিঃসংশয় হইলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি উদয় হয়।

### দ্বিতীয় প্রমেয়—শ্রীহরি অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্বিশেষ-শক্তি সমানিত

আত্মায়-জ্ঞানে দ্বিতীয় প্রমেয়ে বিচারিত হইয়া পড়ে—সেই পরব্রহ্ম হরি, স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট। একটি শক্তি চালনায়, তিনি অক্ষুট-জ্ঞানে ব্রহ্ম রূপে প্রতিভাত হন। ইহারই নাম তাহার নির্বিশেষ-শক্তি। আবার অনন্ত-শক্তির চালনায় তিনি ব্রহ্ম ও পরাত্মাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিজ ভগবৎসত্তা প্রকাশ করেন। ইহার নাম সবিশেষ-শক্তি। ‘নির্বিশেষ’ ও ‘সবিশেষ’ শক্তিদ্বয় তাহাতে নিতা বর্ত্তমান থাকিলেও সবিশেষ-শক্তির বলাধিক্য দেখা যায়। যথা ( শ্রীশ্বেঃ উঃ ৬৮ )—

পরাস্য শক্তিবৈধৈব ক্ষয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সস্বিং ও হ্লাদিনী—বিক্রমত্রয় অপ্রাকৃত ভক্তের জ্ঞান-সুলভ হন।

### তৃতীয় প্রমেয়—শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ ; ব্রহ্ম-পমাত্মা রস-স্বরূপ নহেন

আত্মায় বলেন,—সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম অপ্রাকৃত রস। যে-রসের বিক্রমে চিদচিং উভয় জগৎ উন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাই কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—‘আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা’। সেই পরম-রসের বলে চিং ও জড়-জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিজ্জগতে যে-রস, তাহাই শুদ্ধ ; জড় জগতের রস তাহার ছায়া। চিজ্জগতের অনন্ত রস আবার অচিন্ত্য-রস-ক্রমে শ্রীব্রজ-লীলার প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন। জীব রসের অধিকারী। জীবের ঐ পরম-রস প্রাপ্য ধর্ম। ভজন-বলে জীব তাহাই লাভ করেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অত্যন্ত নীরস, তাহা কখনও ভজনীয় নহে। পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে রসের উদয় নাই। কেবল কৃষ্ণ ভজনই রসময়।

## চতুর্থ প্রমেয় - জীব-তত্ত্ব, তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বরূপ

আম্মায় বলেন,—জীব কক্ষরূপ চিৎ-স্বর্গের অণুনিচয়,—সংখ্যায় অনন্ত। কক্ষের চিৎশক্তিতে যদ্রূপ চিৎজগৎ, অথবা মায়া-শক্তিতে (যে রূপ) জড়জগৎ, তদ্রূপ পরা খণ্ড-চিৎ-শক্তিতে জৈব-জগৎ। কক্ষের চিৎকর্মে যে-সকল পরিপূর্ণ গুণ আছে, তাহা বিন্দু বিন্দু মাত্র অণুরূপ জীবে সম্ভাব্যতঃ বর্তমান। কক্ষের স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্য তাহা। তাহারও এক কণ জীবে লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মের দ্বারা স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ আছে। তদ্বশতঃ জীবসকল প্রবৃত্তি-ভেদ লাভ রিখাছে। একটি প্রবৃত্তিক্রমে ী স্বীয়-সুখ অনুেষণ করেন, অত্র প্রবৃত্তিক্রমে কক্ষ-সুখ অনুেষণ করেন। স্বীয়-সুখানুেষী ও কক্ষ-সুখানুেষী হইয়া জীবসমূহের বর্গ-দ্বয় সিদ্ধ হয়। কক্ষ-সুখানুেষীগণ নিত্য মুক্ত; স্ব-সুখানুেষীগণ নিত্যাসিদ্ধ।

চিৎ-জগতে নিত্য বর্তমান ও মায়া-জগতে ভূত,  
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালের স্থিতি

এ-সম্বন্ধে অচিন্ত্য-ভাবসকল চিৎ-কালের অঙ্গগত। চিচ্ছক্তিগত-কালে নিত্য-বর্তমানরূপ ধর্ম্য আছে। অপর জড় বা মায়া-শক্তিগত-কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে-সকল বিচার উদয় হয়, তাহা চিৎকালগত করিলে সংশয় থাকে না; জড়কালগত করিলে অনেক সংশয় উদয় হয়। জীব শুদ্ধ-চিৎকণ হইয়া কেন নিজ সুখানুেষী হইলেন, এরূপ বিতর্ক তুলিলে, জড়কালগত সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সংশয় পরিত্যাগ করিলে ভঙ্গন হইতে পারে, নতুবা কেবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। অচিন্ত্য-ভাবে তর্ক সংযোগ করিলেই অনর্থ হইয়া পড়ে।

পঞ্চম প্রমেয়—তুই প্রকার জীব, যথা—বদ্ধ ও মুক্ত

আম্মায় শিক্ষা এই,—নিজ-সুখানুেষী জীবসমূহ নিকটস্থিত মায়াকে বরণ করিয়া মায়াকালগত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন। কর্ম্ম আর কিছুই নহে, মায়াবৃত্ত একটি অন্ধ-চক্র (ছাঁড়া)। যাহারা মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাহাদের কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মায়া-চক্র হইতেই নিজ সুখানুেষী জীবগণের ভোগায়তনরূপে স্থল ও লিঙ্গদেহ। এই অন্ধ-চক্র অনন্তরূপে পরিপাকিত হয়; কিন্তু, জীবের পক্ষে তাহাতে প্রবেশ-কালে যেমন সহজ হইয়াছিল, মুক্তিকালেও তাহা সহজে দূরীভূত হয়।



### ষষ্ঠ প্রমেয়—নিত্যবদ্ধ জীব সাধুসঙ্গে মুক্তি পায়

মায়ায় অন্ধচক্রগত জীবসকলকে ‘নিত্যবদ্ধ’ বলা যায়। ‘নিত্য’ শব্দ মায়াকাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত। চিবস্তর স্পর্শে চিৎকালের উদয় হইলে, তাহার অনিত্যতা দেখা যায়। সাধু-মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা অনিত্য জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমাবস্থার প্রকৃতি লাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গল উদয় হয়। যথা—

কোন ভাগেও কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।

সাধু সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫ )

ভবাপবর্গে ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্ত তর্হ্যচ্যুত সং-সমাগমঃ।

সং-সঙ্গমো যহি তদেব সদগতো পরাবরেশে ত্বমি জায়তে রতিঃ ॥

( ভাঃ ১০।৫।৩৪ )

সাধুসঙ্গে সংসার-দুঃখের ক্ষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়। তখন ভক্তন-বলে জীব কৃষ্ণকৃপায় মায়াবদ্ধন ছেদন করত কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। ইহারা আনন্দে কৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া মায়াতে প্রবেশ করেন না, তাহাদের সহিত বদ্ধমুক্ত জীবসকল অনায়াসে কৃষ্ণ-কৃপায় সালোকা লাভ করেন।

### সপ্তম প্রমেয়—কৃষ্ণ ও তদিতরবস্তুর অচিন্ত্য

#### ভেদাভেদ সম্বন্ধ

আম্মায় সিদ্ধান্ত এই যে,—কৃষ্ণ ও তদিতর সকল বস্তুই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই প্রকৃতি বেদে বহুতর স্থানে অভেদ এবং বহুতর স্থানে ভেদসূচক বাক্য দৃষ্ট হয়। অতাত্ত্বিকতা-সিদ্ধান্তে বেদের একদেশ-মাত্র অবলম্বিত হয়। তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের সর্বদেশের তাৎপর্য গ্রহণ হয়। ভক্তন-পিপাসাদিগের আম্মায় শিক্ষায় এইমাত্র জ্ঞান হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণ সর্বময় এক অদ্বয়তত্ত্ব। কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তু সর্বশক্তিসম্পন্ন। শক্তিদ্বারা জৈব ও জড়জগৎ বর্তমান হইলেও, বস্তু বাস্তবিক এক বই দুই নয়। বস্তু-জ্ঞানে অভেদ-তত্ত্ব এবং শক্তিজ্ঞানে শক্তি-পরিণামফলে কৃষ্ণ বাতীত আর যাহা দেখা যাইতেছে সকলই তাহা হইতে নিত্য ভিন্ন। এই নিত্য ভেদাভেদ স্বভাবতঃ অচিন্ত্য; কেন-না, জীবের মায়িক বুদ্ধিতে ( তাহা ) অস্পৃষ্ট। জীবের যখন অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদয় হয়, তখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদময় শুদ্ধ-জ্ঞান উদয় হইতে পারে। আম্মায়-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব ভক্তজন কৃষ্ণ-কৃপায় অল্পকালের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পান। ইহাতে মায়িক বিচার চালাইতে গেলে মতবাদ হইয়া পড়ে।

### উক্ত প্রেমের সপ্তকের জ্ঞানই 'সম্বন্ধ'

এই সাতটি মূলের আত্মসমাধি-লব্ধ-জ্ঞান যখন আত্মায়-বলে উদ্ভূত হয়, তখনই 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান হইল বলিতে পারা যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন-মতে শ্রীমন্নহাপ্রভু এই সম্বন্ধ জ্ঞানতত্ত্ব বিশদরূপে বলিয়াছেন। যথা চরিতামৃতে,—

কে আমি, কেনে আমার জারে তাপত্র।

ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয় ॥ (য: ২৯।১০২)

যে-সকল পুরুষের ভক্তিলাভরূপ পরম হিত পাইবার আবশ্যক আছে, তাহারা সকলে শ্রীগুরুচরণে এই প্রশ্নটি করিবেন। শ্রীগুরু-মুখে এই প্রশ্নের সন্তুস্তর পাইলে সংশয় দূরে গিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইবে। যথা বিচার বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যথা, চরিতামৃতে,—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিন্তে না কর অলস।

ইহা হইতে কক্ষের পাগে সুদৃঢ় মানস ॥ (আ: ২।১১৭)

এই প্রবন্ধের সার কথা.—প্রমাণ ১টি ও প্রেমের ৭টি

সর্বসমেত আটটি তত্ত্বের সার

এখন দেখুন দশটি মূলের মধ্যে প্রথম অষ্টমূলে—'প্রমাণ' ও 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত আছে। প্রভু (গৌরুচন্দর) সনাতন গোস্বামীকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতেই পাইবেন,—

(ক) প্রমাণ ৪—

(১) 'প্রমাণ'-মূলটি সম্বন্ধে শ্রীমন্নহাপ্রভুর বাক্য, যথা,—

“বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজন।”

(খ) প্রেমের ৪—

(১) দ্বিতীয় মূলটি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য,—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার তুন সনাতন।

অদ্বৈতজ্ঞান-তত্ত্ব ব্রহ্মে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।

সকলৈশ্বর্যপূর্ণ ঈশ্বর গোলোক—নিতাধাম ॥

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

(২) কৃষ্ণশক্তি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য যথা,—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি ।

চিহ্নশক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥

(৩) কৃষ্ণ রসময়, যথা প্রভুবাক্য,—

সর্ব আদি, সর্ব অংশী কিশোরশেখর ।

চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর ॥

(৪) জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর উপদেশ,—

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাম ।”

“সূর্যাংস্ত কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয় ।”

(৫) বদ্ধজীব সম্বন্ধে প্রভুবাক্য—

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার ।

এক নিত্যমুক্ত, এক নিত্য সংসার ॥

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তাহে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(৬) মুক্ত জীবের বিষয়ে প্রভুবাক্য,—

নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণ চরণে উন্মুখ ।

কৃষ্ণ পারিষদ নামে ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥

(৭) ভেদাভেদ প্রকাশ যথা,—

“কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

অষ্টম প্রমেয়—সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইলেই অভিধেয়

আরম্ভ হয় ; কৃষ্ণ-ভক্তিই অভিধেয়

তাহার ৬৪ প্রকার অঙ্গ

আম্নায় প্রসঙ্গে এইরূপ ‘সম্বন্ধ-জ্ঞান’ উদয় হইলে জীবের ‘অভিধেয়’

পরিজ্ঞাত হয় । কৃষ্ণভক্তিই সেই ‘অভিধেয়’ । তাৎপর্য্য এই—জীবের চরম

কর্তব্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রে অভিধান হইয়াছে, তাহার নাম ‘অভিধেয়’ । এতৎ

সম্বন্ধে প্রভুবাক্য চরিতামৃত (মঃ ২২।১৭-১৮)—

কৃষ্ণভক্তি হয় ‘অভিধেয়’-প্রধান ।

ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম, যোগ, জ্ঞান ॥

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল ।

কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥



সাধন-ভক্তিকেই 'অভিধেয়' বলিয়াছেন। তাহা 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভেদে দ্বিবিধ। সাধন-ভক্তি বৈধী-অঙ্গে বহুবিধ। তাহা চতুষষ্টি অঙ্গে এবং কোন স্থলে নববিধ অঙ্গে সমষ্টি করা হইয়াছে। নবধা ভক্তির প্রচার যথা—

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদ-সেবনম্।

অৰ্চনং বন্দনং দাস্ত্বং সখ্যামাত্ম-নিবেদনম্ ॥

**কৰ্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য**

বুদ্ধগোব কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণে যে মনোনিবেশ করেন, তাহাই নাম ভক্তি। কৰ্ম্ম-জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। অনেক স্থলে ভক্তির অঙ্গ ও কৰ্ম্মের অঙ্গ একই প্রকার। সেইসকল অঙ্গ যখন অগ্ৰাভিলাষ-মুক্ত হয়, তখনই কৰ্ম্মাঙ্গ হয়। যখন শুদ্ধ-ব্রহ্ম-চিন্তাযুক্ত, তখনই জ্ঞানঙ্গ বলা যায়। কতকগুলি অঙ্গে জ্ঞান, কৰ্ম্ম কিছুই নাই। যে-কৰ্ম্মের ফল কেবল কৃষ্ণানুগত্য, তাহা ভক্তির অঙ্গ। যে-কৰ্ম্মের ফল স্বীয় সুখভোগ, তাহাই কৰ্ম্ম। আর যে-কৰ্ম্ম সাজুয়া-মুক্তির উদ্দেশ্যক, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির লক্ষণ এইরূপ বালিয়াছেন,—

অন্যাপিগাথিতা-শূন্যং জ্ঞান-কৰ্ম্মাভ্যাসতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥ ( ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২ )

**বৈধ সাধনভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ**

যাহা-বাধ্য হইয়া ভক্তির যে-সকল অঙ্গ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই 'বৈধ সাধন-ভক্তি'। কৃষ্ণানুরাগের বশবর্তী হইয়া সেবাকার্য্য করা যায়, তাহাই 'রাগ-ভক্তি'। ব্রজবাসীগণের যে ভক্তি তাহাই রাগান্বিত ভক্তিতত্ত্ব; যে-ভক্তিকার্য্যে তাঁহাদিগের অনুকরণ, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া বতি পর্য্যন্ত বৈধীভক্তি যাইতে পারিলে, তথায় রাগানুগা ভক্তির সহিত এক হইয়া পড়ে। রাগানুগা-ভক্তি সৰ্ব্বদাই বলবতী। ইহাই নবম মূল ( বা অষ্টম প্রমেয় )।

**নবম প্রমেয় বা দশম-মূল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই 'প্রয়োজন'**

আত্মায়-বাক্যমতে প্রেমই 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব। সাধন-ভক্তি হইতে প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়, যথা,— শ্রীমদ্ভগবদ্ভাবাক্য, চরিতামৃতে ( মঃ ২৩।২-১৩ )

কোন ভাগ্যে কোন জীব 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।

তবে সেই জীব 'সাধু-সঙ্গ' করয় ॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্তন' ।  
 সাধন-ভঙ্কে হয় 'সর্বানর্থ-নিবর্তন' ॥  
 অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-'নিষ্ঠা' হয় ।  
 নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাঙ্গে 'রুচি' উপজয় ।  
 রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর ।  
 আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে 'প্ৰীতাকুর' ।  
 সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম ।  
 সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্বানন্দ-ধাম ।

শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু এই দশমূল শিক্ষায় যাহাদের সংশয় থাকে, তাহারা ভজন উপযোগী নন । সংশয় উদয় হইয়া ভজন বিকৃত করে । আশাকে দূষিত করিয়া ছুটে ফল প্রদান করত সর্বনাশ করে । অতএব যাহাদের বিস্তৃত ভজন-স্পৃহা আছে, তাহারা সুদৃঢ় নিশ্চয় হইয়া ভজন করুন ।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

## সংক্ষিপ্ত জীবনী

যাহাদের মতে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত জীবাতি দ্বিতীয় বস্তুর স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই, সেই নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদিগণ বস্তু মাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া ধারণা করেন । ইহাদের মতে গুরু-ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ইহার উপাস্য, উপাসক, উপাদনার নিত্য বা পৃথক্ সত্তা অস্বীকার করেন । মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ববস্তুর নির্বিশেষ বলিয়া জানেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তত্ত্বকে সর্বিশেষ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও ব্রহ্মেই অবস্থিত, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-পরিচয়ে পৃথক্ ধর্ম্যবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন ।

অচিন্ত্য-বৈতাত্ত্বিক-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে শ্রীগুরুতত্ত্বও ভগবান্ । তদ্ব্যক্ত-গণের দৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেব ভগবৎ প্রকাশ-বিগ্রহ হইলেও তিনি তাঁহার প্রিয়তম দাস । তিনি মর্ত্তা বা অনিত্য নহেন ; তিনি ভগবদাসরূপে ভিন্ন হইয়াও

কৃষ্ণাভিন্ন মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ; তজ্জন্তু তিনি ভগবান্ হইতেও পরতর। শাস্ত্রে কোন কোনস্থলে গুরুদেব ভগবানের প্রিয়সখাক্রমে বর্ণিত হইয়াছেন। যিনি কৃষ্ণ-ভক্তবিৎ, তিনিই সদ্গুরু—জগদ্গুরুরূপে নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবলদেব-নিষ্ঠানন্দাভিন্ন গুরুপাদপদ্মের অষ্টভুজী করুণায় তদাশ্রিত ভক্তের ভগবৎ-ভাগবৎ-সেবাবিকাররূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়। তিনি জগজ্জীবের প্রতি রূপা-পরবশ হইয়া ভক্তি ও ভগবন্তত্ব বিস্তার করেন বলিয়া বাসাবিহীন-বিগ্রহরূপে অনন্ত বিশ্বে সম্পৃক্ত। ভগবানের প্রিয়-স্বরূপ গুরুদেব জগতে প্রকট থাকিয়া অনাদিবহির্ভূত জীবগণকে উদ্ধার-পূর্বক বৈকুণ্ঠধামে সেবাবিকার শ্রদান করেন বলিয়া তিনি ভবপারের তরলী ও কর্ণধারস্বরূপ। তাঁহার ক্রমোচ্চৈশ্বর্য-তোষণপর বৃত্তির দ্বারা তিনি ভগবানকে জগজ্জীবের নিষ্ঠা প্রকাশ করেন, আবার শ্রীহরিও তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবকে জীবকল্যানের নিমিত্ত দান করেন। বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের সত্তিতে পরস্পর মধুর ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্তমান ; এইজন্ত “মহাথঃ শ্রীভগবাতো মদগুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ”—বাক্যের অবতারণা ও বিষয়-আশ্রয়-ভক্তের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন।



অমদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যানীলাগ্রবিষ্ট ঐ বিকুপাদ শ্রীশ্রী-ভুক্তিপ্রজ্ঞান  
কেশব গোস্বামী মহারাজ ১২ই মাঘ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ ( ইং ২৪।১।১৮৯৮ ),



সোমবার কৃষ্ণ তৃতীয়া-তিথিকে বন্য করিয়া এ ভগতে আবিভূত হন। তিনি পূর্ববঙ্গের বরিশালজেলার অন্তর্গত বানারীপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূমাদিকারী পরমভাগবত শ্রীযুত শরৎচন্দ্র গুহঠাকুরতা এবং শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবীকে জনক-জননীরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার নাম ছিল—শ্রীবিনোদবিহারী। চারি ভ্রাতার মধ্যে ইনি দ্বিতীয় ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রী প্রমোদবিহারী ( যিনি পরবর্তী-কালে রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশনের প্রেসিডেন্ট-আচার্য্য ত্রিদণ্ডধারী শ্রীশ্রীমন্তুকিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ ) সহিত শৈশবকালে বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যেও ইঁহাদের ভাবী সামাজিক কর্তব্যবোধ ও ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে থাকে।

শ্রীবিনোদবিহারী পাঠশালা ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর উত্তরপাড়া কলেজে ভর্তি হন। কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কুলগুরু শ্রীযৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অষ্টাঙ্গ যোগপুষ্ক নবীন-ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী-নির্বিশেষ বিচার পরিত্যাগপূর্বক শ্রীধাম মায়াপুরে সঙ্গ-গুরুর পদাশ্রয় করেন। ঐ সময় তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ মনযোগ-সহকারে আলোচনা করিতেন। তিনি তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও বাখ্যা করিয়া শুনাইতেন এবং বিভিন্ন তত্ত্বসিদ্ধান্ত লইয়াও তাঁহাদের সহিত বীতিমত বাদ-প্রতিবাদ ও বিচার হইত। তখন তাঁহাকে তাঁহাদের জমিদারীও দেখাশুনা করিতে হইত। পরে ১৯১৯ খৃঃ হইতে তিনি জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তুকিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের নিকট সম্পূর্ণ আত্মগতা-বুদ্ধিতে দীক্ষিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ব্রজপত্তনে স্থায়ী-ভাবে অবস্থানপূর্বক তাঁহার নিকট ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। মায়াপুর চৈতন্যমঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুপাদপদের ইচ্ছানুসারে তিনি উক্ত মঠের পরিচালক সেবকগণের মধ্যে প্রধান সেবকস্বত্রে (Manager-এর) গুরুদাসিত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরু-প্রদত্ত ব্রহ্মচারী নাম—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন।

শ্রীবিনোদবিহারীকে চৈতন্যমঠ তথা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় শাখামঠসমূহের ভূদম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিশ্চিত হইতে পারিয়াছিলেন, কারণ পূর্বে প্রজাগণের নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত ঘঠ-মিশনের প্রাপ্য অর্থাদি আদায় করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুসেবকনিষ্ঠ কৃতিরত্ন প্রভুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

খাজনাদি আদায় হইবার পর সুষ্ঠুভাবে সেবাদি চলিতে থাকে। মঠবাস-জীবনে প্রথমদিকে এমনই অভাব ছিল যে, অন্তের পরিমাণ ক্রমাইয়া সজিনাশাক দ্বারা কোনরূপে উদরপূর্ত্তি করিয়াও তাঁহার গুরুসেবা-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ ও পরবর্ত্তীকালে বাগবাজার গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্নপ্রভু প্রভৃতি মুক্টিমেয় যে কয়েকজনকে শ্রীল প্রভুপাদ ‘তুমি’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, শ্রীবিনোদবিহারী তাঁহাদের অন্যতম। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রতি গুরুপাদপদের অপারূপত স্নেহবৈশিষ্ট্যের নিদর্শন।

বিভিন্ন দায়িত্ব ও সেবায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃতিরত্ন প্রভু বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রানুশীলনে বিশেষ তৎপর ছিলেন। তাঁহার বেনাত্তালোচনায় প্রবল আগ্রহ ও বৈদান্তিক বিচার-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার গুরুপাদপদের সহিত বিভিন্ন স্থানে প্রচারে থাকাকালে, বিভিন্ন মঠে, সভা সমিতিতে যে-সকল গভীর দার্শনিক তত্ত্ববিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা তৎকালীন দৈনিক, সাপ্তাহিক, সাময়িক-সংখ্যা পার-মাখিক শ্রীপত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া তাঁদের কীৰ্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কটক সচ্চিদানন্দ মঠে, দার্জিলিং গোড়ীয় মঠে অবস্থানকালে র্যাভেন্সা কলেজ, বারনাট্টেরী প্রভৃতিতে প্রদত্ত মায়াবাদ-নিরসন বক্তৃতা আজও তাঁহার মহিমা বিস্তার করিতেছে।

এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষায় এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—“শ্রীচৈতন্যমঠে (মায়াপুর) কাঁঠালতলার অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে (অনুমান ১৯৩৪/৩৫ সাল) ‘বিদ্যাবূষণ’ ও ‘বিদ্যাবিনোদ’ উপাধিধারী দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া নিবেদন করেন যে, ‘আপনি ত বেদান্তের পণ্ডিত, আমরা গোড়ীয় মিশনের মুখপত্র সাপ্তাহিক ‘গোড়ীয়-পত্রে’ একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিব; আপনি তাহাতে ‘মায়াবাদ’ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ দিবেন।” \* \* \* বাহা হউক, ইহাদের প্রার্থনায় “মায়াবাদের জীবনী” রচনা করিয়াছিলাম। শ্রীবিদ্যাবিনোদ কয়েকমাস পরে আসিয়া আমার নিকট হইতে প্রবন্ধটি লইয়া গেলেন। \* \* \* আমি বলিলাম,—“শ্রীল প্রভুপাদ কি এই প্রবন্ধ দেখিয়াছেন?” শ্রীবিদ্যাবিনোদ তত্বতরে বলেন,—“আমি নিজেই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া প্রভুপাদকে শুনাইয়াছি; তিনি উহা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।”

“যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির বাধাত জন্মিবে”—শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তি বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বা নিরাকারবাদ, শূন্যবাদ, মায়াবাদ জগৎ হইতে সমূলে উৎপাটনের নিমিত্তই শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীজী মায়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্ত-দর্শনের ১০/১২ খানি ভাষ্য সংগ্রহপুঙ্খক তুলনামূলক আলোচনা করেন। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; ‘ব্রহ্ম’ বলিতে নিরাকার, নির্দিষ্টশেষ, নিগুণস্বরূপ ব্রহ্ম নহেন; যেহেতু উক্ত শব্দত্রয় ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই; নিগুণ ব্রহ্মে দয়া-গুণের প্রকাশ অসম্ভব; ব্রহ্মের সঙ্গুণতা অস্বীকার করাই নাস্তিকতা বা আত্মরিক চিন্তা; সুতরাং অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম শূন্যও গুণ মিথ্যা বলিয়া কল্পনামাশ্রিত বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন; তিনি মহাপ্রভুর নাম-ভজনের শিক্ষা অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মসূত্রের বিচার ও ব্যাখ্যা প্রদর্শনের প্রয়াস পাঠিয়াছেন। ‘ব্রহ্ম’ বলিতে শব্দব্রহ্ম বা ‘শ্রীনামব্রহ্ম’কে লক্ষ্য করে। ‘শ্রীমদ্রূপা প্রভুর নাম-প্রেমধর্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়’—ইহাট তাঁহার বিশেষ প্রচার্য্য বিষয় ছিল।

১৯৩৭ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠয়ারী শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-জাবিকারের পর গোড়ীয় মঠ-মিশনে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চৈতন্য মঠ হইতে কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। ১৯৪০ সালে বাগবাজারের অন্তর্গত ৩৩২, বোসপাড়া লেনস্থ ভাড়া বাড়ীতে বৈশাখী গুরু-তৃতীয়া-দিবসে “শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি” স্থাপন করেন। ১৯৪১ সালের ভাদ্র-মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসক্ষেত্র কাটোয়া-নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ড-যতি পরমপুঙ্জনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদুত্তাপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ নামে পরিচিত হন।

সন্ন্যাসের পর শ্রীল কেশব গোস্বামী ভাড়াগৃহে অবস্থিত নবদ্বীপস্থ নিজমঠ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে (পরবর্ত্তিকালে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী মঠ) প্রতাবর্ত্তন করেন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মের কথা বিতরণ করিতে থাকেন। ১৯৪৩ সালে চুঁচুড়া-সহরে তৎকর্ত্তক “শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ” স্থাপিত হয়। এইরূপে



ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রমে ক্রমে শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ (মথুরা), শ্রীসিদ্ধবাটী গোড়ীয় মঠ (বর্ধমান), শ্রীগোলোকগঙ্গা গোড়ীয় মঠ (ধুবড়ী), শ্রীপিহলদা গোড়ীয় মঠ (মেদিনীপুর), শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্র (বালেশ্বর), শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠ (গোয়ালপাড়া) প্রভৃতি স্থাপনপূর্বক শ্রীগুরু-গোবিন্দ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবা প্রকাশ করেন। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণের বহুকাল পরে তিনিই প্রথম ১৯৪৪ সাল হইতে বিরাট আকারে শ্রীব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, বারানসী, বৈষ্ণনাথ, দ্বারকা, অযোধ্যা-নৈমিষারণ্য, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কঙ্কাকুগারী, ত্রিবান্দ্রম্, শ্রীরঙ্গম্, চিদাম্বরম্, শিবকাঞ্চী-বিষ্ণুকাঞ্চী, মহাবলী-পুরম্, পক্ষীতীর্থ, অবন্তিকা-নাসিক, কেশদার-বল্লীনাথ প্রভৃতি ভারতীয় তীর্থ-স্থানাদি দর্শন ও পরিভ্রমণমুখে তথায় উর্জ্জ্বলতা পালন করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রবর্তিত নবদ্বীপ ধাম-পরিভ্রমণ ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবাদি বন্ধ হইবার পর অশ্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাহা পুনরায় বিরাটভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাহা আজও একই ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

এ প্রবর্তিত শ্রীল গুরুপাদপদ্ম গৌর-পদাঙ্কপূত কয়েকটি স্থানে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপনপূর্বক তথায় সেবাপূজা সংরক্ষণ করিয়াছেন। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ষড়্গোষামী ও তদনুগত রূপানুগ গোড়ীয়-বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত গুরুভক্তি-গ্রন্থাবলী, সর্বোপরি তৎসম্পাদিত গভীর দার্শনিক বিচার-সম্বলিত ও তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ “মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়” প্রকাশ করিয়া নির্বিশেষবাদ নিরাসপূর্বক বিগুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-ধারায় অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুবর্গের নির্দেশ ও মনোভিষ্ট—(১) মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, (২) গ্রন্থভক্তি প্রচার, (৩) শ্রীবিগ্রহ-সেবাপ্রকাশ, (৪) শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিভ্রমণস্থাপন, (৫) লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধার প্রভৃতি সর্বতোভাবে পালন ও সংরক্ষণ করিয়াছেন।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাণ্ডিত্য অশ্বদীয় শ্রীল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অলৌকিক ভগবদ্ভাব ও গুরুনিষ্ঠা এবং শ্রীগোড় ব্রজ-ক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থানপূর্বক শ্রীধাম ও ধামেশ্বর সেবাপ্রচার, এক-কথায় শ্রীগৌর-ধাম, শ্রীগৌর-নাম ও গৌর-কামই তাঁহার ব্রত ও জীবন-স্বরূপ ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের মঠাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের আদিকাল হইতে

তাঁহার যে-সকল প্রিয়জন বিশেষ সহায়ক ছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের শ্রীগুরুদেব অন্যতম। শ্রীগুরুবর্গের সেবা ও ভগবৎসেবা তদীয় অন্তঃসেবকদের আনুগত্যেই লাভ হয়, ইহা সাধু-শাস্ত্র-সম্মত বাক্য। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আচার-প্রচার, তাঁহার মনোহভৌত তদনুকম্পিত বিশ্রুত সেবকের আনুগত্য বাতীত কখনই অহুধাবনের বিষয় হয় না। আমরা শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমেই শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার পরমপ্রিয় সেবকের মঠ-মন্দির সংরক্ষণে, বিশেষতঃ জমি জমা সুরক্ষা-ব্যাপারে অপ্রাণ প্রচেষ্টা ও কঠোর দায়িত্ব-পালনই শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল।

শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালে বহুবার সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইয়াও মিশনের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শ্রীল গুরুপাদপদ্য তাঁহার সতীর্থগণের অহুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, যাহার স্বল্প-স্তব্রবসন-পরিহিত সৌম্য-শাস্ত্র-স্নিগ্ধ-সহাস্যবদন শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে গোড়ীয় মঠ মিশনের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ করজোড়ে উপদেশ-নির্দেশ-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন, যিনি সমগ্র মিশনে ‘বিনোদ দা’-নামে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ প্রত্যেকেরই গৌরবের পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্য—গোড়ীয় মঠের স্বনামধন্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কতিরত্ন প্রভু। যিনি, গুরু শ্রীরামানুজাচার্য্যকে বাঁচাইতে গিয়া শিষ্য কুরেশের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক কুলিয়া নবরৌপ-পরিক্রমাকালে নিঃস্বের জীবন বিপন্ন করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-বেশ গ্রহণ ও বদল করিয়া পাবগৌণের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে নিভৃত নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদও যাহার ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার আদর্শ লক্ষ্য করিয়া অব্যবহরে যাহার সহিত মিলন ও মিশন পরিচালনা সম্পর্কে গোপন আলোচনার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, যিনি তাঁহার গুরুপাদপদ্য শ্রীল প্রভুপাদের নামোচ্চারণ করিতে গিয়া ‘প্রভু’ বলিতেই কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেন, তিনিই অসমদীয় পরমারাধ্যতম জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ।

বিগত ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭৫, রবিবার ( ইং ৬।১০।৬৮ )—শ্রীকৃষ্ণের রাস-পূর্ণিমা তিথিতে গোড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবর্ত্তি পরমহংস-চূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ

প্রিয়পার্শদ আচার্য্য-কেশরী ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব  
গোস্বামী মহারাজ স্বীয় চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ, সতীর্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-  
ভক্ত ও গুণমুগ্ধ সজ্জনগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিজাভীষ্ট  
শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীশ্রীউর সাহংকালীন নিত্যলায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্য চরিত্র ও প্রচারাদি-টোশিষ্টোর সামান্য  
দিক্‌দর্শন করা হইল মাত্র। আমাদের হৃদয় পতিত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত  
যিনি প্রাণপাত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেই পরহুঃখী শ্রীগুরু-  
দেবের স্নেহ-শাসনপূর্ণ বাণী যাহাতে আমাদের পাব্যপতুলা হৃদয়ে স্মৃতিলাভ  
করে তাঁহার অপ্রকট শীলাবিকাচের পর পরমাধিক হুনিয়ায় যে হরিকথায়  
হৃৎক্লিষ্ট ও বহুমুখী নাস্তিকতাক্রম ধর্মসঙ্কট দেখা গিয়াছে তাহা হইতে তিনি  
আমাদের সর্কতোভাবে রক্ষা করুন এবং তাঁহার অনুগতান্ধমানিগণের প্রতি  
অপ্রাকৃত স্নেহদৃষ্টিপাত ও কৃপাশীল্যাদ বর্ষণ করুন। আমরা যেন তাঁহার  
বাণীর যথার্থ অনুসরণ ও তাৎপর্য্য উপেক্ষিপূর্ব্বক নিজদের জীবন ধন্য করিতে  
পারি, ইচ্ছাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সকাতির প্রার্থনা। \*

\* তনৈক সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার সময়ে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী  
শ্রীমদ্ভক্তিবাদাম্ব বামন মহারাজ কর্তৃক সংক্ষেপে বর্ণিত পরমারাধাতম শ্রীশ্রীল  
গুরুমহারাজের দিবা জীবন-চরিত্র।

— প্রকাশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮-শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
শুভাবিভাব-তিথিবাসরে

## ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

সাক্ষাৎকরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রে-

রুত্বস্তথা ভাব্যত এব সত্যং।

কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তত্ত্ব

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিনন্দম্ ॥



( ১ )

গুরুদেব ! তুমি নিত্যভাগবত-ভানু ।  
তুমি কৃষ্ণলীলা-কাম, তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ধাম,  
অভিন্ন সে নিত্যানন্দ-তনু ॥

( ২ )

ওহে দেব ! অন্তর্যামো জাগিছে পিপাসা ।  
তব পদে রহু মতি, যা'তে মিলে ব্রহ্মপতি,  
যে-প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥

( ৩ )

ধরাতলে সপার্বদ শ্রীগৌরসুন্দর ।  
বিলা'ল যে প্রেমধন, লভে' যেন (এ) অকিঞ্চন,  
সিদ্ধদেহ ধরি নিরন্তর ॥

( ৪ )

গুরুদেব ! বন্দি পুনঃ চরণ তোমার ।  
ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন-নন্দী, তাই তোমা সদা বন্দি,  
বন্দীজন্য নাই কিছু আর ॥

( ৫ )

তব সম মহাজন কে আছে এমন ?  
দিয়ে সুসিদ্ধান্ত অসি, কুসিদ্ধান্ত-ধ্বংস নাশি,  
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কৈলা স্থাপন ॥

( ৬ )

প্রভুপাদ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণে—  
সঙ্কীর্ণনে নিত্যদাম, নিত্য তব শ্রেষ্ঠকাম,  
মত্ত মদা নাম-সুধাপানে ॥

( ৭ )

জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন ।  
দুর্জয় পতিতধমে, পাঠাইলা ব্রহ্মধামে,  
ঘোষিল যশঃ চৌদ্দভুবন ॥

( ৮ )

তোমার চরণে মোর এই নিবেদন ।  
 ক্ষমি মম অপরাধ, ভজনের হত, বাধ—  
 দূর করি' দেহ শিক্ষা 'ভজন' ॥

( ৯ )

তোমাতে সম্ভব দিব্যলীলা-অনুভব ।  
 ব্রজসখি-রূপ ধরি', আসিয়া এ মর্ত্যোপরি,  
 প্রকাশিলা বিচিত্র-বৈভব ॥

( ১০ )

গুরো তোমা লভি' দাস বড় ভাগ্যবান ।  
 কুরেশসদৃশ তুমি, শ্রদ্ধায় তোমায় নমি,  
 গুরুসেবাদর্শ-মুত্তিমান ॥

( ১১ )

তুহু' বিনোদমঞ্জরী, রূপে-গুণে সর্বোপরি,  
 মধুর-মধুর গুণধামা ।  
 ব্রজ-নব-যুবদ্বন্দ্ব, প্রেমসেবা পরবন্ধ,  
 উজ্জলিত তনু মনোরম ॥

( ১২ )

কি কহিব তুয়া বশঃ, তুহু' সে তুয়ারি বশ,  
 হৃদয় নিশ্চয় করি মানেন ।  
 আপনা অনুগা করি, করুণা-কটাক্ষে হেরি,  
 প্রদানহ মোরে সেবাধনে ॥

( ১৩ )

আজি আবির্ভাব-দিনে, প্রেমরস-আস্বাদনে,  
 মত্ত রাখ সদা অকিঞ্চনে ।  
 অধনের আঁখিজল, শুধুই আছে সম্বল,  
 দিলু তব রাতুল চরণে ॥

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-প্রার্থী—

( ত্রিদণ্ডভিক্ষু ) ভক্তিবাদান্ত উদ্ধমন্তী ( মহারাজ )

## উক্তারের পত্র

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৩নং বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪১৮ পৃষ্ঠার পর )

বজ্রবেদে দেখা যায়,—

“ও অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়তঃ প্রজাঃ সৃজেযেতি প্রজাঃ সৃজেয়ন্ । নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্-দ্বাদশাদিত্যাঃ, রুদ্রা, সর্বা দেবতাঃ, সর্বো বৃষগঃ, সর্বাণি ভূতানি নারায়ণা-দেব সমুৎপত্তশ্চে ।” অর্থাৎ—“নারায়ণ চৈচ্ছা করিলেন,—প্রজা সৃষ্টি করিব, তাহাতে প্রজাসমূহ সৃষ্টি হ’ল । নারায়ণ হ’তে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করলেন । নারায়ণ হ’তে ইন্দ্র, সূর্য্য, শিবজী, সকল দেবতা, সকল প্রাণী উদ্ভূত হইল ।

শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা মূল নারায়ণ বা মূল ভগবান্ ( Unrestricted God ) বলে অঙ্গীকার করেছেন ; যথা,—

“নারায়ণস্ত্বং ন তি সর্বদেহিনা-

মাত্বাস্তবীশাপি লোকসাক্ষী ।

নারায়ণোহঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাং-

ভক্তাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥” ( ভাঃ ১০।১৪।১৪ )

অর্থাৎ—“( ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইবে-স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার )—ও অধীশ, তুমি অখিল লোকসাক্ষী । তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অতাস্ত প্রিয়বস্ত, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ ? নর-ভূ-জল-শব্দে ‘নার’ তাহাতে ইহার ‘অয়ন’ তিনিই নারায়ণ । তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ । তোমার অংশস্বরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও কীর্ত্তনোদকশায়ী কেহ-ই আমার অধীন ন’ন, তাহার। মায়াধীশ-মায়াভীত পরম সত্য ।”

কৃষ্ণ হ’তেই রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই প্রকাশিত । শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার প্রপূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী দৃঢ়তায় সহিত বলিয়াছেন,— “কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা—ইহা হৈল মায়া ।

স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণ হৈল বাধা ॥

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ ।

তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥

নারায়ণ-অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্ ।

উহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐত করি তা’ ব্যাখ্যান ॥” ( টী : ১ : আদি )



শ্রীমদ্বাহুপ্রভুর বানী,—

“বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখা-সম্ভব ।

তঁার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যাহ মায়া-বন্ধ ॥

মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিম্বা অল্প বা তিরেকে ।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল করয়ে কৃষ্ণে ॥” (চৈঃ চঃ গধ্য )

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের হৃদমোক্ষ তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ, যথা,—

“মমাহমেবাভিক্রপঃ কৈবলাৎ ।”—( ভাঃ ৫।৩।১৬ )

অর্থাৎ—“আমি অহিতীয় পুরুষ । আমার তুলনা আমিই । অন্য কেহ আমার অভিক্রপ হ’তে পারে না ।

যাঁকে ভগবান্ কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করি তাঁকে অনেকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন । ভগবানের সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণাত্মক নামগুলি যেমন সৃষ্টিকর্তা, জগদীশ্বর প্রভৃতি গৌণ নাম । ঐ গৌণ নামগুলি বিশেষ গুণ বা ভাব মাত্র প্রকাশ করায় ঐ শব্দগুলিতে ভগবানের নামের পূর্ণ চমৎকারিতা নেই । ভগবানের ঐ নামগুলি বিশেষ পদ শুদ্ধায় গৌণনাম । এমন কি ব্রহ্মা প্রভৃতি নাম নাটক গুণের অতীত হ’লেও তা’তে পরিপূর্ণ তত্ত্ব অপ্রকাশিত থাকায় তাহাও গৌণনাম । কিন্তু ভগবানের কৃষ্ণ, রাম, জনার্দন, বাসুদেব প্রভৃতি নাম বিশেষপদ এবং এবিধ নামসমূহ মুখ্যানাম ।

“চিল্লীণা আশ্রয় করি’ যত কৃষ্ণ নাম ।

সেই সেই মুখ্যানাম সর্বগুণধাম ॥” ( ভ, চিত্তামণি )

আবার তাঁর মুখ্যানামসমূহের মধ্যে ‘কৃষ্ণ’ নাম মুখ্যতম । শ্রীভগবান্ নিজমুখে পার্থকে বলেছিলেন,—“নামু ২ মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং য়ে পরকুপ । ( প্রভাসখণ্ড ) অর্থাৎ—“আমার অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামই মুখ্যতম ।” শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বে বর্ণিত আছে,—

“কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিদ্ধ-আনন্দম ।

ব্রহ্মানন্দ তার আগে থাকেতাক সম ॥”

একমাত্র কৃষ্ণ নামই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের নামের অংশী । শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় সকলশাস্ত্র বিচার করে ‘জৈবদর্শ্য’ গ্রন্থে লিখেছেন,— “কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই ।” শব্দব্রহ্ম প্রণব বা ঐকার অপেক্ষাও ‘কৃষ্ণ’ নাম শ্রেষ্ঠ । প্রণব অক্ষুট, আর কৃষ্ণ-নাম ক্ষুট । কৃষ্ণ-নাম —কৃষ্ণের যতই রূপবান্, গুণবান্, দীশাবান্ ও প্রেমময় ;—কিন্তু প্রণব তা’

নয়। কৃষ্ণ নাম প্রণবের মত মন্ত্র মাত্র নয়,—ইহা বেদের পরিপক্ক চিন্ময় ফল। জগৎগুরু পরমহংসচূড়ামণি শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—“নামের প্রথম অবস্থা ‘প্রণব’ অর্থাৎ ‘ও’; আর সম্প্রকাশিত অবস্থায়—‘কৃষ্ণ’।”

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সর্বশক্তিমত্তা, যশঃ পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য পূর্ণতা, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয় চমৎকারিতা ভগবানের মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং ‘কৃষ্ণ’ নামটিই ভগবানের নিজস্ব নাম। ভগবানের স্বরূপ-অভিধায়ক এই কৃষ্ণনাম জড়জগতের মনোগ্রাহ্য ন’ন,—এই নিত্যনাম কৃষ্ণের নিজস্বাম গোলোকধাম থেকে অবতীর্ণ হওয়ার অপ্ৰাকৃত শব্দ-প্রমাণ গ্রাহ্য। শাস্ত্র দৃষ্টে আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণই অনাদি,—ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর, অংশী ভগবান্। কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেছেন,—

“কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।

অবয়ব জ্ঞান তবু ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

সর্ব-আদি সর্ব-অংশী, কিশোরশেখর।

চিদানন্দ দেহ, সর্বোদ্রয়, সর্বেশ্বর ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ অপর নাম।

সর্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যার গোলোক—নিত্যধাম ॥

\* \* \* \*

স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।

এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তাতে বড় তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥”—(চৈঃ ৫ঃ)

কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ ভগবত্তা সম্পর্কে ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ বলেন,—

“এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং।

উদ্ভারি ব্যাকুলং শোকং হৃদয়ন্তি যুগে যুগে ॥” (ভাঃ ১।৩।২৮)

অর্থাৎ—“পূর্বে যে-সকল অবতারের বিষয় কীর্তন করা হয়েছে তা’দের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈতা নিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করবার নিমিত্ত প্রতি যুগে অবতীর্ণ হ’ন। একই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অবতারগণের মূখ্য পুরুষ, আত্ম-পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিরূপ

বিশিষ্ট দানবীর ও সমাজসেবা

## ষষ্ঠীনারায়ণ-স্মরণে

আসানসোল-সহরের শিল্পাঞ্চলেব বিখ্যাত ব্যবসায়ী, দানবীর ও সমাজ-সেবা ষষ্ঠীনারায়ণ গড়াই মহাশয় বিগত ২৪শে মাঘ বুধবার, ১৩৮৭ (ইং ৪।২।১৯৮১) রাত্রি ১১-৪০ মিনিটে তাঁহার শশীভূষণ গড়াই রোডস্থ বাসভবন “গড়াই ম্যানসনে” ভগবন্মায় স্মরণ করিতে করিতে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন। পরদিবস অপরাহ্নে হুগলীর ত্রিবেণীতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসী বিশিষ্ট সজ্জনগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মিনীসহ পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত-পরিবারকে সাধ্যানুসারে সাহায্য দানের চেষ্টা করিয়াছি।



বৎসরান্তে পুনরায় মাননীয় ষষ্ঠীনারায়ণের স্মৃতিচারণ দিবস সমাগত। তাঁহার গুণযুক্ত শোকাহত দেশবাসীগণ ও বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকা গত বৎসর তাঁহার সন্তুণ্ণাবলীর আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাননীয় ষষ্ঠীবাবু আসানসোলে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও আগন্তুক উদারপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।



এক ঠিকাদারী সংস্থার কর্মী হিসাবে তাঁহার প্রথম জীবন শুরু হয় ; পরে নিজের বুদ্ধি ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা এক বিশাল বাবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন ।

সমাজসেবী হিসাবেও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন । আসানসোলে প্রায় অধিকাংশ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার মুক্তহস্তে দান—তাঁহাকে ‘দানবীর’ বলিয়াই ঘোষণা করে । এসু, বি, গড়াই রোড্, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় টিউবলাইট, কোর্টের বিজ্ঞানাগার, স্থানীয় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন ও বন তাঁহার অর্থানুকূলেই নির্মিত ও স্থাপিত হইয়াছিল । বিধান কলেজ, তুলসীরাণী গার্লস স্কুল, উপেন্দ্রনাথ হাইস্কুল, গোড়ীয় মঠ ও মিশন, ভারতসেবাস্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও মুক্তহস্তে দান আজও তাঁহার সহৃদয়তা ও বদান্যতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে । তিনি সহরের বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদও সমালঙ্কৃত করিয়াছিলেন । ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে বিজনেস্ কন্ফারেন্সে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বহির্গত হন ।

তিনি ১৯৫৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে বস্ত্রাত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ টাকা এবং চৈনিক আক্রমণের সময়ে ১৯৬২ সালে প্রতিরক্ষা তহবিলে রাজ্যপাল পদ্মভা নাইডুর হাতে ৫০ হাজার টাকা অর্পণ করেন । উড়িষ্যা-বিহারাদি-প্রদেশে তিনি তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য লইয়া নিজেই বস্ত্রাপীড়িত স্থানে ছুটিয়া যাইতেন । স্থানীয় বিধানচন্দ্র কলেজে তিনি ১ লক্ষ টাকা দান করেন । কত বিদ্যালয়-গৃহ, কত রাস্তা, কত কূপ-তড়াগাদি জনসাধারণের জন্ত তিনি নির্মাণ-খনন করিয়াছেন, তাহার হিসাব সম্ভবতঃ তিনি নিজেও রাখিতেন না । তাঁহার এই স্বেচ্ছানানের পিছনে কোনরূপ যশ-প্রতিষ্ঠার বাসনা তাঁহাকে কোনদিনই পীড়াদান করে নাই । নীরবে নিভৃতে তিনি তাঁহার সেবামূল্য মনোভাব লইয়া আর্ন্ত-পীড়িতের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে সাহুনা দিতেন । তাঁহার ন্যায় কর্মবীর, দানবীর ও সমাজসেবী সত্যই বর্তমানকালে তুল্য । দেশবাসী এইরূপ মানবদরদী মহৎ-প্রাণের মহাপ্রয়াণে তাঁহাদের একজন আত্মীয়, স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও মিত্রকে হারাইয়া অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকারপূর্ণক শোকে মুহুমান ।

মাননীয় গড়াই মহাশয়ের ন্যায় অক্লান্ত ও নিরলস কর্মী খুবই তুল্য বলিলে অত্যাক্তি হয় না । অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি যে তাঁহার কর্মজীবনে

উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার সততার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ধনবল-জনবল অনেকেরই থাকিতে পারে, কিন্তু কে বা কতজন বৃহত্তর স্বার্থে তাহা নিয়োজিত করিয়া নিজকে বিলাইতে পারেন? কতজন ধনী-ব্যক্তি সেবাদর্শে ও সুশিক্ষা-বিস্তারের মহানু প্রচেষ্টায় ষষ্ঠীবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন? তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ধন-সম্পদের দ্বারা বাড়ী-গাড়ী-ভোগ্যবস্তু-বিলাস-বাসন সংগ্রহই বড় কথা নয়, তাহার বাস্তব সম্ভাবনার প্রয়োজন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, —“ভগবৎসেবার ক্ষুদ্রই শ্রীভগবান্ আদর্শ গৃহস্থগণকে ধন-জনাদি দান করেন।” তাঁহাদের ক্ষেত্রে এ বিচার সত্যই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। শাস্ত্রও বলেন,—“দেহধারী মানবগণ ইহজন্মে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা ভগবৎ-ভাগবতসেবারূপে আত্মকল্যাণ চিন্তা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের জীবন ধারণের স্বার্থকতা।

প্রাকৃত জগতে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীরের অভাব নাই; তাঁহাদের কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সম্বন্ধে স্রষ্টা ও বাস্তব ধারণাও নাই। ভক্তিহীন কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-প্রচেষ্টা নিষ্ফল। ‘সেবা’-শব্দের প্রকৃত অর্থ—শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি; শ্রীভগবানই সেবার আশ্রয় বা আধার; সুতরাং ভগবৎ-ভাগবত-সেবাই সাস্থত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তাহা বাদ দিলে ‘সেবা’ অনাশ্রিত হইয়া নির্বিশেষ নাস্তিকতারই আবাহন করে।

আমাদের ষষ্ঠীবাবু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংস্পর্শে আসিয়া ঐক্লপ সেবায়ই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপনপূর্ব্বক জ্ঞানময় সংসারে থাকিয়াও পরম বিরাগী ছিলেন। ইহাকেই যথাযোগ্য ভোগ ও অনাসক্ত ভাব বলে। মাননীয় ষষ্ঠীবাবু তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়লোমী মহারাজের বিশেষ সেবাপূজার পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরানন্দ-গান্ধারিকা-রাধাবল্লভজীউর স্মরণ করিতে করিতে স্বীয় অশ্রীক্ৰোধমে গমন করেন। তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ তাঁহাদের ভক্তিমতী মাতৃদেবীর পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ সাধন-ভজন-পথে অগ্রসর হইবেন, ইহাই মঙ্গলময় শ্রীগুরু-ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

# শ্রী গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা

শ্রী গুরুপূজার আর এক নাম ব্যাসপূজা। শ্রী গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-  
তিথিপূজাতেই ইহার উদ্‌যাপন বিধান। অথবা উল্লেখ্যকার নিম্নের জন্ম-  
তিথিতেও ইহা অমুষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্যে আষাঢ়ী পুণিম্য-তিথিতেও  
সাধারণভাবে এই পূজার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। মূলতঃ সাধক-জীবনের  
বার্ষিক হিসাব-নিকাশের একটি বিশেষ দিন বলিলেও অত্যাতি হইবে না।

শ্রী ব্যাসদেব জগতে প্রকৃততে সত্য প্রদর্শন করাইয়াছেন। তিনি কৰ্ম-  
জ্ঞানেরও সন্ধান দিয়াছেন ; জড়বাদীগণের প্রাণ্যবস্তুর যে ধ্বংসশীল ও হেয়তাপূর্ণ  
এবং নিরূপক তাত্‌কালিক-ইহাও তিনি প্রদর্শন করাইয়াছেন। বিবর্তবাদী  
বিশ্বে তাঁহার অসীম প্রতিভার বহু দিক্‌ প্রতিভাত হইলেও স্মৃষ্টি বিচারে এক  
যে-অনারিল ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা অবশ্যই অর্থবহ। কিন্তু কপির  
পদলেখী আধুনিক বিশ্ব ভ্রমাবহ সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াও তাহা  
বুঝিতে পারিতেছেন না—ইহাও এক তাত্‌পর্যায়। তজ্জন্যই শ্রী ব্যাসের  
অবদান-বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যতদিন পর্য্যন্ত উহার  
তাত্‌পর্যায় পর্যালোচনা হইবে না এবং কার্যতঃ রূপায়ীও হইবে না ততদিন  
পর্য্যন্ত তথাকথিত সভ্যতার সমাপ্তিও ঘটিবে না বা ঘটিতে পারে না। বর্তমান  
আধুনিক বিশ্বে নগ্ন সত্যতার চাত্‌ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে শ্রী ব্যাসদেবের  
তাত্‌পর্যায় পর্যালোচনা অবশ্যই সমীচীন। কালের অতীত যে-বস্তু বিশ্ববাসীর  
নিকট উহার সন্ধান যিনি প্রদান করিয়াছেন তিনিই ব্যাস। ত্রিকাল সত্যদ্রষ্টা  
ঋষি ব্যাসদেবের সুচিন্তিত ধারায় নিম্নোক্ত শ্রী গুরুপাদপদ্মই অভিন্ন ব্যাসস্বরূপ।

শ্রী গুরুপাদপদ্ম-সেবাহারা। শ্রী ব্যাসদেবের পূজা গণ্য হইয়া থাকে। তাই  
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব শ্রী গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রী ব্যাসদেবের স্মরণ  
করিয়া থাকেন। শ্রী গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ অন্যান্য বৎসরের  
তায় বর্তমান বৎসরেও বিগত ৩ গোবিন্দ, ২৮ মাঘ ( ইং ১৯৩৮২ ) বৃহস্পতি-  
বার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংস-কুলচূড়ামণি নিত্যশীলাপ্রবিষ্ট ও  
বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
আবির্ভাব তিথি হইতে ৫ গোবিন্দ, ১লা ফাল্গুন ( ইং ১৩২৮২ ) শনিবার  
শ্রী চৈতন্যমঠ ও শ্রী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা চিহ্নিলাস ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি  
পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রী গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে শ্রী ব্যাস-



পূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পবিত্রাজ্ঞকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের উপস্থিতিতে এবং উপসভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় উক্ত মঠের উৎসব বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-তিথিতেই মঠ-প্রাঙ্গণ ও তোরণদ্বার নানা পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় আলোক-চিত্রের সাহায্যে ভারতের বহু তীর্থের দৃশ্যাবলীও প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীব্যাসপূজা-দিবসের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনাতে শ্রীশ্রীগুরু-চরিতাবলী পাঠ ও কীর্ত্তন হইলে শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি হইতে সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, শ্রীবৈয়্যাসকি-পঞ্চক, শ্রীসনকাদি-পঞ্চক ও শ্রীগুরু-আচার্য্যাপঞ্চক প্রভৃতির পূজা সম্পন্ন হয়। তদনন্তর শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দও অঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারতি সমাপ্ত হইলে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জন সুধীবৃন্দ তথা আগত সকলকেই মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। রাত্রে এক মহতী সভায় শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও ব্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দান করেন।

২৯শে মাস, প্রাতে মঙ্গলারতি অন্তে মহাজ্ঞান গীতি-কীর্ত্তন হইলে পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুপাদ শ্রীব্যাস-পূজার প্রচলন সম্পর্কে পাঠমুখে বিষদভাবে বর্ণন করেন। এই দিন সন্ধ্যায় অধিবেশনে যাহারা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদে লেখনি-মাধ্যমে অঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করা হয়।

সমাপ্তি দিবসের প্রাতে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুরুষ্টক, গুরুপরম্পরা তথা প্রার্থনা-গীতি কীর্ত্তন হইলে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, তাঁহার পত্রাবলী হইতে বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়ে আলোচিত হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইলে মধ্যাহ্নারতি অন্তে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণব-সজ্জনবৃন্দ তথা আগত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিন সন্ধ্যায় সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্তা চরিত্রাবলী, তাঁহার অভূতপূর্ব্ব আচার্য্যত্বের প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং অত্রদান সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

— প্রকাশক

# শ্রী নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও

## শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

কলিযুগ-পাবনাবতারাী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিবাদান্ত ব্রহ্মন মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর অপার করুণায় আচার্য্যকেশরী নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পুনঃ প্রবর্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত উদযাপিত হইয়াছে।

উক্ত আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীসারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীগৌর-ধাম পরিক্রমা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিগত ২৪ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১শা বিষ্ণু, ২৬ ফাল্গুন, ১৯শে মার্চ বুধবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী শ্রীধাম-পরিক্রমা, পাঠ, কীর্তন, মহোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দিনের পরিক্রমার প্রত্যাহ প্রাতঃকালে বিজয়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে শিবিকায় স্থাপনপূর্ব্বক পরিক্রমার অগ্রভাগে রেখে কীর্তন সহযোগে বহির্গত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দিবসে নবদ্বীপাত্মক যথা—কীর্তনাখ্য শ্রীগৌরোদ্ভবদ্বীপ, স্মরণাখ্য শ্রীমধ্যদ্বীপ, পাদসেবনাখ্য শ্রীকোলদ্বীপ, অর্চনাখ্য শ্রীকান্তদ্বীপ, বন্দনাখ্য শ্রীজহ্নুদ্বীপ দামাখ্য শ্রীমোদক্ৰমদ্বীপ, সখ্যাখ্য শ্রীকুন্ডদ্বীপ, শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ ও আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅস্তদ্বীপ প্রভৃতি নববিধা ভক্তিয়াজন-পীঠসমূহ শ্রীবৈষ্ণব-গণের আনুগত্যে পরিক্রমণ, দর্শন ও তত্ত্বস্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ করার সুযোগ হইয়াছিল।

শ্রীহরিকথা-কীর্তন, শ্রীগৌরের পদাক্ষপূত লীলাস্থলী দর্শন, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ, ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের তথা তদীয় পরিকরগণের মহিমা বর্ণন এবং “গৌর-ব্রজজনে ভেদ না দেখিব”—মহাজনবাণী হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক শ্রীধাম ও বৈষ্ণব-কৃপা লাভাকাজক্ষ এই ভক্তিয়াজনের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুসৃতধারায় শ্রীল জীৱ গোস্বামিপাদ যেক্রমে তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়া ১৬ ক্রোশ শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা করিয়াছেন সেই ভাবনা হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক এই পরিক্রমা উদযাপিত হইয়া থাকে।

“অতাপীঠ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।” “গৌর আমার যে-সব স্থানে করুণ ভ্রমণ-রঞ্জে। সে-সব স্থান হেরণ আমি প্রণয়ী ভকত-সঙ্গে।”—প্রভৃতি ভাবনা হৃদয় ধারণ করিয়া আন্তরিকতারে শ্রীধাম দর্শন ও পরিক্রমণ করিতে পারিলে তবেই অনর্থ-নিপীড়িত জীবকুলের নিতা কল্যাণ সাধিত হয়। তজ্জন্যই বৈষ্ণবাচার্যগণ তারম্বরে জানাইয়াছেন,—কর্ণের দ্বারা শ্রীভগবান্ ও তদীয় অপ্ৰাকৃত ধাম বা তাঁহার লীলাভূমি দর্শন সম্ভব। মায়া-দুর্গে পতিত জীবকুল বার বার জন্ম-মৃত্যুর নাগর-দোলায় নিক্ষিপ্ত হইয়া ভোগপব-কামনায় জর্জরীভূত হইয়া অশেষ দুঃখ-কষ্টে নিপীড়িত হইতে থাকে। কিন্তু মোহময়ী মায়ার অমোঘ ক্ষমতায় তথাকথিত শাস্তির চলনারূপী বেড়াজালে বেষ্টিত হইয়া অশেষ দুঃখের নীড় রচনায় ব্যস্ত। ইহা মায়ার অপকৃপ চলনার পরিণতি। বদ্ধজীবের নিকট শ্রীধামের অপ্ৰাকৃত স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয় না আর গোচরীভূতও সম্ভব নহে। মায়াবিশ্বে বা দেবীধামে চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে বদ্ধজীবকুল কেহবা গৃহাক্ষকূপে পতিত, কেহবা লুপ্তচেতন প্রায় হইয়া অনাদি অনন্তকাল এই আত্মবিস্মৃতির পথে নিমজ্জিত। এই যে বিস্রাস্তি, তাহার অপনোদনের জন্যই এই পরিক্রমা ও চরিকথা আসরের বাবস্থা। মরণের জগতে অমৃতের বাণী শুনাইয়া শুণ্ড আপামর জীবকে জাগাইয়া তোলার জন্তই—ভক্তগণের প্রচেষ্টা। তাঁহাদের অমন্দদয়-দয়া নিখিল জীবকুল হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্টবোধ করেন। কিন্তু তবুও ভক্তগণের উদারতার অন্ত নাই।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপে এই পরিক্রমার যে-বাবস্থা লওয়া হয় এবং সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ এই উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া অবাণিল আনন্দ লাভ করার সুযোগ লাভ করেন—ইহা পারমার্থিক বা আত্মাত্মিক মঙ্গলের সোপানরূপ। ইচ্ছা-অনিচ্ছা, জ্ঞাত-অজ্ঞাতে যে-স্বকৃতিমূলা সঞ্চয় করার পৌভাগ্য হয় তাহা অনুভূতি সাপেক্ষত।

জগতে শুধু খাওয়া-শোয়া, বঙ্গ-রঙ্গ করাই যে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে, তাহা বার বার সতর্কিকরণ করা হয়। “Back to God & back to home,”—this is the message of Goudiya Mission,” নিত্য ঘরে ফেরার অর্থ মন্ত্রেত এবং বাহাতে উহা মানব-জীবনে পর্যাবসিত হয় তজ্জন্যই এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।



শ্রীগৌড়ীয় মঠ, জনগণকে মিলিত করাইয়া খাওয়া-দাওয়া বা প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন—তাহারা তত্পরি আরও এমন এক বস্তু দিতে চাহেন যাহা উপলব্ধি সাপেক্ষ। খাওয়া দাওয়ার তো শেষ নেই, জন্ম-মৃত্যুরও অবসাদ নাই—সুতরাং এইগুলির পরিণতির অন্তরালে যে সুপ্ত চেতনের প্রকাশ ঘটে নাই, তাহার যাহাতে পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে তজ্জন্যই সমাজ জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

বহুলোকের একস্থলে সমাবেশ বহু কারণেই হইয়া থাকে, তাহা আমাদের অজানা নাই; কিন্তু এই যে ভক্তজন-মিলন-সূচনা ইহার ভাব বৈশিষ্ট্যপ্রদ। এই মিলনে জড়ীয় লাভাকাজ্জ্বার অবকাশ না রাখিয়া স্বর্গীয় আনন্দ বা অপ্রাকৃত অবিচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ উৎসধারার ইচ্ছিত পরিবহন করে। অশাস্ত্র বিশ্বে, হরি কীর্তন-ভূভিক্ষ পৃথিবীর বুকে ভোগপর মানবকুল যাহাতে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মরণের যুগে অমৃতের বাণী পান করিয়া নিত্য আলোর দিকে ধাবমান হইতে পারেন—তজ্জন্যই এই মিলন সম্বন্ধে।

এই উৎসবে প্রত্যাহ সহস্র সহস্র ভক্তরূপ কীর্তন-রোলে মত্ত, প্রসাদ গ্রহণ ও তমস্ববিনাশে শ্রীহরিকথা-রূপ মহৌষধ পান করিবার সুযোগ লাভ করেন। মাহুষের যতদিন স্বরূপ উপলব্ধি হইবে না—তত দিন পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষণা, দেশ-কাল-পাত্রের বিভেদ, গণ্ডিবদ্ধ প্রাদেশিকতা, জড়-ভাষাবাদী সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি মোনটাই স্তিমিত হইবে না। সুতরাং নিত্য শাশ্বত চিরন্তন আত্মার উপলব্ধি লাভ করিয়া আমরা যে ‘সকলেই অমৃতের সন্তান’—ইহা যাহাতে উপলব্ধি করত প্রীতি-পুণোর বাধনে একগোত্র ভুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবানন্দ লাভ করিতে পারি তজ্জন্যই এই মিলন-মহোৎসব।

উক্ত সম্ভ্রাহব্যাপী উৎসবকালে প্রায় লক্ষাধিক আগন্তুক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরস্থল নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতি বৎসরেই শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া এই অমুঠান উদযাপীত হয়। ঐ সময় প্রায় পঞ্চ-সহস্রাধিক লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা তথা প্রয়োজনবোধে চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও থাকে।

—শ্রীবিশ্বনাথ রায়,  
দেয়ারাপাড়া (নবদ্বীপ)।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যরাখা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিলুপ্ত ॥

অন্য ধর্ম সূক্ষ্মরূপে পালে সেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৪শ. বর্ষ

৭ জিবিক্রম, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাঙ্গ  
৩১ বৈশাখ, শনিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৫।৫।১৯৮২

৩য় সংখ্যা

সান্নিধ্য

## শ্রীশ্রীশচীসূর্যষ্টকম্

[ শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্থামি-বিরচিতম্ ]

হরিদৃষ্টে। গোষ্ঠে মুকুর গতমাত্মানমতুলং

স্বমাধুর্ঘ্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাণ্ডুমভিতঃ ।

অহো! গোড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈক-তনুভাক্

শচীসূর্যঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥১॥

যে হরি ( শ্রীকৃষ্ণ ) দর্পণগত আশনার নিরূপণ শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমসী  
মখী শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় আত্ম-মাধুর্ঘ্যকে সর্বতোভাবে আপনাতে অনুভব  
করিবার নিমিত্ত গোড়দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো! ( কি আশ্চর্য্য! )  
যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তি দ্বারা স্বয়ং স্বীয় শরীরের সুন্দর গৌর-  
বর্ণত্ব ধীকার করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত  
হইবেন ॥১॥

পুরীদেবস্ত্যাস্তঃ প্রণয়মধুনা জ্ঞানমধুরো

মুহূর্গোবিন্দোত্ত্বিষাদ-পরিচর্যাচ্চিতপদঃ

স্বরূপস্য প্রাণবুদ-কমল-নীরাজিতমুখঃ

শচীশূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥২॥

যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর অন্তঃকরণস্থিত প্রেম-মধুতে স্নাত হইয়া তৎপ্রতি স্নেহবিশিষ্ট এবং গোবিন্দ নামক কোন শুদ্ধ-কর্তৃক মুহূর্গঃ প্রকাশমানা নির্মলা পরিচর্যা দ্বারা যাহার শ্রীচরণদ্বয় নিরন্তর সেবিত এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর অসংখ্য প্রাণপন্ন দ্বারা যাহার বীমুখ নীরাজিত হইয়াছিল, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হইবেন ॥২॥

দধানঃ কোপীনং তত্পরি বলির্বস্ত্রমরুণং

প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-ছাতিফিরভিতঃ সেবিততনুঃ ।

মুদা গায়নু চৈর্নিজমধুর-নামাবলিমসৌ

শচীশূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥৩॥

যিনি পরমেশ্বর হইয়াও ভক্তশিখার নিমিত্ত স্বয়ং কোপীন এবং তত্পরি অরুণবর্ণ বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাহার আকৃতি অতিউচ্চ এবং সুমেরুপর্বতের কান্তি-কর্তৃক সর্ববোভাবে সেবিত অর্থাৎ ( যাহার গলিত সূর্য-সদৃশ শরীরের শোভা দর্শন করিয়া সুমেরু আপন শরীরে সৌন্দর্য্যস্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপন কান্তি দ্বারা যাহার শ্রীঅঙ্গের কান্তিকে সেবা করিয়াছে ) এবং যিনি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈশ্বরে স্বীয় মধুর নাম-সমূহ অতি আছন্দে গান করিয়া ভক্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৩॥

অনাবেছ্যাং পূর্বৈবরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ

শ্রুতেগুঢ়াং প্রেমোজ্জলরস-ফলাং ভক্তিগতিকাম্ ।

কুপালুস্তাং গোড়ে প্রভুরতিকৃপাভিং প্রকটয়ন্

শচীশূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥৪॥

পূর্ব পূর্ব মুনিগণ ভক্তি নিপুণতায়ও যাহার সম্বন্ধে সমাক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই এবং শ্রুতিগণ যাহাকে অমূল্যরত্নের ন্যায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উজ্জল প্রেমরস যাহার ফল—এমন ভক্তিলতা যিনি গোড়-দেশে অতি কৃপায় বিস্তার করিয়া পরম কুপালু হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৪॥



নিজহে গোড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান  
হরেকৃষ্ণোভ্যং গগন-বিধিনা কীর্ত্তিত ভোঃ ।  
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্  
শচীশ্লুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥৫॥

হে মন ! যিনি আমার স্বরূপ-পথে সর্বদা বিজ্ঞমান গোড়ীয়-জনগণকে  
সংসারের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া গগন-বিধি দ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা  
করিয়া তাঁহাদের দ্বারা “হরে কৃষ্ণ” এই প্রকার হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন  
এবং যিনি গোড়দেশীয় জনসমূহকে পিতার ছায় এইরূপ প্রিয়শিক্ষা উপদেশ  
দিয়াছিলেন; সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৫॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ  
ক্ষরন্তেভ্রাত্তোভিঃ স্নাপিত-নিজদীর্ঘোজ্জল-তলুঃ ।  
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরণে  
শচীশ্লুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥৬॥

যিনি প্রণয়িগরুড়-স্তম্ভের চরণদেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে সর্বদা অবস্থান  
করত সমুখবর্তী নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমসমূহ  
দ্বারা ক্ষরিত নয়ন-নীর-নিভরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জল তলু রূপিত করিয়াছিলেন,  
সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৬॥

মুদা দন্তৈর্দষ্টো ত্য্যতিবিজিত-বন্ধুকমধরং  
করং কৃষ্ণা বায়ং কটি-নিহিতমন্ত্রং পরিলগন্ ।  
সমুখাপ্য প্রেমা গণিত-পুললো নৃত্যকুতুকী  
শচীশ্লুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥৭॥

যে অধরের কাণ্ডিদ্বারা বন্ধুক ( বন্ধুবর্ণ পুষ্প-বিশেষ ) পরাজয় প্রাপ্ত হয়,  
সেই স্বীয় অধরকে দন্তসমূহ দ্বারা আবরণ করত স্বীয় বায়ন্ত কটিতে অর্পণ  
করিয়া যিনি অপর দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্বক ভাজ দ্বারা চালন করত হর্ষ-  
সহকারে নর্ত্তন-কৌতুকবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মাথুরবিরহিণী শ্রীরাধার ভাব  
হেতু যিনি অসংখ্য রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার  
আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ॥৭॥

সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো  
নদীশ্যাং কুবর্বনয়ন-জলধারাবিততিভিঃ ।

মুহুমুচ্ছাঁং গচ্ছন্ম তকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্

শচীন্দ্রঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্ম্যক্তি পুনঃ ॥৮॥

যিনি নদীর তীরস্থ উপবনে গোকুণ্ডগিধুর ( কৃষ্ণচঞ্জের ) বিরহে-বাকুল হইয়া নয়ন জলধারা-সমূহে অথ একটা নদী নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি বারম্বার মূচ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ জনসমূহকে যত্নের দ্বারা অচেতন করিয়া ছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৮॥

শচীন্দ্রনোরস্তাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ

সদা দৈন্তোদ্রেকাদতিবিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ।

প্রকাসং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ

পৃথু প্রেমাস্তোধো প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্ ॥৯॥

যে-বাক্তি বিস্তৃত-বুদ্ধি হইয়া দৈন্ত্যতিশয়-সহকারে স্বীয় অভীষ্টপ্রদ শ্রীশচী-নন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসের আশ্বাদন-স্বরূপ বিস্তীর্ণ প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন করেন ॥৯॥

## শ্রীমদ্ভাগবত

( শ্রীমদ্ভাগবত দুই শ্রেণীর—ভক্ত ও ভগবান্ )

‘শ্রীমদ্ভাগবত’ শব্দদ্বারা দুইটি শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়,—একটি বিষ্ণু ও অপরটি বৈষ্ণব । ভাগবত বলিলে শব্দ-ব্রহ্ম-মূর্তি ; শব্দ-ব্রহ্ম মূর্তিমান্ ভাগবত বিষ্ণুকেই বুঝায় । শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার বিষয় বর্ণিত আছে ; সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মাও ভাগবত । ভগবদুপাসকগণ ব্রাহ্মণ ও যোগিগণের বিচারে বিষ্ণু বস্তু নহেন । বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণুভক্তি-রহিত আত্ম-বস্তুর ধারণা নির্বিশেষপর ; সুতরাং তাদৃশ অভিমানিগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া সজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ভগবান্ হইতে চাহেন—ভাগবত হইতে চাহেন না । ভগবান্ ভাগবতের বিশেষত্ব ক্রীণ হইলেই খর্ব-দৃষ্টিক্রমে একই বলিয়া প্রতীত হয় । কিন্তু তাহা বাস্তব সত্য নহে । গ্রন্থ-ভাগবত ভগবদ্বস্তু, তন্ত্র-ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানুশীলনকারী ।

### গ্রন্থ-ভাগবতের পরিচয়

গ্রন্থ-ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাতে যাবতীয় বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে ; এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই কৃষ্ণাশ্রয়-ধর্ম নিরত । শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, বিষ্ণুর সর্বোত্তম নিত্যবিলাসময় কৃষ্ণলীলাবিত্ত ; তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণোত্তর প্রতীতি-সম্পদের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয়-সেবকস্বরূপ ।

### ভক্ত-ভাগবতের পরিচয় ও বদ্ধ-দশার অবস্থা

ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন । মনুষ্যমাত্রেই ভাগবত । কিন্তু, সম্প্রতি বদ্ধ জীবকুল ভগবদ্ধিমুখ হওয়ায় সকলের সেই বৃত্তিই পরিস্ফুরণ নাই । ভাগবত যে-কালে ভগবৎ-সেবা বা ভাগবত-পাঠ, শ্রবণ-কীর্তনাদিতে বিরত হন, সেইকালেই তিনি আপনাকে ভাগবত বলিয়া বৃত্তিতে পারেন না । শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই শ্রীভাগবত নিজের ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ জানিতে পারেন । শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা—শ্রবণ, কীর্তন, বিচারপর ধারণা দ্বারা সংসাধিত হয় । শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই মানবের নিজ-বুদ্ধি ভক্তি সমৃদ্ধিত হন । ভক্তির উদয়ে অভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিমুখতা-রূপ বদ্ধভাব বিদূরিত হয় । তখন সুনির্মল ভগবৎপ্রেমাই শ্রীমদ্ভাগবতকে ভাগবতের প্রাপ্য বিষয়বোধে শ্রবণ-কীর্তন-বিচারকারীর অশ্রু-লীলন করায় । ‘আশ্রয়’-বাতীত ‘বিষয়ের’ অবস্থান এবং ‘বিষয়’-বাতীত ‘আশ্রয়ে’র অবস্থান সম্ভবপর নহে । ‘বিষয়াশ্রয়’-ভেদে বিশিষ্ট-অদ্বয়-জ্ঞান অবস্থিত । উহা হেয় বা মায়িক বিচিত্রতার দ্বারা দুষ্ট নহে । শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ধর্মের সূচনতা বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম ।

### বদ্ধ-জীব স্বরূপ উপলব্ধিক্রমে ভাগবত হন

যেদিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনই ভগবৎ-সেবা-বিমুখ অনাত্মাত্মভূতি শিথিল হইয়া যাইবে । শুদ্ধ চিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় লুপ্ত হইবে । সেইকালে জড়ীয় সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় কৃষ্ণোত্তর প্রতীতিময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বিবর্ত আবাহন করিবে না । বিবর্ত বা ভ্রান্তিবাদ হইতে জীবমুক্তগণই স্ব-স্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গ্রন্থরূপী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচারণকারী হইয়া নিত্য ভক্তিধর্মে অবস্থিত হন । ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যকাল অদ্বয়-



জ্ঞান সম্বন্ধ এবং ভগবদিতর নানাত্ব প্রতীতির সহিত নশ্বর সম্বন্ধ—একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ সেবন প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। এবং তাহার অনুশীলন-ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

**ভগবদ্ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায় এবং গ্রন্থ**

**ভাগবতই ভক্তিলভের আকরস্বরূপ**

এই ভবসংসার হইতে অনন্তকালের জন্য মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যিক। ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইবার আকর স্থানই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্গুণসর পরমহংস বৈষ্ণব-গণের প্রিয় বস্তু। কামক্রোধাদির হস্ত হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীভাগবতেরই অনুশীলন করেন। যাহারা লৌকিক বদ্ধবিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপর শাস্ত্রের সমজ্ঞান করেন, তাহারা তাদৃশ ধারণা-ফলে 'নিত্যবদ্ধ'-গংগ্রা লাভ করত কন্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে বাহাদিগের রুচি নাই, তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ ও জড়-জ্ঞানের ক্রীড়াপুতুলী।

**শ্রীমদ্ভাগবতই বেদ, বেদান্ত, নিগমাদির**

**বিশুদ্ধ ভাষ্য ও সার**

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃতিম ভাষ্য। ইহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল। বেদের মূল সত্য বস্তু খাচ্ছন্ন হইয়া তাহার চিহ্নমাত্র না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য-সত্য কন্মী ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলেও, বেদগম্য হরিকথা-রূপ প্রপঞ্চফল-স্বরূপ গ্রন্থ-ভাগবত বৈয়াক্ষিক-সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে (কাহারও মতে) বিবর্তবাদের বিচার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈয়াক্ষিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় নহে,—এরূপ সমীচীন সিদ্ধান্ত সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী এই অমল গ্রন্থকেই হেয়ান্ধবজ্জিত নিগম বর্ণিয়া প্রচার করিয়াছেন।

**ভাগবত-গ্রন্থ সর্বজনপূজ্য এবং অসীম ও বৈকুণ্ঠ**

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপরিভাগে বিদ্বৎসমাজে যে সর্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিবে, এই বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ

আর নাই, এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল বামনের জ্যৈষ্ঠ তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও, সেই চন্দ্রিকালোকে স্নানীতল হইতে পারে। জীবের পার্থিব জ্ঞান-রূপ প্রসারিত হও কখনই শ্রীমদ্ভাগবত স্বায়ত্তীকৃত করিতে পারে না ; উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

### শ্রীমদ্ভাগবত সকলের নিকট আদৃত না হইবার কারণ

এতাদৃশ গ্রন্থ মানবজাতীয় সভ্যতার বিকাশমূলে সর্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়বদ্ধ-জীব ভাবার্ণবে মগ্ন হইয়া জড়েন্দ্রিয় পরায়ণতা-ক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখতা-জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতা-ধর্ম্যে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রায় হইতেছে। আবার সে শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবত-পাঠকাখ্য জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-শ্রীচৈতন্য-দেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনও ভাগবত-বাৎসার্য্য জীবা পন্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। তদ্বারা জীবের নিতারিত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ও শ্রবণে অনর্থের বিচার উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা না হইয়া, বাবসার্য্যীয় পণাদ্রব্য ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। যাহারা ভাগবতকে নিজের হৃদয় তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাহারা কখনই তাহাদের সম্বন্ধ কৃষ্ণ,—ইহা জানিতে পারেন না। সুতরাং তাহারা কোন কালেই তাদৃশ বৃত্তি পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি সেবায় সমর্থ হইবেন না।

### অযোগ্য ও ব্যবসার্য্যী পাঠকের গতি

তাহাদের ত্রিবর্গ সঙ্গ কখনই ঘুচিবে না। নামাপরাধবশে উত্তরোত্তর অধম যোনিলাভই ঘটবে। ভগৎসম্বন্ধ প্রবল না হইলে বদ্ধ-জীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও আভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া জড়েন্দ্রিয়-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হন। সেকালে তাহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দেশ করিতে গেলে রাসভের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার জ্যৈষ্ঠ অশোভনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাহাকে কেবল 'প্রাকৃত'-সংজ্ঞা প্রদান করেন।

কনিষ্ঠাধিকারী ক্রমোন্নতিক্রমে ভাগবত ও তদধিকারী হন

পরে যখন তিনি অর্চায় অপ্রাকৃত বিশ্বাস সহকারে হরিপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, এবং ভক্ত ও অভক্ত নির্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিবলে ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা আরম্ভ করিয়া ভগবৎ-প্রেমপর হইয়া যোগ্য জীবের দয়া করিতে করিতে অসংসঙ্গ বর্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখ প্রতীতি হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত মধ্যমাধিকার লাভ করেন। আর অক্ষুণ্ণ ভজন-প্রভাবে সর্বজীবে কারুণ্য-প্রতীতি, গুণময়-প্রতীতির পরিবর্তে সেবোপকরণ-প্রতীতি ও নিরন্তর সেবা-সেবক-প্রতীতি প্রবলা হইলেই তাঁহার মহাভাগবত সংজ্ঞা হয়।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

## ধৈর্য্য

ভজনে ধৈর্য্যের আবশ্যিকতা

ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনতা। ধৈর্য্যগুণ যাহাদের আছে, তাঁহারা ধী। ধৈর্য্যগুণ-অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাহারা অধৈর্য্যশালী, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্য-গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।

ছয় প্রকার বেগ-ধারণই ধৈর্য্য

‘উপদেশামৃতে’র প্রথম শ্লোকে এই ধৈর্য্যগুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যথা— বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং, জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগং।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যঃ ॥

বেগ ছয় প্রকার; অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ।

বাক্যবেগ ও তাহার দমনোপায়; মৌন কাহাকে বলে

অনেক কথা কহিবার ইচ্ছা মানব বাচাল হইয়া পড়ে। বাক্য-সমুদায় নিয়মিত করিতে না পারিলে পরচর্চা-দ্বারা অনেকের সহিত শত্রুতার উদয় হয়। অনাবশ্যক বাক্য বলা নিতান্ত অবिवেচনার কার্য্য; কিন্তু সংসারী



মানব সর্বদাই বাক্য বায় করিবার অভিপ্রায়ে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কার্য্য নষ্ট করেন, এবং বহুতর দুঃখ পাইয়া থাকেন। ধার্মিক লোকেরা এই উপাত্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। সকল ভাল ভাল ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে মৌনব্রতকে ঋষিগণ স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভজন-পিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য অবশ্য মৌন-ব্রত অবলম্বন করিবেন। হরি-কথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরি-ভক্তি-বিষয়ের আনুকূল্য রূপে যে বিষয় কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নয়। অতএব ভক্তগণ হরি-কথা ও হরি-কথার আনুকূল্য যাহা কিছু কথা থাকে, তাহাই বলিবেন। অন্য সকল কথাই বাক্যের বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই বাক্যের বেগ যিনি সহিতে পারেন, তিনিই ধীর পুরুষ।

### মনোবেগ ও তাহা দমনের উপায়

মনের বেগ সতন করাও নীচ ব্যক্তির ধর্ম। যতক্ষণ মনের বেগ ধারণ করিতে অভ্যাস না হয়, ততক্ষণ মন-সংযোগপূর্বক কিরূপে ভজন হইবে? সংসারী লোকের মনে সর্বদা আশারূপ বেগ উদয় হয়। নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আকৃষ্ট হইয়া নানা চিন্তা-বেগ হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করেন না। নিদ্রাকালেও আবার দুঃস্বপ্ন, সুস্বপ্নরূপ চিন্তা আসিয়া উদয় হয়। ঋষিগণ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জন্যই অষ্টাঙ্গ যোগ ও রাজ যোগের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে—মনকে একটু উচ্চ রস দিয়া ভুগাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে তাহাকে নিয়মিত করিতে হয়। ভক্তিপথে ঈশ্বাদের গতি আছে, মনকে অতি সহজে তাঁহারা নিয়মিত করিতে পারেন। মন বেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। তাহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগবান করিলে তাহাতেই তাহার কার্য্য হইতে থাকিবে, সে আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগবান হইবে না।

### যোগ ভাপেক্ষা শুদ্ধভক্তিই মনঃসংযমের

#### সর্বোত্তম উপায়

অনেকে মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগ ব্যতীত মনকে নিয়মিত করিবার আর উপায় নাই। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগ

যেদ্রুপ মনকে নিয়মিত করে, তদ্রুপ ঈশ্বর প্রণিধান বা ভক্তিসংযোগ মনকে নিয়মিত করিতে পারে। গতজন্মের ঈশ্বর প্রণিধান শুদ্ধা ভক্তি নয়, কাম্য ভক্তি মাত্র। যে ভক্তির প্রদান উদ্দেশ্য মনকে নিয়মিত করা, তাহা কখনই অমৃত্যুভিলাষিতা-শূন্য ভক্তি হইতে পারে না। আত্মকল্যেয় সহিত কাম্যানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র তাৎপর্য। অতএব যখন শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তখন চিত্তের প্রসন্নতা অবাস্তুর ফলের মধ্যে স্বয়ং উদয় হয়। ‘যেন কেন প্রকারেণ মনঃ কশ্চে নিয়োজয়েৎ’ ( ভাঃ ৭।১।৩২ ) —এই উপদেশ পাঠন করিলে, এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে মন নিযুক্ত হইলে সহজে আর অন্য বিষয়ে মন ধারিত হয় না। সাধকের শুদ্ধ কাম্যানুশীলনদ্বারা মনের বেগ নিয়মিত হইয়া পড়ে। এই বিষয়টী জ্ঞান করিয়া প্রণিধান করিলে যোগ ও ভক্তির স্বাভাবিক ভেদ জানা যাউবে।

কাম হইতে ক্রোধ—পরে বিনাশ হয় এবং

ক্রোধ দমনের উপায়

ভক্তিপিপাসুদিগের ক্রোধ-বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্তব্য। মানবের কাম ভ্রষ্ট হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইলে ক্রমশঃ বিনাশ পর্য্যন্ত ফলোদয় হয়। চরিতামৃত ( মধ্য ১৯।১৭২ ) বলিয়াছেন —‘কৃষ্ণভক্তি বিহীন অতএব শাস্ত্য’। যিনি শুদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করেন, তাহার চিত্তে কোন প্রকার ভুচ্ছ কাম থাকে না। অতএব, তাহার মনে ক্রোধ উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদের কাম্য-ভক্তি আছে, তাহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারে না। কেবল বিবেকদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-বাগ বিবেককে অতি অল্পকালেই নিস্তৃত করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।

ক্রোধ-দমনে ত্রিদণ্ডভিক্ষুর আদর্শ

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে ভিক্ষুগীতে দেখা যায় যে, তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে ক্রোধ সহনে সক্ষম হইয়াছিলেন। যথা—

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুগবধুমসজ্জনাঃ।

দৃষ্ট্বা পর্যাভবন্ ভদ্র বহ্নীভিঃ পরিভূতিভিঃ ॥৩৩॥

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুং।

পীঠকৈকেহক্ষুস্বত্রঞ্চ কন্থাং চীরানি কেচন।

প্রদায় চ পুনস্তানি দশিতাত্তদহমুনেঃ ॥৩৪॥

অন্যকৈ তৈক্ষা সম্পন্নং ভুজ্ঞানম্ স বিদ্বতে ।

যুত্রযন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ স্ত্রীবন্তম্ চ যুর্দ্ধনি ॥৩৫॥

ক্ষিপ্তোকেইবজ্ঞানস্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ ॥৩৬॥

এবং স ভৌতিকঃ দুঃখঃ দৈবিকঃ দৈহিকঞ্চ যৎ ।

ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥৩৭॥

শ্লোকগুলির অর্থ এই—অবস্তাবাসী বিপ্র হৃদয়-গ্রন্থী-মোচনদ্বারা শাক্ত-  
ভিক্ষুপদ প্রাপ্ত হইলেন । সেই বৃদ্ধ মলিন ব্রাহ্মণকে অসং ব্যক্তিগণ এই বলিয়া  
অপমান করিতে লাগিল—“ওহে ভদ্র ! এ কি বকম ?” কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড,  
আবার কেহ কমণ্ডলু প্রভৃতি লইয়া, আবার ‘ওহে ! লও’ বলিয়া উপহাস  
করিতে লাগিলেন । নদীতীরে তিনি অন্ন পাক করিলে, কেহ তাহাতে  
প্রশ্রাব করিলেন, কেহ বা তাঁহার মস্তকে থুংকার করিলেন । কেহ বা এই  
লোকটা ধর্ম্মধ্বজী ও শঠ বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । এই  
প্রকার অপমানিত হইয়াও তিনি এই স্থির করিলেন যে,—“কর্ম্মফলরূপ  
আমার ভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ হর্জ্জন-কৃত দুঃখ, দৈহিক দুঃখ অর্থাৎ জরাদি-  
জনিত দুঃখ এবং দৈবিক দুঃখ অর্থাৎ নীতোকাদি-জনিত দুঃখ—দৈবপ্রাপ্ত ।  
এইসকল অবশ্য ভোক্তব্য ।

## গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই

### ত্রিদণ্ডভিক্ষুর শিক্ষা গ্রহণীয়

সেই ভিক্ষু তখন এইরূপ কথা বলিলেন ( স্ত্রী ভাঃ ১১/২৩৫৭ )—

এতাং স আস্তায় পরাত্ন-নিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ ।

অহং তরিষ্যামি দুঃস্ত-পারং তমো মুকুন্দাজিঘ্রু-নিষেবথৈব ॥

আমি আস্তা ক্ষুদ্র জীব । কৃষ্ণ পরাত্ন । বহির্দুঃখ জীব সংসার-নিষ্ঠ হইয়া  
ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক কষ্ট পাইতেছে । কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম ।  
এ অগতে আমি সংসার-নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পরমাত্ম-নিষ্ঠা-রূপ কৃষ্ণ ভজন  
করিব । বাকা, মন ও ক্রোধাদিকে বশীভূত করিয়া ভক্তির অমুকুল জীবনের  
সহিত পরাত্ন-নিষ্ঠা অবলম্বন করিব । পূর্বতম মহর্ষিগণ এই পরাত্ননিষ্ঠা  
অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছেন । পরাত্ন-নিষ্ঠা কোনস্থলে গৃহস্থ-  
ধর্ম্মে জনকাদির ত্রায় লক্ষিত হয়, কোনস্থলে ভিক্ষু-ধর্ম্মে সনক-সনাতনাদির  
ত্রায় পরিগণিত হয় । বস্তুতঃ দুই অবস্থাতেই পরাত্ননিষ্ঠা একই বস্তু ।



পরাত্ম-নিষ্ঠা ব্যতীত এই দুঃস্বপ্ন-পার তমোময় সংসার-সাগরকে পার হওয়া যায় না। যুকুন্দ-সেবাই আমার একমাত্র আশ্রয়। তদবলম্বনে আমি উদ্ধার হইব।—এই ভিক্ষু-গীতে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যোগাদি-চেষ্টা-দ্বারা সংসার পার হওয়া দুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-নিষ্ঠাতেই সকল লাভ হয়। যিনি ভক্তি অবলম্বনে বাক্য, মন ও ক্রোধ-বেগকে দমন করিতে পারেন, তিনিই দীর্ঘ।

### জিহ্বার বেগ ও তাহার দমনোপায়

জিহ্বার বেগকে দমন করিতে নিত্য কৰ্ত্তব্য। চর্কা, চোষা-আদি যড়-বিধ যন্ত্রের প্রয়োগে সংসারী লোক সর্বদা বাস্তব। “আজ পল্লব ভোজন করিব, আজ খেচরান্ন পাইবার জন্ত বহু আয়াস করিব, আজ উত্তম পেয় দ্রব্য পান করিব”—এইরূপ লালসায় বিষয়ী-লোক ভ্রমণ করিতেছেন। জিহ্বা যতটো ভোজন করেন, তাহার লালসা ততই বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার লালসায় যাহারা ভ্রমণ করেন, তাহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জিহ্বার লালসে যেই উত্তি-উত্তি ধায়।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালসা।

পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ।

বৈরাগীর কৃতা,—সদা নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন।

শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥

( চৈঃ চঃ অঃ ৬২২৭, ২২৪-২২৬ )

যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। দাস্তিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরি-তোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রসাদে সুখাণ্ড যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতে আর জিহ্বার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে জিহ্বার বেগ দমিত হয়।

### উদর-বেগ ও তাহার দমনোপায়

উদর-বেগ একটি উৎপাত। যাহা আহাৰ করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং জীবন রক্ষা হয়, তাহাই উদরের প্রয়োজন। ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তি যুক্তাহার-

দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। তাহা না করিয়া যাহারা অধিক ভোজনের প্রয়াস করেন, তাহারা নিত্যান্ত উদর-পরায়ণ। ‘মিতভুক্’ বলিয়া ভক্তগণের একটি লক্ষণ করা হয়। লঘুহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে বাধাত হয় না। উদরের বেগ সহন করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাহারা সর্বদাই আহারলোলুপ। ভগবৎ-প্রসাদ না চাইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না,—এরূপ যাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহারা উদরের বেগ সহনে বিশেষ সক্ষম হন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা, তাহাও উদরের বেগ দমনের শিক্ষা-স্থল।

### উপশ্ব-বেগ ও তাহার দমন

উপশ্ব-বেগই বড় ভয়ানক। “লোকে ব্যবয়ামিষ-মত্সেবা নিত্যান্ত জন্তোৰ্ণ হি তত্র চোদনা”—এই ভাগবত ( ১১।৫।১১ ) বাক্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। রক্ত-মাংস-গঠিত-শরীরে যাহারা অবস্থিতি করেন, তাহাদের স্ত্রী-সঙ্গ এক প্রকার নিসর্গ-জনিত ধর্ম্ম চাইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কোচিত করিবার জন্য বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রায়ই পশুৱৎ-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাহারা সংসঙ্গ-জনিত ভজন-বলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিত্যান্ত তুচ্ছ। যাহারা বিষয়-রোগে পূর্ণ তাহারা কখনই উপশ্ব-বেগ সহিতে পারেন না—অনেক অবৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ’ন। ভজন-পিপাসুগণ এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ছই প্রকার জানিবেন। সাধুসঙ্গ-বলে যাহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাহারা একেবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ইহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। যাহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাহারা বিবাহ-বিধি-ক্রমে গৃহস্থ থাকিয়া ভগবদ্ ভজন করেন। বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপশ্ব-বেগ ধারণ বলে।

### যড়বেগ দমনের সর্বোত্তম উপায়

পূর্কোক্ত ছয় প্রকার বেগ যথা-বিধি সহন করিতে পারিলে ভজনের আনুকূল্য হয়। এই সকল বেগ প্রবল থাকিলে ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। উক্ত ছয় প্রকার বেগ দমন করার নাম ধৈর্য্য। শরীর থাকিতে এই সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে

তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষ-জনক হইল না। অতএব শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য, দন্ত-সহ,  
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।

আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাক্রম,  
অনায়াসে গোবন্দ ভজিব ॥

'কাম' কৃষ্ণ-সেবার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্ত-হেয়ী জনে,  
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরি-কথা।

'মোহ' ইষ্ট-লাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,  
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ (প্রেমভক্তিচম্পিকা)

এই পদটির নিম্নে তাৎপর্য্য,—বেগসকলকে তত্তদ্বিবহু হইতে ফিরাইয়া ভক্তির অঙ্গুল করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহা কেবল ধৈর্য্য-দ্বারাই হইতে পারে।

সাধকমাত্রেরই ধৈর্য্য-গুণ থাকা একান্ত আবশ্যিক

'ধৈর্য্য'-শব্দ-প্রয়োগের আর একটি তাৎপর্য্য আছে। যাহারা সাধন-কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা ফল-লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কন্মৌগণ কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গ-সুখ-ফল আশা করেন। জ্ঞানৌগণ জ্ঞান-কাণ্ডে মোক্ষলাভের আশা করেন। ভক্তগণ ভক্তিসাধনে কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভ করিবার আশা করেন। সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব, ফল আশা করিয়াও যে ভজনপ্রিয়াদী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণও আমাকে অস্ত, বা একমত বৎসরে, বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার চরণ আশ্রয় দৃঢ়পূর্ব্বক, করিব—কখনই ছাড়িব না—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



নিভ্যালীলাপ্রদীপ্তি ও বিষ্ণুপাদ  
পরমহংসকুলচুড়ামণি জগদগুরু ১০৮ শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের  
৮৪তম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে  
**ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি**

শ্রীবাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আজি আবির্ভাব-তিথি,  
এ' শুভ-বাসরে তাঁহার চরণে জামাই প্রাণের নতি ।  
আজি কুঞ্জ-কাননে ফুটেছে কুসুম, বাতাস বহিছে ধীরে,  
পিককুল আজি কুহু-কুহু তানে দিক্ মুখরিত করে ।  
চন্দ্রিমা-শোভায় ধরিত্রীদেবী এবে অভিনব বেশে সেজে,  
'জয়গুরুদেব' ধ্বনি ওঠে সদা নদীয়া নগর মাঝে ।  
এ' পূত-লগনে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত চারিধারে,  
শ্রীমূর্তি-সমীপে সঙ্কীৰ্তন-রোল উঠিতেছে অনিবার ।  
গন্ধ-পুষ্প-মালা-ধূপ-দীপে তাঁরে পূজে ভাগবতগণ,  
শ্রীগুরুদেবের সেবা লাগি' আজি বাস্তব সবে অনুক্ষণ ।  
একদা তেন ক্ষণে শ্রীল গুরুদেব স্বেচ্ছায় এ ভবে আসি',  
নানা বৈভব দেখা'য়ে মোদেরে টানি নিলা ভালবাসি' ।  
শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবামূর্তরূপা কৃপা-বারি বিতরিয়া,  
শোধিলা অনেক অনর্থগ্রস্থ ও পতিত জীবের হিয়া ।  
শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের শুদ্ধভক্তি প্রচার-আন্দোলনে,  
শ্রীকৃপালুগ-ভজন-পদ্ধতি উদঘাটিলা সন্তর্পণে ।  
অনাদিকাল থেকে গুরু-পরম্পরায় যে-তত্ত্ব প্রচারিত,  
ধর্মীয় সঙ্কটে সে 'তত্ত্ব' তিনি পুনঃ করিলা রূপায়িত ।

অন্যাত্তিলাষ ও প্রভুত্ব-কামনা গুরু-সেবায় নাহি থাকে,—  
হেন শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই তাঁর জীবনীতে ।

গুরুসেবা তাঁর জীবনের ব্রত—তিনি গুরু-অনুগত,  
গুরুর লাগিয়া নিজের জীবন করিলা তুচ্ছীকৃত ।

অন্তরে বাহিরে ইষ্টরূপে তিনি দেখেছিল প্রভুপাদে,  
সুকঠিন কাজও করিলা অক্লেশে মাতি' গুরু-সেবাব্রতে ।

শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্মধূলি ভজন-সর্বস্ব জানি',  
সে' ধূলিতে স্নাত হইবার তরে শিক্ষা দানিলা তিনি ।

তাঁর অবদান ভূ-ভারতবাসী' তুলিয়াছে আলোড়ন,  
তাঁর গুণ-লীলা স্মরিতে আজি এ' উৎসবের আয়োজন ।

তাঁর উপদেশ আজিকে মোদের প্রাণে জাগায় উৎসাহ,  
তাঁর কৃপা হ'লে ভক্তির উদয়ে টুটে মোদের মায়া মোহ ।

অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব শ্রবণে মুঢ়রা অনধিকারী ভাবি'.

শ্রীহরিকথার দার্শনিক-ব্যাখ্যায় শোধিলা তা'দের হৃদ ।

ব্রজলীলা যবে শুনাইত তিনি মরমী ভকতগণে,  
সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইত তাঁর দেহে সেই ক্ষণে ।

গ্রন্থ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া বুঝাইলা আমাদের,—

শ্রীগৌড়ীয়ের গৌরব-মহিমা আছে যুগ যুগ ধরে ।

জানাইলা তিনি 'কৃষ্ণ-দাস্ত্র'ই জীবের স্পষ্ট পরিচয়,  
কৃষ্ণ ভুলি' মোদের স্বরূপ-জ্ঞানের ঘটেছে বিপর্যয় ।

মোদের কৃষ্ণ-বিমুখতা হেতু মায়া করে প্রতারণা,  
সদা সংসারের দিকে প্রলুব্ধ করি' দেয় জ্বালা-যন্ত্রণা ।

রজস্তুমোগুণের প্রাধান্য হয় যতদিন হৃদে রবে,

শ্রীকৃষ্ণভক্তির উদয় কভুও ততদিন নাহি হবে ।

দেহ সম্বন্ধে আপন জনেরা প্রকৃত আপন নয়,  
 মৃত্যুর 'পরে তাদের সাথে কভু র'বে না'ক পরিচয় ।  
 পুত্র-পরিজন-ধন-অট্টালিকায় শাস্তি নাহি কোনমতে,  
 কালের কবলে এ সবই একদা লোপ-পা'বে ধরা হ'তে ।  
 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হয়েও আমরা প্রকৃত পিতারে ভুলি',  
 বৃথাই অন্তরে পিতা মনে করি' সংসার-তাপে জ্বলি ।  
 নিতাশান্তির পথ নিশ্চয়ই কাছে—নহে তাহা বহু দূরে,  
 শ্রীহরির সুখ-বিধানেরেই শাস্তি মিলে সবার অন্তরে ।  
 নামরূপে হরি স্বয়ং এ জগতে প্রকট নিতাকাল,  
 শ্রীনাম-ভজনে মিলে হরি-পদ, ঘুচে মায়ার জঞ্জাল ।  
 হেন বহু শিক্ষা দানিয়াছেন তিনি জীবের দুঃখ হেরি',  
 সার্থক তাঁর 'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নাম—জীবের অজ্ঞান দূরি' ।  
 যেটুকু তাঁহারে দেখেছি এ চোখে, যা' শুনেছি তাঁর কাছে,  
 তাতেই জেনেছি তাঁর গুরুত্ব সর্বাধিক এ ধরা-মাঝে ।  
 তিনি গোলোকের সুমহান্ দূত, ভকতের প্রাণধন,  
 তাঁহার চরণ আশ্রয় করি' ধন্য মোদের এ জীবন ।  
 নিতা যদিও পূজেছি তাঁহারে, তবু আজ এ' তিথি-যোগে,  
 শ্রীবাসপুঙ্কার অনুবর্তনে পূজি তাঁরে বিধিমতে ।  
 ভাকি পাঢ়, অর্ঘ্য, ভক্তি-উপহারে দিয়া তাঁরে পুষ্পাঞ্জলি,  
 প্রার্থনা জানাই জন্মে জন্মে যেন পাই তাঁর পদধূলি ।

শ্রীবাসপূজা-বাসর  
 ৩ গোবিন্দ, ৪৯৫:গৌরান্দ  
 (ইং ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ খ্রীঃ)

}

শ্রীগুরু-সেবাভিলাষী—  
 শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ  
 সাং—বড় বহরকুলি ( বর্ধমান ) ।



# দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৩ পৃষ্ঠার পর )

মহুর এই বাক্যে ‘প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েৎ’ এই যে বিধিপিণ্ড-বিভক্তি তাহা ‘অপূর্ব্য’-বিধির জ্ঞাপক নহে—‘পরিমংখ্যা’-বিধি। অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ যদি একান্তই করণীয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র প্রোক্ষিত পণ্ডুর মাংস ভিন্ন অন্য মাংস কখনও ভক্ষণ করিবে না। কারণ কাহারও মতে যজ্ঞার্থে পণ্ডুবধ—অবধ, যজ্ঞার্থে হিংসা—অহিংসা। সুতরাং কেবল উদর-পুষ্টির জন্ত বা অন্য যেকোনও কারণে ‘বধ’ মহাপাপ ও নরকাদি দুঃখজনক।—ইত্যাদি অনেক বলার পর উপসংহারে মহু নিজেই বলিলেন,—“নিবৃত্তিচ্ছ মহাফলা” ( ৫।৫৬ )। প্রাণীমাত্রেয়কে মাংসে, মত্তে ও মৈথুনে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; তজ্জনা বিধির কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিমংখ্যাক্রম বিধিদানের তাৎপর্য্য, বৈধ আচরণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিমার্গে অধিকার জন্মায়। নিবৃত্তিমার্গই মুক্তির একমাত্র সোপান। মুক্তিকামীরা পক্ষে কখনই এই প্রকার প্রবৃত্তির প্রশংসা দেওয়া কর্তব্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেও নিমি মহারাজ নরযোগেন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে ভগবদ্ভক্তজনবিমুখ অজিতেন্দ্রিয় কামনাপরবশ মানবগণের কিরূপ গতি হইয়া থাকে—আপনারা তাহা বর্ণন করুন। তৎকালে চমস মুনি বলিলেন,—ভগবান্ হইতেই চারিটি আশ্রমসহ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহারা অজ্ঞাতবশতঃ নিজের উৎপত্তির কারণস্বরূপ ভগবানের আরাধনা করে না, অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহার বর্ণাশ্রমধর্ম্য চ্যুত হইয়া নরকাদিতে পতিত হয়। তাহার কারণ ব্রাহ্মণাদি জাতি উপনয়নের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করত শ্রীহরিপাদপদ্ম-লাভের যোগ্যতা সত্ত্বেও বেদের অর্থবাদে মোহিত হইয়া স্বর্গাদি কামনায় কর্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া থাকে এবং স্বার্থ কর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অবিদিত, মুর্থ অথচ পণ্ডিতাভিমानी হুতগণ স্তুতিমধুর বেদবাক্যে মোহিত হইয়া ভুচ্ছ কর্মফলপ্রদ নানা দেবতা-গণেরই প্রশংসা করিয়া থাকে।

এই সকল অবোধগণ নিজে নিজ মনোরত-জাত প্রামা বিষয়দুখ-ভোগাদি-রত হইয়া ‘প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং’, ‘সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান গৃহাতি’ ‘ঋতৌ ত্যজ্যামুণেয়াং’ ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া মাংস-ভক্ষণ, মত্তপান ও মৈথুনাদি বিষয়ে বেদোক্ত বিধি রহিয়াছে—এরূপ মনে

করেন এবং ইচ্ছাতে কোনও দোষ নাই—একুপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা যথেষ্টভাবে ঐসব আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঐ সকল কার্য্য যথেষ্টাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচায়ক। ঐ সকল কার্য্য বেদোক্ত ‘অপূর্ব্ব’ বিধি নহে। যথা,—

লোকে বাবায়ামিষমত্সেবা নিত্যাহি জন্তোৰ্নহি তত্ত চোদন।।

বাবস্তিত্তিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

অর্থাৎ চমস ঋষি বলিলেন,—অপতে স্ত্রী-সঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণীমাত্রেবই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অতএব ঐ সকল বিষয়ে শাস্ত্র-বিধির আবশ্যিক নাই। তবে ঐ সকল কার্য্যে যথেষ্টাচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাস্থ্যাহানি প্রভৃতি অনিষ্টকর বলিয়া তাহা নিবারণের জন্য নিয়ম বা ব্যবস্থার প্রয়োজন-বিধায় (এই সকল বিষয়লিপ্সুগণের নিমিত্ত) বিবাহদ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞে পশু-হত্যাদ্বারা আমিষ-ভক্ষণ সৌত্রামণী নামক যজ্ঞের দ্বারা মদ্যপানের প্রকৃতি প্রশমিত করিবার ক্ষমতা নিয়ম বিহিত হইয়াছে মাত্র। এই সকল নিয়ম বিধির আচরণে অন্তানুজ্ঞা (সামান্য আদেশ) দ্বারা তাহা হইত সকলকে ক্রমে ক্রমে সৰ্ব্বতোভাবে নিবৃত্তির দিকে লওয়াই বেদের উদ্দেশ্য জানিবে।

স্মার্ত্তগণ বেদের এই মহত্বদেষ্ঠ্য পরিষ্কৃত না হইয়া জিহবার লোলুপতা বশতঃ দেবতৌদ্দেশে পশুহত্যাকে ‘বধ-বলি’ আখ্যা দিয়া বৈধ হিংসার দোষ নাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিধি কাহাকে বলে? তাহা কত প্রকার? কোন বিধির কি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেরই ভ্রান্তি রহিয়াছে। তজ্জন্তু ঐ বিষয়টী বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউতেছে।

### অপূর্ব্ব ত্রিবিধ বিধির বিচার

যে শাস্ত্রাণ্যাদৃষ্টে কোন একটী কার্য্যের প্রেরণা বা নিবৃত্তি জন্মে তাহাকে বিধি কহে। ঐ বিধি তিন প্রকার। যথা,—

বিধিরতান্ত্রমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাঙ্গিকে সতি।

তত্র চানুত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে ॥ (ধর্ম্মদীপিকা)

(১) অন্য শাস্ত্রাণ্যাদ্বারা বা রাগতঃ (স্বাভাবিক ইচ্ছাবশতঃ) কোন প্রকারেই যে কার্য্যের প্রাপ্তি নাই তদর্থ আদেশকে অপূর্ব্ব বিধি কহে। (২) শাস্ত্রের দ্বারা অপ্রাপ্তি ও রাগবশতঃ বিকল্পে প্রাপ্তিস্থলে নিয়ম বিধি হইয়া থাকে। (৩) নিয়ম বিধির দ্বারা প্রাপ্ত এবং রাগতঃ তদতিরিক্ত বিষয়েও অপ্রাপ্তিস্থলে তাহার সঙ্কোচার্থ যে বিধি করা হয় তাহাকে পরিসংখ্যা বিধি কহে।

১। অপূর্ববিধি—যে বিষয়ে লোকের একেবারেই প্রবৃত্তি নাই একপাশে একমাত্র শাস্ত্রাদেশদৃষ্টে এবং ঐ শাস্ত্রাদেশের অনাচরণে পাপভয়ে প্রবৃত্তি জন্মে তাহাকে অপূর্ববিধি বা ফলজনক বিধি কহে। যথা—‘অহরহঃ সন্ধা-মুপানীত’, ‘মাঘস্নানং প্রকুর্বাণীত’, ‘চন্দ্র-স্বর্ঘ্য-গ্রহে স্নানাৎ’ ইত্যাদি বিধিবা কাদ্বারা প্রাপ্তকার্যসকল অন্য প্রকারে বা রাগাদি জন্ম প্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ সকলই ‘বিধি’ শব্দবাচ্য অর্থাৎ বৈধ। এই বিধির অনাচরণে নিন্দা ও পাপাদির ফলভোগ সম্বন্ধে শ্রুতাদি বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণও রহিয়াছে। যথা,—

(ক) এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্।

যস্য নাস্তাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

( একাদশীতর্জু-স্বত ছান্দোগ-পরিশিষ্ট-বাক্য )

(খ) সন্ধাবস্থোহপি যো বিপ্রঃ সন্ধোপাসনতৎপরঃ।

ব্রাহ্মণ্যাচ্চ ন হীযতে অস্ত্যজ্ঞম্গতোহপি সন্।

( আত্মিকতত্ত্বে যাজ্ঞবল্ক্য-বচন )

(গ) সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।

বিধৃতপাপান্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাম্ ॥ ( আত্মিকতত্ত্বে যম-বচন )

(ঘ) তুলামকরমেঘেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।

হবিষ্যৎ ব্রহ্মচর্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ( তিথিতত্ত্বে পদ্মপুরাণ )

(ঙ) মকরস্তে রবেণ যো হি ন স্নাতানুদিতো রবেণ।

কথং পাপৈঃ প্রমুচ্যতে কথং স ত্রিদিবং ব্রজেৎ ॥ ( তিথিতত্ত্বে পদ্ম পুঃ )

(চ) সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নাতাদ্ যন্ত মানবঃ।

সপ্তজন্মসু কুষ্ঠী স্যাৎ দুঃখভাগী চ সর্বদা ॥

( তিথিতত্ত্বে বৃহদ্রশিষ্টে-বচন )

অর্থাৎ, (ক) এই যে ত্রৈকালিক সন্ধার কথা বর্ণন করিলাম উহাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জানিবে। যাহার ঐ সন্ধ্যাত্রয়ে আদর নাই, তিনি ব্রাহ্মণ শব্দবাচ্য নহেন। (খ) যথাবিধি শৌচাদির অসামর্থ্যেও যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাতৎপর তিনি নিন্দিত কার্য জন্ত নিন্দিত ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না। (গ) যাহারা নিত্য দৃঢ়তার সহিত ত্রিসন্ধায় সন্ধার উপাসনা করেন, তাহার সাকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নির্মল ( দুঃখাদি-রহিত ) ব্রহ্মলোকে গমন করেন। (ঘ) কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে নিত্য প্রাতঃস্নান করিবে। এবং ঐ সকল মাসে হবিষ্য-



ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। তাহাতে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক পর্য্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। (ঙ) সৌর মাস মাসে যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃ-স্নান না করে সে মানব কিরূপে পাপমুক্ত হইবে এবং কিরূপেই বা স্বর্গে গমন করিবে? (চ) সংক্রান্তিতে ও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে যে মানব স্নান না করে সে মাত জন্মগ্যাপী কুষ্ঠরোগী ও সর্বদা দুঃখভাগী হইয়া থাকে।

২। নিয়ম-বিধি—অপূর্ব্ববিধির দ্বারা প্রাপ্ত নহে অথচ রাগতঃ (স্বাভাবিক ইচ্ছাবশে) যে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, রাগাভাবে আবার না জন্মিতেও পারে—এইরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচার নিবারণ জন্য যে বিধি বা নিয়ম করা হয়, তাহাকেই নিয়মবিধি কহে। যথা,—

‘পশ্চাৎ স্নয়ঞ্চ পত্নী চ শ্রাদ্ধশেষমুদাহরেৎ’। (তিথিতত্ত্বশেষে দেবল-বচন)

অর্থাৎ—শ্রাদ্ধানন্তর জ্ঞাতিভোজন ও ভূতগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে স্নয়ং শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদীয় পত্নী শ্রাদ্ধশেষ অন্নাদি ভোজন করিবে। তদনুযায়ী নিন্দাক্রটিই রহিয়াছে। যথা,—

শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যঃ শেষং নান্নমশ্নাতি মন্দধীঃ।

লোভান্মোহাদ্ ভয়াদ্ বাপি তস্য তদ্বিফলং ভবেৎ ॥

(তিথিতত্ত্বশেষে শিব-রহস্য)

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপনানন্তর অজ্ঞান যে ব্যক্তি বসনা ভূষিকর অন্ন কোনও খাদ্য লোভে মোহবশতঃ অথবা স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি ভয়ে সেই শ্রাদ্ধশেষান্ন ভোজন না করে, তাহার কৃত সেই শ্রাদ্ধই বিফল হইয়া থাকে।

স্মার্ত্ত বহুমনন্দনও এটি সব রাগ প্রাপ্ত হলে নিয়মবিধিই স্বীকার করিয়াছেন— যথা—‘এষ চ রাগপ্রাপ্তত্বাৎ ন বিধিঃ কিন্তু শ্রাদ্ধাজ্ঞত্বেন নিয়মবিধিঃ।’ ইতি— অর্থাৎ ‘শ্রাদ্ধশেষমুদাহরেৎ’—শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে। এটি যে শেষ ভোজন-বিধি, উহা রাগপ্রাপ্তত্ব অপরূপ-বিধি নহে; কিন্তু শ্রাদ্ধাজ্ঞ বলিয়া নিয়মবিধি। পূর্ব্বোক্ত নিন্দাক্রটিদ্বারা এটি নিয়মবিধিও অপূর্ব্ব-বিধির দ্বায় অবস্থা পালনীয়রূপে পলিত হইয়াছে।

নিয়মবিধি দুই প্রকার—ক) স্রাযোগব্যবচ্ছেদমাত্রফলকঃ, (খ) অচ্য-যোগব্যবচ্ছেদফলকঃ। প্রথম বিধিনিয়ম নিজের অযোগমাত্রের জ্ঞাপক। তাহার আকার ‘শ্রাদ্ধশেষং ভুঞ্জীতৈব’। অর্থাৎ শ্রাদ্ধাংশিষ্টে অন্নাদির কিঞ্চিৎ-মাত্রও ভোজন করিতেই হইবে। তৎপর অন্য বস্তুও ভোজন করা যাইতে পারে। ইহাই উক্ত নিয়মবিধির বৈশিষ্ট্য। তবে পূর্ব্বোক্ত নিন্দাক্রটিদ্বারা

এই নিয়মবিধি অপূৰ্ণবিধিৰ জায় অংশা কৰণীয়ৰূপে বৰ্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় নিয়মবিধি তদতিরিক্ত অল্প বস্তু মাংসেৰেই নিষেধক। তাহাৰ আকাৰ 'মাংস-ভোজনেচ্ছায়াং সত্যং প্রোক্ষিতং মাংসমেব ভক্ষয়েৎ নান্যৎ।' অৰ্থাৎ মাংস ভোজন কৰিতে ইচ্ছা হইলে দেবতাদেশে সংস্কৃত পশুৰ মাংসই ভোজন কৰিবে। অল্প মাংস কখনও ভোজন কৰিবে না।

৩। পরিসংখ্যাবিধি—পূৰ্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মবিধিকেই পরিসংখ্যা বিধি কহে। যথা—অন্যার্থশ্রয়মানা চ যান্যার্থপ্রতিষেধিকা।

পরিসংখ্যা তু সা জেয়া যথা প্রোক্ষিতভোজনম্ ॥

( প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ভট্টপাদোক্তি )

যে বিধিবাক্য কোন কাৰ্য্যের প্রযোজক হইয়া তৎসঙ্গে অল্প কাৰ্য্যভেদে নিষেধক হয়, তাহাকেই পরিসংখ্যা বিধি কহে। যথা—‘প্রোক্ষিতং মাংস-মেব ভোক্ষয়েন্নান্যৎ’, ‘সৌভাগ্যমণ্যমেব স্বৰাগ্ৰহান গুহ্যতি নান্যত্’, ‘ঋতৌ ভাৰ্য্যা-মেবাভিগচ্ছেন্ন পবকীয়াম্’, ‘ঋতামেব ভাৰ্য্যাং গচ্ছেন্নাত্তত্’, ‘ঋতৌ সকদেব ভাৰ্য্যাং গচ্ছেন্নান্যত্’ ইত্যাদি সমস্ত পরিসংখ্যা বিধিদ্বারা এই সকল বিষয়-ভোগ-বর্জনে অসমর্থকে অভ্যাজ্য ( সামান্ত আদেশ ) মাত্র দান করা হইয়াছে। অবশ্য কৰ্ত্তব্যরূপে বলা হয় নাই। অভএব ইহার তাৎপৰ্য্য—সৰ্বদা এই সব ভোগকরা নহে। ভোগেচ্ছুগণও আশাস-সাধা বলিয়া সৰ্বমাংস ভক্ষণ, সৰ্বপ্রকার মদ্যপান ও স্ত্রীমাত্ৰের অভিগমন প্রভৃতি সমস্ত কাৰ্য্য হইতে ক্রমে ক্রমে বিবর্ত হইবে—ইহাই প্রকৃত শাস্ত্র-তৎপৰ্য্য। ভাগবত-বাক্যেও ‘আত্মনিবৃত্তিৰিচ্ছা বলাতে উহার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে।

### স্মার্ত্তের বৈধ-হিংসার সমালোচনা

স্মার্ত্তগণ বলিদানকে যে বৈধহিংসা বলেন, তাহা কোন বিধির অন্তৰ্গত দেখা যাউক। বলিদান ও মাংস ভোজনাদি বাগপ্রাপ্ত কাৰ্য্য, তাহাতে অপূৰ্ণবিধির প্রাপ্তি নাই। স্বাযোগব্যবচ্ছেদমাত্র-ফলক নিয়মবিধি বলিলেও সকলকেই নিত্য বলিদান ও মাংস-ভোজনাদি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অবশ্যই কৰিতে হইবে। তাহাতে যুক্তিকল্পতরু ও পদপুৰাণাদিতে যে বলির ভূয়োভূয়ো দোষকীৰ্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার অপ্ৰামাণ্য হয়। বেদে, তাৰাপ্ৰদীপে ও কালিকা পুৰাণে যে অল্পকল্পবিধি রহিয়াছে তাহারও নিরর্থকতা হইয়া পড়ে। সেইরূপ মদ্যপান এবং নৈথুন বিষয়েও উক্ত নিয়ম-বিধি বলিলে মদ্যপানে

অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও এই বিধির দ্বারা বাধা হইয়া মৃত্যুপান করিতে হয়। এবং মৈথুনে অনাসক্ত অথবা পিতৃঋণমুক্ত ব্যক্তিকেও প্রতি ঋতুতে অস্তিগমন করিতে বাধা হইতে হয়।

সুতরাং বলিদানাদি রাগপ্রাপ্ত কার্য্যমাত্রই ত্রিদোষদুষ্ট পরিসংখ্যা-বিধি স্বীকার করিতে হইবে।

পরিসংখ্যাবিধির ত্রিদোষ যথা,—

শ্রুতার্থশ্চ পরিত্যাগাদশ্রুতার্থশ্চকল্পনাং ।

প্রাপ্তশ্চ বাধাদিতোবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ॥

শ্রুতার্থের পরিত্যাগ ( স্বার্থহানি ), অশ্রুতার্থের কল্পনা ( অর্থাস্তরকল্পন ), এবং রাগপ্রাপ্তের নিষেধরূপ তিনটি দোষই পরিসংখ্যাবিধিতে বর্তমান রহিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতা, ছেচ্ছাচার ও বাভিচারাদির সর্বতোভাবে নিবারণ করাই এই বিধির তাৎপর্য্য। আবশ্যকত্ব জ্ঞাপন নহে। সুতরাং যদি কেহ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট কার্য্যটুকুই আচরণ করিবে, তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবে না। এবং অনিচ্ছায় অন্যচরণে কোনও প্রত্যাবায় হইবে না। বরং এই সকলের পরিত্যাগে বিশেষ ফললাভই হইয়া থাকে। যেহেতু পরিসংখ্যা-বিধিপ্রাপ্ত কার্য্যের কোথাও অবশ্যকর্তৃত্বরূপে উক্তি নাই। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের ভোজন পরিসংখ্যা কখনে রঘুনন্দনও তাহা স্পষ্টে বর্ণন করিয়াছেন।

### মহাভারতেও পশুবলির অবৈধত্ব

সর্বপুণ্যসার পঞ্চাবেদস্থানীয় মহাভারতের অশ্বশাসনপর্বে ১১৬ অধ্যায়ে মহামতি ভীষ্মদেব যজ্ঞাদিতে পশুগণি ও সর্বপ্রকার মৎস্যপ্রজণ-বর্জন সম্বন্ধে ভূয়োভূয়োঃ প্রশংসা ও ফলশ্রুতি সমগ্র অধ্যায়ব্যাপী বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাহা হইতে মাত্র দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিলাম। যথা,—

(১) সর্কে বেদান তং কুর্ষুঃ সর্কে যজ্ঞাশ্চ ভারত ।

যো ভক্ষয়িত্ব মাংসানি পশাদপি নিবর্ততে ॥ (মহাঃ অশ্বঃ ১১ ৫।১৮)

হে ষুধিষ্ঠির ! কোনও মানব প্রথমে অজ্ঞতাবশে মাংস-ভক্ষণ করিষ্যক যদি পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করে, তবে তাহার যেকোন বন্দ্যলাভ হয়, সমগ্র বেদাধ্যয়ন ও সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার দেহের দণ্ডলাভ হয় না।



উক্ত বাক্যের টীকায় শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—“ন হি কংস্রোবেদস্তথা তদ্বোধিতা যজ্ঞাশ্চ পুরুষং হিংসায়াং প্রবর্তয়ন্তি, কিন্তু পরিসংখ্যাবিধয়া নিবৃত্তিমেব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ” ।

অর্থাৎ সমস্ত বেদ এবং বেদহিহিত যজ্ঞসকল মানুষকে কখনও হিংসাকার্যে (বলিদান বিষয়ে) প্রেরণা দান করেন না । কিন্তু পরিসংখ্যা বিধি দ্বারা নিবৃত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছেন ।

(২) ইজ্যায়জ্ঞশ্রুতিকৃতৈর্ঘোমার্গৈরবুধোহধমঃ ।

ইন্যাজ্জতুন্মাংসগৃহুঃ স বৈ নরকভাঙ্নরঃ ॥

( মহাঃ অনুঃ ১১৫।৪৭ )

শ্রীমন্নীলকণ্ঠটীকা—“ইজ্যা দেবপূজা, যজ্ঞোহশ্বমেধাদিস্তদর্থং শ্রুতিকৃতৈর্ঘোমার্গৈরুপায়ৈরবুধো যজ্ঞোপনিষদমজানন্মাংসগৃহুঃ কেবলং যজ্ঞযাজ্ঞেন মাংসং ভোক্তুকামঃ” ইতি ।

অর্থাৎ, বেদোক্তবিধির মতে দেবপূজা ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও যে অজ্ঞানাদম মানব দেবপূজা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদের যথার্থ অভিमत সর্বতোভাবে না জানিয়া কেবল দেবপূজা বা যজ্ঞের অজুহাতে মাংস ভোজনেচ্ছু হইয়া পশুহত্যা করিয়া থাকে সে ব্যক্তি এই পশুহত্যাপাপে নরকভাগীই হইয়া থাকে ।

এই সমস্ত বচন ও প্রবন্ধসকলে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ পর্যালোচনাদ্বারা তটস্থ, সারগ্রাহী ও সহৃদয় জনগণ গ্রাহ্য করি এখন হইতে এই বলিদানকে আর বৈধবলি আখ্যা দিবেন না । ( ক্রয়শঃ )

## শব্দ ও শব্দব্রহ্ম

সর্বপ্রথমে মদীধর শ্রীকৃপাকৃষ্ণচাটারুর ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ষোড়শোত্তর শ্লোক শ্রীপাদপদ্য বন্দনা করিয়া উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি ।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বের চতুর্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত পঞ্চ তন্মাত্রের অন্ততম তত্ত্বের নাম “শব্দ”, এবং “শব্দব্রহ্ম” বলিতে মূখ্যতঃ শ্রীভগবন্নামকেই নির্দেশ করিয়া থাকে । এক্ষণে আমরা অন্ততঃ “জড় শব্দের” বিষয়ই আলোচনা করিব ।

শব্দই জগতকে পরিচালন করিতেছে। শব্দই জীবকে নাচায়, হাসায় ও কাঁদায়। সাধারণ উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তিকে যদি উৎসাহ-বাজক শব্দ প্রয়োগ করি তাহা হইলে সে একা দশজনের কাজ করিতে পারে। আর যদি তাহাকে কটুবাঁকা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সে মরমে মরিয়া যায়, হতোৎসাহ হইয়া পড়ে। একজনের কাজও তাহার পক্ষে করা সম্ভব হয় না। ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়গণ খেলা করিতে করিতে ক্রান্ত হইয়া পড়িলেও তাহাদিগকে উৎসাহ দিলে তাহারা পুনরায় নবোদ্যমে ক্রান্তি ভুলিয়া বিত্তন উৎসাহে খেলায় মাতিয়া উঠে। নৃত্যকণার শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে দৃমিকি দৃমিকি শব্দ উচ্চারণ করিলেই তাহারা তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। বিদ্যালয়ে ছুটির ঘণ্টার শব্দ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণ পরম উল্লসিত হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। শব্দই জীবকে শক্তি যোগায় ও আনন্দের অধিকারী করিয়া থাকে। সচরাচর শ্রমিক মহলে দেখা যায় কোন ভারী-বস্তু উত্তোলনের সময় তাহাদের মধ্যে একজন যখন “হেঁটয়ারে মার টান” এই শব্দ বলেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণ শরীরে শক্তি লাভ করিয়া সকলে একত্রে টান মারিয়া থাকে। এইভাবে তাহারা কার্যসিদ্ধি করিয়া থাকে। শব্দই জীবকে আনন্দ দেয়। শব্দহীন অবস্থান জীবের পক্ষে অসহ্য নহে। তাহারও একটি উদাহরণ পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি,—

একসময় জনৈক ব্যক্তি তাহার নিকটতম কোন কুটুম্ব-বান্ধী গিয়াছিলেন। কুটুম্বগণ তাহার যত্নে কোন প্রকার ক্রটি-দ্রুতি করেন নাই। আদর-আপ্যায়নও প্রভূত পরিমাণে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উক্ত ব্যক্তির সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করেন নাই। এই কারণে আগন্তুক ব্যক্তি অত্যন্ত মর্শ্বাহত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, আদর যত্নের ক্রটি নাই বটে কিন্তু কেহই কোন প্রকার আলাপ তাহার সহিত করিতেছে না। সুতরাং তিনি এত আদর-যত্ন পাইয়াও শব্দের অভাবে অত্যন্ত হঃখিত হইয়া কোনপ্রকারে রাত্রি যাপনপূর্বক বিষন্ন বদনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুতরাং পরিলক্ষিত হইতেছে যে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও শব্দভাবে জীব আনন্দ বা শক্তি লাভ করিতে পারে না। এই শব্দের অদ্ভুত বিচিত্র ক্ষমতা! জীবন্ত মানুষকেও ভূত বানাইতে পারে। ইহার একটি চমৎকার উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন।

কোন দেশের এক রাজার ভগবান নামে এক প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজা সকল মন্ত্রী অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিতেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অন্যান্য মন্ত্রীগণ পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে, ভগবান রাজার খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সে জীবিত থাকিতে আমরা কেহই প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইব না। সুতরাং ছলে বলে কৌশলে উহাকে সরাইতে হইবে। একসময় উক্ত ভগবান কোন কার্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন। কার্যগতিকে তাহার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হয়। পরে তিনি রাজধানীতে ফিরিলে অন্যান্য মন্ত্রীগণ ছল-চাতুরী কলা-কৌশল করিয়া তাঁহাকে রাজ-দরবারে আসিতে দেয় নাই। রাজা ভগবানের জন্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন যে, ভগবান এখনও ফিরে নাই কেন? তখন অন্যান্য মন্ত্রীগণ বলিতে লাগিলেন,—কেন মহারাজ! আপনি শোনে নাই! তিনি তো বিদেশে গিয়া দেহতাগ করিয়াছেন।” এই কথা শুনিবামাত্র রাজা শোকে অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ভগবানও মন্ত্রীদের চাতুরীর ফলে রাজার সহিত সাখাং করিতে পারিতেছে না। দরবারে ভগবানের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া রাজারও প্রধান মন্ত্রী মৃত বলিয়া সত্যধারণা হইল। তখন ভগবান চিন্তা করিল, যেকোন প্রকারেই হউক রাজার সহিত দেখা করিতেই হইবে। এই চিন্তা করিয়া রাজা সচরাচর পারিষদবর্গ লইয়া যে রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করেন সেই রাস্তার ধারে একটা বটগাছের উপর বসিয়া রহিলেন। মহারাজ যখন মন্ত্রী পরিষদবর্গসহ ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত গাছের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই সময় ভগবান চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“মহারাজ! এই যে আমি ভগবান, এই যে আমি ভগবান।” তখন মন্ত্রীবর্গ একস্বরে বলিয়া উঠিল হজুর! ভগবান তো মরে গাছে ভূত হয়ে আছে। চলুন! চলুন! তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাই নইলে ভূত আমাদের ঘাড়ে চড়বে।” রাজাও ভয় পাইয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। সুতরাং দেখুন শব্দে দ্বারা ভগবান-মন্ত্রীও ভূত হইয়া গেল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা যে “শব্দের” আলোচনা করিলাম, দার্শনিক পণ্ডিতগণ ইহাকে “জড়-শব্দ” বা “শব্দ-সামান্য” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত যে সুখ-শান্তির ও আনন্দের কথা বলা হইল তাহা জড়ানন্দ মাত্র। ইহার দ্বারা জীবের নিত্যশান্তি বা নিত্যানন্দ



লাভ হইতে পারে না। এই জড়-শব্দের ক্রিয়া কেবল দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু এই দেহ ও মন নিত্য অনিত্য ও প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তনশীল। সুতরাং অনিত্য দেহ ও মনের দ্বারা নিত্য-সুখ-শান্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহাছাড়া এই জড়জগতে জীবসকল সর্বক্ষণ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত তদুপরি নানা অভাব অনটনে প্রণীড়িত। জীব বলিতে শাস্ত্রে জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ “আমি” শব্দবাচ্য। আমরা সাধারণতঃ “আমার” দেহ ভাল নয়, “আমার” মন ভাল নয় বলিয়া থাকি। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমানিত হইতেছে যে “আমার” দেহ “আমার” মন বস্তুতঃ “আমি” দেহ বা মন নহি। “আমি” বলিতে শুদ্ধ আত্মা। ইহা দেহ ও মন চর্চিতে পৃথক্। এই আত্মার সুখ বিধান করিতে হইলে জড়শব্দ অর্থাৎ শব্দ-সামান্যের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া শব্দব্রহ্মের অনুক্ষণ অনুশীলন করিতে হইবে।

বেদ-বেদান্ত, শ্রুতি-স্মৃতি, উপনিষদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ “শব্দ-ব্রহ্ম” বলিতে পরব্রহ্মকেই বিশেষতঃ শ্রী ভগবান্ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিয়াছেন। শব্দ-সামান্যের দোষ এই যে, শব্দ ও শব্দী এক বস্তু নহে। কিন্তু চিন্ময়-জগতে গোলোক বৃন্দাবনে যে-শব্দের আলোচনা হয় তাহা চিন্ময়, তাহা ভগবৎ সম্বন্ধীয় শব্দ, সেই শব্দ এবং শব্দী একই বস্তু, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায়—জড়-জগতে “আম” শব্দে আম আসিয়া উপস্থিত হয় না “আলোক” শব্দ অন্ধকার দূরীভূত হয় না। জড়শব্দে পিপাসা মিটে না। কিন্তু চিন্ময় জগতে “কৃষ্ণ” শব্দে শুদ্ধ কৃষ্ণকে পাইয়া থাকেন। সেখানে শব্দ ও শব্দী একটাই বস্তু। সেইজন্ত শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পৃঃ বিঃ ২য় লঙ্কী ১০৮ )

‘কৃষ্ণনাম’ চিন্তামণি স্বরূপ, যৎ কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম ও নামীতে ভেদ নাই। সুতরাং এই শাস্ত্রবাণীতে আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণ-স্বরূপ অভিন্ন। কোন প্রকার ভেদ নাই। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—এই তিন একরূপ।

তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥ ( চৈঃ চঃ )

শব্দ ব্রহ্মের অহুশীলন অর্থাৎ ভগবন্মানুশীলন দ্বারাই জীব ভগবদ্ধামে চলিয়া যাইতে পারে এবং শান্তি ভগবত-সেবা লাভ করিয়া পরাশান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“মনুনা ভব মন্তুস্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিযোহসি মে ॥ (গী: ১৮।৬৫)

শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জুনের মাধ্যমে জগজ্জীবকে উপদেশ করিতেছেন যে,— তোমরা আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার নাম ভজন করিয়া ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর। মতৃদেহে যাজন কর, আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তোমরা আমার পাইবে। আরও বলিয়াছেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥ (গী: ১৮।৬২)

অর্থাৎ হে ভারত, তুমি সর্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও ; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। শ্রীভগবদ্ধাম লাভ করিলে জীবের এই জন্ম-মরণ, জরা-ব্যাধিসঙ্কুল জড়-জগতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। সেইজন্য শ্রীভগবান্ পুনঃ ( গীতা ) বলিয়াছেন,—

“মাং প্রাপ্যৈব তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে” এবং “যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম” শ্রীভগবানকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং ভগবদ্ধাম লাভ করিলেও পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীভগবান্ জীবকে তারস্বরে অভয়দান করিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত অভয়বাণী শ্রবণ করত তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া নিরন্তর তাঁহার নাম ভজন করিলেই আমাদের পরমকল্যাণ সাধিত হইবে।

এই প্রবন্ধে “শব্দব্রহ্মের” কথা বলা হইয়াছে তাহা মুখাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-নামরূপা চিন্ময় শব্দকেই বিশেষভাবে বুঝাইয়াছে। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে,—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লী-সংফলং চিৎস্বরূপম্ ॥

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ।

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

“এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিশক্তিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ ! শ্রদ্ধায় হউক বা হেলায় হউক, যানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্মকেই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।”

কলিযুগপাথনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্তৃক বহুল প্রচারিত—  
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে  
হরে ॥—এই শব্দব্রহ্মের নিরন্তর অনুশীলনের উপদেশ সকল শাস্ত্রে দিয়াছেন।  
“অনাবৃতিঃ শব্দাৎ অনাবৃতিঃ শব্দাৎ” বেদান্ত সূত্রের ( ৪।৪।২২ ) এই বাক্যের  
দ্বারা আমরা দিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে অক্ষুণ্ণ শব্দ ব্রহ্মের অনুশীলনের দ্বারা  
সংসারমুক্ত হইয়া জীব শ্রীভগবানকে ও ভগবদ্ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন  
লাভ করিতে পারে। তখন আর তাহাকে এই জগতে পুনরাবৃতি হইতে  
হয় না। সেইজন্য অন্য সূত্রে বলিয়াছেন,— “আবৃতিরসকুত্পদেতাৎ”

অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামরূপা শব্দব্রহ্ম পুনঃ পুনঃ আবৃতি কর। তদ্বারাষ্ট  
সর্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। শ্রীশ্রীবাধাক্ষের মিলিততত্ত্ব  
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—“কীর্তনায়ঃ সদাহরিঃ”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

নিরন্তর নাম কর, তুলসীসেবন।

অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥

অতএব ভাগবত করহ বিচার।

ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার ॥

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্তন।

হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥

শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইতে পারিলে জীবের আর কোন দুঃখই  
থাকিবে না। ভগবান্ ও ভগবদ্ধাম উভয়ই আনন্দস্বরূপ। সেখানে জড়-  
জগতের কোন দুঃখ-দুর্দশা, অত্যাধ-অনটন, ঙিংসা-দেব নাই। জীব সেখানে  
চিন্ময় দেহে সচ্ছিদানন্দ-স্বরূপ প্রেমময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া পরা-  
শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে  
উক্ত আছে,—



হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র ।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥

ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার ।

সর্বজন বল ঠেথি বিধি নাহি আর ॥

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

সঙ্কীৰ্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন ।

চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদগম, প্রেমামৃত আশ্বাদন ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি দেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥

শ্রীশঙ্করস্বামী নামব্রহ্মের অনুশীলনের উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতও করিয়াছেন ।

যথা,— কৃতে যজ্ঞায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপরযুগে অর্চনাধারা যাক। লাভ হয় কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে । আরও উক্ত আছে—কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসদঃ পরং ব্রজেন । অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনদ্বারাই বন্ধনমুক্ত হইয়া জীব ভগবানকে প্রাপ্ত হয় । শঙ্করস্বামী সন্দেহে আরও বহু কথা বলিবার আছে কিন্তু পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচূড়তি ঘটবার ভয়ে অধিক বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না । তবে শ্রীনাম করিতে হইলে শ্রীশ্রীমদ্রূপায়ের উপদেশমত করা কর্ত্তব্য ।

তিনি আমাদেরকে তৃণাদপি সূনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানি-মানদ হইয়া সদা সর্বদা এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের অনুশীলন করিতে বিশেষ-ভাবে উপদেশ করিয়াছেন । অতএব এই কৃষ্ণনামই আমাদের একমাত্র জীবাত্ম হউক ।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত পর্য্যটক

# শ্রীগীতার মର୍মবাণী \*

পূৰ্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর ) ।

## [ চতুর্থ-অধ্যায় ]

( শ্লোক সংখ্যা : ১-৩ )

পার্থকে ভাবিয়া ভক্ত

ভাবি নিজ সখা ।

বলিলেন যোগ-তত্ত্ব

তত্ত্বপূর্ণ কথা ॥১॥

অক্ষয় অব্যয়ইহা

উত্তম রহস্য ।

জ্ঞান ভক্তি কর্মযোগ

ত্রিযোগ একত্র ॥২॥

সাধারণে নাহি জানে

এই কর্মযোগ ।

জানিতেন রাজর্ষিরা

ইহার প্রয়োগ ॥৩॥

নূতন নহেক ইহা

পূর্বের বিরাজিত ।

আগে ইহা বলেছিলু

সূর্যোর নিমিত্ত ॥৪॥

সূর্য্য বলে মনু দেবে,

মনু ইক্ষ্বাকুকে ।

কালক্রমে না রহিল

ধরণীর বুকে ॥৫॥

( শ্লোক সংখ্যা : ৪-৬ )

কৃষ্ণ করিলেন ব্যক্ত

জন্ম তাৎপর্য্য ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আগে

তারপরে সূর্য্য ॥৬॥

সাধারণে নাহি জানে

জন্মের কাহিনী

অন্তর্য্যামী জানয়েন

সব বিবরণী ॥৭॥

নিজ মায়ার প্রভাবে

ধরি নানা কায়া ।

আসয়েন ধরণীতে

ধরি আত্মমায়া ॥৮॥

• ‘শ্রীগীতার মর্মবাণী’ ৩৩শ বর্ষের ৯ম সংখ্যা হইতে প্রায় ধারা-  
বাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সময়ামত উহার পাণ্ডুলিপি  
হস্তগত না হওয়ায় বর্তমান সংখ্যা হইতে পুনঃ বাকী অংশ প্রকাশিত  
হইতেছে ।

— প্রকাশক

জন্ম রহিত অব্যয়

জীবের ঈশ্বর ।

প্রয়োজনে আসয়েন

এই চরাচর ॥৯॥

( শ্লোক সংখ্যা : ৭-৯ )

কহিলেন জনার্দন

ধীমান অর্জুনে ।

কি উপায়ে বাঁচায়েন

সন্ত সাধুজনে ॥১০॥

অধর্মের অত্যাচারে

টলিলে আসন ।

ধরাধামে আসয়েন

ধর্মের কারণ ॥১১॥

ভক্তগণে বাঁচাইতে

দস্যুকে নাশিতে ।

আসয়েন হেথা তিনি

এই ধরনীতে ॥১২॥

( শ্লোক সংখ্যা : ১০-১১ )

ঈশ্বরের জন্ম কর্ম

জানে জ্ঞানীজন ।

দিব্য তাহা অলৌকিক

সেই বিবরণ ॥১৩॥

যেইজন জানে মনে

দিব্য বিবরণী ।

মোক্ষ লাভে হয় যোগ্য

সেই মহাজ্ঞানী ॥১৪॥

জ্ঞানীজনে রহে যুক্ত

নাহি ভয় ক্রেশ ।

ভয় ক্রেশ শূন্য চিত্তে

লাভে পরমেশ ॥১৫॥

যে-ভক্ত যেক্রপে ডাকে

সেইমত পায় ।

নানাভাবে নানাভাবে

পূজয়ে তাঁহায় ॥১৬॥

কেহ বলে দীনবন্ধু

কেহ জপে নাম ।

কেহবা ঈশ্বর বলে

কেহ ঘনশ্যাম ॥১৭॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১২-১৫ )

কামনা তাড়িত প্রাণী

চাহে শীঘ্রফল ।

দেবতার কাছে চাহে

ধন-জন-বল ॥১৮॥



শীঘ্র ফললাভ হেতু

পূজিলে দেবতা ।

দেবতা পূরণ করে

ভক্ত-মনোবাঞ্ছা ॥১৯॥

অচিন্তা করেন কর্ম

রহেন নিলিপ্ত ।

কর্মফলে নাহি আশা

আসক্তি বর্জিত ॥২০॥

যে-জনেতে জানে ইহা

প্রভুর বিষয় ।

কর্মের বন্ধনে মুক্ত

হায়ক নিশ্চয় ॥২১॥

কর্মের স্বরূপ জানি

জনকাদি ঋষি ।

করিতেন সর্বকর্ম

ফলে অপ্রয়াসী ॥২২॥

গুণ কর্ম অনুসারে

আছে চারি বর্ণ ।

গুণের আদর তথা

নহে জাতি ধর্ম ॥২৩॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১৬-১৮ )

গহণ অরণ্য যথা

বড়ই দুর্গম ।

নির্দারিতে কর্মগতি

জ্ঞানীও অক্ষম ॥২৪॥

অধর্ম বিধর্ম তথা

কর্মের প্রকৃতি ।

যে জন জানিতে পারে

জ্ঞানবান্ অতি ॥২৫॥

যবে চলে হস্ত-পদ

লোকে বলে কর্ম ।

না চলিলে কর্মেন্দ্রিয়

বলে কর্মশূন্য ॥২৬॥

জ্ঞানযোগে कहিলেন

কৃষ্ণ ভগবান্ ।

কর্ম চলে অবিরাম

নাহিরে বিশ্রাম ॥২৭॥

অধর্মেতে দেখে কর্ম

সদা চলমান

সেই কর্মী বুদ্ধিমান ।

জ্ঞানী ও মহান ॥২৮॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১৯-২৩ )

নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয়

নাহি অভিমান ।

অল্লিতে সন্তুষ্ট রহে

শত্রু ত্রিয়মান ॥২৯॥

পরাশ্রয়ী নাহি হয়

তৃপ্ত আপনায় ।

কার্যে ।সদ্ধি অসিদ্ধিতে

সমান দেখায় ॥৩০॥

বিষয়ের প্রলোভনে

নহেক প্রলুব্ধ ।

নাহি লোভ ভোগ্যদ্রব্যো

চিত্ত সদা শুদ্ধ ॥৩১॥

দেহ-মন ইন্দ্রিয়কে

করি বশীভূত ।

যোগী করে নিজ কর্ম

কর্ম উপযুক্ত ॥৩২॥

জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা

সর্ব কর্ম দগ্ধ ।

জ্ঞানীজন করে কর্ম

নাহি হয় বদ্ধ ॥৩৩॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৪-২৫ )

যত ব্রহ্ম অগ্নি ব্রহ্ম

ব্রহ্মও অর্পণ ।

হোমকর্তা নিজে ব্রহ্ম

ব্রহ্ম জগজন ॥৩৪॥

যবে আসে অনুভূতি

সর্ব ব্রহ্মময় ।

তবে হয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি

তাহে স্থিত হয় ॥৩৫॥

কেহবা আত্মা দেয়

দেবের উদ্দেশে ।

ইষ্ট বস্তু করে প্রাপ্ত

করে অবশেষে ॥৩৬॥

যজ্ঞাহুতি দেয় কেহ

ব্রহ্ম সনাতনে ।

করে যজ্ঞ শুদ্ধচিত্তে

শুদ্ধপ্রাণ মনে ॥৩৭॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৬-২৮ )

নানাবিধ আছে যজ্ঞ

আছে শাস্ত্রে লেখা ।

কেহ করে যোগ যজ্ঞ

কেহবা তপস্যা ॥৩৮॥

কেহ করে দ্রব্য যজ্ঞ

কেহ বেদ ভক্ত ।

প্রাণে মনে চাহে যাহা

করে সেই মত ॥৩৯॥

চক্ষু কণ্ঠ ইন্দ্রিয়াদি

শব্দ সমন্বয় ।

আত্মা প্রদান করে

যজ্ঞের সময় ॥৪০॥

ধ্যানযোগী করে হোম

যোগের অগ্নিতে ।

প্রাণকর্ম রাখে বশে

ইন্দ্রিয় দমিতে ॥৪১॥

রহে আত্মা জাগরিত

তাহে সমাধিস্থ ।

প্রাণক্রিয়া ইন্দ্রিয়াদি

রহয়ে স্তিমিত ॥৪১॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৯-৩০ )

অপানেতে প্রাণবায়ু

প্রাণেতে অপান ।

কেহ করে গতিরোধ

অপান ও প্রাণ ॥৪৩॥

আনুতিয়া প্রাণবায়ু

খাত্ত নিঃসন ।

নানাবিধ প্রাণায়াম

করে যোগীগণ ॥৪৪॥

যজ্ঞশেষে অবশিষ্ট

করিয়া গ্রহণ ।

অমৃতের সাথে পায়

ব্রহ্ম সনাতন ॥৪৫॥

দ্রব্যসাধ্য দেবযজ্ঞ

কামনা মিশ্রিত ।

সর্ববিধ যজ্ঞমধ্যে

জ্ঞানই বিশিষ্ট ॥৪৬॥

বিধিবদ্ধ আছে যজ্ঞ

আছে বিধানেন্তে ।

তাহাদের উৎপত্তি

জানিবে কর্ম্মেন্তে ॥৪৭॥

যে-জনেতে নাহি করে

যজ্ঞ সম্পাদন ।

নাহি পায় মনে শান্তি

ভ্রান্তির কারণ ॥৪৮॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৩৪-৩৮ )

প্রদানিতে ব্রহ্মজ্ঞান

আচার্য্য সক্ষম ।

প্রণমিয়া ঐ গুরুকে

করিবে বন্দন ॥৪৯॥

প্রস্তুটিলে জ্ঞানচক্ষু

প্রভুর কৃপায় ।

রহেনাকো পাপ-তাপ

সবি চলি যায় ॥৫০॥

নাহি হয় বলবান

পূর্ব্ব কর্ম্মফল ।

জ্ঞানবহি প্রজ্জ্বলিলে

জীবন উজ্জল ॥৫১॥



ভস্মীভূত হয় কাষ্ঠ্য

অগ্নির দহনে ।

কর্মফল লুপ্ত হয়

জ্ঞান পরশনে ॥৫২॥

ধরাধামে নাহি কিছু

জ্ঞানের সমান ।

নিষ্কামেতে কর্মযোগী

লভে শুদ্ধজ্ঞান ॥৫৩॥

এই জ্ঞান হয় যবে

মোহ অবসান ।

তখন আপন হয়

সকলি সমান ॥৫৪॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৩৯-৪২ )

না থাকিলে শুদ্ধাভক্তি

বিফল জন্ম ।

ইহকাল পরকাল

একই রকম ॥৫৫॥

শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান

সন্দেহ নাশিয়া ।

প্রশান্ত হৃদয়ে রহে

ধরা আলোকিয়া ॥৫৬॥

মুক্ত যেরূপ সংশয়ে

জ্ঞানের প্রকাশে ।

করে কর্ম সমর্পণ

প্রভুর সকাশে ॥৫৭॥

কর্মরাশি না আবদ্ধে

সে হেন জ্ঞানীকে ।

জ্ঞানের সমান কিছু

নাহি ধরনীতে ॥৫৮॥

জ্ঞান-খড়্গ লহ পার্থ

সন্দেহ নাশিতে ।

উঠিয়া দাঁড়াও তুমি

সকর্ম সাধিতে ॥৫৯॥

( ক্রমশঃ )

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার  
নিউ দিল্লী ।

। শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্মঃ যতুষ্টিতঃ পুংসাং বিষক্‌সেন কথাস্থ যঃ ।



নোংপাদিয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসন্ন ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিব্রশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূষ্ঠরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

৯ বামন, প্রহায়, ৪৯৬ গৌরাদ

৩১ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৯১৬/১৯৮২

৪র্থ সংখ্যা

সামুদ্রানন্দ

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধ নাষ্টকম্

[ শ্রীমদ্-রূপ-গোশ্বামি-বিরচিতম্ ]

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

নীলস্তম্ভোজ্জল-রুচিভরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে—

চ্ছত্রচ্ছায়াং দধদঘরিপোলক-সপ্তাহবাসঃ ।

ধারাপাত-প্লপিতগনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং

কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্ম্য গোবর্দ্ধনো নঃ ॥:৫

নীল স্তম্ভের ছায়া উজ্জল কান্তি-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি চত্ৰ-শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ অধাসুর-হস্তার হস্তে যিনি সপ্তাহকাল

বাস করিয়াছিলেন, যেঘরুন্দের অবিরল ষাণ্মাসিক গোপকুল ও গোপকুলের রক্ষক সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সর্বদা আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥১॥

ভীতো যস্মাদপরিগণয়ন্ বান্ধব-স্নেহবন্ধান্  
সিদ্ধাবদ্রিস্থরিতমবিশং পার্বতী-পূর্বজোহপি ।  
যন্তং জন্তুদ্বিমকুরুত স্তম্ভ-সংভেদশূন্যং  
স প্রোঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্ম্য গোবর্দ্ধনো নঃ ॥২॥

পার্বতীপূর্বজ মৈনাক-পর্বতও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বীয় বান্ধবগণের স্নেহ পরিত্যাগপূর্বক শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জন্তুশত্রু ইন্দেরও যিনি গর্ভ ধরি করিয়াছেন, সেই প্রগল্ভচেতা গোবর্দ্ধন আমাদের কুশল বিস্তার করুন ॥২॥

আবিস্কৃত্য প্রকট-মুকুটাতোপমঙ্গঃ স্তবীযঃ  
শৈলোহ্মীতি স্কুটমভিদধন্তুষ্টি-বিস্ফারদৃষ্টিঃ ।  
যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসয়দ্বল্লবৈর্দত্তগন্যং  
ধন্যঃ সোহয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্য গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৩॥

অহঙ্কারযুক্ত অতি স্থূলতর কায় বিস্তার করিয়া "আমি শৈলরাজ গোবর্দ্ধন"—ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্বতরাজের প্রতি গোপ-গোপীগণ-কর্তৃক প্রদত্ত চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই ধন্যতম গিরিবর গোবর্দ্ধন সদা আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৩॥

অত্মপূজা-প্রতিপাদি মহান্ ভ্রাজতে যস্য যজ্ঞঃ  
কৃষ্ণোপজ্ঞঃ জগতি সুরভি-সৈরিভী-ক্রীড়য়াত্যঃ ।  
শম্পালশ্চোত্তম-তটতয়া যঃ কুটুম্বং পশূনাং  
সোহয়ং ভূয়ঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্য গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৪॥

অত্মাবধি কাঙ্ক্ষিকমাসের প্রতিপৎ-তিথিতে ষাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটিত অন্ন-যজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গৃহপালিত গো-মহিষাদি ষাঁহাতে ক্রীড়া করে, বহু নিব্বারবারি-সিঞ্চনোৎপন্ন অভিনব তৃণ ধারণবশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্ব-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনগিরি আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন ॥৪॥



শ্রীগান্ধর্বা-দয়িতসরসী-পদ্মসৌরভ্য-রত্নং

হ্রদ্বা শঙ্কোৎকরণপরবশৈরশ্বনং সঞ্চরন্তিঃ ।

অন্তঃক্ষোদ-প্রহরিককুলেনাকুলেনাহুযাঠৈ-

বাতৈতজুষ্টঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্ধনো নঃ ॥৫॥

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের পদ্মসৌরভরূপ রত্ন অপহরণের নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত শঙ্কাকুল, অতএব নিঃশব্দ এবং বারিবিন্দু-স্বরূপ প্রহরিগণ-কর্তৃক অহুধাবিত অর্থাৎ স্নিগ্ধ স্নানীতল-পবন-পরিষেবিত, সেই গোবর্ধন মর্কদা আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৫॥

কংসারাতেস্তরিবিবলসিতৈরাতরানঙ্গ-রঙ্গৈ-

রাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ ।

ধৌত-গ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্যসিন্ধো-

বীচিত্রাঠৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্ধনো নঃ ॥৬॥

যাহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকা-পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সমর্পিতাত্মা আভীরীদিগের প্রণয়বর্ধনকারিণী সেই মানসীগঙ্গার তরঙ্গমালায় যাহার শীলাসমূহ ফালিত হইতেছে সেই গিরিরাজ আমাদের কল্যাণ বিস্তার করুন ।

যস্ত্যধ্যক্ষঃ সকল-হঠিনাঃ নাদদে চক্রবর্তী

শুঙ্কং নাশ্বব্রজমৃগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য ।

ঘট্টশ্রোচ্চৈর্মধুকররুচস্তস্য ধাম-প্রপঠৈঃ

শ্যামপ্রাস্তঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্ধনো নঃ ॥ ৭ ॥

মরকত শিলা-নির্মিত ঘটপ্রদেশের কান্তিতে যাহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সকল ঘটস্থিত জনগণের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যাহার ঘট্টের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ শ্রিন্ন অথ কোন পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্ধনগিরি সদা আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৭॥

গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরত-কলহোদ্ধামতা বাবদূকৈঃ

ক্লাস্ত-শ্রোত্রোৎপল-বলয়িভিঃ ক্ষিপ্ত পিঞ্জাবতংসৈঃ ।

কুঞ্জৈস্তল্লোপরি পরিলুঠদ্বৈজয়ন্তী-পরীঠৈঃ

পুণ্যাক্ষত্ৰীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্ধনো নঃ ॥৮॥

যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল স্নান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল-বলয়, ময়ূর-  
পুচ্ছ-নির্মিত কর্ণভূষণ যে-স্থানে পতিত এবং শয্যোপরি বৈজয়ন্তী-মালাও  
বিলুপ্তিত, শ্রীরাধার প্রণয়-মাধুর্য্য প্রকাশকারী সেই কুঞ্জসমূহে যাহার মনোহর  
শোভা হইয়াছে, সেই গিরিবর গোবর্দ্ধন আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৮॥

যন্তুষ্ঠাত্মা স্ফুটমনুপঠেচ্ছুদ্বয়া শুদ্ধায়ান্ত-

মেধ্যঃ পদ্মাস্তকমচটুলঃ শুষ্ঠ গোবর্দ্ধনস্য ।

সান্দ্রং গোবর্দ্ধনধর-পদদ্বন্দ্বশোনারবিন্দে

বিন্দন প্রেমোৎকরমিহ করোত্যদ্রিরাজে স বাসম্ ॥৯॥

যিনি শুদ্ধাঃকরণ ও স্ফুট শুদ্ধায়ুক্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের এই মনোহর  
পদ্মাস্তক পাঠ করেন, তিনি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মযুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তি  
লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরিতে বাস করেন ॥৯॥

## শক্তি-পরিণত জগৎ

মায়াবাদীর জগৎসম্বন্ধে-মিথ্যা বিচার

“অবিচিন্ত্যশক্তিয়ুক্ত শ্রীভগবান্ ।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৪)

এই কথা শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু কালীধামসীগণকে বলিয়াছিলেন । প্রকাশানন্দ প্রমুখ  
সন্ন্যাসীগণ সেই কালে নিরীক্শেষ মতে বিবর্তবাদ বিশ্বাস করিতেন । রজুতে  
সর্প প্রতীতি যে রূপ রজুর বস্তুত্ব বিচারে সত্য নহে কিন্তু অমূল্যবকারীর  
তাৎকালিক সত্য প্রতীতিবিশেষ সেইরূপ এই বিচিত্র বিশ্বের অবস্থান জীবের  
নিকট ভ্রমময় প্রতীতি মাত্র বস্তুতঃ বিশ্বের বস্তুত্ব বিচারে ইহাই নিরীক্শেষ ব্রহ্ম ।  
যাহারা এই রজুসর্পবাদকে জগৎসিষ্টানের উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করেন তাহারা  
বিবর্তবাদী বা মায়াবাদী বা জগৎ মিথ্যা ভ্রম-জাত বলেন ।

চিন্ময় জগৎ ও জড়জগৎ—

উভয়ই শক্তিপরিণাম

পক্ষান্তরে জগৎকে যাহারা নিত্যানন্ত অবিকারী শক্তিমান্ ভগবানের  
বহিঃস্রাব নাম্নী শক্তির বিকার বলেন, তাহারা শক্তি পরিণামবাদী । অবিকারী

শক্তিমান্ ভগবানের অন্তরঙ্গ-শক্তি পরিণত হইয়া বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি নিত্য বিরাজমান। বদজীব-ভোগ্য জড় জগৎ নশ্বর, তদ্বি-ভোগ্য ক্ষুদ্রতর চিজ্জগৎ নিত্য। জড়জগতে দ্বৈত ও ভেদ-জ্ঞানে বস্তুর জড়ত্ব-জন্ম অনেকত্ব। চিজ্জগৎ পরিণতিতে অদ্বয়-জ্ঞানে বস্তুর একত্ব হইলেও শক্তিগত নিত্য অনন্ত বৈচিত্র্য তথায় বিরাজমান।

### ভগবানের ত্রিবিধশক্তির ত্রিবিধ জগৎ

ভগবানের তিন প্রকার শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রকার অন্তরঙ্গ শক্তি হইতে অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময় নিত্য চিজ্জগৎ; দ্বিতীয় প্রকার বহিরঙ্গ শক্তি হইতে প্রাকৃত বিচিত্রতাময় নশ্বর অচিৎ জড়জগৎ; তৃতীয় প্রকার তটস্থা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয় জগৎ-দ্বয়াজ্ঞান ভেদাভেদ জীব-জগৎ। শক্তি পরিণত হইয়া এই তিন প্রকার জগৎ প্রকট করেন।

### নির্কিংশেষবাদীর শক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

নির্কিংশেষ মত-মূলে বিবর্তবাদীগণ ব্রহ্মশক্তিকে অজ্ঞান, ভ্রম-মূল্য এবং নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মের পরিচয় বলিয়া জানেন। তাহাদের মতে যেখানে শক্তিমানের শক্তির কথা উল্লিখিত হয় উহা যণ্ডজ্ঞানানুভূতি বলিয়া আংশিক জ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানাত্মক ভ্রমময় প্রতীতি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। তাদৃশ বিচার প্রাকৃত নশ্বর জড় জগতের অভিজ্ঞতাস্রয়ে উদ্ভূত এবং নিত্য সবিশেষত্বের অনভিজ্ঞতাব্যঞ্জক।

### অদ্বৈতবাদীর পক্ষে দুর্বোধ্য হইলেও

#### ভগবান্ নিঃশক্তিক নহেন

কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবত্তা বুঝিতে পারেন না বলিয়া, অথবা তাঁহার বিচারে ভগবান্ অনন্ত শক্তিমান্ হইতে পারেন না—একপন্থ। অজ্ঞানময় প্রাকৃত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের বিচার সক্ষম বলিয়া ব্রহ্ম বহৎ নয়, পরমাত্ম ব্যাপক নহেন, বা ভগবান্ অসংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির যুগল আশ্রয় স্থল নন—একপন্থ। নির্কিংশেষবাদী বুঝিতে পারেন না বলিয়া ‘অচিন্ত্য শক্তিমান্ ভগবত্তা’ থাকিবার আবশ্যক নাই,—পেচক সূর্য্যকিরণ দেখিতে সমর্থ নয় বলিয়া ভাস্করের অস্তিত্ব নাই, বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যুগল ধর্ম উপলব্ধি



করিতে অসমর্থ বলিয়া মানব-জীবনে যৌবন নাই—এরূপ বিচার করা উচিত নহে। মায়াবাদ স্থাপন করিতে হইলে শক্তিমাত্রই জড়, তেয় ও চিদ্রম্মা বর্জিত জানিয়া নিঃশক্তিক ব্রহ্ম ধারণা প্রবল করিতে হয়, তদনুকূলে অসংখ্য যুক্তি-তর্ক, উদাহরণ প্রভৃতি আসিয়া সত্য-জ্ঞানকে আচ্ছাদন করে, খণ্ডজ্ঞান দ্বারা অখণ্ড অদ্বয় বস্তুর পরিমাণ করিবার ধুক্ততা উপস্থিত হয় এবং ভগবন্তকে বা নিতা শক্তিসমূহে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া নানা প্রলপিত বিজ্ঞতা আসিয়া জীবকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলে।

মায়াবাদীর বস্তু-জ্ঞানে মিথ্যা বিবর্তের আশ্রয়; কিন্তু

শক্তি-পরিণামবাদের সত্য-বিবর্তের বিচার

বিবর্তবাদী বস্তু-সত্তাকে ব্রহ্ম বলেন এবং বস্তু-ধর্মের আংশিক প্রতীতি-জন্য ( তাহাকে ) খণ্ডজ্ঞান, ত্রিগুণজাত, অপূর্ণ বা মিথ্যা বলেন। খণ্ডজ্ঞান সাহায্যে অখণ্ডজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে না—বলিয়া, জড় জগতের সহিত ব্রহ্মের কোন প্রকার অন্বয়তা নাই, কেবল বাতিরেকতা আছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। জীবের বিচার খণ্ডজ্ঞান সম্মত; সুতরাং জীবের এবং জড় জগতের স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া ‘অদ্বয়-ব্রহ্ম’ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিবর্তবাদের সাহায্য প্রয়োজন হয়।

এই মতের প্রতিকূলে শক্তিপরিণাম উচ্চৈশ্বরে বলেন—বদ্ধজীবের বদ্ধত্ব এবং তদ্বিপরীত মুক্তত্ব অবস্থাদ্বয় অন্যায়পূর্বক এক করিয়া লইবার ভিত্তি বিবর্তবাদীকে দিতে তিনি প্রস্তুত নন। “দেহে আত্ম বুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান” অর্থাৎ অচিৎ বস্তু দেহের সহিত চিদ্রস্তর দেহীর সমতা জ্ঞানই বিবর্তের উদাহরণ অথবা চিদচিৎ শক্তিদ্বয়কে ঐক্য বুদ্ধি। দেহকে বা জড়কে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিয়া ধারণা করাই ভ্রান্তিময় প্রতীতি; আত্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে, ভক্তের অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত কলেবর মনে করাই বিবর্তের উদাহরণ। পরস্তু বস্তু মানিয়া তদ্বর্জ বা শক্তি রহিত করিবার চেষ্টাই বিবর্তবাদ উদাহরণের স্থল।

তটস্থ-শক্তিপরিণত জীবের স্বভাব

বস্তু হইতে এক প্রকার শক্তিলে মায়িক কালভাস্তরে নশ্বর প্রাকৃত জগৎ পরিণত হইল,—বস্তুকে বিকৃত করিল না। অন্য প্রকার শক্তিবলে কালাতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত জগৎ নিত্যকাল উদিত রহিল,—বিচিত্র হইয়াও

নশ্বর জড়ের জায় হেয় হইল না, আবার বস্তুর তৃতীয় প্রকার তটস্থা-শক্তি কখনও প্রথম প্রকার বহিরঙ্গা-শক্তির সঠ আপনাকে অভিন্ন বুঝেন, কখনও বা ভিন্ন বুঝেন এবং কখনও বা যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন বুঝেন। শক্তিমান্ শক্তি-পরিণতি জড় জড়ের ধর্মের জায় বিকার-বিশিষ্ট হেয় হইলেন না—ইহাই তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, যে-শক্তি কেবলাদ্বৈতবাদী মায়িক ধারণায় উপলব্ধি করিতে পারেন না।

### বৈজ্ঞানিক মতে—শক্তি ব্যতীত বস্তুর সত্তা নাই

আজকালকার জড়বিজ্ঞানবিদগণের মতে পরমাণু কোন বস্তুতে স্থান পায় না। তাঁহারা তড়িৎশক্তির সূক্ষ্ম উন্নত আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে কেবল মাত্র ‘ধনতড়িৎ-কণ’ ও তৎ পরিধিতে ‘ঋণতড়িৎ-কণ’ শক্তি-মাত্র বিরাজ করে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্যই পরমাণুর অধিষ্ঠান। শক্তি হইতে দ্রবোর অস্তিত্ব। শক্তি-বিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা জড়ের পরিচয়ে ঐহিক জ্ঞানের গম্য নহে। পরমাণু দ্বারা জগৎ গঠিত এবং সেই পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়—এইরূপ ধারণা বৈজ্ঞানিকগণ পোষণ করিতেন।

### ইলেক্ট্রন-খিওরী অনুসারে বস্তু নিঃশক্তিক নহে

এক্ষণে ইলেক্ট্রন-খিওরি বা ‘বিদ্যুৎকণ’ ধারণার অভ্যুদয়ে ধন-ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণ সমীকরণেই পরমাণুর উদ্ভব-ধারণা প্রবল হইতেছে। প্রাকৃত জগতে বস্তু দেখিতে গিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম গুণ-সন্ধানে পরমাণু-সত্তা শক্তিতে পর্যাবসিত। সুসম্ভাবে বস্তু-দর্শন ঘটিল না। শক্তি অবশ্যই অধার অপেক্ষা করে। কাহারও বিবেচনায় শক্তির অচঞ্চল-অবস্থাই বস্তু বলিয়া পরিজ্ঞাত। যেখানে শক্তি অপ্রকাশিত, সেখানে বস্তু জড় বলিয়া বিদিত। শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু বস্তুর পরিচয় পাইতে হইলে, তাহার শক্তি বা কার্যের অনুপলব্ধিতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর অধিষ্ঠান জ্ঞাতার জাড়াই প্রতিপন্ন করে।

### অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মতে বস্তু অবিকৃত

#### থাকিয়াও বিচিত্রতাপূর্ণ

জড় জগতে নিহিত শক্তি-সমূহ-দ্বারা জড়ে অভিনিবিষ্ট বদ্ধজীব, বিশ্বের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বস্তুকে জড় এবং শক্তিকে তদ্বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট মনে

করিয়া বস্তুর দ্বৈত-ধারণায় প্রবৃত্ত হন। আবার শক্তির ভারতম্য বিচার আসিয়া মানব-ধারণা জড়কে স্বল্প শক্তির অবস্থা-বিশেষ বলিয়া অদ্বয়-ধারণা স্থির করে।

বিবর্তবাদাপ্রায়ে জড়-নিঃশক্তিকল্প, খণ্ডজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছেন—মনে করেন। প্রভাকর, ভাস্করাদি বিকারবাদী বিশ্বকে বস্তুর বিকার স্থির করিয়া বিবর্তবাদীগণের প্রতিপক্ষতা আচরণ করেন। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য চিন্তা জড়ধারণায় সম্ভবপর নহে—একথা অচিন্ত্য-দ্বৈতত্বমত প্রকাশকগণ প্রাকৃত বিচারকদিগকে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের নিকট শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও বস্তুর অধিকারিণী-শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার নিত্যতা এবং বিকারিণী-শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার অনিত্যতা প্রতিপাদক জড় জগৎ উভয়ই উদিত—একথা বলিয়া থাকেন।

### মায়াবাদীর জগৎ সম্বন্ধে বিবর্তবাদ মিথ্যা

প্রাকৃত বিচারকগণ যুগপৎ দ্বৈতত্ব দ্বৈত ধারণা করিতে অক্ষম; কেননা, অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা ভগবানেই সম্ভব—তাহারা একরূপ কোন উদাহরণ জড়ে না দেখিয়া জড়াতীত রাজ্যে তাহার অস্তিত্বে সন্দেহপর হন। অবতারী ভগবানের ব্যক্তিগত অধিষ্ঠানকেও অজ্ঞান-সমষ্টি প্রভৃতি আখ্যা দিয়া জড়-নির্বিশেষকেই চিন্ময় বলিয়া স্থাপন করেন। জড় প্রত্যক্ষবাদীগণ জড় নির্বিশেষ সত্তাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া জানেন, আবার কেহ বা কেবল, নিগূঢ়, চেনা, সাক্ষী এই বিশেষ চতুষ্টয়কে অজ্ঞাতভাবে স্বীকার করিয়া অবতারী তত্ত্বকে দয়া করিতেও অগ্রসর হন। জড় জগৎ নশ্বর হইলেও জীব-প্রতীতিতে মিথ্যা নহে। বিবর্তবাদাপ্রায়ে খণ্ডজ্ঞানময় জীব-প্রতীতির উপযোগিতা থাকিলেও জগতের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে তাদৃশ প্রতীতিও বিবর্তবাদমূলক জীবজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া বিবর্ত বা মিথ্যা মাত্র। এক জগতের বিবর্ত প্রতীতি সত্ত্বেও জগতের অধিষ্ঠান অপর সকলের নিকট মিথ্যা নহে। বিবর্তবাদের চিন্তাও বিবর্তেরই প্রকার-ভেদ, সুতরাং তাহাও বিবর্ত।

—জগন্নাথ ও বিযুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর



# তত্ত্বৎকর্ম-প্রবর্তন

প্রেমভক্তি লাভের ক্রিয়াই তত্ত্বৎকর্ম-প্রবর্তন এবং  
উহা কি কি প্রকার?

( শ্রীল কৃষ্ণগোষামী প্রভু ) ভজন-প্রয়াসী জনগণের পক্ষে তত্ত্বৎকর্ম-প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে যে-কর্মের শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়, সেই-সেই কর্মকেই 'তত্ত্বৎকর্ম' বলিয়া উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃত-কথায়াম্ মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্ ।  
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াম্ স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ।  
আদরঃ পরিচর্যায়াম্ সর্বাদৈরভিবন্দনম্ ।  
মন্তুকপূজাত্যধিকা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥  
মদর্থেষু চেষ্টা চ বচসা মদগুণেরণম্ ।  
মযার্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকাম-বিবর্জনম্ ॥  
মদর্থৈর্হর্থ-পরিত্যাগো ভোগস্ত চ সুখস্ত চ ।  
ইষ্টং দত্তং হৃতং জপ্তং মদর্থং যদব্রতং তপঃ ॥  
এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্ম নিবেদিনাম্ ।  
ময়ি সজ্জায়তে ভক্তিঃ কোহস্তোহর্থোহস্ম্যাবশিষ্যতে ॥

( ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪ )

হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রেমভক্তি উদয়ের পরম কারণ বলিতেছি, শুন। আদৌ সাধন-ভক্তি। তাহার অনুষ্ঠানে প্রেম-ভক্তি হয়। সাধন-ভক্তি শুন—আমার অমৃতময় শীলা-কথায় শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার অনুকীর্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, আমাকে স্তুতি করা, আমার পরিচর্যায় আদর, সর্বাদৈর দ্বারা আমার অভিবন্দন, মন্তুক পূজা, সর্বভূতে আমার সম্বন্ধ বুদ্ধি, আমার নিমিত্ত সমস্ত লৌকিকী চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ কীর্তন, আমাতে মনকে অর্পণ করা, সর্বকাম-ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য সমস্ত অর্থ-ভোগ ও সুখ-পরিত্যাগ, ইচ্ছাপূর্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ—এ সকলই আমার ভক্তির কারণরূপে ব্যবহার। এইরূপ ধর্মাস-সাধনদ্বারা আত্ম-নিবেদক পুরুষের আমাতে প্রেমভক্তি হয়। এইপ্রকার সাধকের আর অন্ত্যর্থ অর্থাৎ অন্ত্য তাৎপর্য কি বাকি থাকে?

### চৌষট্টিপ্রকার ভক্তির অঙ্গই তত্তৎকর্ম

ভগবানের এই উপদেশ অবলম্বন-পূর্বক শ্রীরূপ গোস্বামী স্বীয়-কৃত ‘ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু’-গ্রন্থে ঐ সকল কর্মকে চতুঃষষ্টিপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে কবিবাজ-গোস্বামী ঐ সকল কর্মকে এইরূপে লিখিয়াছেন,—

গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন ।  
 সঙ্কল্প-শিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধু-মার্গাহুগমন ।  
 কৃষ্ণপ্ৰীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস ।  
 যাবৎ-নির্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদন্ত্যপবাস ॥  
 ধাত্রাশ্বখ গো-বিপ্র বৈষ্ণব-পূজন ।  
 সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন ॥  
 অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব ।  
 বহু-ব্রহ্ম-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব ॥  
 হানি-লাভে সম, শোকাতির বশ না হইব ।  
 অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥  
 বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্য-বার্তা না শুনিব ।  
 প্রাণী-মাত্রে মনোবাকো উদ্বেগ না দিব ॥  
 শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন ।  
 পরিচর্যা, দাস্য, সখা আত্ম-নিবেদন ॥  
 অগ্রে নৃত্যগীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবস্তুতি ।  
 অভ্যর্থন, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি ॥  
 পরিক্রমা, স্তবপাঠ, ছপ, সঙ্কীর্তন ।  
 ধূপ-মাণ্য-গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥  
 আরাট্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্তি-দর্শন ।  
 নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥  
 তদীয়-তুলসী বৈষ্ণব, যথুরা, ভাগবত—  
 এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিযত ।  
 কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ।  
 জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥  
 সর্বথা শবণাপত্তি, কাটিকাদি ব্রত ।  
 ‘চতুঃষষ্টি ভঙ্গ’ এই পরম মন্ত্র ॥

সাধুসঙ্গ' নাম-কীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।

মথুরা-বাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥

সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ॥

**শ্রীগুরু-পদাশ্রয় করা প্রথম কর্তব্য**

ভজন-প্রয়াগী ব্যক্তিকে আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিতে হয় । গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল হয় না । মানুষ দুই প্রকার অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বিবেক ও প্রাপ্ত-বিবেক । যাহারা অপ্রাপ্ত-বিবেক, তাহারা সংসার-স্থখে মত্ত । কোন ঘটনা-ক্রমে কোন মহৎ-লোকের সঙ্গ হইলে চিন্তে বিবেক উদয় হয় । তখন মনে হয়, আমি কি হতভাগা, আমি সর্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-সুখে মগ্ন, বিষয়-পিপাসায় আমার দিন-যাপন হইতেছে । এই প্রথম মহৎ-সঙ্গকে কেহ কেহ শ্রবণ-গুরুর সঙ্গ বলেন । এই সময়ে ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হয় । শ্রদ্ধা হইলে ভজন-প্রয়াস হয় । তখন গুরুপদাশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন । অতএব অপ্রাপ্ত-বিবেক ব্যক্তিগণ ভাগ্যক্রমে প্রাপ্তবিবেক হইয়া শ্রীচরণ আশ্রয় করেন ।

**শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ অর্থাৎ গুরু কে ?**

কি প্রকার-গুরুকে আশ্রয় করিবে, তাহা বিচারিত হইয়াছে । কামাদি চয় রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি নির্মলাঙ্গ, রাগমার্গে যিনি কৃষ্ণভজন করেন, যিনি বিপ্রবর্ণ, যিনি বেদ-শাস্ত্রাগমের বিমল পথ অবগত আছেন, সাধুগণ যাহাকে 'গুরু' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়-দমনে যিনি পারক, যিনি সর্বভূতে দয়াবান, যিনি অমুক্ত-মতি, যিনি নিকপট ও সত্যবাদী—এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য । এই সকল গুণগণ দুই প্রকারে বিবেচ্য । ইতররাগ-তিরকারী কৃষ্ণানুরাগই গুরুদেবের স্বরূপ গুণ । অত্র সকল গুণ তটস্থ । এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

“কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥”

যাহার এই স্বরূপ লক্ষণ আছে, তাহার দুই একটা তটস্থ লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরু হইবার যোগ্য । ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব এই দুইটিই তটস্থ লক্ষণ মধ্যে গণ্য । স্বরূপ-যোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটি তটস্থ



লক্ষণে থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু স্বরূপ লক্ষণে যাহাদের দোষ থাকে, তাহাদের ঐ দুই লক্ষণের দ্বারা গুরু-যোগ্যত্ব হয় না। যথা পাণ্ডে :—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণো বৈ গুরুনৃণাম্।

সর্বেষামেব লোকানামনো পূজো যথা হৃদিঃ ॥

মহাকুল-প্রসূতোইপি সর্গ-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।

সহস্র-শাখাধারী চ ন গুরু স্তাদবৈষ্ণবঃ ॥

**শ্রীগুরুসেবা ও দীক্ষাগ্রহণে অবশ্য কর্তব্য**

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য নিকপটে পরম বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করিবেন। গুরুদেবকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট-কীর্তনাদি 'রঙ্গ' দেখাইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তাহারা নিতান্ত আত্ম-বঞ্চক। জড়ভরতাদি কতিপয় লোকের দীক্ষা-প্রসঙ্গ নাই বলিয়া, দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্য বিধি। কোন সিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাকে উদাহরণস্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ-অবস্থায় যাহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহা-দ্বারা সাধারণ-বিধির হানি হয় না। ঋষি মহাশয় এই পার্থিব শরীরেই ঋবলোকে গমন করেন; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশ্রয় কালক্ষেপ করিবেন? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্দ্রেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,— ইহাই সাধারণ বিধি। সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্তা-শক্তি-বিশিষ্ট ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণবিধি লঙ্ঘন করা কখনই উচিত হয় না। শ্রীগুরুদেবের অকপট সেবার সহিত তাহাকে প্রসন্ন করত শ্রীভগবান্-মন্ত্রাদি দীক্ষা ও তত্ত্ব-শিক্ষা করিবে।

**সাধু-মার্গানুগমন বা পূর্ব বৈষ্ণবের অনুগমন**

দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করত সৌভাগ্যবান্ শিষ্য পূর্ব-সাধুদিগের পন্থার অনুগমন করিবেন। দাস্তিক লোকেরাই পূর্ব মহাজনদিগকে অমান্য করিয়া নূতন পন্থা সৃজন করেন। ফল এই হয় যে, তাহারা অচিরকালের মধ্যে কুপথে গমন করত আপনাপন সর্বনাশ সাধন করেন। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন,—

স যুগাঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপ-বর্জিতা ।

অনবাশ্রু-শ্রমং পূর্বে যেন সন্তুঃ প্রতস্থিরে ॥

সাধুসকল পূর্বকালে বিনা শ্রমে যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই সন্তাপ-বর্জিত-পন্থা এবং সকল মঙ্গলের হেতু । যিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, সেই পথের অনুসন্ধান করুন । পূর্ব সাধুদিগের পথ আলোচনা করিতে করিতে দৃঢ়তা, সাহস ও সন্তোষ উদয় হয় । আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন, শ্রীদাস-গোস্বামী ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন-পথ আলোচনা করি, তখন আমাদের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না । হরিদাসকে যখন দুষ্ট যবনগণ পীড়ন করে, তখন হরিদাস বলিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ ।

মোর দ্রোহে নহ এ-সবার অপরাধ ॥

### পূর্ব-মহাজন-পথ পরিত্যাগে ভক্তি হয় না

এইরূপ দৃঢ়তার সহিত সর্বভূতে দয়া করত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব মহাজনদিগের ভজন-পন্থা । পন্থা নূতন হয় না । যে পন্থা আছে, তাহাই সকল সাধুগণ অবলম্বন করেন । যাহারা দান্তিক এবং যশঃলিপ্সু, তাহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন । যাহাদের পূর্ব ভাগ্য থাকে, তাহারা দান্তিকতা পরিত্যাগ-পূর্বক পূর্ব পন্থার আদর করেন । যাহাদের ভাগ্য মন্দ, তাহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন । ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিকুংপাতায়ৈব কল্পতে ॥

ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারায় প্রতীয়তে ।

বস্তুতস্ত তথা নৈব বদশাস্ত্রীয়তেক্ষাতে । (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬-৪৭)

### নবীন পথ ও নবীন আচার্যের বিলোপ

তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি-পথ 'বৈদী' ও 'রাগামুগা' ভেদে দ্বিবিধ হইলেও তাহা পূর্ব মহাজনগণ সূক্ষ্মরূপে অধিকার ভেদে অনুষ্ঠান করিয়াছেন । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে তাহা বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই সেই প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্বক 'বুদ্ধ', 'দত্তাত্রেয়াদি' যে-সকল নবীন পথ

আবিষ্কার করেন, সে-সমস্ত অবশেষে উৎপাত-জনক হইয়া পড়িয়াছে।  
অবিচারক্রমে তাঁহারা ঐ সকল নবীন পথকে ঐকান্তিকী হরিভক্তি বলিলেও  
বস্তুতঃ তাহারা তাহা নহে। যাহা সত্য পথ, তাহা বেদাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত  
আছে। আজকাল এইরূপ নবীন পন্থা অনেক আবিষ্কৃত হয় এবং অবশেষে  
তাঁহাদের আচার্য্যের সহিত লোপ প্রাপ্ত হয়।

### সদ্বর্গ-পৃচ্ছা বা নিত্যধর্মের জিজ্ঞাসা

সাধু-শিষ্যের সদ্বর্গ জিজ্ঞাসা একটি ভক্তিজনক কর্ম। অতএব নারদীয়  
পুরাণে লিখিত আছে ;—

অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিদ্ধতোষামভীপ্সিতঃ ।

সদ্বর্গস্বাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ॥

সৌভাগ্যবান্ পুরুষগণ যেক্ষণ সাধুদিগের ভজন-চরিত্রের অনুকরণ করিতে  
ইচ্ছুক হন, সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম জানিতেও বাসনা করেন। দুর্ভাগ্য দান্তিক-  
গণ ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত। সাধুদিগের পথ হইতে পৃথক্ পথ যেক্ষণ  
তাঁহারা অন্বেষণ করে, সেইরূপ সাধুদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্তে অনাদর  
করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে আদর করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু  
জগজ্জনকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রচার করিতে  
তাঁহারা যত্ন করেন না। বরং তদ্বিরুদ্ধ-মতকে তাঁহার মত বলিয়া সকল  
লোককে শিক্ষা দেয়। ইহাতে যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তাঁহারা  
মনে করেন না। যাহারা সরল তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর শিক্ষা  
যাহাতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তাহাতে যত্ন করেন। প্রভুর শিক্ষাট  
আমাদের জীবন। কেবল তাহাতেই সদ্বর্গ আছে। সং শিষ্য সদ্বর্গ জানিবার  
জন্তু বিশেষ চেষ্টা করেন, যদি স্বয়ং বুঝিতে না পারেন, শিক্ষা-গুরু-চরণে  
নিবেদনপূর্বক তাহা বুঝিয়া লন। এইরূপ তাঁহাদের সদ্বর্গ জানিবার জন্য দৃঢ়  
মন, তাঁহাদের অভিপ্সিত সর্বার্থ অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়।

### সদ্বর্গ কাহাকে বলে

অন্যাত্তিল্যমিতা শূন্যং জ্ঞান-কর্মানুবৃত্তম্ ।

আত্মকুলোন্ন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥

এই শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ-রূপ সদ্বর্গ যতদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে স্পষ্ট উদয় না  
হ'ন, ততদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয় অন্ধকারাবৃত থাকে। তিনি শুদ্ধভক্তি কাহাকে  
বলে তাহা জানিতে পারেন না। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে



অমিশ্র শুদ্ধভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদয় হইবে না। অনেক পণ্ডিতাভি-  
মানী লোকের সঙ্গিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে,  
বুদ্ধিবলে এবং বিজ্ঞাবলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ  
কেহ-বা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিকে, কেহ-বা কর্ম-মিশ্রা ভক্তিকে, ভক্তি বলিয়া  
মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্ট এত দূর যে, যদি চরিতা-  
মৃতের অর্থ জুনেন তবে বলেন যে—সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ  
করিতে পারেন, চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি? এই সকল  
লোকের সর্বোচ্চ জানিবার ইচ্ছা না থাকায়, সর্বোচ্চের সঙ্গিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয়  
না। ফল এই যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন প্রণালী-মতে ভজন করিতে  
গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আশ্বাদন করিতে পারেন না।

কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে ভোগ-ত্যাগ, কৃষ্ণ-তীর্থে বাস,

একাদশী-ব্রত ও বৈষ্ণব-তুলস্যাদি পূজা

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগাদি ত্যাগ করা সাধকের কর্তব্য। ইন্দ্রিয়-  
তর্পণের নাম 'ভোগ'। স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণকে কৃষ্ণ-সেবার কামনার পর্যাৱসান  
করাই ভোগ-ত্যাগ। নিজের ভোগময় সংসারকে কৃষ্ণভক্তির অমুকুল করিয়া  
সেই সেই বিষয়ে নিজের ইন্দ্রিয়-স্বথ পরিত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ  
করিলে ভোগ ত্যাগ হয়।

কৃষ্ণ-তীর্থে নিবাস করা একটি সাধনাজ। দ্বারকা, মথুরা, গঙ্গাতীরে ও  
প্রভুর লীলাস্থানে বাস করিলে সর্বদা কৃষ্ণকে মনে পড়ে। ইহা অপেক্ষা  
আর অধিক লাভ কি আছে?

জীবনের সমস্ত বাবহারে ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন মত অর্থ স্বীকার  
করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে। আবশ্যিক মত স্বীকার  
না করিলে ভক্তি-সাধনে নুনতা হইবে।

হরি-বাসরের সম্মান বিশেষ যত্ন সহকারে করিবে। হরি-বাসরের  
সম্মানে সমস্ত ভক্তি-পোষক অভ্যাস সাধিত হয়। সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ-  
পূর্বক এক পক্ষের মধ্যে একদিন ভজন অভ্যাস করিতে করিতে নিরন্তর ভজন  
অভ্যাস হইয়া পড়ে।

ধাত্রী, অশ্বখ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ইহারা পূজিত ও ধাত  
হইলে মনুষ্যের সমস্ত পাপ নাশ করেন। জগদুন্নতি-সাধক বলিয়া ঐ সকল  
কার্যো শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ করা যায়।

### উক্ত দশটি ভক্ত্যঙ্গ প্রথমেই অবশ্য স্বীকার্য

এই দশটি ভক্ত্যঙ্গ হরিভক্তনের প্রারম্ভ রূপ কার্য। যাহারা এই দশটি অঙ্গকে অবহেলা করেন, তাহাদের ভজন ও ভগবৎপ্রাপ্তি হওয়া কঠিন।

অতএব ভজন-প্রয়াগী ব্যক্তি আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিয়া দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরু সেবা করিবেন। সাধুদিগের চরিত্রের অনুকরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিবেন। নিজ জীবনকে কৃষ্ণময় করিবার জন্ত কৃষ্ণতীর্থ-স্থলে বসিয়া কৃষ্ণ-উদ্দেশে নিজের সুখ-ভোগ ত্যাগ করিবেন। ব্যবহারিক কার্যাদ্বারা ভক্ত্যানুকূল ভগবৎ-সংসার যাহাতে নির্ঝাঁক হয়, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিবেন। ভক্তি অভ্যাসের জন্ত 'হরিবাসর' ও 'জয়ন্তী' প্রভৃতি কৃষ্ণব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। ভগবদ্ভিষ্মতিময় সংসার গৌরবের স্থিতির জন্য অশ্বখাদির সম্মান করিবেন। এই দশটি অন্বয়-বিধি অবশ্য পালনীয়। ইহার সহিত নিম্নলিখিত দশটি ব্যতিরেক-বিধি পালন না করিলে কখনই ভক্তি সাধন স্থির থাকিবে না।

### মায়াবাদী ও নাস্তিকগণের সঙ্গে ত্যাগ

ভগবদ্ভিষ্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গে করিবেন না। ব্যবহারিক কার্যে তাহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে। সেই সেই কার্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য সমাপ্ত হইলে আর তাহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না। কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাহাদের চিত্তে উদয় হয় নাই, তাহারা জ্ঞান-কর্মের আশ্রয়ে সর্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন অতএব তাহারাই ভগবদ্ভিষ্মুগ! বহুদেব-সেবী ধর্মী নির্ভেদ-জ্ঞান-পিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি বহিষ্মুখ।

### বহু শিষ্য ও বহু শাস্ত্র পাঠ করা কর্তব্য নহে

ভক্তভক্তিতে যাহাদের অন্ধা উদয় হয় নাই সে রূপ লোককে শিষ্য করিবেন না। কলিলে ভক্তি-সম্প্রদায় কাষে কাষে দূষিত হইয়া পড়ে। মহারত্নাদ-ক্রিয়ার উচ্চমে ভক্তি হ্রাস হয় বলিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

ভক্তি-বহিষ্মুখ গ্রন্থ-সমূহের কোন অংশ অধ্যাস ও ব্যাখ্যা-বাদ করিবে না। শুদ্ধ ভক্তি যে-সকল গ্রন্থে উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অল্প মতের গ্রন্থে কেবল যথা তর্ক শিক্ষা হয়। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

# গর্বের পরিণাম

ধনীটি কহিল গর্বে এক দীনজনে  
শুন মোর কথা, তুমি নিন্দ ভগবানে ॥  
নিষ্ঠুর তিনি অতি,  
নাহি দয়া তব প্রতি,  
তেই দরিদ্র করি' সৃজিল তোমারে ॥  
ক্ষুধার জ্বালায় হায় !  
তুমি কাতর ভায়  
শক্তির অভাবে তুমি পড়েছ নেতিয়া ॥

ভগবান্ সদৃশ আমি  
প্রচুর ধনের স্বামী,  
পৃথিবীতে উচ্চশির সর্বত্র ব্যপিয়া ।  
ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ জ্বালা জনম-মরণ  
আমায় স্পর্শে কি কভু এই কয়জন ?  
পৃথিবীর লোকজনে  
পালন করি একমনে  
মম দাস বলি' তাদের হয় অভিমান ।  
শুন অজ্ঞ, মোর কার্য্য পৃথিবী পালন,  
ব্রাহ্মকর্ত্তা বলি' সবে করয়ে সম্মান ॥

কেহ অন্ন ভিক্ষা চায়  
কেহ দোষ করি হায়  
পড়ে মোর চরণকমলে,  
দাস-দাসী মোর ঘরে  
সদা আসি' সেবা করে,  
মোর ঘরে থাকে হেথা আপনি কমলা ।



বিশ্বজয়ী নাম মোর বিখ্যাত ভুবনে,  
তুমি দরিদ্র হ'লে বিধির কারণে ।

দেখ মোর ধনরাশি,  
কত যে বিলাই খুশী,

তবু ধন শেষ নাহি হয়,  
ধন্য আমি জগৎ মাঝারে ।

তব দুঃখ দেখে মোর বুক ফেটে যায়,  
নিন্দ তুমি, নিন্দ আজি সেই বিধাতায় ॥”

কিছুদিন পরে, আইলা ভুবনে  
মনস্তর মহামারীরূপে ছিয়াত্তর সনে ।

খাবারের প্রয়োজন  
কি করিবে ধন,  
ধন তথা খোলামখুচির ন্যায় ।

ক্ষুধার জ্বলায় হায় ।  
ধনী তইল মৃতপ্রায়,  
হায় ! শেষকালে  
হারাইল ধনসহ জ্ঞান নিশাকালে ।

কৃষ্ণদাস করে যদি প্রভু অভিমান ।  
অবশেষে হয় তার অবশ্য পতন ॥

নিত্যদাসত্ব কৃষ্ণের যে করে স্বীকার ।  
কৃষ্ণধাম গোলোকৈতে স্থিতি হয় তার ॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

# দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

( পূর্বে প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠার পর )

‘তন্ত্রমত’ নামে—আর একটি মতের প্রচলন দেখা যায়। তাহাদিগকে তান্ত্রিক মত বলা হয়। তান্ত্রিক বলিলে সাধারণতঃ তামসিক তন্ত্রেরই অনুগত সাধকগণকে বুঝায়। সেই মতাবলম্বীগণ বলেন—“কলাবাগম্-সম্মতম্”। অর্থাৎ কলিকালে আগমোক্ত মতে ( তন্ত্রমতে ) সমস্ত পূজাদি না করিলে তাহার সম্যক ফল লাভ হয় না। সেই তন্ত্রমতের বীরাচার পদ্ধতিক্রমে পূজায় পঞ্চ ‘ম’-কারের উল্লেখ আছে। অতএব শক্তিপূজায় মদ্য ও মাংসাদির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য।” বহুস্থানে ঐ তন্ত্রমতে কালিকাদেবীর পূজাদিও হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্গাদেবীর পূজা বৈদিক বিধানে ও বৈদিক মন্ত্রাদি দ্বারাই সর্বত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার পূজায় তন্ত্রোক্ত কোনও বিশেষ বিধি পরিদৃষ্ট হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে তিন প্রকার ভাবে সাধনার (পূজার) বিধি দেখা যায়। যথা—(১) দিব্যভাব, (২) বীরভাব ও (৩) পশুভাব। ব্রহ্মজ্ঞানে সাধনাকারীর সাধনাকে দিব্যভাব কহে। মদ্য-মাংসাদি দ্বারা সাধনাকারীর সাধনাকে বীরভাব ( ইহাকে বামাচারী বা কোলও ) কহে। এবং বেদমতে মদ্যমাংসাদি-বর্জনপূর্বক সাধনাকারীর সাধনাকে পশুভাব অর্থাৎ বৈদিক ভাব কহে। কখন কোন্ ভাবে পূজাদি করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কালীবিলাস-তন্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

সত্য-ত্রেতার্ক-পর্যন্তঃ দিব্যভাব-বিনির্গয়ঃ ।

ত্রেতা-দ্বাপর-পর্যন্তঃ বীরভাব ইতৌরিতম্ ।

দিব্য-বীর-মতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে ॥

অর্থাৎ—সত্যযুগ হইতে ত্রেতাযুগের পূর্বার্ক পর্যন্ত দিব্যভাবে, ত্রেতার শেষার্ক হইতে দ্বাপরযুগ পর্যন্ত বীরভাবে এবং কলিকালে দিব্য ও বীরমতে সাধনা নাই। অতএব হে সুলোচনে পার্শ্বতি ! এই কলিকালে শুধু পশুভাবেই সাধনা করিতে হয়। রুদ্রধামলেও দেখা যায়,—

দিব্য-বীরময়ো-ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন ।

কেবলং পশুভাবেন \* মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ (রুদ্র যাঃ ২৬ পটল)

দিব্য ও বীরভাব কলিকালে কখনও আচরণীয় নহে। কলিযুগে মানবের কেবল পশুভাবেই \* মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

\* ‘পশুভাব’ অর্থাৎ বৈদিক ভাব বা দেব-ভাব। যথা—‘পশুপতি’

তন্ত্রের এই সকল প্রমাণদ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে কলিযুগের দুর্লভ মানবগণের পক্ষে দিব্যাচার বা বীরাচার-মতে সাধনা অসম্ভব। এই বীরাচার বা কুলাচারের সাধন অতীব কঠিন। মহাজ্ঞিতেন্দ্রিয় পুরুষ ভিন্ন অন্যের এই বীরাচারে অধিকার নাই। নিরন্তর তন্ত্রের ১০ম পটলে দেখা যায়—

‘সিক্তমদ্রী ভবেদ্বারো ন বীরো মদ্র-পানতঃ।’

অর্থাৎ যিনি মদ্র সিক্তি করিতে পারেন, তাহাকেই বীর (বীরাচারী) বলা যায়। শুধু মদ্রপান করিয়াই বীর হওয়া যায় না। বীরভাবে সাধকের (কৌল্যের) লক্ষণ নির্ণয়-বিষয়ে শ্রীশিবের এইরূপ উক্তি আছে,—

ত্বং সমা চ ভবেন্নারী মৎসমঃ পুরুষো যদি।

শুদ্ধচিত্তদাহসৌ তু সমর্থঃ কুলসাধনে ॥

হে পার্শ্বতি! তোমার ন্যায় শুদ্ধচিত্তা নারী এবং আমার ন্যায় শুদ্ধচিত্ত পুরুষ হইলে সেই নারী ও সেই পুরুষ কুলসাধনে (কৌলাচারের সাধনায়) সমর্থ হয়। কুলার্নব তন্ত্রের দ্বিতীয়োক্তাসে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে,—

কৃপাণ-ধারা-গমনাদ্ বাঘ্র-কর্ণাবলম্বনাং।

ভুজঙ্গ-ধারণামুনমশকাং কুল-সেবনম্ ॥

অর্থাৎ তীক্ষ্ণ অসীধারার উপর দিয়া গমন, বাঘ্রের কর্ণমর্দন ও হস্তদ্বারা বিষধর সর্পধারণ যেরূপ দুষ্কর, প্রকৃত কুলধর্ম্মাচরণ (কৌলাচার) তদপেক্ষাও অধিকতর দুষ্কর কার্য্য জানিবে। নির্ঝাণ তন্ত্রেও দেখা যায়,—

শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।

ন ভেদো যস্য চার্কজি স কৌলঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

হে দেবি! হে সুন্দরি! শ্মশানে ও গৃহে, স্তবর্ণে ও তৃণে যাহার ভেদ-জ্ঞান নাই তাহাকেই প্রকৃত কৌল বলিয়া জানিবে।

উক্ত সমস্ত বচন-তাৎপর্য্যেই কলিহত দুর্লভ জীবগণের পক্ষে কুলাচার নিষিদ্ধ হইয়া পশ্চাচারের পূজার ব্যবস্থা তত্ত্বং অধিকারীপক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

‘পশুভাব-স্থিতোমর্ত্তো মহাসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্।’

( রত্নযামলে উত্তরতন্ত্র ২য় পটল )

মানবগণ পশুভাবে অর্থাৎ পশ্চাচারে (মদ্র-মাংস ব্যতীত স্বাত্তিকী) সাধনা অর্থে ‘দেবেশ’ বা ‘জীবেশ’ শ্রীশিবকেই বুঝায়। পশ্চাচার বলিলে বৈদিক আচারকেই লক্ষ্য করে।



( পূজাদি ) করিলেই মহাসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । কলিকালে অন্যভাবে তাহা কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

পশ্চাচার যথা,—

বেদোক্তেন যজ্ঞেন্দেীং কাম-সংকল্প-পূর্বকম্ ।

স এব বৈদিকাচারঃ পশ্চাচারঃ স উচ্যতে ॥

( শব্দকল্পদ্রুমমুত—আচারভেদতন্ত্র )

অর্থঃ—নিজের অশীষ্টানুরূপ সংকল্পবাক্য উচ্চারণপূর্বক বেদোক্ত বিধানে দেবী ভগবতীর অর্চনাকেই বৈদিকাচার কহে এবং ঐ বৈদিকাচারই পশ্চাচার নামে কথিত হয় ।

সুতরাং তন্ত্রমতের অজুঠাতেও বলিদান বা মাংসাদি ভোজন অবাধগতিতে চলিতে পারে না । তন্ত্রমতের যাহা—পশ্চাচার, বেদাচারও যখন—তাহাই নিশ্চিত হইল, তখন বেদে রাগপ্রাপ্ত বলিদান ও মাংস ভোজনাতির সাক্ষাৎ কোনও বিধি না থাকায় মন্ত-মাংস-ব্যবহার বিষয়ে তন্ত্রমতেও বৈধ বলা চলে না । রাগপ্রাপ্ত কার্য্যে বিধি না থাকিলেও ইন্দ্রিয়ানন্ত জনগণ যথেষ্টভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে পারে বলিয়া, তাহাদের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্তই ‘পরিসংখ্যা’ বিধি বা ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র । ইহা পূর্বে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে ।

কাশীধাম শাক্ত ও শৈবগণের সর্বোত্তম স্থান বলিয়া মান্য করা হয় । এবং পণ্ডিতপ্রধান বলিয়াও সুপরিচিত । বিশ্বনাথের এই পুণাপুরী কাশীধামে অল্পপূর্ণা পূজায় পণ্ডিত্যেব নিয়ম না থাকায়, তাহার কোনও পূজাতেই ছাগাদি পশু-বলি দেওয়া হয় না । বঙ্গের বহু রাজা মহারাজা কাশীতে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তাহার বিশেষভাবে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন । এবং প্রতি বৎসর শত শত ক্রীতুর্গাপূজা ও কালীপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে ; কিন্তু বাংলাদেশে ন্যায় পশুবলির প্রথা কোথাও দেখা যায় না ;—সর্বত্রই নিরামিষ ভোগ হইয়া থাকে । কাশীস্থ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিশালাক্ষী দেবীর নিকটও নিরামিষ ভোগই হইয়া থাকে । পণ্ডিতপ্রধান কাশীধামের এই সমস্ত শক্তিপূজা অঙ্গহীন বা অশাস্ত্রীয় হয় বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই । একদাতীত ভারতের বহু বহু বিশিষ্ট শক্তি-মন্দিরেই সাত্ত্বিকভাবে বিনা বলিতে পূজার প্রচলন রহিয়াছে । তাহার ভূট-চারিটি স্থানের বিবরণ বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া সকলের সন্দেহ-নিরসনার্থ এইস্থলে প্রদত্ত হইল ।—

১। কলিকাতার সন্নিকটস্থ শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পূর্বে বলিবিধান ছিল। স্বর্গীয়া রাণীগঙ্গামণির দোহিত্র কলিকাতা ইটালির জমিদার স্বধর্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বলরাম দাস মহাশয় ঐ মন্দিরের সেবাভার প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বলিবিধান জন্য অত্যন্ত মন্বাহত হইয়াছিলেন। তিনি কাশীধাম, নবদ্বীপ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ভট্টপল্লী ও হরিদ্বার প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানের স্বনামখ্যাত বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মী নির্বিশেষে সকলের নিম্নে শক্তিপূজায় বলিদান একান্ত কর্তব্য কিনা, এবং ঐ বলিদান বন্ধ করিলেই বা শাস্ত্রীয় দোষ কি? তাহার ব্যবস্থাপত্র জন্য প্রার্থনা জানান। তদ্বত্তরে ঐ সকল পণ্ডিতগণের অনেকেই একত্রে মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একখানা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাহারা সকলেই স্বাক্ষরিত করেন, এবং পরে অনুপস্থিত পণ্ডিতগণেরও স্বাক্ষর করান হয়। ব্যবস্থাপত্রে তাঁহারাও প্রবন্ধেবর্ণিত পদ্মপুরাণাদির বচন উল্লেখ করিয় “বিষ্ণু-মন্ত্রোপাসক ও শক্তিমন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাধিকারী সকলেরই পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বলিদান সহ কালিকাপূজা বলিদান বাতীত করিলে কোনই পাপ হয় না, বরং সাত্ত্বিকবিধানে পূজা করাই প্রকৃত শাস্ত্রাভিমত”—এই মর্মে বিধান প্রকাশ করে। এইরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হইয়া উক্ত মহাত্মা তদবধি ঐ মন্দিরে বলিদান বন্ধ করেন। সকলের কুসংস্কার দূর করার জন্য উক্ত ব্যবস্থাপত্র ও স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণের নাম ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসের প্রদাসী-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ঞায়রত্ন প্রভৃতি সত্তেরজন, ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ক-ভৌম, শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি দশজন, কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, ভাগবতাচার্য্য স্বামী প্রভৃতি নয়জন, হরিদ্বারের শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বশাস্ত্রী শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি নয়জন, মোট পয়তাল্লিশ জন পণ্ডিত ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

২। বৌদ্ধভূম জেলার সিউড়ী সদরে স্বনাম প্রসিদ্ধ মৃত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকালিকামন্দিরে দেবীর নিকট ছাগ বলি বা মৎস্য-মাংসাদি ভোগের ব্যবস্থা নাই। ঐ মহাত্মা দেবীর প্রতিষ্ঠাকালেই ভারতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দতীর্থ স্বামী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সমবেত সকলের বিচার এবং ব্যবস্থাক্রমে

সাহিত্যিকভাবে পূজার অর্ঘ্যস্থান করাষ্ট স্থিরীকৃত হয়। তদবধি প্রত্যাহ দেবীর নিরামিষ ভোগই হইয়া থাকে। পশুগুলি সর্ষতোভাবে নিবারিত আছে। পীঠস্থান বহুল বৌদ্ধম জেলার সদরে শ্রীশ্রীকালীমাতার এইরূপ সাহিত্যিক পূজা পুণ্যআর স্মৃতিকে গোরাবাহিত করিতেছে।

৩। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয় রাণীভবানীর স্যোগা বংশধর মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বার্ষিক শ্রীদুর্গাপূজাকালে পূর্বপুরুষ প্রচলিত পশু বলিদান বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু কার্যে অনেকেরই ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে।

৪। কলিকাতা বাঁধা বটতলার স্বর্ঘ্যপরাগণ জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে বহুকাল যাবৎ শ্রামাপূজা উপলক্ষে ১০৮টি বলিদান হইত। তন্মধ্যে ত্রয়টি মহিষ, দুইটি মেষ, আটান্নকইটি ছাগ, একটি কুশ্মাণ্ড ও একটি ইক্ষুদণ্ড এই সমস্ত মোট একশত আটটি বলিদানের প্রথা ছিল। কিন্তু তাঁহার স্যোগা পৌত্রগণ এই বলিদান রহিত করিয়াছেন। তৎপরিবর্তে শাস্ত্রীয় বিধানমতে বলি প্রতিনিধিক্রমে ক্ষীরের পুতুল উৎসর্গ করিবার নিয়ম করিয়াছেন। এই মিত্র মহাশয়ের শ্রীশ্রীকালীধামে প্রতিষ্ঠিত যে কালীমূর্তি আছেন, সেখানেও কোন বলির ব্যবস্থা নাই, নিতা নিরামিষ ভোগ সহ পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

## উদ্ধারের পথ

পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৮ পৃষ্ঠার পর)।

‘ব্রহ্মসংহিতায়’ উক্ত হয়েছে,—

“ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

অনাদিবাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥ ( ব্রঃ সং ৫।১ )

অর্থাৎ—“সং, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তত্ত্বের আদি এবং সর্ব কারণের কারণ।

স্বৈতান্বিতর ক্রতিতে আছে,—

“ভূমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং

দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥”



অর্থাৎ—“তুমি ব্রহ্মরূপাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর । তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা । তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি বা পালক । তুমি পরতন্ত্রেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব । তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য জীলাপরাহণ পরমেশ্বর বলে জানি ।” স্বন্দ পুরাণে শিবজী পার্শ্বভীদেবীকে বলেছেন,—

“তেনৈব হেতুভূতেন বসং জাতা মহেশ্বরি ।

কারণং সর্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ ॥”

অর্থাৎ—“হে মহেশ্বর ! আমরা সেই নিমিত্ত-পুরুষ হতেই জাত হয়েছি । তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্বভূতের কারণ ।”

ঋগ্বেদ-বাক্যে কৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃতি ক্রমে বর্ণিত হয়েছে,—

“অপশ্যং গোপামণিপদ্মমানমা চ পরা চ পথিভিক্ষচরন্তম্ ।

স-সদ্রীচীঃ স বিষ্টির্বিমান আবরৌবত্তিভুবনেন্দ্রন্তঃ ॥

( ঋগ্বেদ ১২২।১৬৪ সূক্ত, ৩১ ধাক্ )

অর্থাৎ—“দেখিলাম এক গোপাল, তাহার কখন পতন নাই ; কখন নিকটে, কখন দূরে—নানাপথে ভ্রমণ করছেন । তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক পৃথক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত । এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকট-লীলা বিস্তার করছেন ।

কৃষ্ণের সর্বৈশ্বরত্ব ও পরতমত্ব সম্বন্ধে ‘অথর্ববেদ’ বলেন,—

“মুনয়ো বৈ ব্রাহ্মণমুচুঃ—ক পরমো দেবঃ ? কুতো মৃত্যুবিভেতি ? কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি ? তদ্ব্যহোবাচ ব্রাহ্মণঃ—কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং । গোবিন্দান্মৃত্যুবিভেতি । গোপীজন বল্লভ জ্ঞানেন এতদ্ বিজ্ঞাতং ভবতি । কৃষ্ণ এব পরমো দেবস্তং ধায়েৎ, তং যজেৎ তং রসেৎ, তং ভজেৎ ॥”

অর্থাৎ—“মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—প্রভো ! পরমেশ্বর কে ? মৃত্যু কাহাকে ভয় করে ? কি জ্ঞান লাভ করলে সমস্ত জানা যায় । তদ্ব্যস্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—কৃষ্ণই পরমেশ্বর । মৃত্যু সেই গোবিন্দকে ভয় করে । এই গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ হ’লে সমস্তই অবগত হওয়া যায় । অতএব এই পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই চিন্তা কর, তাঁর পূজা কর, তাঁর নাম কীর্তন কর, তাঁর ভজনা কর ।” ‘পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশিবজীর উক্তি,—

“ভুবনে সর্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা ।

ভবর্গং চিত্তকোহপি সর্বকামদঃ কামদঃ ॥

অর্থাৎ—“ভব-বন্ধন-হেদনকারী সর্বফল-দাতা শ্রীহরি বাতীত জীবের আর আরাধ্য কেহ নাই। তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য।”

‘গীতাতেও’ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—“অহং আদি হি দেবানাম্”,— অর্থাৎ—“আমিই সমস্ত দেবতার আদি”; “বেদৈশ্চ সর্বেষু হমেব বেদো”— অর্থাৎ,—“আমিই সকল বেদের জ্ঞাতবা বিষয়।” ঋগ্বেদে “শ্রীমাচ্ছন্দঃ প্রপত্তে” মন্ত্রে শ্রীমহেশ্বরের কৃষ্ণের কথাই ধ্বনিত হয়েছে। এইরূপে সকল শাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্বা প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শক্তির পরিণতিতে জগৎ ও জীবের প্রকাশ হয়েছে।

### স্বষ্টিতত্ত্ব-রহস্য

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ধাম দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল-এর মধ্যে গোকুল শ্রেষ্ঠ। আবার গোকুলের অন্তর্গত গোলোকধাম ঐশ্বর্য্যবৎ ও ব্রহ্মধাম মাধুর্য্যময়। তাই কৃষ্ণলোকের মধ্যে ব্রহ্মধামই সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। কৃষ্ণই মূল ভগবান্ এবং তিনি স্বয়ংক্রমে সর্বদা নিজধামে অবস্থান করে ভক্ত, দাস, সখা ও প্রেমসীগণের সহিত নিত্য নব নব লীলা-ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তিনি স্বয়ংক্রমে সৃষ্টাদি কোন কার্য করেন না। তবে তাঁর ইচ্ছাতেই সর্ব কার্য সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের একই বিগ্রহে অনন্ত-স্বরূপ ও অনন্ত-শক্তি। তাঁর অনন্তস্বরূপ থাকলেও তিনি প্রথমেই স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ত্বরূপ ও আবেশ (ভগবদাবেশ ও শক্ত্যাবেশ) রূপে বিরাজিত এবং তাঁর স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপ-মূর্ত্তিই স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বোত্তম।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ (মূর্ত্তি) বিবিধ—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ। ব্রজনাথ নন্দনন্দন গোপমূর্ত্তি কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপের সংজ্ঞায় লঘুভাগ-বতামৃত বাক্য, যথা,—“অনন্যাপেক্ষি স্বরূপং স্বয়ং রূপঃ স উচ্যতে।” কৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ আবার দুই প্রকারে প্রসিদ্ধ, যথা—প্রান্তব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ। তিনি প্রান্তব-প্রকাশে বা মুখ্য প্রকাশে ব্রজধামে বহুমূর্ত্তি ধারণ করে গোপীদের সাথে রাসলীলা করছেন। আর বৈভব-প্রকাশে বা গোপ-প্রকাশে তিনি দ্বারকায় মহিষী-বিবাহে একই সময়ে ভাব বেশ-ভেদে সকল মহিষীর গৃহে গমনপূর্ব্বক বহুমূর্ত্তিধারী। প্রসঙ্গতঃ জগৎগুরু শ্রীম বিষ্ণুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানিয়েছেন,—“আকারৈকো মুখ্য প্রকাশঃ আকারভিন্নভে গোপ প্রকাশঃ। তথা মহিষী-বিবাহদর্শনাভাবাৎ তদুপলক্ষিত-নারদ-দৃষ্ট-প্রকাশস্য চিত্রাদিভিন্নভেদে সর্লখা তৎস্বরূপভাবাৎ রাস-প্রকারৈশ্চৈব মুখ্যতম্।”

“সেই বসু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।

ভাব-বেশ-ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥” (৫: ৮: মধ্য)

আবার বৈভব প্রকাশে কৃষ্ণই ক্ষত্রিয় ভাব ও ক্ষত্রিয়-বেশে দ্বিভূজ দেবকী-নন্দন বাসুদেব এবং স্বয়ং প্রকাশ-বিগ্রহে বা দ্বিতীয় দেহে ভিন্ন আকৃতিতে গোপ-অভিমানী স্বয়ং প্রকাশ বস্তু মূল সঙ্কর্ষণ বলরাম বা বলদেব রূপে বিরাজিত। কৃষ্ণের স্বয়ংরূপের অভিন্ন এবং ভাব-বেশ ও আকৃতিতে ভিন্ন তদেকান্ত-পুরুষগণ বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ। বিলাস আবার প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস নামে খ্যাত। দেবকীনন্দন বাসুদেব দ্বিভূজ পরিত্যাগ করে যখন চতুর্ভূজ হ'ন তখন আর বৈভব-প্রকাশ থাকেন না, পরন্তু প্রাভব-বিলাস হন। “যে কালে দ্বিভূজ, নাম বৈভব-প্রকাশ।

চতুর্ভূজ হৈলে নাম প্রাভব-বিলাস ॥” (৫: ৮:)

কৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ বলরামেরও যেমন ব্রজধামে গোপভাব-গোপ-বেশে বৈভব-প্রকাশ আছে, তেমনি তাঁর দ্বারকা-মথুরা ধামে নিত্য ক্ষত্রিয়ভাব ও ক্ষত্রিয়বেশে আদি চতুর্ভূজরূপে প্রাভব-বিলাস হয়। এইভাবে বলরামও কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। কৃষ্ণের এই আদি-চতুর্ভূজের চারিমূর্তি দ্বিভূজ।

“বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।

একই মূর্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে আসে ॥” (৫: ৮:)

কৃষ্ণলোকের অধোভাগে সর্বিশেষ পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোক। বৈকুণ্ঠলোকে কৃষ্ণের বৈভব-বিলাস প্রকাশিত; কৃষ্ণলোকের আদি-চতুর্ভূজই পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোকে দ্বিতীয় চতুর্ভূজরূপে তথা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ভূজ মূর্তিতে বিরাজমান। প্রাভব-বিলাস আদি-চতুর্ভূজ থেকেই দ্বিতীয় চতুর্ভূজ ও অন্যান্য চতুর্ভূজরূপী বৈভব-বিলাসগণ তথা অস্ত্রবৈচিত্র্যে চক্ষিণ মূর্তিরূপ বৈভব-বিলাস প্রকটিত।

কৃষ্ণই বিলাস-বিগ্রহে চতুর্ভূজ নারায়ণ ‘মহাকর্ষণ’ নামে দ্বিতীয় চতুর্ভূজ সহ পরব্যোম বৈকুণ্ঠে বিরাজিত। এইভাবে কৃষ্ণ স্বয়ং গোকুলাদি তিন ধামে অনন্ত সময় কেবল লীলাময় এবং তিনিই একই স্বরূপে মূল সঙ্কর্ষণ বলদেবরূপে প্রকাশিত হ'য়ে আত্ম কায়বাহে কৃষ্ণলীলার সহায়ক হয়েছেন। আবার তিনিই সৃষ্টিকামযুক্ত হয়ে মহাকর্ষণরূপে পরব্যোম বৈকুণ্ঠে বিলাস-মূর্তি ধারণ ক'রে তদংশরূপে কারণার্ণবশায়ী মহাবিশু, গর্ভোদকশায়ী বিশু ও ক্ষীরোদশায়ী বিশুরূপে কৃষ্ণেচ্ছায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। বলদেবের হৃদয়ে দাসাভিমান



বা ভক্ত-অভিমান থাকায় তদংশ বা অংশাংশে সকল বিষুতত্বেই ভক্তভাব স্বাভাবিক ভাবেই আছে।

“মথুরা-স্বাক্ষরকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।

নানা-রূপে বিলসয়ে চতুর্বা'হ হৈয়া ॥

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রত্নান্নানিরুদ্ধ।

মধুচতুর্বা'হ-অংশী, তুরীয়, বিগুহ ॥

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময়।

নিজগণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময় ॥

পরব্যোম মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ।

নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥

স্বরূপ বিগ্রহ কক্ষের কেবল বিভূজ।

নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভু'জ ॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম মহৈশ্বর্যাময়।

ক্ৰী-কু-লীলা-শক্তি যার চরণ সেবয়ে ॥” ( চৈঃ চঃ আদি )

কক্ষের বিলাস মহাসঙ্কর্ষণ হ'তেই স্বাংশের প্রকাশ। স্বাংশ বলতে মহাসঙ্কর্ষণের অংশ পুরুষাবতার ও মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি অবতার। ইঁহারা শক্তিমত্ত বা ঈশত্ত্ব : পরব্যোম বৈকুণ্ঠের অধোভাগে শেষসীমায় জ্যোতির্ময় নির্বিশেষ ব্রহ্মধাম বা সিন্ধুলোক। ব্রহ্মলোকের বাহিরে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্র বা বিরজা নদী। মহাসঙ্কর্ষণ এক অংশে আদি পুরুষাবতার মহাবিশু বা কারণার্ণবশায়ী নামে সেই কারণ সমুদ্রে শায়িত।

শাস্ত্রবলেছেন,— “কারণাক্রি-পারে মায়া'র নিতা অবস্থিতি।

বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥” ( চৈঃ চঃ মধ্য )

পাদ্মোত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে,—

“তস্মাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদভূতং সনাতনম্।

অমৃতং শাস্বতং নিতমেনন্তং পরমং পদম্ ॥”

অর্থাৎ—“সেই বিরজার পরপারে পরব্যোম আছে। পরব্যোম—চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ বিভূতি তাহাতে নিতা বর্তমান।”

পরব্যোম বৈকুণ্ঠে সত্ত্ব-রজস্তমো গুণ নেই। সেখানকার কোন বস্তু সৃষ্টবস্তু নয়, তাই সেখানে রজগুণের প্রভাব নেই। সেখানকার কোন বস্তুর ধ্বংস

হয় না—তাই প্রলয়ের কারণ ভগবতের প্রভাবও সেখানে নেই। সত্ত্বগুণ প্রাকৃত মায়িক বশে সেখানে সত্ত্বগুণও নেই। বৈকুণ্ঠধাম তাই নিঃশূন্য নিত্য সনাতন নাম। সেই পরবোম বৈকুণ্ঠ-লোকে সদাশিব-বৈকুণ্ঠ, নৃসিংহ-বৈকুণ্ঠ, রাম-বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ বিদ্যমান।

“অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার।

সে পরবোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরবোম যার দলশ্রেণী।

সর্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি ॥

এইমত ষড়ৈশ্বর্য, স্থান, অবতার।

ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ চার ॥

এইমত কৃষ্ণের দিবা সত্ত্বগুণ অনন্ত।

ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য)

বৈকুণ্ঠধামের বেষ্টনী জলনিধি কারণ সমুদ্রকে মায়াশক্তি স্পর্শ করতে পারে না। আদি পুরুষাবতার কারণাবশ্যায়ী মহাবিষ্ণুই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত জীবশক্তির অধিষ্ঠান ও মূল। তিনি সৃষ্টিকালে চিহ্নক্ৰিয়নে সৃষ্টিকামযুক্ত হ’য়ে তাঁর অধীনা জড় প্রকৃতি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ বা দৃষ্টি করেন। এই জড়মায়া হচ্ছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাপোষণ-শক্তি যোগমায়ায় বিকার বা চিহ্নক্ৰিয় চায়া-বিকার। আদি পুরুষাবতারের সেই ঈক্ষণ বা দৃষ্টির প্রভাব নিমিত্তই আধারময় প্রকৃতিতত্ত্ব মায়া ক্রীয়াবর্তী হয়। সেই সময় প্রতিফলিত যে জ্যোতির উদয় হয়, সেই সনাতন জ্যোতির আভাস দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্ব শক্ত্ব দিগ। মহাবিষ্ণুর সেই ঈক্ষণ কার্য্য সরাসরি না হওয়ায় মায়ায় সজ্জ হয় না, কারণ কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই চিহ্নক্ৰিয়রূপা রমাদেবী সেই ঈক্ষণ বহন করে প্রপঞ্চ সহ মতৎ-তত্ত্বরূপ বীজ মায়াতে সংযোগ করেন। সেই ঈক্ষণ কার্য্যে কৃষ্ণেরও জড়-মায়ায় সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সজ্জ হয় না। সেই ঈক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য যথা,—

“কালবৃত্তা তু মাতারাং গুণমর্যামধোকৃতঃ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যদাযত্ব বীর্য্যবান্ ॥” (ভাঃ ৩।৫।২৬)

অর্থাৎ,—“কালবৃত্তি দ্বারা গুণময়ী (কোত্তিতা) মায়ায় সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা আদি পুরুষাবতার দ্বারা বীর্য্য (চিৎ পরম গুণত্ব বী-শক্তি) সুধান করেছিলেন।”

‘শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ এ’ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় লিখেছেন,— “মায়ায় যে দুই বৃত্তি—‘মায়া’ আর ‘প্রধান’।

‘মায়া’ নিমিত্ত হেতু, বিশ্বের উপাদান ‘প্রধান’ ॥

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।

প্রকৃতি ক্ষোভিত করি’ করে বীর্যের আধান ॥

স্বাদ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।

জীবরূপ ‘বীজ’ তা’তে কৈলা সমর্পণ ॥” (চৈঃ চঃ)

সর্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

“মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধামাহম্।

সমুভঃ সর্গভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” (গীঃ ১৪।৩)

অর্থাৎ—“হে ভারত! প্রকৃতি আমার যোনি বা গর্ভাধান স্থান আমি তাহাতে তটস্থ প্রভাবরূপ জীব-বীজকে আধান করি, তাহা হ’তেই সমস্ত জীবের উদ্ভব হয়।”

শ্রীভগবানের তটস্থাত্মা জীব-বীজ সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ জানিয়েছেন,—“ভগবানের তটস্থাত্মা-জীবশক্তিতে কক্ষোন্মুখী চেষ্টার সহিত কক্ষনৈমুখ্যরূপ ভোগ-বাসনা-বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাত্মা প্রকৃতিত কিরণ কণারূপে বিভিন্নাংশ অনন্ত জীব আদি-পুরুষাবতারের ঈক্ষণ প্রভাবে মায়ার সহিত মিলিত হন। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের কিরণকণ হওয়ায় ভগবানের লক্ষণ ও গুণসমূহের কণ প্রাপ্ত হয়েছেন। মায়া প্রবণ জীব শুদ্ধচিৎকণস্বরূপ প্রাপ্ত হ’লেই ভগবদ্গুণাদি অনুরূপে সঞ্চারিত হয়।

মহাবিক্রুর ঈক্ষণকার্য্য সম্বন্ধে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের উপদেশ স্মরণীয় :—“কারণাবশ্যায়ী পুরুষ দূর হ’তে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তা’তে দুইপ্রকার কার্য্য হয় অর্থাৎ পুরুষের কিরণ কণারূপে অনন্ত জীবকে মায়া মধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অজ্ঞাভাসে মায়া স্পর্শ করে অনন্ত ব্রহ্মাও সৃষ্টি করে। অজ্ঞাভাস—অজ্ঞ মিলনের আভাস মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞ-মিলন নয়।” জড়মায়ায় প্রতি মহাবিক্রুর ঈক্ষণে প্রভাব সঞ্চারিত হওয়াতে সৃষ্টিাদি কার্য্য প্রকাশ পেয়েছে।



মহাবিশ্বের অধ্যক্ষতা-প্রভাবেন্দ্রবাময় প্রধানরূপ শব্দে আধারময় প্রকৃতি-ভবু মায়া—এই উভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় মায়া হিরণ্যময় মহত্ত্ব প্রসব করেন। সেই সময় জ্যোতিলিঙ্গময় শব্দে মহাবিশ্বের বিভিন্নাংশ হয়েও আধিকারিক দেবতা ও শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মধ্যে পরিগণিত। ইনি বৈকুণ্ঠলোকের অন্তর্গত শিবলোকে বিরাজিত স্বাংশ সদাশিবের অংশ। সদাশিব নিজস্বরূপে ভগবৎ-সেবক। অতঃপর শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় সেই মহত্ত্ব থেকে সাত্ত্বিক, রাজসিত ও তামসিক—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হ'ল। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, রাজসিক অহঙ্কার থেকে বুদ্ধি ও দশ-ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), তামসিক অহঙ্কার থেকে পঞ্চ মহাভূত (ভূমি বা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ) এবং পঞ্চ-মহাভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা পঞ্চ তন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) প্রকাশিত হ'ল। এইভাবে ভগবানের ইক্ষণ-প্রভাবে অপরা বা মায়া শক্তিগত অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হল। এই মাত্ত্বিক ব্রহ্মাণ্ডগুলিতে ভগবানের একপাদ বিভূতি এবং বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামে ত্রিপাদ বিভূতি বর্তমান।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে গুণময়ী জড় মাযার মুখ্য কর্তৃত্ব নেই, কেননা কৃষ্ণের ইচ্ছা বাতীত জড়মায়া ক্রীয়াবতী হ'তে পারেন না। অপরা বা মায়া-প্রকৃতির বৃত্তি জড়; কিন্তু ভগবানের পরা-প্রকৃতি জীবশক্তি জড় ন'ন,—জীবশক্তির চৈতন্যত্ব বিদ্যমান। তাই মায়াশক্তি অপেক্ষা জীবশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালিত। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ পং মনো বুদ্ধিরেব।

অহঙ্কার ইতীয়াং মে ভিন্না প্রকৃতিঃ ষ্টমা ॥

অপরেয়মিতত্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যথৈদং ধার্ষাতে জগৎ ॥”

অর্থাৎ—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি স্থূল জড় ও মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই তিনটি সূক্ষ্ম জড়—এই অষ্টপ্রকার আমার অপরা বা মায়াশক্তির বৃত্তি বিশেষ। কিন্তু ইহা হ'তে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ আমার পরা প্রকৃতি চৈতন্যরূপে জীবশক্তি আছে, তার থেকে জীবসমূহ নিঃসৃত হয়ে জড়-জগতে অবস্থান করছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

## ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী স্বামী ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের বাল্যকালে নাম ছিল শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়। পিতার নাম শ্রীমহেন্দ্র রায় এবং মাতার নাম ছিল শ্রীমতী যুগ্ময়ী দেবী। আসামস্থ গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত গোলোকগঞ্জ থানার অধীন লক্ষীমারী গ্রামে ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চে জন্ম হয়। তাহার পিতা গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন। বালক যোগেন্দ্র গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সহর গোলোকগঞ্জের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাত্র ৮ বৎসর বয়সেই ভর্তি হয়।

শৈশবকাল হইতেই যোগেন্দ্র (ডাক নাম যোগেন) ধর্মপ্রবণ ছিল। মাত্র তিন মাস যখন তাহার বয়স তখনই তাহার মাতৃ বিয়োগ হয়। বাল্যদিশবা-নিঃসন্তান পিসিমা-ই তাহাকে লালন-পালন করিতে থাকেন। শিশু যোগেন্দ্রের মাতৃ বিয়োগ ঘটলেও পিসিমা শ্রীমতী বর্ণময়ী দেবীর স্নেহ-যত্নে শশীকলার ছায় বর্জিত হইতে থাকে। পিসিমায়ের এতো আদর পেয়েছিল যে, সে নিজেই গর্ভধারিণীমা ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিতে পারিত না। মাতৃহারা যোগেন পিতার চিণ অত্যন্ত স্নেহের পুতুল। সামাজিক জীবনে পিতার যেমন আভিজাত্য ছিল তেমনি তাহার সহিত বাল্যকাল হইতেই বহু স্থান ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইত। পিতা প্রায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণে গেলে বালক-পুত্র যোগেন্দ্রকে তিনি সঙ্গে রাখিতেন। তাহার পিতা ছিলেন ধর্মতীক্ষু উদার চরিত্রের। বালক যোগেন্দ্রকে পড়াশুনার মধ্যে এমনকি রাত্রি শয়নকালে পিতা শুয়ে শুয়ে তাহাকে রামায়ণ, মহাভারত, বাস্তব পুরাণ-ভাগবত এবং ইতিহাস, ভূগোল तथा অনেক মহাপুরুষদের জীবনচরিত শুনাইতেন। স্মরণ্য বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিক অবস্থাতেই যোগেন্দ্রের মন ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাই স্বভাবতই বালক যোগেন্দ্র যেখানেই কোন সাধু-সন্ত দেখিতেন সেখানেই ছুটিয়া যাউতেন।

যখন সহরে এসে ইংরাজী স্কুলে যোগেন্দ্র ভর্তি হন তখন ১৯৫৩ সালে গোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেট অবধি এই মঠের সহিত যুক্ত থাকে। ইত্যবসরে তাহার ধর্ম্মীয় জীবনে বিশেষ আকর্ষিত হওয়া

দেখে তাহার পিতা কুলগুরুর নিকট দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতার নির্দেশে বালক যোগেন্দ্রের ৮ বৎসর বয়সেই উপনয়ন সংস্কার ও দীক্ষা-গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। বালক যোগেন্দ্র কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইলেও বহু ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাপ্রম সঙ্ঘ, স্বামী নিগমানন্দের আশ্রম, শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতির সাধু-সন্ন্যাসীগণের সহিতও যোগাযোগ করেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাহার অধ্যয়ন-কার্য্য চলিতে থাকে।

বালক যোগেন্দ্র যখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র তখনই রাজনীতির সহিত তাহার পরিচয়। অষ্টম শ্রেণীতে উঠিলে আসামে তেল-শোধনাগার আন্দোলনের সময় ছাত্র-সংস্কার সহিত সংযুক্ত হইয়া সরকারের ভুল-নীতির প্রতিবাদ করে। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার হর্ষোৎফুল্লিত দিবসেই হঠাৎ জীবনের মধ্যে এক শোকাবহ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ পরীক্ষার কুশল সংবাদ পিতার নিকট পৌঁছাইতে বাড়ী গিয়া দেখে পিতৃদেব শয্যায় অসুস্থ। হর্ষের মধ্যে তাহার যে বিষাদের চায়াপাত হইয়াছিল সেই রেখা চিরকালের জঘাই জীবনকে নিঃসঙ্গ করিল। পরের দিন প্রাতে দ্বাদশীর দিন তাহার পিতৃ-নিয়োগ হয় ১৯৫৭ সালে। আগের দিন একাদশীর উপবাসী থাকা সত্ত্বেও পিতৃভক্ত বালক যোগেন্দ্র তিন দিবসকাল উপবাসী থাকিয়া পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাহার একমাত্র ভ্রাতা অগ্রজ সতীশচন্দ্র ও দিদি সন্ধ্যারাগীর প্রতিও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-প্রীতি বর্ত্তমান ছিল।

এইবার কিশোর যোগেন্দ্র পিতৃ-নিয়োগে অত্যন্ত বাথিত হইলেও নিরাস হইলেন না। পিতার উদ্দীপনাময় বাণী জীবনকে সজ্জাবে চলিবার প্রেরণা যোগাইত। পূর্বের পিতার নিকট হইতে আদেশ লইয়া স্কুলের ছাত্রাবাসে না থেকে এক বন্ধুর সহিত তাহাদের স্কুলের এক মাষ্টার মহাশয়ের ভাড়াবাগায় থেকে নিরামিষ আহার করিয়া ছাত্র-জীবন যাপন করিতেছিল, —ইহারও কোন পরিবর্ত্তন হইল না। এভাবেই স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলেজ জীবনে যথাসময়ে পদার্পণ করেন।

তাহার মাতুলের আদেশে রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে কলেজ জীবন আরম্ভ করার কথা ছিল। কিন্তু মাত্ত্বিক আহার নিয়াই তাহার সহিত একমত হইতে না পারিয়া মাতুলকে অস্বরোধ করত স্বাধীনভাবে থেকে নিরামিষ



আহার গ্রহণ করিয়া পড়া-শুনা করিবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে। অগত্যা বাড়ীর সকলেই সেই ইচ্ছার বিরোধিতা করেন নাই।

স্নানতক পরীক্ষা তখন প্রায় সন্নিহিত হইয়া আসিয়াছিল ইত্যবসরে তিনি শুনিতে পাইলেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজ ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় আছেন। এই সংবাদ তাহার নিকট ভাবিকালের অন্তঃ ইঙ্গিত আনিতে পারে—এই ভাবনায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কেননা উক্ত মহারাজের নিকট প্রচুর হরিকথা, দার্শনিক-বিচার শ্রবণ করিয়া তিনি জীবনে যে আধ্যাত্মিকতার-দিক যাইবে স্থির করিয়াছিল তাহা কিজানি পূরণ না হয়—এই ভাবনায় বিচলিত হইয়া পড়ে। তাই কাল-বিলম্ব না করিয়া সোজা নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। এদিকে গুণবদিচ্ছাক্রমে সভাপতি-মহারাজ অনেকটা সুস্থ হইয়া তৎপূর্বেই নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন।

শিশোর যোগেন্দ্র অধ্যয়নরত থাকাকালেই প্রথমে স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষকতা এবং তাহা ছেড়ে পি, ডব্লিউ অফিসে স্থায়ী সরকারী চাকরী করে থাকলেও ধর্ম্মীয় জীবন তাহাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল যে, সমস্ত কিছু ছেড়ে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট সাত্বত-বিধানানুযায়ী পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি প্রথমে তাঁহার গুরুদেবের ব্যক্তিগত সচিবরূপে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। তাহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা ও প্রীতি দর্শনে গুরুদেব তাহাকে ‘ভক্তি-বান্ধব’ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং উক্ত সেবার উপরিও সমিতির গ্রন্থ-প্রকাশনী বিভাগের যাবতীয় দায়িত্বও অর্পণ করেন। সমিতির নিজস্ব মুদ্রাশালয়ের গুরুদায়িত্ব ও গুরুপাদপদ্মের একান্ত সচিব হিসাবে সেবাকার্য্যে নিয়োজিত থাকেন।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের ৬ তারিখে শারদীয়া-পূর্ণিমা-দিবসে আচার্য্যবর্ষ্য পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সূষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার মানসে তিনি ১২জন সদস্য নিরূপণ করিয়া যান। তাঁহার মধ্যে উক্ত ভক্তি-বান্ধব ব্রহ্মচারীজীও একজন। সেই হঠাৎ অচ্যাবধিও উক্ত ব্রহ্মচারীজী সমিতির

বিভিন্ন সেবাকার্যে তথা গৃহ-প্রকাশনী-বিভাগের অধিকর্তাক্রমে নিয়োজিত  
আছেন এবং সমিতির জমি-জমা সুরক্ষা-ব্যাপারেও দায়িত্ব পালন তাহার  
অশ্রুতম কৃত্য।



বিগত ২৫ ফাল্গুন, ১৩৮৮ ( ইং ৯।৩।১৯৮২ ) মঙ্গলবার দিবসে সমিতির  
বর্তমান সভাপতি অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন  
গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীনবযোগেন্দ্র  
ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব-প্রভু “ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত আচার্য্য  
মহারাজ” নামে পরিচিতি লাভ করেন।

নম্র: বিনম্রী, দৃঢ়চেতা ও ন্যায়বাদিতাই তাহার জীবনের বৈশিষ্ট্য।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ



॥ শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

# শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের বথযাত্রা

## মহোৎসবে আহ্বান

[ পুরীধামের প্রথানুসারে ]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি      শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় ষষ্ঠ,  
( রেজিষ্টার্ড )      পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া ) ।

ফোন : ২৪৭

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন.—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত ষষ্ঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীজগন্নাথদেবের বথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৬ই আষাঢ়, ১৩৮৯ ( ইং ২১।৬।৮২ ) সোমবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৯ ( ইং ২১।৭।৮২ ) বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীৰ্তন, ইষ্ঠগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাটিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্যপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ ; ইং ১৩।৬।৮২

শুদ্ধভক্ত-রূপানুপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

দ্রষ্টব্য : কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিব্যাহী শ্রী শ্রী মনুভক্তিবিনোদ বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।



## —ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ৬ই আষাঢ় ( ইং ২১।৬।৮২ ), সোমবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ঐ বিকুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ৭ই আষাঢ় ( ইং ২২।৬।৮২ ), মঙ্গলবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন ও মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ৮ই আষাঢ় ( ইং ২৩।৬।৮২ ), বুধবার—শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ; অপরাহ্ন ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনযোগে শোভা-যাত্রাসহ রথাকূট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, আরাট্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুন, বৃহস্পতিবার হইতে ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রতাহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ১২ই আষাঢ় ( ইং ২৭।৬।৮২ ), রবিবার হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে দিবা ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন সন্ধ্যায় আরাট্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন সোমবার হইতে ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রতাহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাট্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ১৬ই আষাঢ় ( ১।৭।৮২ ), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সঙ্কীৰ্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ — দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

। শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ন্তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তির্ধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্সা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

১১ শ্রীধর, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাঙ্গ  
৩২ আষাঢ়, শনিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৭৭৭/১৯৮২

৫ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

## শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-স্তোত্রম্

[ শ্রীপদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে ]

দেবা উচুঃ—

জয় দাশরথ্যে সুরাতিহঞ্জয়তাদানব-বংশদাহকঃ ।

জয় দেব বরাহনাগন-ব্যপকর্ষাদিকরারিদারকঃ ॥১॥

ভব যদন্তুজেন্দ্রনাশনং কবয়ন্তংকথয়ন্ত চোৎসুকাঃ ।

প্রলয়ে জগতাং ততীঃ পুনর্দ্রাসমে ত্বং ভুবনেশ জীলয়া ॥২॥

( শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর ) দেবতাবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহার  
স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।—হে দেবগণের আত্মনাশন ! দাশরথ্যনন্দন  
রাম ! আপনার প্রয় ছউক ; হে রাম ! আপনি দৈত্যবংশ ধ্বংস করিয়াছেন ।

আপনি দেবান্নাগণের অত্যাচারকারী অতিদুষ্ট ত্রিভুন-শত্রু রাবণকে বধ  
করিয়াছেন। আপনার জয় হউক। আপনার এই দৈত্যরাক্ষস-বিনাশন-  
কথা কবিগণ আগ্রহ-সহকারে বর্ণন করুন। হে ভুবনেশ্বর! এই জগৎ  
আপনারই লীলা; এই লীলা-অবসানে,—প্রলয়কালে আপনিই আবার এই  
জগৎসমূহ গ্রাস করিয়া থাকেন ॥১-২॥

জয় জন্মজরাদিভুংখকৈঃ পরিমুক্তপ্রবলোদ্ধরোদ্ধর।

জয় ধর্মকরাধরানুধৌ কৃতজন্মজন্মরামবচ্যুত ॥৩॥

(হে শ্রীরামচন্দ্র!) আপনি জন্ম-জরাদি ভুংখ হইতে নিম্মুক্ত; আপনার  
জয় হউক। আপনি অতি উদ্ধত দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া উদ্ধার  
করিয়াছেন। হে অঙ্কর, অমর অচ্যুত! আপনি সূর্যাবংশরূপ সাগরে জন্ম-  
গ্রহণ করিয়াছেন; আপনার জয় হউক ॥৩॥

তব দেববরস্ত নামভির্বহুপাপাশ্চ গতাঃ পবিত্রতাম্।

কিমু সাধুদ্বিজবর্ষ্যপূর্বকাঃ স্মৃতনুং মানুষতামুপাগতাঃ ॥৪॥

হে দেববর! আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া বহুতর পাপী উদ্ধার  
পাইয়াছে, যাঁহারা সাধু দ্বিজবর সতত পুণ্যকারী সূমানুষ-জন্ম লাভ  
করিয়াছেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই ॥৪॥

হরবিরিঞ্চিনুতং তব পাদয়োযুগলমীপ্সিত-কামসমৃদ্ধিদম্।

হৃদি পবিত্রযবাদিক-চিহ্নিতৈঃ সুরচিতং মনসা স্পৃহয়ামতে ॥৫॥

(হে রঘুনন্দন!) দীপ্যিত ফলদায়ী হর-বিরিঞ্চি-স্তুত পবিত্র যবাদি-  
চিহ্নযুক্ত ভবদৌষ পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে আমাদের স্পৃহা  
হইয়াছে ॥৫॥

যদি ভবান্ন দধাত্যভয়ং ভুবো মদনমূর্তি-তিরস্করকান্তিভূং।

সুরগণাশ্চ কথং সুখিনঃ পুনর্ননু ভবন্তি যুগাময় পাবন ॥৬॥

হে ভুবনমোহন! সুন্দরমূর্ত্তে! আপনি যদি পৃথিবীকে অভয়দান না  
করেন, তাহা হইলে হে দরাময় পাবন! দেবগণ কিরূপে সুখী থাকিবে? ॥৬॥

যদা যদাস্মান্ দমুজা হি ভুংখদাস্ত-

দাতদা ভুংভুবি জন্মভাগ্ভব।

অজোহব্যয়োহপি প্রবরোহপি সনু বিভো

স্বভাবমাস্তায় নিষ্কং নিজার্চিতঃ ॥৭॥



মৃত-সুধাসদৃশৈরঘনাশনৈঃ-

সুচরিতৈরবকীৰ্য্য মহীতলম্ ।

অমলুজৈর্গুণশংসিভিরীড়িত-

স্বমত আশু পুনঃ প্রবিশেঃ পদম্ ॥৮॥

হে সর্বেশ্বর ! হে বিভো ! আপনি অজ, অবাগ্র এবং স্বভাবে অবস্থিত হইলেও দৈতাগণ যখন নিতান্ত উপদ্রবকারী হইবে, তখন অনুগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং এইরূপে মৃতব্যক্তির সঞ্জীবনী-সুধাকল্প পাপনাশন বহুগুণশোভিত অলৌকিক চরিত্র-গুণে সমস্ত ভূতলে পূজিত হইয়া পুনরায় নিজ বৈকুণ্ঠধামে প্রবিষ্ট হইবেন ॥৭-৮॥

অনাদিরাছোহজররূপধারী হারী কিরীটী মকরধ্বজাভঃ ।

জয়ং করোতু প্রমভং হতারিঃ স্মরারি-সংসেবিত-পাদপদ্যঃ ॥৯॥

( হে রঘুবর্য্য ! ) আপনিই সকলের আদি, আপনার আদি কেহই নাই । আপনি অজর রূপধারী, কন্দর্পতুলা রূপবান ; হার-কিরীট-শোভিত । মহাদেব আপনার পাদপদ্য সেবা করিয়া থাকেন । আপনি নিখিল শত্রু নিহত করিয়াছেন, আপনার জয় হউক ॥৯॥

শ্রীরাম উবাচ—

ভবংকৃতং মদীয়ৈবৈর্ব গুণৈর্গ্ৰথিতমদ্ভুতম্ ।

স্তোত্রং পঠিষ্যতি মুখঃ প্রতিনিশি সকলরঃ ॥১০॥

মদীয়চরণদ্বন্দ্বৈ ভক্তিস্তেষাঞ্চ ভূয়সী ।

ভবিষ্যতি মুদা যুক্তং স্বাক্তং পুংসাং তু পাঠতঃ ॥১১॥

মহাযশস্বী রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদিগের স্তবে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি, কৃপাদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করত বলিলেন,—দেবগণ ! আপনারা মদীয় গুণগ্রথিত যে অপূর্ণ স্তব করিলেন, এই স্তোত্র মানব প্রাতঃকালে অথবা সন্ধ্যাকালে একবার মাত্র পাঠ করিলেও তাঁহাদের হৃদয় সর্বদাই আনন্দযুক্ত হইয়া মদীয় পদযুগলে একান্তভাবে আসক্ত থাকিবে ॥১০॥

# বৈষ্ণব-দর্শন

## দর্শন-শব্দের অর্থ ও ইহা চক্ষুর কার্য

দৃশ্যবস্তু-সহ দ্রষ্টার সম্বন্ধ স্থাপনকে দর্শন বলে। সাধারণতঃ যে-করণের সাহায্যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, দ্রষ্টার তাদৃশ ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বলে। অক্ষি-দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক আকার ও রূপাদির অনুভূতি হয়। বস্তু-সম্বন্ধে বাহ্য-জ্ঞান লাভ করিতে চক্ষু নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক করণের সাহায্য আবশ্যিক। কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দর্শন-কার্য সম্পন্ন হয়, একপন্থে নহে। কারণরূপে চক্ষুর অভিভাবক বা চালকরূপে অপর একটি বাহ্যেন্দ্রিয়-পতির অবস্থান আমরা বুঝিতে পারি। দর্শন-ক্রিয়ার কারণরূপে চক্ষুর অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার কারণরূপে মনের প্রতিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার্য।

## মন কাহাকে বলে ও তাহার সহিত

### অন্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ

চক্ষুর দর্শনে বাধা নাই এমনতর স্থাপেও যাহার কর্তৃত্বভাবে চক্ষু কার্য করেনা, তাহাই মন বলিয়া সংজ্ঞিত। মন যে কেবল একমাত্র চক্ষুর নায়ক তাহাও নহে। মনের অধীনে চক্ষুর ছায়া আরও চারিটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দ্বারা মন বস্তু-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি সংগ্রহ করেন। বস্তুর বাহ্য আকার ও রূপাদি না থাকিলে, বা ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন, বৃহত্ত্ববশতঃ, অতিঘাত জন্ত আবরণ-যুক্ত হইলে, বা সুদূরাবস্থিতি-জন্ত অনেক সময় চক্ষুর দ্বারা অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুও প্রতীত হয় না।

## ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও মানস অনুমিতি

বাহ্য বস্তুর অধিষ্ঠান অপর চারিটি ইন্দ্রিয়-সাহায্যেও উপলব্ধ হয়। জ্ঞান-সংগ্রহোপযোগী করণ বা ইন্দ্রিয়-সাহায্যে ইন্দ্রিয়-পতি মন, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ অননুভূত বস্তুর ধারণা করিতে সমর্থ হন। মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে অনুভব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাও করণসমষ্টিবলে মন প্রত্যক্ষ-পন্থা বাতীত অনুমিতি-পন্থায় নিরাকরণ করিতে পারেন। দর্শনাদি প্রত্যক্ষ যদিও একমাত্র স্বানুভব পথ, অনুমিতি দোষ-দুষ্ট না হইলেও প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। প্রত্যক্ষও কোন কোন সময় সত্যের অপলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্য অনুভূতি বিষয়ে বঞ্চনা করে। মাদক দ্রব্যাদির সহযোগে করণের দ্বারা অনুভূতি অনেক সময়ে ভ্রান্তির কারণ হয়। দর্শন-শব্দে 'দেখা' বুঝাইলেও অপবৈন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু প্রতীতিও 'দর্শন' নামে আখ্যাত হয়।

## জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

জড়বস্তু-সত্তামাত্র-দর্শনকে জড়বিজ্ঞান, এবং জড়াতীত চেতনময় বস্তুসত্তা-দর্শনকে মনোবিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র-সমূহে মনের কারণরূপে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের কারণরূপে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব এবং বুদ্ধির কারণরূপে প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্বের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন অংশাংশীকরণে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। দ্রব্যো কর্তৃসত্তায় অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রষ্টৃ-শক্তি রহিত জড় এবং দ্রব্যো কর্তৃ-সত্তার অস্তিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব পাওয়া গেলে তাহাই বুদ্ধি, অহঙ্কার বা মনরূপে কথিত হয়।

## প্রাচীন ষড়দর্শন ও পরবর্ত্তী দশটি দর্শন

পুরাকালে ভারতে ছয়টি বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করে। কপিলের সাংখ্য-দর্শন, কণাদের বৈশেষিক-দর্শন, পতঞ্জলীর যোগ-দর্শন, গৌতমের জায়-দর্শন, জৈমিনীর মীমাংসা-দর্শন এবং ব্যাসের বেদান্ত-দর্শন। এতদ্ভাতিত মধ্যযুগে চার্বাকের উলুকা-দর্শন, নাকুলের পাণ্ডপাত-দর্শন, রসেশ্বর-দর্শন অর্হৎ-দর্শন, সুগত-দর্শন প্রভৃতি আরও দশ প্রকার দার্শনিক মতসমূহের পরিব্যাপ্তি সাধনাচার্যের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। এগুলে প্রত্যেক দর্শনের স্থাপ্য বিষয়গুলির তারতম্যগত গবেষণা সমাগুভাবে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া, আমরা তদালোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম না। কেবলমাত্র উত্তর-মীমাংসা বা বাসকৃত বেদান্ত-দর্শনের প্রারম্ভিক আলোচনা আমাদের আরক্কাবিশয়ের মূল-জ্ঞানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক আছে।

## বেদান্ত-দর্শনের পরিচয়

বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ বলিয়া পরিচিত। ঐ উপনিষৎ-তাৎপর্য্য দ্রষ্টার দর্শনে ধারাবাহিক প্রকৃত উপলব্ধি হইবে না বলিয়া, উপনিষৎ অবলম্বনেই ব্যাস ব্রহ্মসূত্র-নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাই উত্তর-মীমাংসা শারীরক বা বেদান্ত-দর্শন-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দার্শনিকগণের পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া আপ্ত-বাক্যকে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির সোদর জ্ঞানে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণপূর্বক এই মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্ম প্রণালীসমূহ নূনাধিক বেদান্ত-দর্শন অবলম্বনে গঠিত।



### বেদান্ত বা শারীরকের বিবিধ ভাষ্যকার

এই শারীরক-মীমাংসার ব্যাখ্যা-কর্তৃরূপে আমরা অসংখ্য ভাষ্যকার, বাস্তবিককার দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রাচীন ব্যাখ্যাত্ত বোধায়ন, উল্ল, ভাকুচি, দ্রমিড় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই শারীরক-ভাষ্য প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া বেদান্ত্যচার্য্য বলিয়া আদৃত আছেন। পারমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতকেও এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া উদাহৃত হয়। যাদবচার্য্য, প্রভাকর ও ভাস্করভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণও বেদান্তের শিক্ষক রূপে কতিপয় গ্রন্থ ও মণ্ডভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমরা আনন্দগিরি, সাহন-মাধব প্রভৃতি এবং বাচস্পতি মিশ্রের ভাগতী টীকাদিতে কেবলাদ্বৈত-মতের পুষ্টি লক্ষ্য করি।

### ব্রহ্মসূত্রের নির্বিশেষ ও সবিশেষ ভাষ্য

ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর-মীমাংসাবলম্বনে নির্বিশেষ-বিশ্বাসভরে কেবলাদ্বৈত-মতের প্রসারণ ব্যতীত ব্রহ্মে সবিশেষত্ব লক্ষ্য করিবারও কয়েক শতাব্দী পূর্বে অনেকগুলি শেযুষী-সম্পন্ন ভগবৎ-পরায়ণ আচার্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহারা এই সবিশেষ-দর্শনের রক্ষাকর্ত্তা ও প্রচারক। ইঁহারা কেবলমাত্র খণ্ড-দার্শনিক নহেন; পরন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত পারদত্ত। সুতরাং বস্তু-সম্বন্ধীয় অভিধেয় ও প্রয়োজন-দর্শনেও বিমুগ্ধ ছিলেন না।

### জ্যোতির্বিবদের ত্রায় জড়-বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি

পুরাকালে জ্যোতির্বিদগণ একরূপ ধারণা করিতেন যে, এই বিশ্বের কেন্দ্রেই আমাদের আধার ও আবাসস্থলী ধরণী অবস্থিতা, এবং আমাদের ভূমিকেই কেন্দ্রে বরণ করিয়া সূর্য-গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ আবর্তন করিতেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মালোচনা-ফলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া, তাঁহারা জানিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের বক্ষে করিয়া যে মহীতল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে বুধ গ্রহ বা শুক্র গ্রহের ত্রায়, শুক্রগ্রহ ও কুজগ্রহের মধ্যকাশে সূর্যদেবকে প্রত্যেক দৌরবর্ষে একবার করিয়া পরিভ্রমণ করিতে হয়। পৃথিবী দ্রষ্টা নিজ স্থানে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া, যে ভ্রমজ্ঞান আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিশ্বাস-ভরে জড় বৈজ্ঞানিক, নিজ সুশ-শরীরকেই ভোগের কেন্দ্র-জ্ঞান ভ্রান্তিতে বা মিসমত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন।

## জড়বিজ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব

মনোবিজ্ঞানবিদগণ জড়বিজ্ঞানেও মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া সেই জড়-শরীরের কেন্দ্রে মনের অবস্থান এবং দ্রষ্টা মনকে জড়কে দৃশ্য স্থানীয় জানিয়া সুষ্ঠুভাবে অবলোকন করিতেছেন। জড়, মনকে দেখেন না বুঝিতেছেন, মনই জড়কে দেখে, এই প্রতীতি তাঁহার প্রবল হইতেছে। মনন শক্তির অভাবে জড়ে চক্ষুর জড়োপাদান মাত্র অবস্থিত হওয়ায় তাদৃশ দর্শন শক্তি-রহিত জড়োপাদান, মনকে বা স্বচক্ষুকে দেখিতে পায় না।

## প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকগণের

### দার্শনিক বিচার ভ্রান্তিময়

জীবের পরলোকে বিশ্বাসশীল চার্লস, জড়বসানন্দী এপিকিউরাস, অজ্ঞেয়তাবাদী এগ্‌নস্টিক হাক্সলে, পারম্পৌরিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্কেপটিক-গণ, দিব্যজ্ঞান-বাদী হেগেল, সপেনছ্যার ও ক্যান্ট প্রমুখ মনীষিবৃন্দ, সফ্রেটিস্, প্লেটো, এপ্লাটুন প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিক সমূহ এবং অস্বদেশীয় দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের সেবায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে দেখাইয়া স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক কৈঙ্কর্য্যে বস্তুর দর্শন করিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমানন বা চিন্তাশ্রোতের কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভ্রান্তিময় বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র।

## জীবের অধিকার অনুযায়ী দার্শনিক দৃষ্টি

এক প্রকার দৃষ্টি অস্ত্রের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানাপ্রকার বিবর্তমান দর্শনসমূহ শ্রোতৃবর্গকে স্ব-স্ব বিপণীতে টানিয়া লইবার প্রযত্ন করিতেছেন। যাহার চিন্তাবৃত্তিরূপ আবাসস্থলী যে দার্শনিকের গৃহের সন্নিহিত, তিনি পুরাকালের অজ্ঞ জ্যোতিষিগণের মত তাহাকে দর্শন-রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমময় ধারণার পুষ্টি সাধন করিতেছেন। যাহারা দার্শনিক-মণ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাহাদের যোগ্যতারূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজের ক্ষুদ্র বিপণীতে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

## প্রাচীন জ্যোতিষীগণের বিচার ভ্রান্তির ত্রায় নির্বিশেষ মায়াবাদ ও ভ্রান্তিময়

যে রূপ জ্যোতিষীগণ পুরাকালে আমাদের পৃথিবীকেই অন্যান্য সকল জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্তী মনে করিতেন, যে রূপ মানবগণ পুরাকালে আমাদের শারীরিক আধারকেই সকল অশুভবের মধ্যবর্তী মনে করিতেন, সে রূপ দার্শনিকগণ ও প্রাথমিক জ্ঞানবিকাশে দ্রষ্টাকেই আত্মা বা যাবতীয় বস্তু-কেন্দ্র-জ্ঞান করিতে আরম্ভ করেন। তাদৃশ বিচার-ফলেই বেদান্ত-দর্শনেও অহং-গ্রহোপাসনা বা মায়াবাদ স্থান পাইয়াছিল। বেদান্ত বলিলেই কেবলান্বৈত-বাদ, জীবেশ্বরৈক্যবাদ, জড়-চিদৈক্য-বাদ, বিবর্ত-বাদ, ব্যতিরেক-বাদ, নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদ, নির্বিশেষ-বাদ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মতসমূহ উদার বিশ্বজনীন বিচারপুষ্ঠে বলিয়া দর্শন-শাস্ত্রার্থীর নয়নাধরণ করিয়াছিল।

শঙ্কর-দর্শন আলোচনার সময়-ক্ষেপমাত্র এবং

উহা সত্যের আচ্ছাদক

সবিশেষ অনুভূতি, বিশিষ্টান্বৈত, শুদ্ধান্বৈত, শুদ্ধান্বৈত ও বৈতান্বৈত প্রভৃতি বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া, প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অসংখ্য চেষ্টা ও সঙ্কীর্ণতা উদার বিশ্ব-জনীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বিপন্ন করিয়াছিল। শ্রীশঙ্কর-চার্যের অভ্যুদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারণা ভারতীয় শেষদশা পর্যন্ত কেবলান্বৈত বৈদান্তিকগণের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা প্রতিপাদন, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন, আংশিক দর্শন বা খণ্ডজ্ঞান-সাহায্যে পূর্ণতার কল্পনা, জড়ীয় অখণ্ড দেশ কালাদিকে পূর্ণ বস্তুতে স্থাপন এবং বিষয়াশ্রয় বিবেকাতাবে বস্তুকে নিরসতার আধার বলিয়া স্থাপন প্রয়াসে জগতের বৃথা কালক্ষেপ মাত্র হইয়াছে। বস্তুদর্শনের ছলনায় আংশিক জ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান, মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান প্রভৃতি কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় পরম-সত্য-দর্শন আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। যদিও শ্রীশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনীষীগণ 'বেদান্ত' দর্শন করিয়া জড়ীয় ভেদ-দর্শনসমূহ নিরাস করিয়াছেন, তাহা হইলেও, দ্রষ্টা, ভোক্তা বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে এবং দৃশ্য, আশ্রয়, ভোগ্যরূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করার পরম সত্য হইতে দূরে অবস্থিত। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর



# তত্ত্বকর্ম-প্রবর্তন

পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৮ পৃষ্ঠার পর ) ।

## যথালভে সন্তোষ বা হানি-লাভে সমজ্ঞান

গৃহস্থ জীবনে বা গৃহ-ত্যাগের পর চিরদিন ভক্ষ্য-আচ্ছাদনের চেষ্টাদি ব্যবহার থাকিবেই থাকিবে। অতএব সেই-সকল ব্যবহারে অকার্পণ্যের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

অলঙ্কে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে ।

অবিক্রমমতিভূক্তা চরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥

তাপর্য্য এই যে,—গৃহেই থাকুন বা বনেই থাকুন, সাধককে আহার ও আচ্ছাদনের কোন না-কোন প্রকার যত্ন করিতে হইবে। গৃহস্থকে কৃষিকার্য্য বা কোন কারবার, প্রজা-রক্ষণ বা অপরের দাস্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অঙ্গদক্ষান করিতে হইবে। গৃহ-ত্যাগীকে ভিক্ষাদি দ্বারা তৎকার্য্য-সাধন করিতে হইবে। সেই সেই কার্য্যে যদি ভক্ষ্য-আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়। শাস্তমতি হইয়া কৃষ্ণ-স্মরণে নিযুক্ত হইবেন।

## শোকাদি বর্জন একান্ত কর্তব্য

গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড় শোক হয় ; কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই সেই অবস্থায় ঘটনা-ক্রমে উপস্থিত হওয়া শোক অধিক্ষণ থাকা উচিত নয়। অল্প-কালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়া তাহাদের কর্তব্য। গৃহ-ত্যাগীর কান্ধা-কমণ্ডলু বা ভিক্ষা-দ্রব্য না থাকিলে বা কোন পুত্র বা মনুষ্যকর্তৃক হত হইলে, তাহাতে শোক করা উচিত নয়। শোক, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন ; নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্ ।

কথং তত্র যুকুন্দস্য স্মৃতি সজ্জাবনা ভবেৎ ॥

## শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবদেবীর আরাধনা নিষিদ্ধ

ভজন প্রয়াসী ব্যক্তি একমাত্র কৃষ্ণকে আরাধনা করিবেন। অন্য দেবাদের ভজন করিবেন না। কিন্তু অন্য কোন দেবতার বা শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। অন্য দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিকৃত দাস, ইহা জানিয়া তাঁহাদের সম্মুখে পাইলে সম্মান করিবেন। পদ্মপুরাণ বলেন,—

হরিরেব সদারাধাঃ সর্ষ-দেবেশ্বরেশ্বরঃ ।

ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাচ্চা নাবজ্জিয়াঃ কদাচন ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—পরমেশ্বর এক বস্তু। অন্য সকলেই পরমেশ্বরের গুণাবতার-বিশেষ। মানবের অধিকার ভেদে সেই সেই দেবতা উপাস্য হইয়া পূজিত হন। কিন্তু সাত্ত্বিক মানবদিগের পক্ষে বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। মানবগণ বহু জন্মে অন্যান্য দেবতা ভজন করিয়া স্বীয় স্বীয় গুণোন্নতি-ক্রমে যে জন্মে বিষ্ণুকে একেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, সেই জন্মে তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু-তত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্ব-গুণের উপাসনায় জীব নিষ্ঠুর হইলে কৃষ্ণ-তত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হ'ন।

## কাহাকেও উদ্বিগ্ন দিবে না

সর্বভূতে অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাহাদের উদ্বিগ্ন দান করিবেন না। হৃদয় সর্ষদা অন্তের প্রতি করুণাপূর্ণ থাকিবে। সর্বভূতে দয়া কৃষ্ণ ভক্তির অঙ্গ-বিশেষ। এই স্বভাব ভজন-প্রয়াসী যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবেন।

## সেবাপরাধ ও দশটি নামাপরাধ অবশ্য বর্জনীয়

সেবাপরাধ বর্জন ও দশটি নামাপরাধ বর্জন করিতে যত্ন করা ভজন-প্রয়াসীর নিত্য কৰ্ত্তব্য। শ্রীমুক্তির সেবা সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তের পক্ষে কিছু অপরাধের বিচার আছে। সমস্ত সেবাপরাধ বর্জন তাঁহার পক্ষে সম্ভাবনা নয়। ভগবান্মদ্যের গমন করিতে হইলে কতকগুলি সেবাপরাধ অবশ্য বর্জন করিতে হইবে। নামাপরাধে দশটি, অনেক স্থানে বিচারিত হইয়াছে। সেই অপরাধগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে সকল সাধকের বর্জনীয়। এ বিষয়ে তাহাদের শৈথিল্য, তাহাদের ভজন-চেষ্টা ব্যথা হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি-সংশ্রয়ঃ ।

হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্বিপদ-পাংসনঃ ॥

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ ।

নাম্নে হি সর্ক্স-স্বহৃদো হপরাধাৎ পতত্যাধঃ ॥

তাৎপর্য্য এই,—শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে সর্ক্স-অপরাধ ক্ষয় হয় । হরির প্রতি যে-সকল অপরাধ করা যায়, অর্থাৎ যে-সকল সেবা-অপরাধ লেখা আছে, সে-সমস্ত নামাশ্রয়ে বিগত হয় । নামই বৈষ্ণব-মাত্রকে উদ্ধার করেন । কিন্তু, যে-দশটি নাম-অপরাধ উল্লিখিত আছে, সেই অপরাধগুলি নামাশ্রিত ভক্তকে অবশ্য পরিত্যাগ কয়িতে হইবে । নতুবা নামাশ্রয় করিয়াও পতন হওয়া অনিবার্য্য ।

### বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা পরিত্যাগ ও গুরুপদাশ্রয়

সাধক কৃষ্ণনিন্দা ও বৈষ্ণব নিন্দা করণে শুনিবেন না । যেখানে যেকূপ নিন্দা হয় সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত । যাহাদের হৃদয় দুঃখল তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন ।

উপরোক্ত বিংশতি অঙ্গের বিশেষ আদর করিতে করিতে ভাবোদয় হয় । কৃষ্ণ-কুপাই ভাবোদয়ের মূল । সাধুসঙ্গ বাতীত কৃষ্ণ-কুপা হয় না । ইহার মধ্যে গুরু-পাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরু-সেবাই সকলের মূল ।

### দাস্ত্র-সখ্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ

ইহার পর যে-সকল ভক্তনাঙ্গ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব চিহ্নধারণ হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অর্চনাঙ্গ । শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে লভ্য এই সকল অঙ্গ যথাসাধ্য সাধন করিবে । দাস্ত্র, সখ্যা, আত্ম-নিবেদন—এইগুলি ভাবোদ্বোধক ক্রিয়া-বিশেষ । প্রকৃত প্রস্তাবে হইলেই তাহারই ভাব হয় । কেবল সাধন-অবস্থায় তাহারা সাধন-ভক্তি-কার্য্য-মধ্যে গণনীয় ।

সংসারে যাহা যাহা ইষ্টতম বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা আপনার প্রিয়, সে-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন,—ইহাতে অনেক অর্থ হয় । তাৎপর্য্য এই,—নিজের প্রীতি-জনক বলিয়া ভোগ না করিয়া কৃষ্ণোদ্দেশে দান করত তাহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেন ।



## কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা এবং কৃষ্ণের জন্মই সংসার কর্তব্য

ব্যবহারিক ও পারমাণ্বিক যত প্রকার চেষ্টা আছে সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক । ( নারদ ) পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়তে মূনে ।

হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

( ভ: র: সি: ৯।২।৯৩ )

তাৎপর্য্য এই যে,—মানবগণ সংসারে বর্ত্তমান হইয়া যে-সকল বৈদিকী বা লৌকিকী ক্রিয়া করিয়া থাকে, সে-সমস্ত কৃষ্ণ-বহির্নুখ ভাবে না করে । সর্বদা কৃষ্ণ-সেবার অনুকূলরূপ ব্যবস্থাপিত করিয়া সে-সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত । বিবাহাদি স্মার্ত্ত-সংস্কার ও ক্রিয়া—বৈদিকী এবং লোক-রক্ষার্থ যে-সকল সাংসারিক ও শারীরিক-ক্রিয়া করা হয় সে-সমস্ত লৌকিকী । কৃষ্ণ-সংসার পতনের জন্ত বিবাহ, কৃষ্ণ-সেবক বৃদ্ধি করিবার জন্ত সন্তান-চেষ্টা, কৃষ্ণ দাস-দিগের ভূস্থির জন্ত পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, কৃষ্ণের ভীষ সকলের তর্পণের জন্ত ভোজন মহোৎসব—এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল করিবে । তাহা হইলে আর বহির্নুখ কর্ম্ম-কাণ্ডে পড়িতে হইবে না । ‘দেহ-গেহ সকল কৃষ্ণের’,—এই বোধে দেহ-রক্ষা, গেহ-রক্ষা ও সমাজ-রক্ষা করিবে । ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার ।

## শরণাগতি ও নয় প্রকার তুলসী-সেবা

সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাপত্তিতে মগ্নিত থাকিবে । এই পত্রিকার অনেক স্থানে ষড়্‌বিধ শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । শরণাগতি বাতীত জীবের জীবন রূখা । সর্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণ-ভজন করিবে ।

কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তু ‘তদীয় বস্তু’ বলা যায় । তুলসী-সেবা তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান । স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধাতা কীৰ্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা ।

রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥

নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে ।

যুগ-কোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হৃৎগৃহে ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—সাধক প্রত্যহ শ্রীতুলসীকে এই নয় প্রকারে ভজন করিলে, হরি-গৃহে বাস লাভ করেন । তুলসীর দর্শন, তুলসীর স্পর্শন,

তুলসীর ধ্যান, তুলসীর কীৰ্ত্তন, তুলসীর নমস্কার, তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসীর রোপণ, তুলসীতে জলসেবা, তুলসীর পূজা—এই নয় প্রকার তুলসীর ভজন।

### ভক্তি-শাস্ত্র-পাঠ, মথুরা-বাস ও ভক্ত-সেবা

কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র ও তদীয়-বস্তুমধ্যে পারিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবত তন্মধ্যে প্রধান। আবার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও সেই-প্রকার সম্মান। এই সকল ভক্তিশাস্ত্র পাঠন ও শ্রবণ যাহারা নিত্য করেন, তাঁহারা ধন্য।

মথুরাদি কৃষ্ণ-তীর্থ সাধকের বাস-যোগ্য স্থান। তন্মধ্যে মথুরা বাস সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসও তদ্রূপ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতা স্মৃতা কীৰ্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।

স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্ট-দায়িনী ॥

কৃষ্ণভক্ত জন তদীয'-মধ্যে গণনীয়। আদিপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যে মে ভক্ত-জনাঃ পার্থ ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মন্তুকানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ ॥

ভক্ত-সেবা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যাবন্তি ভগবন্তুভ্যেকৈরঙ্গানি কথিতানি হি।

প্রায়স্তবান্তি তত্ত্ব-ভক্তৈরপি বুধা বিদুঃ ॥

( শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু )

তাৎপর্য্য এই যে,—কৃষ্ণভক্তির যে-সকল অঙ্গ বলা হইল, প্রায় সেট সকল অঙ্গ আবার কৃষ্ণভক্ত-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানিয়া থাকেন। 'প্রায়'-শব্দের দ্বারা ভেদ এই হইল যে, কৃষ্ণভক্তকে কেবল 'কৃষ্ণপ্রসাদ' দিয়া পূজা করিতে হয়। প্রণতি-প্রভৃতি অত্যাশ্রয় অঙ্গ একই প্রকার।

### শ্রীমূর্ত্তির-সেবা, যাত্রামহোৎসব ও রসিকজনের সহিত ভাগবত আশ্বাদ

সাধকের যথা-বৈভব মহোৎসব করা উচিত। মাধুসূদনে মহোৎসব একটি প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে সতর্কতার প্রয়োজন এই যে, মহোৎসবের চলে অসাধু সঙ্গ না হয়।

শ্রীভগবজ্জন্ম-দিনাদিতে উৎসবের প্রয়োজন। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় প্রীতি করা উচিত। মূঢ় লোকেরা অবिवেচনা পূর্ব্বক মূনিরাকারনিষ্ঠ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির

অনাদর করে। তাহারা যদি সংসঙ্গে সহিচারে প্রবৃতি হয়, তবে শ্রীমুক্তি-সেবায় নিত্য প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পায়।

শ্রীভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের আশ্বাদ রসিক-জনের সহিত করা আবশ্যিক। হেতুবাদী, তাকিক ও শুদ্ধবাদ-পরায়ণ লোকের সহিত শ্রীভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের আশ্বাদ করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়ে,—রসোদর হয় না।

### সাধু-সঙ্গ

ভক্তসঙ্গ করা প্রয়োজন। জ্ঞানী, কন্মী প্রভৃতি দুষ্ক-আশয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত ন'ন। স্বজাতীয়-ভক্তি-বাসনা যাহাদের আছে, সেই মুক্ত-পুরুষদিগের মধ্যে যাহারা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের সঙ্গই ভক্তি-সাধকের পক্ষে কর্তব্য। নতুবা, তাহার চিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় করিবে না। হরিভক্তি-সুধোদয়ে লিখিয়াছেন,—

যশ্র যৎসঙ্গতিঃ পুংসো যনিবৎ স্ত্রাৎ স তদগুণঃ।

সকুলকৈ ততো দীমান্ স্ব-যুথ্যানেব সংশ্রেয়ঃ ॥ ( ৮।৫১ )

তাৎপর্য্য এই যে,—যিনি যেক্রপ সঙ্গ করিবেন, স্ফটিক-মণির ছায় তাহার সঙ্গ-ফল হইবে। স্বজাতীয়-ভাবের সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ-যুথকেই আশ্রয় করিবেন। এ'-বিষয়ে সকল সাধকের বিশেষ মতর্ক হওয়া উচিত। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সঙ্গ করিলে অতিশয় মন্দ-ফল হয়। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ভক্ত-সঙ্গ' একটি প্রধান অঙ্গ।

সাধন-শ্রেষ্ঠ পাঁচটি ভক্ত্যঙ্গ, তন্মধ্যে নামসঙ্কীর্্তন ও

বৈষ্ণবসেবা সর্বপ্রধান

যে-সকল ভক্তির অঙ্গ লেখা গেল, সকলের মধ্যে প্রধান পাঁচটি অঙ্গ, অর্থাৎ শ্রীমুক্তিসেবা, রসিকজনের সহিত ভাগবতের অর্থ আশ্বাদন, স্বজাতীয়-বাসনা-দ্বারা মুক্ত নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্ত-সঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্্তন ও মথুরা-বাস—এই পাঁচটি অঙ্গ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যেন জন্ম-সহস্রানি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।

তন্মুখে হরি নামানি যদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥



তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা বহু জন শ্রীমূর্ত্তির অর্চন করিয়া থাকেন তাঁহাদের মুখে তৎফল-স্বরূপ হরিনাম সর্বদা অবস্থিতি করেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে ),—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোহভিরতান্নাম-নামিনোঃ ॥

অতঃ কৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্মরতাদঃ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ ১।২, ১০৮-১০৯ )

নাম ও কৃষ্ণ এক বস্তু,—চিন্তামণি-স্বরূপ। চৈতন্য-রস-বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ জড়াতীত, অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। জড় জিহ্বাদিতে নাম গ্রাহ্য নহেন। তবে শুদ্ধ চিন্দেহে যখন জীব কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হ'ন, তখন চিন্ময় নাম স্বয়ং তাঁহার জিহ্বাদিতে অবতীর্ণ হন। চিন্ময় বস্তুর এইরূপ স্বতন্ত্র রূপ।

শ্রীমথুগামণ্ডল, ভগবদ্গায়ত্রী, ভক্তিলাভ, শুদ্ধভক্ত ও শ্রীমূর্ত্তি এই পাঁচটি অলৌকিক পদার্থ। ইহাদের সঙ্গ হইলে ভাব ও কৃষ্ণ সহসা উদয় হন।

### রাগানুগাভক্তি ও তত্ত্ব-কর্ম-প্রবর্তন

সাধন-ভক্তিতে এই প্রকার বৈধী ভক্তি বিবৃতা আছেন। আবার, রাগানুগা 'সাধন-ভক্তি' সাধনকার্য্য অত্যন্ত প্রবল। ব্রজ-জনের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তদনুসরণ প্রবৃত্তি হইতে যে সাধন-পন্থা উদয় হয়, তাহাকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ইহার বিবরণ পরে বিচারিত হইবে।

ভক্তনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ কায়-মনোবাক্যে এই সকল কর্মের প্রবর্তন করিবেন। বৈধী সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম কথিত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্মের প্রবৃত্তি আছে, সাধক অধিকার-ভেদে সেই সেই কর্ম-প্রবর্তনে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কেহ বা এক অঙ্গ সাধনে ও কেহ বা বহু অঙ্গ-সাধনে ভাবরূপ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা নাম ও বৈষ্ণব সেবামাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে কচি প্রাপ্ত হন না। অতএব সাধকগণ একান্ত শরণাগত হইয়া ভক্তিকার্য্যে উৎসাহ দৃঢ় নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিবেন।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

# শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের ভিরোধান

নিত্যশীলাপ্রবিষ্ট অগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত  
সরস্বতী প্রভূপাদের অনুকম্পিত ভজনানন্দী মহাত্মা পূজনীয় শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস  
বাবাজী মহারাজ গত ২২শে চৈত্র, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ইং ১২ই এপ্রিল, ১৯৮২,  
সোমবার, কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত নন্দগ্রামের পাবন-  
সরোবর-তীরস্থ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভজনকুটীরে রাত্রি ৯ ঘটিকায়  
উচ্চনাম-সঙ্কীর্্তন মধো ইষ্টদেবের শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহবক্ষা  
করিয়াছেন।

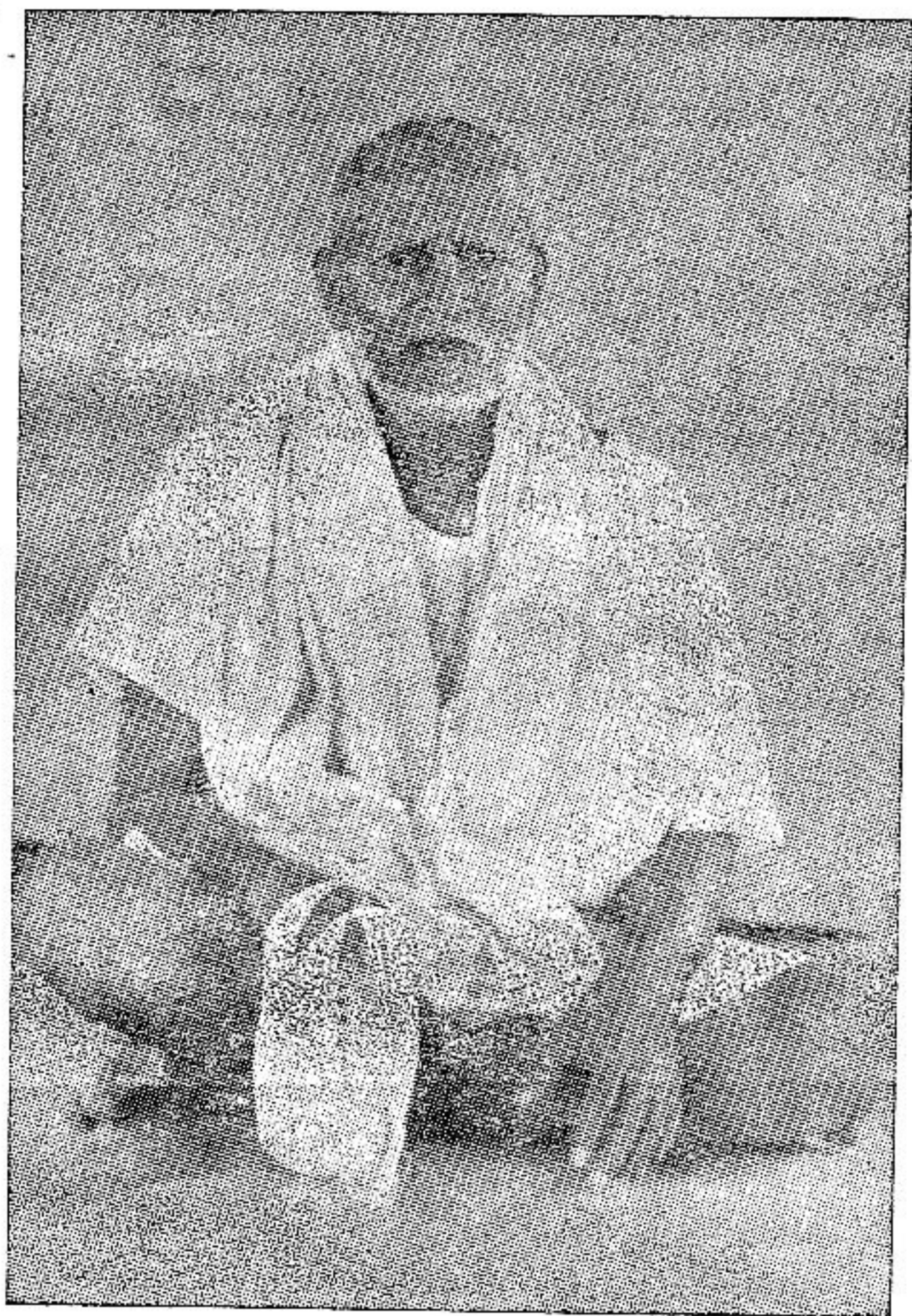
পরদিবস শ্রীল বাবাজী মহারাজের শুশ্রূষাকারী সেবক শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ  
বিভিন্ন গোড়ীয় মঠাদিতে তাঁহার তিরোধান সংবাদ দিয়াছিলেন। তদনু-  
সারে শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ হইতে শ্রীবেদান্ত সমিতির সহঃসভাপতি শ্রীমদ্  
ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সহ উক্ত ভজনকুটীরে উপস্থিত  
হইলে দেখিতে পাইলেন—কিছুক্ষণ পূর্বেই স্থানীয় ব্রজবাসী ও বাবাজীগণের  
সাহায্যে তাঁহার সমাধিপ্রদান সমাপ্ত হইয়াছে।

গত কার্তিকমাসে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন শীলাস্থলী পরিক্রমা ও দর্শনসময়ে  
আমরা উক্ত ভজনকুটীরে তাঁহার শেষ দর্শন পাইয়াছিলাম। তাঁহার শারীরিক  
কুশল-সংবাদ জানিতে চাহিয়া ‘আরও কিছুকাল শ্রী ভগবান্ আপনাকে স্বস্থ  
শরীরে প্রকট রাখুন’ জানাইলে তিনি উত্তরে বলেন—“আমার যাইবার সময়  
আগতপ্রায়। আপনারা উৎসাহের সহিত গোড়ীয়-গুরুবর্গ ও গোস্বামিগণের  
কথা প্রচার করিতে থাকুন। শ্রীনাম-ভজনের দ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি, ইহা স্মরণ  
রাখিবেন।”

সেদিন তাঁহার কথা হইতে স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, তিনি ভজনকুটীর পরিত্যাগ  
করিয়া অন্যত্র যাইতে নিচ্ছুক। পুরীধাম হইতে শেষবার নন্দগ্রামে যাইবার  
দিনে (১৬/৭/৮০) শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠের সেবকগণের অহরোধে দ্বিপ্রহরে  
শ্রীমঠে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করেন এবং সাধন-ভজন-বিষয়ে বহু উপদেশ  
নির্দেশ দান করেন। ‘কামাই’-এ বিশাখা-মন্দির নির্মাণকল্পে সেবামুকুলোর  
কথা স্মরণ করাইয়া দিলে উহার সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিরহোৎসব



ও তাঁহার নিজস্ব পাথের ব্যবদ প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য তিনি সন্মুখে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎকার-কালেও তিনি ঐবিষয় উল্লেখপূর্বক বাৎসল্য স্নেহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



[ শ্রীনামভম্ভেন্দ্র শ্রী বাবাজী মহারাজ ]

উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিলেও বাবাজী মহারাজ অমানো-মানদ-মর্মে দীক্ষিত ছিলেন। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের চরণাশ্রিত হইবার পর ইনি ‘স্বীয়াধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী’ নাম প্রাপ্ত হন এবং ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত মায়াপুরস্ত ব্রহ্মপত্তন শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর “ভক্তিবিজয়-



ভবনের' চিলাকোঠায় তিনি সর্বদা শ্রীনাগ-ভজনে রত থাকিতেন। সামান্য  
বিশ্রামের পর সারারাত্রি তিনি কখনও অর্ধশুট-স্বরে, আবার কখনও  
উচ্চৈঃস্বরে একলক্ষ শ্রীনামগ্রহণ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। দিবাভাগে  
কখন নিজেই হৃদঙ্গ বাদনপূর্বক ষড়্-গোশ্বামী ও মহাজনগণের বহিঃস্থ  
কোণে ~~সংগীত-সম্মেলন করিয়া~~ কীর্তন করিতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-  
শক্তি মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বিশেষ মুগ্ধ করিত; সকলেই তাঁহাকে  
শ্রুতিধর-জ্ঞাতিস্বর বলিয়াই জানিতেন। শ্রীনামভজনে প্রবল অনুরাগ,  
স্বভাবসুলভ দৈন্ত ও বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সতীর্থগণের কেহ কেহ  
তাঁহাকে 'শ্রীনামসিদ্ধ মহাত্মা' বলিয়া অভিহিত করিতেন।

অস্বদীয় গুরুপাদপদ্ম নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তপ্রজ্ঞান  
কেশব গোশ্বামীপ্রভু শ্রীলকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজকে বিশেষ স্নেহ করিতেন;  
কখন কখন উভয়ের মধ্যে সাধন-ভজনের নিগূঢ় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত লইয়া বাক্-  
বিতণ্ডার ছায় আলোচনাও হইত। গুরুভোগী ও গুরুভাগী সম্প্রদায়ের  
গুরু-বৈষ্ণবদ্রোহিতা ও বৈষ্ণব-অপরাধ যখন চরমে পৌঁছে, নিরীহ ভজন-  
পরায়ণ বৈষ্ণবগণের প্রতি যখন অসংখ্য অত্যাচার চলিতে থাকে, সেইরূপ  
দুঃসময়ে বাবাজী মহারাজ গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত কারাবরণ করিতেও  
কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইঁহাকে স্নেহভরে পূর্বাপর 'স্বাধিকারানন্দ'  
বলিয়াই সম্বোধন করিতেন এবং বাবাজী মহারাজও ঐ নামেই সাড়া দিতেন।  
ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক অনির্বচনীয় স্নেহ-মমতা-হৃদয়তা বিরাজ করিত,  
যাহা সাধারণের পক্ষে দুরাধিগম্য ও দুর্কোধ্য ছিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আয়োজিত ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ  
(১৯৪৪) হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকেদার-বন্দী পরিভ্রমণ (১৯৫২) পর্য্যন্ত বহু  
তীর্থদর্শনাদিতে বাবাজী মহারাজ শ্রীল গুরু-মহারাজের অহুগমন করিয়াছেন।  
শ্রীকেদার-বন্দী দর্শনকালে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে বাবাজী মহারাজ  
পরিভ্রমণ-সভ্যের তহবিল-সংরক্ষকের (Cashier) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই  
সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহরীরূপে সারারাত্রি শ্রীনামগ্রহণে অতিবাহিত করিতে  
দেখিয়াছি। তাঁহার শ্রীনাম গ্রহণে নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা  
সেবকগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মঠ ও  
তদনুকম্পিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের স্থাপিত মঠাদিতে তাঁহার গমনাগমন

অব্যাহত ছিল। শ্রীমায়াপুরে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে কোলদ্বীপের অন্তর্গত কোলেরগঞ্জস্থ পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমন্তকিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের মঠে যাতায়াতকালে বাবাজী মহাশয় শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীল গুরু-মহারাজকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে বিচিত্র প্রসাদ পাওয়াইয়া আত্মতৃপ্ত হইতেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ‘নারদ’ আখ্যা দিলেও বা কেহ তাঁহার সমালোচনা বা প্রশংসা করিলে তিনি হাসিমুখে উচ্চৈঃস্বরে ‘হরে কৃষ্ণ’ বলিয়া উঠিতেন। “সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমো মানাপমানযো”, “তুল্যানিন্দা স্তুতিমৌনী সন্তোষেন কেনচিৎ”—ইহাই ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মদগুণাবলী। ক্রোধ, ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য ইহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিমুক্ত ছিলেন।” লোকে আপনাকে নিন্দা বা স্তুতি করিলে আপনার ‘হরে কৃষ্ণ’ উচ্চারণের তাৎপর্য্য কি ?”—প্রশ্ন করিলে উত্তরে তিনি বলিতেন—“কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। অজ্ঞচৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥”

তাঁহার বৈরাগ্য আদর্শস্থানীয় ছিল। কেহ তাঁহাকে অর্থ, কাপড়-জামা-শীতবস্ত্রাদি দান করিলে তিনি ঐগুলি ব্যবহার না করিয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। “গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানী-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল’বে ॥”—এই মহাজন-বাণীর তিনি মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। জড় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশায় তিনি কখনও লালায়িত ছিলেন না। তিনি অজাতশত্রু হইলেও কেহ কেহ তাঁহার প্রতি ঈর্ষা-দেষ প্রকাশ করিতে পশ্চাদ্দৃপদ হন নাই। সাধন-ভজন-ক্ষেত্রে মাৎসর্য্যের কোন স্থান আছে কিনা আমাদের জানা নাই।

নিজে অহ্নিশি শ্রীনাম ভজনপরায়ণ ছিলেন বলিয়া গৌরমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলাদির বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদিতে মহামন্ত্র ছাপাইয়া প্রস্তুত-ফলকে “কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ” লিখাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীনামের আচার-প্রচারে তিনি জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যাক্তি হইবে না। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনিই প্রথম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ ও গোড়ীয় মঠাদিতে ব্রজে প্রচলিত ও কীর্ত্তিত তুলসী আরতি—“নমো নমঃ তুলসী মহারানী”, “নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেমসী” শ্রীগৌর-আরতি “মঙ্গল আরতি, গৌরকিশোরার আরতি”, শ্রীগৌর-মদনগোপাল

আরতি “মদনগোপাল জয় জয়”, শ্রীরাধারানীর আরতি “জয় জয় রাধেজীকো  
শরণ তৌহারি”, শ্রীমদনগোপাল আরতি “হরত সকল মস্তাপ জনমুকৌ”  
পদাবলী মৃদঙ্গ-করতালযোগে সুশ্লীলভাবে বীর্ভনপূর্বক প্রচলন করেন।  
এতদ্ব্যতীত “মধুকর-রঞ্জিত-মালতী-মণ্ডিত”, “বন্দে বিশ্বস্তরপদ-কমলম্”, “দেব  
ভবন্তঃ বন্দে”, “বসন্তু মনো মম মদনগোপাল”, “জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার”  
প্রভৃতি সংস্কৃত পদাবলীও তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।

একদিন আমাদের নবদ্বীপ মঠে পৌঁছিয়া বাবাজী মহারাজ বলেন—“আজ  
এক প্রাকৃতসহজিয়া-কুল-ধুরন্ধরের পাশ্চাত্য পড়িয়াছিলাম। তাঁহার প্রশ্ন ছিল—  
১) আপনাদের সিদ্ধপ্রণালী কি? ২) আপনারা কোন্ পরিবারের অন্তর্গত?  
৩) আপনাদের সিদ্ধমন্ত্র কি? ৪) আপনার স্বরূপের পরিচয় কি?” ইত্যাদি।  
উত্তরে তিনি জানান— ১) আশ্রয় বা গুরুগুরুপরাই আমাদের সিদ্ধপ্রণালী;  
শ্রীকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ই আমাদের গুরুপ্রণালী। শ্রীল কবি কর্ণপুর ও বেদান্তাচার্য্য  
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এই প্রণালী জানাইয়াছেন। ২) আমরা গৌর-পরিবারের  
অন্তর্গত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিচার-অনুসারে আমরা গাহিয়া থাকি—  
“ধন মোর—নিত্যানন্দ, পতি মোর—গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর—যুগলকিশোর।  
অধৈত আচার্য্য—বল, গদাধর মোর—কুল, নরহরি—বিলসই মোর।” ৩)  
ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক তারকত্রয় মহামন্ত্রই আমাদের সিদ্ধনাম ও সিদ্ধ-  
মন্ত্র। ৪) “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিতাদাস”—শ্রীকৃষ্ণ-দাসত্বই আমার  
স্বরূপের পরিচয়। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণপদ্ধতি আলোচনা পরম মুক্তপুরুষেরই  
আলোচ্য। “কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব”—  
শ্রীগুরু-পাদপদ্মের এই বিচারই আমার নীতি ও আদর্শ।

উপরিউক্ত সহজ হইতে আমরা শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায়-নিষ্ঠা,  
আশ্রয়-বিষয়-বিগ্রহের প্রতি ঐকান্তিকতা, মহামন্ত্রের প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধা প্রভৃতির  
সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করিতে পারি। আমরা এইরূপ ভক্তনানন্দী শ্রীনামকৈনিষ্ঠ  
নামদিক্ বৈষ্ণব-চুড়ামণিকে হারাইয়া বিশেষ অভাববোধ করিতেছি। তিনি  
পরজগৎ হইতে গাঢ় আশ্রয় আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

—জর্জেনক বিরহী



# অর্থ ও পরমার্থ

পরমার্থাত্মক শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদের অভয়চরণাবিশিষ্ট ভূনুষ্ঠিত অনন্ত কোটী সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম নিবেদন করিয়া এক্ষণে অর্থ ও পরমার্থ নামক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

যদ্বারা ইহলোকের ও স্বর্গলোকের কিছু অভিলষিত বস্তু লাভ করা যায় তাকে অর্থ বলে এবং যাহা দ্বারা শ্রেষ্ঠ পরম কল্যাণপ্রদ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত করা যায় তাকে পরমার্থ বলে। এখন আলোচনামুখে বিচার করিতে হইবে যে, ‘অর্থ এবং পরমার্থ’ এই উভয়ের মধ্যে কোনটি জীবের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক ও কোনটি শাস্তিদায়ক।

অর্থদ্বারা আমরা সাধারণতঃ সুখের জন্ত গৃহ, পুত্র, পরিজন, পশুাদি সংগ্রহ করিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্র (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।১৯) বলেন—

“নিত্যাত্তিবেদন বিত্তেন দুঃখভৈনান্ন মৃত্যুনা।

গৃহপত্যাশুপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥”

অর্থাৎ ধনাদি বিষয়দ্বারা আমরা যে গৃহ, পুত্র, পশুাদি সংগ্রহ করিয়া থাকি সেগুলি একেত্রে অত্যায়াসলভ্য তদুপরি নিরন্তর দুঃখপ্রদ ও চরমে বিনাশশীল। সুতরাং এইরূপ ধ্বংসশীল বস্তুসমূহের দ্বারা মানবগণের বিন্দুমান ও সুখলাভ হইতে পারে না এবং শোক-দুঃখই আনয়ন করে। প্রায়ই আমরা ভ্রুণিতে পাই—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং

নাশ্ত ততঃ স্তবলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে সর্বদা অনর্থরূপে জানিতে হইবে। বস্তুতঃ তদ্বারা সুখের লেশ-মাত্রও লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্বোক্ত শ্লোকের পরেই বলিয়াছেন—

“এবং লোকং পরং বিদ্যামশ্বরং কন্মনিশ্চিতম্।”

“অর্থলভ্য ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞ ও দান-পুণ্যাদি দ্বারা যে স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তু লাভ হয় তাহাও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া উহাকেও বিনশ্বর জানিবে।”

সুতরাং বিনশ্বর ইহলোক ও স্বর্গীয় সুখদ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

ইহ জগতে আজ আমি যাহাকে প্রীতি করিতেছি সে কাল দুঃখ দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ আরও দুলা বাইতে পারে মানুষ

দুধ সেবা করিবার জন্ত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গাভী ক্রয় করে, কিছুদিন পরে দেখা যায় গাভীটি বা বাছুরটি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং প্রমাণিত হইল অর্থলভ্য বস্তুদ্বারা প্রকৃত নিত্যসুখ হইতে পারে না। ইহলোকে বা স্বর্গলোকে সমস্ত ভোগ্যবস্তুই অনিত্য। অর্থের দ্বারা আমরা উক্ত উভয় জগতে যাহাই সংগ্রহ করিব পরিণামে সবই ধ্বংসশীল ও অনিত্য। অনিত্য বস্তুদ্বারা নিত্য সুখলাভ হইতে পারে না। নিত্যসুখশান্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের নিত্যবস্তুর সন্ধান করিতে হইবে।

পরম মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অর্থলভ্য ধনজন-পরিবার দ্বারা যে কেবল দুঃখই লাভ হয় সে-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

ধনজন পরিবার                      কেহ নহে কভু কার

কালে মিত্র অকালে অপর।

যাহা রাখিবারে চাই              তাহা নাহি থাকে ভাই

অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ॥

ভাল করে দেখ ভাই              অমিশ্র আনন্দ নাই

যে আছে সে দুঃখের কারণ।

সে সুখের তরে তবে              কেন মায়াবাদাস হবে

হারাইবে পরমার্থ ধন ॥

পরমার্থলভ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরম নিত্যবস্তু। সেই নিত্যবস্তুর সেবা-দ্বারাই জীব পরমশান্তি লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্ বাক্য, যথা—

ত্বমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন ভারত।

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥

হে ভারত, তুমি সৰ্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। শ্রীভগবান্ নিত্যবস্তু। এইজন্য তাঁহার আশ্রয়ে জীব অশোক, অভয় ও পরম অমৃতময় হইতে পারেন। তাঁহাকে হারাইবার ভয় নাই, কিন্তু জগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও শোক দুঃখ দানকারী। শ্রুতি বলেন—

নিত্য নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো

বহনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥

ভমাত্মস্থং যেহনুপশুন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥ (কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব-বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বা যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখাচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত জীব কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রীভগবদ্ ভজনই জীবের একমাত্র পরমার্থ। কেননা ভজনের দ্বারা ভজনীয়বস্তু শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। শাস্ত্রে নববিধা ভজনের কথা দেখা যায় (শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।২৩-২৪) যথা—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্বং সখ্যাত্মনিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসাপিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশেষমবলক্ষণা ।

ক্রিয়তে ভাগবত্যঙ্কা তন্মন্ত্ৰেহধীতমুত্তমম্ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

ভজনের মধ্যে হয় নববিধা ভক্তি ।

কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীৰ্ত্তন ।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া তদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-আদির শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, বন্দন, অর্চনাদি নববিধ ভজন-দ্বারাই শ্রীভগবদ্ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্ ভজনের সঙ্গে তৎপ্রতিকূল কর্ম-জ্ঞান-যোগ-যাগ ও তপস্বাদি অস্বাভিলাষ পরিহার করা কর্তব্য। পূর্বোক্ত নববিধ ভজনের মধ্যে নাম-কীর্তনমূল্য ভজনই শ্রেষ্ঠ। ভজনকেই শাস্ত্রে ভক্তি বলিয়াছেন। শ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইলে সদগুরু পদাশ্রয় প্রয়োজন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাহার সেবা ও উপদেশ পালনমুখে যদি আমরা ভগবদ্ ভজন করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কলিয়ুগে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া উপরোক্ত পরমার্থ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন। আতি ও অসুরাগের সহিত যদি আমরা শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণের সেবা করিতে পারি তাহা হইলে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সুখশান্তি লাভ করিতে পারিব, নতুবা সুখ শান্তি সুদূরপরাহত।



পরিণেবে অর্থ সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, যদি উহা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত হয় তাহা হইলে সেই অর্থ অনর্থ না হইয়া পরমার্থ প্রদ, জীবের কিছু সুকৃতি লাভ হইতে পারে। উক্ত সুকৃতি সাধুসঙ্গ দান করে। পক্ষাৎ সাধুসঙ্গ প্রভাবে জীবের পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে। অতএব অর্থ অসৎ (সংসারে) কার্য্যে ব্যায় না করিয়া সংস্কৃত একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির চরণকমল-সেবাতেই নিযুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

—ত্রিদিগ্ধামো শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ

## উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দো সহোদিতৌ।

গৌড়দয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শব্দৌ তমোহুদৌ ॥

বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।

বাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের নিবাস ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৪৮)

নদীয়া জেলায় নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত বড়গাছি গ্রাম। বেথুরা-ডহরী হইতে উত্তর-পূর্বদিকে ২০ কিলোমিটার বাসে বীরপুর মেয়া পাড়ায় নামিয়া প্রায় ৩ মাইল কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়া শ্রীপাট বড়গাছিতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভুবমোহন বিগ্রহ অবস্থিত। বর্তমানে টিনের একচালা ঘরে ৪ফুট উঁচু গৌর-নিত্যানন্দের দাক্ষণ্য বিগ্রহ বিরাজিত। বিগ্রহের পদতলে ১১০১ বঙ্গাব্দে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত—খোদাই করা আছে প্রকাশ। কাঠের সিংহাসন। (১) শ্রীশালগ্রাম, (২) শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ আছেন। মাটির ঘর। বারান্দায় সেবাইত “ক্ষেপা মা” ও “ক্ষেপা বাবার” সমাধি আছে। একখানা ছোট একতলা পাকা কোঠাঘর আছে। উহার ছাদ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া পরিত্যক্ত; এবং প্রবাদ ছাদের নীচে ঠাকুর থাকিবেন না। সমাধিদিয় ২০০ বৎসরের বলিয়া গুণানকার লোকেরা বলেন। অন্যান্য বিগ্রহ স্থানান্তরে বহাদিন পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। রুকুনপুরের বিগ্রহগণ পূর্বে বড়গাছিতেই ছিলেন। প্রায় ৬০৬৫ বৎসর পূর্বে সেবাইত দয়ালদাস বাবাজী শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে বড় তান্দুলিয়া গ্রামে নিয়াছিলেন। এখন তথায় বারোয়ারী ভাবে পূজিত হইতেছেন।

রাজা হরিহোড়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ এবং শ্রীশিবলিঙ্গ বিগ্রহ বীরপুর গ্রামে শ্রীরাজ রাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলায়ে পূজিত হইতেছেন। শ্রীশ্যাম রায়ের ৫২ বিধা জমি ছিল। এখন কিছুই নাই। হরিহোড়ের ও শ্যামরায়ের ভিটা বলিয়া এক পরিত্যক্ত স্থান দেখা গেল। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দিরের বাড়ীটি শ্রীহীন, পরিমাণ ৪০ শতাংশ মাত্র। অধিকারিণী শ্রীঅনুশীলা দাসী ( ৭০ বৎসর, গন্ধাবলিক ) স্বামী পরলোকগত রাজেন্দ্রদাস। পুত্র সন্তান আছে। ঠাকুর বাড়ীর এখন ৮ বিধা জমি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঠাকুর বাড়ীতে সেবকথণ্ডে টালির ঘর। শ্রীরাধারানী নামী এক বাগদৌ রমণী তথায় বাস করে।

রাজা কৃষ্ণদাসের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ "টিবি" আছে। উহাকে "গড়বাড়ী" বলে। পরিমাণ ১৬ বিধা। পূর্বে ঐ স্থানে বাঁশ, বেত ও আগাছার ঘন জঙ্গল ছিল। বর্তমান মালিক উক্ত অনুশীলা দাসী। গড়বাড়ীতে একটি লোহার সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল। উহা হোসেন নামক এক ব্যক্তি নিয়া যায়, কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

বড়গাছি মন্দিরে দোলযাত্রা ( দোলমঞ্চহীন ), জন্মাষ্টমী উৎসব হয়। এবং বাঁশদ্বারা নিমিত্ত রথযাত্রা হইয়া থাকে। ঐ রথ বড়গাছিগ্রামের উত্তর-কোণে লক্ষ্মী জোয়ার উপরে "রাখাল মণ্ডপ" মন্দিরে যাইয়া থাকে। রাখাল মণ্ডপ মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তথায় এখন বট, অশ্বথ ও নিমগাছ আছে। জমির পরিমাণ মাত্র ৩ বিধা। মেলা হয়; স্মৃতি রক্ষা। অতি অল্প সংখ্যক লোক মেলায় যোগদান করেন। এইখানে পূর্বে সমৃদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

জলঙ্গী নদীতে ঐতিহাসিক ঈশ্বর পাটুনার খেয়াঘাট আছে। ঐ ঘাট দিয়া লক্ষ্মীদেবী পার হইয়াছিলেন। অন্তদামঙ্গলে তাহা বর্ণিত আছে। এখনও ঈশ্বর পাটুনার দোহিত্র বংশীধ কানাই ও মুকুন্দ দীং খেয়ায় পারাপার করে।

নবাব সরকার বা ব্রিটিশ সরকার ঈশ্বর পাটুনার ঘাট কোনদিন বন্দোবস্ত করেন নাই। বর্তমান জাতীয় সরকার ঐ ঘাটের ডাক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী পার হইয়া যাওয়ার পরে বড়গাছির ভাগ্যলক্ষ্মীও চলিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ একদা ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ি আসিয়া ঐ গ্রামে পানীয় জল চাহেন, তখনকার মঠের সেবাইত তাহাদিগকে চিমটা দ্বারা পুকুর খনন করিতে বলেন। তাহারা প্রায় ৩ একর পরিমাণ এক পুকুর খনন করে। পুকুরের

নাম হয় “শ্বেত গঙ্গা”। স্থানীয় লোকেরা উহাকে “চিমটি পুকুরও” বলে। পুকুরের জল ৭ বৎ পরিগ্রহ করিত। বর্তমানে প্রাতে সিদ্ধিবর্ণ, দুপুরে কাজল বর্ণ এবং বৈকালে শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। “চিমটি পুকুরের” বর্তমান অধিকারী নুরমোহম্মদ মোল্লা। পাগলা চণ্ডী হইতে লক্ষ্মীজোলা বাহির হইয়া বড়গাছি গ্রাম অতিক্রমপূর্বক জলঙ্গীতে মিশিয়াছিল। দৈর্ঘ্যে অনুমান ২৥ মাইল, প্রস্থে ১২।১৪ নল। এখন উহাতে চাষ হয়। দুই পার উচু বলিয়া “লক্ষ্মীজোলা” নির্ণয় করা যায়। গ্রামের বৃদ্ধ ৮৮ বৎসরের অম্বর কসাই বলিলেন—“লক্ষ্মীজোলা” দিয়া কেহ জুতা পায় দিয়া যাইত না। লাঙ্গলও কাঁধে নিয়া পার হইত। হিন্দু মুসলমান সকলেই পার হইয়া “লক্ষ্মীজোলায়” প্রণাম করিত।

এ গ্রামে নীলকুঠী ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ আছে। অযোধ্যা হইতে আগত “ত্রিবেদীগণ” এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র ত্রিবেদীর নিকট অহুগত প্রজা শুকলাল সেখ কিছু জমি চাহে। ত্রিবেদী তাহাকে ইচ্ছামত জমি নিতে বলেন। শুকলাল “লক্ষ্মীজোলায়” জমি চাহে। ত্রিবেদী কথা দিয়াছেন বলিয়া গোমস্তা পাঁচু হালসানাকে বলেন, শুকলাল সেখ “লক্ষ্মী জোলায় জমিই চাই” বলায় পাঁচু বলিল, ও যখন জেদ ধরিয়াছে তখন “লক্ষ্মী জোলায়” তাহাকে জমি দেওয়া হউক। শুকলাল তেজি ২টা বলদ নিয়া “লক্ষ্মীজোলায়” চাষ আরম্ভ করে; কিন্তু বলদ মারা যায়। তাহার বাড়ীর লোকও অসুস্থ হইয়া মরিতে থাকে। শুকলাল মরণাপন্ন হইয়া প্রতিকার চাহিলে গ্রামের প্রধানগণ ৭ বৈরাগীর কীর্তন ও উৎসব দিতে বলেন শুকলাল কীর্তন ও উৎসব দিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করে।

গ্রামে শ্রেণীবদ্ধভাবে উচু টিবি বহু রহিয়াছে। পুকুর-ডোবা কিছু আগাছা জঙ্গল প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। গ্রামটি লক্ষ্মীছাড়া। হাট, বাজার, ডাকঘর, যাতায়াতের পাকারাস্তা নাই। অদূরে জলঙ্গী নদী। এখন আর ঐ নদীতে পণ্যবাহী নৌকার বহর নাই। বর্তমানে পরিবহন কার্যে মোটর গাড়ী ট্রাক প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। স্বাধীনতার পর সম্প্রতি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পাঠশালা) স্থাপিত হইয়াছে। ঐ গ্রামে উদ্বাস্ত বসতিও হয় নাই। এই গ্রাম সংলগ্ন “সাহার বাড়ী গ্রাম”। তথায় কতক হিন্দু বসবাস করেন। মুন্সী, চক্রবর্তী, মুখার্জী, চ্যাটার্জী প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণগণ বড়গাছি ত্যাগ করিয়া স্মৃতিচিহ্নরূপে শ্রেণীবদ্ধ কিছু টিবি রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্বে এ গ্রামে



আদৌ মুসলমান ছিল না। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ অর্থনৈতিক কারণে হটিয়া যাইতেছেন। পুরানো রাজবাড়ীর সংলগ্ন নিত্যগোপাল ও নিবারণ সুখাজী, গাঙ্গুলী বাবুদের বাড়ী। এই গ্রামে গাঙ্গুলী, মুখাজী, চক্রবর্তী ও মুন্সীগন পুরানো সম্রাজ্ঞ বংশ। জুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ভ্রাতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (৭৫ বৎসর) প্রাচীন ব্যক্তি। ঐ বংশের যে পরিচয় পাওয়া গেল— নিত্যগোপাল গাঙ্গুলী, হীরালাল, সুধীন্দ্র, শ্রীশান্তিময় একগুণে বেথুয়া ডহরীর প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ব্যবসায়ী। গঙ্গবলিক কেশব রুদ্র, বিশ্বরূপ, উমাপদ রুদ্র (৭৮ বৎসর) প্রভৃতির ব্যবসায় কৃষ।

ব্রাহ্মণ সম্রাজ্ঞ ভট্টগণ বড়গাছি ত্যাগ করিয়া সাহারবাটী গ্রামে বাস করেন। পাশের গ্রাম বীরপুর, ওখানে বড় মসজিদ আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পাকাবাড়ী সমূহ তাহাদের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বীরপুরে এক হরিসুভা আছে। পথের পাশে পাশে পরিত্যক্ত টিবি, পুরানো পুকুর, ডোবা প্রভৃতিও আছে। একটি পুকুরের নাম “কেও”। আমার মনে হল ইহা রহস্যপূর্ণ। মনের ভাব হেয়ালীতে দেওয়া গেল।

“কেও”

বড়গাছি গৌর-নিত্যানন্দ দরশনে আসে।

“কেও” বলি ডাক দিল দূর হতে পথপাশে ॥

অবাক বিস্ময়ে চাহি দেখিলাম কথা বলে।

মাঙ্গুষ নাহি নিকটে, তবে কি পরিণাম হলে ?

“কেও” বলে এস পথিক, মম জলে কর স্নান।

পথ ক্রান্তি দূর করি, করিবে ঠাকুর দরশন ॥

লক্ষ্মীছাড়া গ্রাম, মেঠোপথের ধূলি, শ্রীহীন।

একদা যথায় নৃত্য করিত ভকতপ্রবীণ ॥

রাজা নাই, প্রজা নাই ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট।

পূজা নাই, রুগ্ন গ্রাম দেখি হ’ল মনে কষ্ট ॥

রাজা কৃষ্ণদাস প্রবল প্রতাপী গৌরভক্ত।

কালের প্রভাব চমৎকার! বোঝা বড় শক্ত ॥

গৌর-নিত্যানন্দ পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।

(মনে আশা) বড়গাছি ভক্তসহ করি নাম সঙ্কীর্তন ॥

গ্রামের লোকসংখ্যার বর্তমান আনুমানিক হিসাব দেওয়া গেল—

ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলী	৪ ঘর	২০ জন
গন্ধ বণিক	৭ "	৬০/৬৫ জন
বাগদি	১৮ "	১২৫ জন
রুইদাস	৭ "	৩০ "
গরাই	১ "	৫ "
পরামণিক	৩ "	২০ "
রাজবংশী	১ "	৬ "
যাদব ঘোষ	৫ "	৩০ "
ওড়াও	১৬/১৭ "	১৫০ "
আদিবাসী সর্দার	৮ "	৪০ "
মুসলমান	১৮০ "	১০০০ "

বড়গাছি গ্রাম হইতে বাজার বড় আনুগিয়া ২৥ মাইল। বীরপুর হাট ২৥/২৥ মাইল, পোষ্ট অফিস তেঘরি ১ মাইল। দোল, জন্মাষ্টমী ও রথ-যাত্রার উৎসব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। মুসলমানগণ সকলেই স্মৃতি, কিন্তু তাহারা উৎসাহের সহিত মহরম, বকরিদ, ঈদ প্রতিপালন করেন।

দীর্ঘ ৬ মাসের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের অর্চন, ভোগরাগ হয় নাই বলিয়া জনিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। একদা যে-স্থান বারমাসে তের-পর্ব নৃত্যগীতমুখর ছিল, আজ তাহা কোথায়? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতির এই দুঃখময় দুরাবস্থা পর্যালোচনা করিয়া লুপ্ততীর্থ ও শ্রীপাট পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি।

১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বহির গাছির নিকট সরভোগ নিবাসী শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর দত্ত ঠাকুরের ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। অর্চন আরতি গোপাল মুখোপাধ্যায় করিলেন; সমুদ্রস্থিত গ্রামের লোকগণ প্রসাদ পাঠিলেন। আমাদের সঙ্গী ছিলেন শ্রীশান্তিময় গাঙ্গুলী ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। বড়গাছিতে ধান পাট রবিশয় হইয়া থাকে। দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে পূর্ব-গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস  
শ্রীমারাপুর (নদীয়া)।

# শ୍ରীগীতার মର୍মবাণী

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর )

## [ প্রথম অধ্যায় ]

( শ্লোক-সংখ্যা : ১-২ )

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়

কৃষ্ণের গোচরে ।

যোগেতে উত্তম যাহা

জানিবার তরে ॥১॥

কভু বলো কর্মযোগ

কভু কর্মত্যাগ ।

কোনটি উত্তম বলো

জগতের নাথ ॥২॥

জগন্নাথ বলিলেন—

উভয়ে সমান ।

শ্রেয়তর কর্মযোগ

কর্মই প্রধান ॥৩॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৩-৫ )

সন্ন্যাস ও কর্মযোগ

উভয়ে সমান ।

বিধি-বিধানে পালিলে

সমান কল্যাণ ॥৪॥

কর্মযোগ ও সন্ন্যাস

উভয়েই এক ।

অজ্ঞানে কহে ভুল

কহয়ে পৃথক্ ॥৫॥

জ্ঞানীজন সত্যদ্রষ্টা

কহয়ে সঠিক ।

বলে উভে সমগোত্রী

করে সবে হিত ॥৬॥

হইলে নিত্য সন্ন্যাসী

না রহে আসক্তি ।

করয়ে নিকাম কর্ম

কর্মের মোক্ষ প্রাপ্তি ॥৭॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৬-৭ )

কর্মযোগ করণীয়

ব্রত প্রাথমিক ।

না পালিলে এই ব্রত

ত্যাগ অনুচিত ॥৮॥

সহজ নহেক কভু

কর্মকে ত্যজন ।

আসক্তি রহিলে মনে

বৃথাই ভজন ॥৯॥



যোগযুক্ত বিমুক্তাত্মা

মার্জিত বচন ।

বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় দমন ॥১০॥

নিজ আত্মা অন্য জীবে

দেখে যেইজন ।

কর্মের শৃঙ্খল তাহে

না করে বন্ধন ॥১১॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৮-১০ )

দর্শন শ্রবণ স্পর্শ

ভোজন গমন ।

উন্মীলন নিমীলন

নিদ্রা নিমগন ॥১২॥

নিশ্বাসন প্রশ্বাসন

ঘ্রাণ ও গ্রহণ ।

বিসৃজন কথনাদি

বহু কার্যক্রম ॥১৩॥

ইন্দ্রিয়াদি করে কর্ম

নিজ কর্মে লিপ্ত ।

নির্লিপ্ত রহয়ে আত্মা

উজ্জল প্রদীপ্ত ॥১৪॥

পদ্মপত্রে বারি যথা

নাহি রহে স্থির ।

যায় চলি টলি টলি

পত্রের বাহির ॥১৫॥

সেইরূপে সর্বপাপে

হইবারে মুক্ত ।

সমর্পণ কর কর্ম

প্রভুতে সংযুক্ত ॥১৬॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১১-১৫ )

নবদ্বারযুক্ত গৃহে

করয়ে নিবাস ।

একনিষ্ঠ কর্মযোগী

কর্মেতে বিশ্বাস ॥১৭॥

বিচলিত নহে আত্মা

নাহি সাজে কর্তা ।

সাক্ষী রহে সর্ব কর্মে

তিনি অমুমন্তা ॥১৮॥

মানবে করয়ে কর্ম

যেমন প্রকৃতি ।

প্রকৃতির প্রভু আত্মা

সাথে বিশ্বপতি ॥১৯॥

সর্বভাগী মহেশ্বর

( শ্লোক-সংখ্যা : ২০-২২ )

না করে গ্রহণ ।

বিষয়ে ইন্দ্রিয়যোগ

অপরের পাপ-পুণ্য

পরিণাম বিষ ।

জটিল বন্ধন ॥২০॥

পান করে জগজ্জনে

মাতাল সদৃশ ॥২১॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১৩-১৯ )

ইন্দ্রিয় জনিত-মুখ

সূর্যের আলোকে যথা

হয় কলুষিত ।

ধরা আলোকিত ।

আত্মজ্ঞানী লভে মুখ

আত্মজ্ঞান হয় যবে

কলুষ বর্জিত ॥২৬॥

পরমাত্মা তৃপ্ত ॥২১॥

প্রিয় বস্তু লভিয়াও

ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত

নাহি হয় হৃষ্ট ।

সকলি সমান ।

অপ্রিয় আসিলে কিছু

নহে অসন্তুষ্ট ॥২৭॥

ইহলোক করে জয়

যেই চিত্ত সমাহিত

রহি ইহধাম ॥২২॥

ব্রহ্ম সাথে যুক্ত ।

ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল তথা

তথা বুদ্ধি রহে স্থির

কুকুর ও গাভী ।

মায়া মোহ মুক্ত ॥২৮॥

ব্রহ্মজ্ঞানী ভাবে সম

সমান দরদী ॥২৩॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৩-২৬ )

চিত্তের চাকলা যবে

কাম-ক্ৰোধে বশীভূত

হয় বিনষ্ট ।

করে যেই জন ।

লভয়ে পরধাম—

ভগবানে রহে যুক্ত

মহিমা মণ্ডিত ॥২৪॥

আনন্দিত মন ॥২৯॥

কাম-ক্রোধ উভে মুক্ত

সংযত চিত্ত ।

আত্মাকে জানিতে পারে

নির্ব্বাণ প্রদীপ্ত ॥৩০॥

জগতের করে হিত

হয় রিপুজয়ী ।

অন্তরে রহেনা পাপ

নহেক সংশয়ী ॥৩১॥

লভয়ে অন্তরে সুখ

অন্তরে আরাম ।

আলোকিত হয় চিত্ত

লভে ব্রহ্মজান ॥৩২॥

অস্ত হয় কাম-ক্রোধ

আসয়ে নিব্বাণ ।

ব্রহ্ম নিব্বাণেতে বাস

করয়ে ধীমান ॥৩৩॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৭-২৯ )

নিবদ্ধ রাখয়ে দৃষ্টি

ভ্রযুগল মাঝে ।

ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখি

বসে যোগসাজে ॥৩৪॥

প্রাণাপান ছুই বায়ু

রাখিয়া সমানে ।

যোগী করে মুক্তি চেষ্টা

বসি যোগাসনে ॥৩৫॥

যেজন জানিতে পারে

প্রভু মহেশ্বরে ।

যজ্ঞ-তপ-ভোক্তা যিনি

খ্যাত চরাচরে ॥৩৬॥

জীবের সুহৃদ যিনি

নাশয়ে দুর্গতি ।

যে জানে সে' মহেশ্বরে

লভয়ে সুগতি ॥৩৭॥

( ক্রমশঃ )

—শ্রীকালীপদ যুগল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্তবিভাগের পদস্থ অফিসার,

নিউ দিল্লী ।



# শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্মানযাত্রা দিবসে ( ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ সাং রবিবার পূর্ণিমার দিন ) নির্বিঘ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন।

এই মহামহোৎসবে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীধাম যথুগা এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ হটতে আরও অনেক বৈষ্ণববৃন্দ ও স্থানীয় বহু ভক্ত তথা সজ্জনমণ্ডলী যোগদান করেন।

এইদিন প্রভাতে মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও পাঠ-কীর্তন হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অভিষেক নিমিত্ত সকাল ৭ ঘটিকায় নগর সঙ্কীৰ্তন সহযোগে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবগাহন জন্ত পবিত্র সালিন্দি নদীর জল আনয়ন করা হয়। অনন্তর ১০ ঘটিকায় শুভমুহূর্তে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেবের যজ্ঞীয় সস্তারাদি এবং বেদ-মন্ত্রাদি স্তোত্রের দ্বারা মহা-অভিষেক হয়।

মধ্যাহ্নে মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগনিবেদনান্তে স্থানীয় সহস্রাধিক ভক্তমণ্ডলী ও শ্রদ্ধালুজনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সায়াহ্নে শ্রীল মহারাজগণ ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব বিষয়ে বহুবিধ শিক্ষা এবং উপদেশ প্রদান করেন।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহঃ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত হরিজন মহারাজের সেবাশ্রচেষ্টা সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে

## শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকল মঠেই সেবকবৃন্দ কম-বেশী পরিমাণে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তদুপরি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপুত পিছলদাস উক্ত মঠের বাৎসরিক উৎসবরূপে বিশেষভাবে উদযাপিত হয়।

অতীত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে কতিপয় প্রচারক পূর্ব হইতেই তথায় উপনীত হন। এই পিছলদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী যাইবার পথে এখানে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার শ্রীপাদস্পর্শে পবিত্রীভূত এই পুণ্যস্থতি-ক্ষেত্র বৈষ্ণবগণের নিকট অত্যন্ত পবিত্রস্থান। তাই শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিন্ট ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করেন এবং তত্রস্থ অধিবাসী-গণের সাহায্যে তথায় নিত্যসেবাপূজা যাহাতে স্থিতি লাভ করে তজ্জন্তু শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী বিগ্রহগণকে প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন।

স্নানযাত্রা-উপলক্ষে বিগত ২২ জ্যৈষ্ঠ ( ইং ৬।৬.৮২ ) রবিবার দিন ব্রাহ্ম-মুহুর্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা তথা মহাজন-গীতিকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-অনুষ্ঠান উদযাপিত হইলে মধ্যাহ্ন-ভোগ-আরতি কীর্তন এবং পরে আগন্তুক সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা-আরতি সমাপ্ত হইলে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ দীর্ঘ এক ভাষণে শ্রীশ্রীস্নানযাত্রার প্রচলন সম্পর্কে বিষদভাবে বর্ণন করেন। তদুপরি কয়েকজন ব্রহ্মচারীও উহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন। এর পর সভাপতির ভাষণে শ্রীশ্রী উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-লীলা ও তাঁহার প্রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রাজ্ঞস ভাষায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন এবং যাহারা এই উৎসবে সর্বতোভাবে সহায়-সহায়ত্ব করিয়াছেন তজ্জন্তু সমিতির পক্ষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ মতিকৃষ্ণ ব্রহ্মবাসী প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টা সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীগৌরানন্দপদ ব্রহ্মচারী

# শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

## শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে প্রতিবৎসরই সমিতির আকরমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা অগ্রতম শাখামঠ চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও এই উৎসব অনুষ্ঠান বিপুল আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। বর্তমান বৎসরেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে এই উৎসব উদ্‌যাপন করিতে গিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিতালীলাপ্রবিন্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ একটি বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের মূলপুরুষ ভক্তির ভগীরথ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি অর্থাৎ গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনের পূর্বদিবসে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল—তাই সেই তিথিবরাকে স্মরণ করিয়া শ্রীল ঠাকুরের নিকট কৃপাভিক্ষা করত হৃদয়-মন্দির মার্জনা করার বিধান দিয়াছেন। হৃদয় নির্মল না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয়-বিগ্রহের সেবা হইতে পারে না। শ্রীমন্দির-মার্জন অর্থাৎ আবর্জনা-মুক্ত করিলে যেমন তবেই সেখানে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তদ্রূপ হৃদয়-কলুষ মুক্ত করিলে তবেই হৃদয়নাথকে দর্শন করা যায়। রথযাত্রার পূর্বদিবস পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সুন্দরাচলে শ্রী গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জন অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাই শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসের নির্দেশ অনুযায়ী—

“কিন্তুদৃগ্ ভক্তিসন্দী জগন্নাথানুগারতঃ।

দোলা-চন্দন-কীলাগ রথযাত্রাচ্চ কারয়েৎ॥”

শ্রীগৌরধামে পুরীর প্রথানুযায়ী গুণ্ডিচা-মন্দির অর্থাৎ যেস্থানে শ্রীজগন্নাথদেব অষ্টরাত্রি যাপন করিবেন সেই মন্দির মার্জনের ব্যবস্থা করা হয়।

বিগত ৭ই আষাঢ় ( ৫২ ২২/৬৮২ ) মঙ্গলবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরুর্কটক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্বাত্মক ও বিভিন্ন মহাজন-গীতি কীর্ত্তিত হয়। তদনন্তর শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-প্রদপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে



পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। এর পর পূর্বাঙ্কে মঠস্থ ও দূরাগত বৈষ্ণববৃন্দ তথা বহু ভক্তবৃন্দসহ সুরধুনী-তীরে মনসা-মন্দিরের (নবদ্বীপস্থ ফাঁসীতলা ঘাট) সন্নিকটস্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের পুজামণ্ডপে উপনীত হইয়া কীর্ত্তন হইলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-প্রসঙ্গ বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি সমাপ্ত করে কীর্ত্তনমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস শ্রীশ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে প্রাতঃকীর্ত্তনাদি হটলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ রথযাত্রা সম্পর্কে পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নের ভোগারতি সমাপ্ত হইলে আগত সহস্র সহস্র জনসাধারণকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তখন দিবা ৩ ঘটিকা, রথাক্রম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আরতি করা হইলে “জয় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা কীটকী জয়” মুহূর্মুহঃ জয়ধ্বনী সহ নবদ্বীপ সहरস্থ মুখ্য পথ দিয়া ভক্তগণের রজ্জু-আকর্ষণে রথ মন্দির গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন সন্ধ্যা, রথ নিদিষ্টস্থানে পৌঁছে। এই-স্থানে অষ্টরাত্রি অবস্থান করিয়া নবম দিবসে যথারীতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চই আষাঢ় হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে বিভিন্ন দিবসে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং শ্রীগৌর-লীলা, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা, শ্রীপ্রহ্লাদ-লীলা তথা বিভিন্নতীর্থাদির দৃশ্যাবলী ছায়াচিত্রযোগে প্রদর্শন করান ও সে-সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় ১৫ই আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বিরাটভাবে মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। এই উৎসবে নিমন্ত্রিত ও আগন্তুক সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং পুনর্যাত্রার দিবস অর্থাৎ ১৬ই আষাঢ় সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাত্রে সহস্র সহস্র জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

—শ্রীভূদেব ব্যানার্জী,

দণ্ডপানিতলা (নবদ্বীপ)।

। শ্রীশ্রীকুঞ্জগোরাঙ্গো জয়ন্তঃ ।

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিৰধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যরাগ্না সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

১৩ ক্রমোৎকেশ, প্রহায়, ৪৯৬ গোঁরাঙ্গ  
৩১ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৭।৮।১৯৮২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদঃ

## শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্যষ্টকম্

[ ক্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

উদ্ভনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ ফুল্লনীপ-কুসুমাক্ষিত-কর্ণঃ ।

কুম্ভলভিরকুশোরসি হারী সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ১ ॥

উদ্ভনীলমণির ন্যায় অতি মনোহর ষাঁড়ার বর্ণ, বিকসিত কদম্ব-কুসুমহার।  
ষাঁড়ার কর্ণযুগল হরশোভিত, ষাঁড়ার বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা  
পাইতেছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ১ ॥

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ সর্ববল্লববধু পুতিচোরঃ ।

চর্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চা-চারীকৃতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চরী-তালে সুন্দর নৃত্য-কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥২॥

সর্বতঃ প্রথিত-কৌলিকপর্ব-ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্বঃ ।

গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারী-লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৩॥

যিনি সর্বত্র বিখ্যাত গোপদিগের ইন্দ্রপুজারূপ কৌলিক-পর্বের ধ্বংসহেতু অতি ত্রুড় দেবরাজের গর্ব হরণ ও গোষ্ঠ রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন-ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৩॥

রাগমগুল-বিভূষিত-বংশী-বিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী ।

সুয়মান-চরিতঃ শুকশারী-শ্রেণিভিজয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৪॥

সমূহ রাগ-রাগিনী-বিভূষিত বংশীর মধুরস্বরে যিনি প্রেমসৌরভের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশী-স্বর শুনিয়া অনুরক্ত শুক-শারীগণ বাহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৪॥

শাত-কুন্ত-রুচিহারি-তুকুলঃ কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত চুলঃ ।

নব্যযৌবন-লসদু জনারী-ব্রজনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৫॥

বাহার পীতাম্বর সুরণের কার্ত্তি অপেক্ষাও উজ্জ্বল, বাহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছে বিরাজিত এবং যিনি নব্যযৌবনে সুশোভিত ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জন তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৫॥

স্বাসকীকৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ ।

রাধিকোল্লভ-পয়োধর-বারী-কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৬॥

সুগন্ধি চন্দনাদিহারা বাহার অঙ্গ অনুলিখ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চীদ্বারা বাহার কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত বক্ষোজরূপ হস্তিবন্ধন শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৬॥

গৈরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভালঃ কেকিচঞ্চলিত-চম্পক-মালাঃ ।

অদ্রি-কন্দর-গৃহেষ্ভভিসারী সুভ্রবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৭॥



যাঁহার ললাট গৈরিক ধাতুদ্বারা তিলকাক্ষিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোহুল্যমান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের সহিত অদ্ভি-কন্দররূপ সঙ্কেত-স্থানে যিনি গমন করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৭॥

বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য-ক্ষিপ্ত-গোপ-ললনাখিল-কৃত্যঃ ।

প্রেমমত্ত-বৃষভানু-কুমারী-নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৮॥

যিনি স্বরবিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষপাতদ্বারা গোপ-ললনাদিগের নিখিল কার্য্য বিদূষিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুস্বতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জে রাসিক নায়ক-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৮॥

অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি-ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি ।

স প্রযাতি বিলসৎ পরভাগং তস্য পাদকমলার্চন-রাগম্ ॥৯॥

কৃষ্ণশীলামণী অতিমধুর ও মনোহর এই পদ্মাস্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥৯॥

## বৈষ্ণব-দর্শন

( পূর্বে প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৫৬ পৃষ্ঠারপর )

অপরোক্ষ পন্থায় বৈষ্ণবদর্শন এবং

শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন-শিরোমণি

এই পরম সত্য-দর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন । তাঁহাকে অন্য শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তায় প্রকাশিত হইতে হয় নাই । ক্ষুদ্র হইতে প্রত্যক্ষ-পন্থায় ও পরোক্ষ-পন্থায় বস্তু-নির্দেশ করিবার প্রতিপক্ষে অপরোক্ষ-পন্থার মহিমা একমাত্র বৈষ্ণব দর্শনেই নিহিত আছে । বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব-দর্শন-শিরোমণি এবং যাবতীয় দার্শনিক তথ্য তাহাতেই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

আপেক্ষিকতায় সত্য অদৃশ্য এবং নিরপেক্ষ

সত্যই বৈষ্ণবদর্শন

আপেক্ষিক অস্মিতা, আপেক্ষিক কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, আপেক্ষিক করণের সহায়তায়, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক বস্তু হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তু সম্বন্ধে, আপেক্ষিক আধারে দর্শন করিতে

গেলে পরম সত্যবস্তু দর্শন ঘটে না—ইহা প্রত্যেক দ্রষ্টা বস্তু-দর্শনকালে বিশেষরূপে নিরপেক্ষ না হইলে, বস্তু হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দ দর্শনে বিমুখ হইবেন। যাহারা মায়াদ্বারা বা খণ্ডজ্ঞান-প্রতীতিতে বস্তু-দর্শনে বাস্তব তাঁহারা মায়াবাদী বৈদান্তিক; আর যাহারা মায়াবাদীয় দাস্য-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ববিৎ বা বৈষ্ণব। সেই তত্ত্ব কেবল মায়া নহেন, কিন্তু অখণ্ড পরম সত্য, অবিমিশ্র পূর্ণ চিং ও অনুপাদেয়-বহিত ঘনানন্দের অদ্বয়-জ্ঞান।

### মায়াবাদীর ভ্রান্তিময় দর্শনে জগৎ মিথ্যা

মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবল মায়া আশ্রয়ে দৃশ্য দর্শন করেন। বাস্তব দর্শনের পবিতর্কে ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাঁহাকে বস্তু দেখিতে দেয় না। খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই সত্য বস্তু দেখিতে পান না; সুতরাং বিচার আসিয়া তাঁহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রমময় দ্রষ্টা ও খণ্ডবস্তু প্রতীতির মিথ্যাত্ব এবং নিত্যসত্য-জ্ঞান হইতে বিপথগামী করেন।

### বিশুদ্ধ দর্শনে জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু নশ্বর এবং মায়াশক্তি প্রসূত

তত্ত্ববিৎ জগৎকে মিথ্যা মনে করেন না, বস্তুর বাহ্যখণ্ড প্রতীতি জন্ত তাৎকালিক বা নশ্বর বলিয়া থাকেন। যাহাকে পরিমিত করা যায় তাহাই মায়া-গঠিত সঙ্কেত-ধর্মযুক্ত। দ্রষ্টা যখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহ্য-বস্তু নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাড্য আসিয়া দৃশ্য বস্তুর বিশেষত্ব দেখাইয়া, তাঁহাকে—‘বিষয়’ এবং দৃশ্য বস্তুকে—‘আশ্রয়’, ‘আলম্বন’ বা দর্শনের ‘আধার’ মনে করায়। মায়া বা পরিমিতি-শক্তি বস্তুর শক্তি-বিশেষ। সেই শক্তি পরিচালিত হইয়া বস্তুকে নানাভেদে প্রদর্শন করায় এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ বা ভেদ প্রদর্শন করায়। বস্তুর বাহ্য-প্রসবিনী মায়া-শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টা-জীবের অস্মিতায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই, তাহাকে বুদ্ধিরূপে পরিণত করে। বুদ্ধি পরিণত হইয়া অহঙ্কার, ও করণপাণ্ডে—মনে পরিণত হয়।

### মায়াবাদী শঙ্করের ভ্রান্তিময় বিচার ও তত্ত্ববাদী নশ্বের বিশুদ্ধ বিচার

মায়াবাদী মায়ার আশ্রয়ে ভেদজ্ঞান যুক্ত হইয়া বলেন,—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও বাস্তব ভেদ নাই এবং বস্তুতে স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই। তত্ত্ব-

বাদী অদ্বয়জ্ঞানাত্ময়ে বলেন তত্ত্ববস্তু ভগবানে স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদিকা পূর্ণা ও উপাদেয়া শক্তি নিত্য বিরাজমানা। তত্ত্ববাদী অদ্বয়-জ্ঞানাত্ময়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্ত্বা হইতে তত্ত্বে পৃথক্ দর্শন করেন না। তত্ত্ববাদী বস্তুকে সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্বে স্বগত লীলাময় নিত্য-বৈচিত্র্য আছে, চিচ্ছক্তি বস্তু প্রকাশে স্বজাতীয় এবং অচিচ্ছক্তি পরিণত বহির্জগতে বিজাতীয়ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি ভিন্ন না হইলে অচিচ্ছক্তি-শক্তিবলে সেই বিষ্ণুতেই চিৎ প্রকাশকারিণী ও অচিৎ সর্গের উভয় শক্তিই নিত্য বর্তমান। বেদান্ত দর্শন কেবল মায়াবাদিগণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শন মাত্র নহেন, পরন্তু বেদান্ত দর্শনেই চিদচিদীশ্বর বিষ্ণু-তত্ত্বই ত্রিবিধ বিভিন্ন অৱস্থায় স্থিত দৃষ্ট হন।

বৈষ্ণব দর্শনে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও জগতে

পরস্পর নিত্যভেদ

শ্রুতিতে লিখিত আছে—‘তদ্বিশ্বেষাঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ।’ দিব্যসুরিগণ দৃশ্য বস্তুকে সর্বদাই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া দেখেন। তবে অরূপাদেয়, দেশকাল বিচ্ছিন্ন অচিদর্শনে বিষ্ণু বা বস্তুত্ব আবদ্ধ করেন না। চিদ বা অচিদ বিষ্ণুশক্তি-পরিণত বস্তু-প্রতীতিকে বিষ্ণু বলেন না এবং বিষ্ণু ব্যতীত তাঁহাদের অন্যাধিষ্টানও স্বীকার করেন না। বিষ্ণু-সম্বন্ধ যেখানে উন্মুখ, তদ্বস্তু প্রতীতিকে বা বস্তুসম্বন্ধকে চিৎ এবং বিষ্ণুবিমুখ তদ্বস্তু প্রতীতিকে বা বস্তুসম্বন্ধকে অচিৎ বা জড়সংজ্ঞায় ভেদ করেন। একরূপ নিত্য-ভেদ দর্শন করেন বলিয়া যে তাঁহারা বহুবীশ্বরবাদী একরূপ নহেন। বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণুতত্ত্বই দর্শন করেন। তদ্বস্তু বিষ্ণু এবং তদীয় বৈষ্ণবগণ।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধ—নিত্য সেব্য-সেবকবৃত্তি

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব উভয়েই নিত্য ‘শক্তিমান ও শক্তি-পরিণাম’ বা ‘বিষয় ও আশ্রয়’-স্বরূপ হইয়া নিত্য-রসের উপাদান ও অনন্য সম্বন্ধ ময়। উভয়ের সেব্য-সেবন-বৃত্তি নিত্য, (অর্থাৎ) কালক্লোন্ত্য না হওয়ায় বিনাশী বা কন্মায়ত্ত্ব নহে, পরন্তু অনাদি। জড়কাল, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ। নিত্য শক্তিমান বিষ্ণুর দর্শনরহিত মায়াবাদীর অস্তিত্ব অনিত্য ও কালক্ষুর। বৈষ্ণবের স্থিতি নিত্য, তাঁহার দর্শনও নিত্য, কালে পরিবর্তন-যোগ্য নহে।



### চিজ্জগৎ, জড়জগৎ ও জীব সমস্তই বৈষ্ণবতত্ত্ব

চেতনময় সর্গসমূহে এবং জড়ময় যাবতীয় বস্তুতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায়, তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ। সুতরাং সকলগুলিই বৈষ্ণব। চেতনময় সর্গ যাহা জড়জগতে বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা প্রাকৃত অপেক্ষাযুক্ত, সুতরাং বিষ্ণু-সেবনোন্মুখ না হওয়ায় গুণাস্তর্গত। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে মুক্তাবস্থায় যে বিষ্ণুর চিৎসর্গ তাহা মাথার কোন প্রকার বশ্য বা অধীন নহে। এই জগতে জীবমাত্রেই বৈষ্ণব কিন্তু জড় বস্তুর এবং জড় ভোগের অভিনিবেশক্রমে হরি-বিমুখ ও জড়ের ভোক্তা বলিয়া নিজ-সত্তা নানাধিক গিস্মৃত। হরি-সেবনোন্মুখ চেষ্টাময় চেতন সর্গ ত্রিবিধ অবস্থায় আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া অবগত হন।

### বৈষ্ণবের সামান্য, মাধ্যম ও উত্তম অধিকার-ত্রয়

বৈষ্ণবের সামান্যাদিকারে ভগবান্ বিষ্ণুই তাঁহার একমাত্র সেবা। নির্দিষ্ট উপকরণাবলী দ্বারা-ভগবৎ-অর্চনই তাঁহার লক্ষীভূত চেষ্টা। অধিকার উন্নতি-ক্রমে তিনি বিষ্ণুভক্তি-নিরত ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে এবং ভগবদ্-চর্চায় উভয়ত্র বিষ্ণু দেখিয়া প্রেমবিশিষ্ট ভববদ্ভক্তের প্রতি তাঁহার বদ্ধতা অকৃত্রিম, সমগ্র জগৎ হরিসেবায় নিযুক্ত হউন—এরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট এবং বিষ্ণুবিমুখ বিদ্বেষীর সঙ্গত্যাগে তাঁহার যত্ন পরিদৃষ্ট হয়। উত্তমাদিকারে স্থূল-শরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনা রহিত হইয়া, জড়-বস্তুকে নিজ ভোগের উপাদান আদৌ মনে না করিয়া সকল বস্তুই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-সেবনোন্মুখ হরিসম্বন্ধি-বস্তু-জ্ঞান ও দর্শন করেন। দৃশ্য বস্তু মাত্রই শক্তি-পরিণতি বৈষ্ণব সহ অভিন্ন বিষ্ণু। জগতে সকল বস্তুই বিষ্ণুতে অবস্থিত, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই সর্বদা নিযুক্ত।

### সামাজিক অপসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব নহে

বৈষ্ণব বলিলে বর্তমান কালে সমাজের যে সম্প্রদায়-বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা তাদৃশ সামাজিকগণে আবদ্ধ নহে। নীতি ও পুণ্য বর্জিত হইয়া শিক্ষা-মন্দিরের সহিত যাহাদের বৈরিতা, শৌক্লদর্শ ভেদ যাহারা স্বীকার করেন বা স্বীকার করেন না, মৃত ব্যক্তির সংকারোপলক্ষে যাহারা গীত বাণ্য নৃত্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া জীবিকার্জন করেন, মার্দিজক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্যসমূহ লাঞ্ছনা করিয়া যাহাদের যথেষ্টাচার বৈধ সামাজিকগণের সর্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যাহারা সংযোগী বা জাতি বৈষ্ণব পরিচয়-বিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

## বংশগত ও ব্যবসায়ী গুরু বা অধিকারী গুরু বৈষ্ণব নহে

আবার এই জাতি বৈষ্ণবের গুরু ও পৌরোহিত্য-কার্যে নিরত, মন্ত্রাদি ব্যবসায়াবলম্বনে স্বীয় জীবিকা-নির্বাহে তৎপর, ধর্মের উপদেশ, শাস্ত্র-পাঠ, বিগ্রহ-ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জন প্রিয়, হিন্দু-সমাজে উন্নত বর্ণগণের মধ্যে পুত্র-কন্যা আদান-প্রদানাদি করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয় সংযমে লক্ষ্য না করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাকেও হরিসেবা জ্ঞানেন, বা গোদামি-সন্তান, অধিকারী, আচার্য্য-সন্তান বা গুরু পরিচয়াকাজক্ষী ব্যক্তিতেই বৈষ্ণব-সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

## নির্কিংশেষ মুক্তিকামী বৈষ্ণব নহে

হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচয় দিয়া বিষ্ণুমন্ত্র দোক্ষিত হইয়া বংশ-পরম্পরাগত বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বা পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণু দেবতার সেবন-তৎপর, মুক্তিতে নির্কিংশেষত্ব বিশ্বাসী, তাঁহারা ই যে কেবল বৈষ্ণব-সংজ্ঞা লাভ করিবেন এরূপ নহে।

## আখড়াধারী বাবাজী ও সন্ন্যাসিমাাত্রই বৈষ্ণব নহে

ডোর-কোপীনাди সন্ন্যাসবেশে বিভূষিত, বৈধ-সংসারে বিধি-গর্হনশীল, আখড়া-মঠ-দেবালয়াদিতে অবস্থিতি-পরায়ণ, শাস্ত্রাদি দর্শনে বিভ্রম, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার ফল্গুনদী যাহাদের অন্তরে ধীরে ধীরে বহিতেছে, তাঁহারা ই যে কেবল বৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করিতে অধিকারী—বৈষ্ণবগণ তাহা মনে করেন না।

## ‘বৈষ্ণব’-সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়

কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাই বৈষ্ণব সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। যাহার কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, যিনি ভগবৎ-সেবায় সর্বাত্মা দ্বারা অক্লান্ত নিযুক্ত, যিনি কায়মনো-বাক্যে হরিসম্বন্ধি-বস্তু দ্বারা ও হরিসেবনোপযোগী মানসী চেষ্টা-দ্বারা যেকোন অংশায় অবস্থিত থাকিয়া হরির অনুশীলনপর, যাহার ‘প্রাপ্য’-বোধে ধর্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তি-অভিলাষ হরি-সেবার উদ্দেশ্য নহে, তিনি উপরি উক্ত যে-কোন পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই জ্ঞানিতে পারিবেন। যাবতীয় সদগুণাবলী নিতাভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদগুণ সমূহ স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। বৈষ্ণব পরিচয়াকাজক্ষী ব্যক্তিমাাত্রই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব সংজ্ঞার যোগ্য না হইলেও আত্মনাদিগকে তাদৃশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।

বৈষ্ণবের লৌকিক-বৃত্তিগত সদাচারে আমরা দুইটি বিষয় লক্ষ্য করি।  
প্রথমটি তিনি সর্বোৎকৃষ্ট বিষ্ণুর নিত্যদাসাভিমানী এবং দ্বিতীয়টি তিনি  
যোষিংসঙ্গী নহেন।

### বৈষ্ণবের নিত্য সদুত্তম

বৈষ্ণব কৃপালু, অকৃতজ্ঞোহ, সত্যসার, সগ, নির্দোষ, বদান্য, মুহু, শুচি,  
অকিঞ্চন, সর্বোপকারক, শাস্ত্র, কৃষ্ণেকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-  
যড়-গুণ, মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, বরুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ  
এবং মোনী। বৈষ্ণব প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল গুণভূষিত হইলেও তাঁহাকে  
দর্শন করিতে গিয়া নানা কারণে বৈষ্ণব-পরিচয়াজ্ঞী অবৈষ্ণবগণ তাঁহার গুণ  
সমূহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

### সহজিয়া বৈষ্ণবের কপট দৈন্য

অনেক সময় বৈষ্ণবের নিষ্কপট দৈন্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, সকল মানব  
বৈষ্ণবের শিক্ষক সজ্জায় নিজ অসৎ স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও কপট  
দৈন্য শিখাইতে অগ্রসর হন। অবৈষ্ণব বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নিজ বৈষ্ণব-  
বিরোধী ভাবসমূহ বৈষ্ণবেরও ভূষণ হউক, একরূপ প্রার্থনা করেন। স্বয়ং  
বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব  
হয় না। প্রকৃত বৈষ্ণব কোনদিন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না।  
তাঁহাকে না বুঝিয়াই, উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটতায়,  
পরমোদার আদর্শ বৈষ্ণবকে সাম্প্রদায়িক মনে করিয়া, নিজের সঙ্কীর্ণতার  
পরিচয় দেন মাত্র।

তত্ত্ববস্তুই ভগবান্ ; তাঁহার নাম-রূপাদিতে ভেদ নাই,

তিনি অদ্বয়জ্ঞানময়

বৈষ্ণবদর্শনে তত্ত্ববস্তুর ভগবান্ বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিতে অবৈষ্ণবগণ  
যেমন মায়ায় অন্তর্ভুক্ত নশ্বর বস্তু সংজ্ঞা বিশেষ মনে করিয়া, লন সেকরূপ নহে।  
মায়ায় অন্তর্গত বস্তু মাত্রের সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার পরস্পর ভেদ আছে  
কিন্তু মাধাতীত ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলার মধ্যে সেকরূপ ভেদ  
নাই। তিনি অদ্বয় জ্ঞানময়। মায়িকজ্ঞানে ভগবানের সহ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের  
পার্থক্য কল্পিত হয় কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে সেকরূপ মায়ায় ক্রিয়া লক্ষিত  
হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর



# সঙ্গ-ত্যাগ

## সঙ্গ-ত্যাগ প্রবন্ধের সূচনা

‘শ্রীউপদেশামৃতে’ শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী বলিয়াছেন যে,—উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্ত্ব-কর্ম-প্রবর্তন, সঙ্গ-ত্যাগ ও সদ্ব্রাণ (সাধু জীবন ও সাধু প্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে ‘উৎসাহ’, ‘নিশ্চয়’, ‘ধৈর্য্য’ ও তত্ত্ব-কর্ম-প্রবর্তন’-বিষয়ে ইতিপূর্বে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ‘সঙ্গ-ত্যাগ’-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

## বিবিধ দুঃসঙ্গ—চারিপ্রকার

সঙ্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ ‘সংসর্গ’ ও ‘আসক্তি’। সংসর্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও দুইপ্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মাগণ ভক্তি-সিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন-সহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জন করিবেন। (ঐ প্রকার) সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্বনাশ অবশ্য অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যথা—

সঙ্গাৎ সংজাযতে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।

স্মৃতি-ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্চতি। (২।৬২-৬৩)

## ভগবদাক্তা লঙ্ঘন হইতে জীবের

### অবিদ্যা-দোষ ও দুঃসঙ্গ

এই ভগবদাক্তা সর্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, আত্ম অল্পে অল্পে তাঁহার ‘আসক্তি’ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা ধ্বংস হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—জীব চিন্ময়; মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যা-দোষে জড়ভিত্তিতে জীবের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের মায়া-সংসর্গ হয় না। সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎ-প্রসঙ্গই থাকে। চিৎজগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্য সঙ্গ, তাহা বাস্তবিক। মায়াবদ্ধ-অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যা-সঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ, যোষিৎ সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ। বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন আমরা বিজাতীয় বিষয়ে বিচার করিতেছি।

## চতুর্বিধ দুঃসঙ্গ মধ্যে (১) অভক্ত সংসর্গ-বিচার ;

### তন্মধ্যে অভক্ত কাহার?—জ্ঞানিগণ

প্রথমেই অভক্ত সংসর্গের বিচার। অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অমুগত ন'ন, তাঁহারা ই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অমুগত ন'ন। তিনি মনে করেন যে,—‘আমিও জ্ঞান-বলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্বোত্তম বস্তু ; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞান-বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞান-বলে আমিও ব্রহ্ম হইব।’ অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত ব্রহ্ম-জ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও যুক্তি-বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ-প্রসাদের জন্ত বিশেষ যত্ন করেন না। স্মরণ্য জ্ঞানীমাতেই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধন-কালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, (কিন্তু) তিনি সিদ্ধি-কালে ভক্তিকে বিসর্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই নিত্য ভক্তি বা ঈশানুগত্যের কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া একটি সম্প্রদায় করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের আভাস মাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধ-ভক্তির অবস্থা-ভেদ মাত্র। তাহা কেবল ভগবৎ প্রসাদে শুদ্ধ-ভক্ত-গণ (অনায়াসে) লাভ করিয়া থাকেন। যথা, শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ,—

জ্ঞানী জীবনুভূত-দশা পাইলু করি' মানে ।

বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে ॥

### জ্ঞানবাদে আসক্তগণ অভক্ত

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মুক্তি বলিয়া যে একটি সাধন-ফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎ-সেবার দ্বারা ভগবৎ-প্রসাদ লাভ, তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না।

### কর্ম্মীগণও অভক্ত

কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভের জন্ত যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে-কর্ম্মের নাম ভক্তি।

যে-কর্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্মুখ-জ্ঞান দান করে, সে-কর্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্মীগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অমুসন্ধান করেন না। যদিও কৃষ্ণকে সন্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য এই যে, কোনও প্রকার প্রাকৃত সুখলাভ হউক। স্বার্থপর কর্মকেই কর্ম বলে। অতএব, কর্মী ব্যক্তিকে অভক্ত বলা যায়।

যোগী, বহুদেব-দেবী-পূজক, নৈর্য্যায়ক

বিষয়ীগণ সকলেই অভক্ত

যোগীগণ কোন-স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন-স্থলে কর্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অমুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়।

বহুদেব-দেবী-পূজক অনন্ত-শরণাপত্তি না থাকায়, তাঁহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাহারা কেবল শুদ্ধ ন্যায়াদি বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্ বহির্মুখ। যাহারা একপন সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র, তাঁহাদের ক কথাই নাই। যাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্ত মধো গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের আদর্শ সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধি-নাশ হয় এবং তাঁহাদের সগান-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাঁহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।

যোষিৎ-সংসর্গ দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ—ভ্যাগী-পক্ষে

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎ সংসর্গ। যোষিৎ সংসর্গও বড় অনিষ্টকর। সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই,—

অসংসঙ্গ-তাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

‘স্ত্রী-সঙ্গী’—এক অসাধু, ‘কৃষ্ণাভক্ত’ আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-ভেদে বৈষ্ণব দুইপ্রকার। যাহারা গৃহ-ত্যাগী তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-মাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং, যোষিৎসঙ্গ-তাগ বলিলে তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন নিষেধ হইয়াছে। যথ প্রভু-বাক্য,—

ক্ষুদ্র-জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাগ্রা বুলে, ‘প্রকৃতি’-সম্ভাষিণী ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০)



বৈষ্ণবী স্ত্রী-সম্বন্ধে ( চৈঃ চঃ অঃ ১১।৪২ )—

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।

স্ত্রী-সব দূর হৈতে কৈল প্রভু-দরশন ॥

### যোষিৎ-সঙ্গ দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ—গৃহী-পক্ষে

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি,—গৃহস্থ-ব্যক্তি পর-স্ত্রী বা বেশ্যা-সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুমোদিত সংসর্গ-ব্যতীত অন্য-প্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্নেহ-ভাব একবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্ত-ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ ( রঘুনন্দন-কৃত উদ্ধাহতত্ত্বে ধৃত কুল্লুক ভট্ট-ভাষ্য )—

ন গৃহং গৃহমিত্যাঙ্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান পুরুষার্থান সমপ্নুতে ॥

### ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-রূপ ত্রিবর্গ-সাধন

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যিক। সেই গৃহিণীর ( সহিত ) একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে পুরুষার্থ চারি-প্রকার, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই ‘ধর্ম্ম’; শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম ‘অধর্ম্ম’; সেই সমস্ত বিধি-পালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম ‘অর্থ’। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই ‘অর্থ’। সেই সমস্ত ‘অর্থ’ ভোগের জন্ত ‘কাম’। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটিকে ত্রিবর্গ বলে। কন্ম-চক্রে ভ্রাম্যামান্ মায়াবদ্ধ জীবের এই ত্রিবর্গ সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গ সাধন করাই স্মার্ত্ত গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রিদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ-সাধ করিবেন। ভীর্থযাত্রাদি-কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে-পর্য্যন্ত পরমার্থ চোঁষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চোঁষ্টা-ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবনের অন্য উপায় কি ?

### মোক্ষ ও তাহার সাধন

মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুই প্রকার অর্থাৎ ‘অতাস্ত-তুঃখ-নিবৃত্তি’ ও ‘চিৎস্ব প্রাপ্তি’। শুদ্ধ-জ্ঞান বা মায়াবাদ যাহাদের ধর্ম্ম জীবনকে

নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিস্তৃত জ্ঞান যাহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন। অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব—গৃহীই হউন বা গৃহ-ত্যাগী হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী।

### গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কৃত্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিনীর সহিত এক-যোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি জৈগ্ন হন না। এইরূপ-জীবনে তাঁহার যোষিৎ-সংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী-সন্তাষণ এবং বৈধ স্ত্রী-সঙ্গে অপারমাখিক জৈগ্ন-ভাব, তিনি একবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ( প্রথম স্কন্ধে ২৯-১০, ১৩-১৪ ) সূত-গোস্বামী সংক্ষেপে বৈষ্ণব গৃহস্থের নিয়মটিকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; যথা,—

ধর্ম্মস্ত হ্যাপবর্গাস্ত নার্থোইর্থাযোপব্রজতে ।

নার্থস্ত ধর্ম্মকান্তস্ত কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ।

কামস্ত নোদ্রয়-প্রীতিলাভে জীবতে যাবতা ।

জীবস্ত তত্-জিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কশ্চিভিঃ ॥ ( ২৯-১০ )

অতঃ পুংভির্বিজ্ঞ-শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগঃ ।

স্বনুষ্ঠিতস্ত ধর্ম্মস্ত সংসিদ্ধির্ইরি-তোষণম্ ॥

তস্মাদেकेन মনসা ভগবান্ সাস্বতাং পতিঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীৰ্ত্তিতবাস্চ ধোয়ঃ পূজ্যাস্চ নিতাদা । ( ২১৩-১৪ )

### গৃহীগণের সংসারে নির্বেদের জন্যই কৰ্ম্ম কর্তব্য

তাৎপর্য্য এই যে—বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ত্রিবর্গ ধর্ম্মের প্রাধান্য-রূপে উপদেশ আছে। করুণাময় ঋষিগণ কৰ্ম্মাধিকারীর বাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্তু বিংশতি ‘ধর্ম্ম-শাস্ত্র’ রচনা করিয়াছেন। কৰ্ম্মীগণের তাহাতে অধিকার।

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্ক্বীত ন নির্বিঘ্নেত যাবতা ।

মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবৎ ন জায়তে ॥ ( ভাঃ ১১।২০।২ )

এই ভগবদ্ বাক্যের উদ্দিষ্ট কৰ্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্বেদ লাভ করিয়া যাহাদের জ্ঞানাদিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবর্গিক কৰ্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-জ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হন। বহু জন্মাজ্জিত স্মৃতি-বলে ভগবৎ-কৃপা লাভ করত যাহাদের

ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। ইহারা বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গা-ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন, এবং সেই অর্থ ভোগ-বিষয়ে যে নাম প্রাপ্ত হন, সে-সমস্তই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশে হয় না, কিন্তু চিৎ-স্বরূপ জীবের ভক্তি-অনুকূল পবিত্র জীবন-যাত্রীর সহিত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এইস্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব গৃহস্থ-বৈষ্ণব জীবন-যাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎ-প্রসাদ-লাভের উদ্দেশে গৃহস্থ-জীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ তৎ-সাধনে প্রতিকূল হইবে তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন।

### গৃহস্থের নির্মলতার জন্য ত্রিবর্গ-সাধন

সুতরাং গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গ-ধর্ম্মলক্ষণ-ক্রিয়া তাঁহার নির্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্য-শরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণীও তদনুগত। অন্যান্য-স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে সর্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোনপ্রকার অবৈধ আচরণ থাকে না; অতএব, তাহাতে যোষিৎ-সঙ্গ হইবে না। অতএব, গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকল প্রকার সাধকের পক্ষে যোষিৎ-সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। তত্ত্বগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে ‘সংসর্গ-রূপ সঙ্গ’ পরিত্যাগ করিবেন।

### আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গ দ্বিবিধ,—তন্মধ্যে প্রাক্তন

#### জ্ঞান-সংস্কারাসক্তি বিচার

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। ‘সংস্কারাসক্তি’ ও ‘জড়-দ্রব্যাসক্তি’-ভেদে আসক্তি দুইপ্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। ‘প্রাক্তন’ ও ‘আধুনিক’-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়া-বদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞান-চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গ-শরীর গত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন-সংস্কার। সেই সংস্কারকে স্বভাব বলা যায়। যথা গীতায় (৫।১৪)—



ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্য সৃষ্টিভি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥

“অনাদি-প্রবৃত্তা প্রধান-বাসনাত স্বভাব-শব্দেনোক্ত-প্রধানিক-দেহাদিমান্  
জীবঃ কারয়তি কর্তা চেতি ন বিবিজস্য তদ্বন্” ইতি — (শ্রীবলদেব) ভাষ্যকারঃ ।

পুনশ্চ ( ৫৮৬০ ) —

স্বভাবজেন কোন্তেয় ! নিবন্ধঃ স্বেন কৰ্ম্মণা ।

কর্তৃত্বং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যন্তবশোহপি তৎ ॥

জ্ঞান সংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে গীতা (১৪।৬) বলিয়াছেন ; যথা—

তত্র স্ততং নিশ্চলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং ।

সুখ-সঙ্গেন বধ্যতি জ্ঞান-সঙ্গেন চানঘ ॥

তত্র ( শ্রীবলদেব ) ভাষ্যকারঃ—“জ্ঞাত্বহং, সুখ্যহম্”—ইতি অভিমানন্তেন  
পুরুষঃ নিবধ্যতি ।”

এই প্রকার স্বভাব-জনিত কৰ্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভূত সংস্কার-প্রসূত-আসক্তি হইতে  
মানবদিগের কৰ্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ উদয় হয় । পূৰ্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদী-  
দিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গ দ্বিবিধ—তন্মধ্যে প্রাক্তন

কৰ্ম্ম-সংস্কারাসক্তি বিচার

কৰ্ম্ম সঙ্গীদিগের কথা এইরূপে উক্ত আছে,—

ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্ম-সঙ্গিনাং ।

যোষয়েৎ সৰ্ব্ব-কৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ( গীঃ ৩।২৬ )

প্রাক্তন-সংস্কার হইতে কৰ্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ হয় । এই সংস্কার সঙ্গ অত্যন্ত  
অপরিহার্য্য । বহুচেষ্টা এমত কি আত্মব্রাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার তাগ  
করিতে পারা যায় না । এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ  
করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি । এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব  
বশীভূত । জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকেন না, তখন তাঁহার যে স্বভাব, তাহা  
নিশ্চল কৃষ্ণদাস্ত । (জীব) মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে  
তাগ করিতে পারেন না ; তখন প্রাক্তন জনিত কুসংস্কার তাঁহার দ্বিতীয়  
স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে । ( ক্রমশঃ )

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ঙ্গ বিম্বপাদ ১০৮ শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
শ্রীচরণ সরোজে দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জীবের হৃদশা হেরি                      পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি  
গগন সহ হন অবতার ।

কখনো বা নিজজনে                      প্রেরিয়া এ ভুবনে  
জীবগণে করেন উদ্ধার ॥

শ্রীগৌরের নিজজন                      শ্রীকেশব নাম হন  
আসিয়াছ জীব উদ্ধারিতে ।

প্রভুপাদ-নিজজন                      অনেকে হয় গগন  
তার মধ্যে ছিলেন অতিপ্রের্ত ॥

যেই সেবা অন্তে নহে                      সেবকগণ চিন্তে মনে  
গুরু কৃপা তরে অবহেলে ।

আচার্য্য রামানুজে                      অক্ষিদানে তারে পূজে  
শ্রীকুরেশ নাম সবে বলে ॥

গুরুসেবা দৃঢ়ব্রত                      প্রাণদানে নহে আর্দ্র  
গুরু সর্ব জীবনের জীবন ।

সেইরূপ সেবা করি                      'কৃতিরত্ন' নাম ধরি  
ইষ্টদেবে করিলে পূজন ॥

যে বৈষ্ণবের গুণগানে                      সর্ববিঘ্ন বিনাশনে  
ঘুচে যায় মায়াবন্ধ ফাঁস ।

এহেন বৈষ্ণবগণে                      মায়াসদা বিঘ্ন করে  
তবু নহে সেবক নিরাশ ॥

এ তিথি স্মরিয়া মনে                      তব শ্রীচরণ বন্দে ।  
প্রণত হইয়া বারবার ।

তব যেরূপ আন্তি                      প্রভুপাদ প্রতি ভক্তি  
তার কণা হউক আমার ॥

# দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

( পূর্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫ পৃষ্ঠার পর )

পূজায় পশু বলিদানের নিদারুণ পরিণাম

ভবিষ্যপুরাণের বচনে মেঘবলি, ছাগবলি, মহিষবলি ও নরবলি হটতে শ্রীদুর্গার উত্তরোত্তর তৃপ্তির আশিকা দেখা যায়। আবার শেষে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বচনে বলি হটতে প্রীতি ও হিংসা জন্ম পাপ দুইটাই লাভ হয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আবার তৎপরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে শুধু পাপ শ্রুতিই রহিয়াছে। যথা—

উৎসর্গকর্তা দাতা চ চেস্তা পোষ্টা চ বক্ষকঃ।

অগ্রপশ্চাঙ্গিবন্ধা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ ॥

যো যং হন্তি স তং হন্তি চেতি বেদোক্তমেব চ।

কুর্কন্তি বৈষ্ণবী-পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা ॥

( ব্রঃ বৈঃ পুঃ ৬৫।১১-১২ )

অর্থাৎ উৎসর্গকারী ব্রাহ্মণ, যাহার পূজা, বধকারী, পোষ্টা, বক্ষক ও অগ্রপশ্চাৎ ধারণকারিদ্বয় এষ্ট সকল সাতজনই বধজন্ম পাপভাগী হইয়া থাকেন। যে যাহাকে হনন করে পরজন্মে সেও ঐ বধকারীকে হনন করে। উহা বেদেই উক্ত রহিয়াছে, সেই কারণে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীপূজা ( সাত্ত্বিক-বিধানে পূজা ) করিয়া থাকেন। এই সব তামস, রাজস পুরাণে দেবীর তৃপ্তি হয় বলিয়া উক্তি থাকিলেও যুক্তিকল্পতরুর বচন দ্বারাও জানা যায় জীবহত্যা-রূপ বলিদানে জীবহত্যারূপ পাপফলই লাভ হয়, অন্য কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ সর্ববরেণা সাত্ত্বিক মহা-পুরাণাত্মক পদ্মপুরাণে দেবীর স্বমুখ নিঃসৃত বাক্য হইতেও তাহাই স্পষ্টভাবে প্রতীতি হইতেছে। এমন কি পূজায় জীবহত্যাফলে বৌরবাদি নরকে পতন হইয়া থাকে, ইহা দেবী নিজেই বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধেও তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এই প্রবন্ধেও দৃষ্টান্তদ্বারা বলিদানের ফলাফল সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করিব।

কোনও সময়ে দস্যুরাজ এক শূদ্র পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকট নরবলি দিবার অভিপ্রায়ে বলিযোগ্য এক ব্যক্তিকে বলপূর্বক বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। দৈবাৎ সেই নরপশু পলাইয়া যাওয়ায় তাহার অনুচরগণ চতুর্দিকে



অন্বেষণক্রমে তাহাকে না পাইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ধান্যক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত জড়ভরতকেই হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও বলিযোগ্য দেখিয়া ধরিয়া লইয়া আসে। সেই দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রালঙ্কার ও তিলকাদি দ্বারা ভূষিত করত ভোজন করাইল। তৎপর তাহাদের স্বকল্পিত বিধানে ভদ্রকালীর পূজানন্তর পুষ্প, পত্র ও মালাদি দ্বারা কল্পিত পুরুষ ভরতকেও হিংসা-বিধি বিহিতরূপে পূজা করিয়া উচ্চ গীত ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহ তাহাকে ভদ্রকালীর সম্মুখে অধোমুখে উপবেশন করাইল। তখন শূদ্র দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতের শোণিতরূপ মধুদ্বারা ভদ্রকালীর তৃপ্তিবিধান মানসে ভদ্রকালী-মন্ড্রে অভিমন্ত্রিত এক ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিল। রজস্তুমোঙণে অত্যন্ত আচ্ছন্ন এই দস্যুগণ ধনমদে মত্ত, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল। হিংসাই তাহাদের ক্রীড়োৎসব হইয়াছিল। সেইজন্ত সর্ষভূত-সুহৃদ্ ভগবদগত-চিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিপ্লব, আপৎকালীন লৌকিক হত্যাবিধিরও যিনি অবধা তাহাকেই হত্যা করিয়া নিজ ইচ্ছা-সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। দস্যুগণের সর্ষথা অকর্তব্য এই কার্যে দেবী সাতিশয় রুষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমা হইতে ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত বহির ঞ্চায় দীপ্তি ধারণ করত বহির্গত হইলেন। অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশ জনিত তাহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। তিনি বিশ্বসংহারিণী মূর্তিতে অতীব ক্রোধভরে অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ শূদ্রগণের মস্তক তাহা-দিগের সেই খড়্গের দ্বারাই ছেদন করিলেন। তৎপর দেবী ডাকিনী যোগিনী-গণের সহিত ঐ সকল দস্যুগণের গলদেশ হইতে নির্গত রুধিররূপ অত্যুৎকৃষ্ট মৃত্যু পান করিতে করিতে অতিশয় শোণিত পানোন্মত্তা হইয়া নিজ পার্শ্বদগণের সহিত উচ্চস্বরে গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এই জড়ভরতের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় ছাগাদি পশুবলি বা নরবলি প্রকৃতপক্ষে দেবীর তৃপ্তিদায়ক নহে। যদি তাহাই হইত তবে তাহার নিজ ভক্তগণকে অর্থাৎ নরবলিদানকারী পূজারিগণকে বধ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাহা অবৈধ, অপ্রিয় ও বিগর্হিত বলিয়াই দেবী ঐ প্রকার পূজক দস্যুগণকে বধ করিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। বলিবিধান পাপজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহার ফল চাক্ষুষ দেখা যায় না, পরকালে

ভোগ্য হয়। সুরথরাজা ও প্রাচীনবর্হির দৃষ্টান্তে তাহা দেখান হইয়াছে। এই দম্মাগণের পাপফল অত্যন্ত উৎকট বলিয়া এই জন্মেই তাহার। নিজ দুষ্কর্মের ফল—বধপ্রাপ্ত হইল, পরেও নরকাদি দুঃখ ভোগ করিবে। অত্যাৎকট পাপপুণ্যফল মানবগণ এজগতেই লাভ করিয়া থাকে। যথা,—

ত্রিভিবর্ষোজ্জ্বলিতমৈস্তুতিঃ পক্ষৈস্তিভিদ্দিনৈঃ।

অত্যাৎকটে: পাপপুণৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥ ( হিতোপদেশ )

অত্যাৎকট ( অত্যন্ত বিগহিত বা প্রশংসনীয় ) পাপকার্য বা পুণ্য কার্যের ফল এজগতেই মানবগণ তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে বা তিন দিনের মধ্যেই লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ পাপকার্যের গুরুত্বানুসারে অল্পকাল মধ্যে ও লাঘবত্বানুসারে কিছুদিন পরে ফললাভ এই জন্মেও ঘটয়া থাকে।

বলিবিধানের উপসংহারে শেষ বক্তব্য এই যে দেবতাগণ সকলেই হরি-ভক্তি ও সত্ত্বগুণপ্রধান এবং সেজন্ত তাহাদের প্রতি শ্রীহরিরও প্রীত্যাধিকা শ্রীমদ্ ভাগবতের বহু স্থানেই বর্ণিত রহিয়াছে। মদ্য-মাংস-রুধির রক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদির খাদ্য, তাহা কখনও দেব-ভোগ্য হইতে পারে না। তবে যে, দেবীর চামুণ্ডাদি মূর্তিতে অসুরবধ ও রুধির পানাদির কথা শুনা যায়, তাহা ক্রোধের আবেগে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয় মাত্র। উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে; কারণ দেবতার দেবত্ব কখনও পিশাচত্বের সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। রুধির, মদ্য ও মাংস প্রভৃতি রক্ষ-পিশাচাদির আহাৰ্য্য; তাহা কখনও দেবতার গ্রহণযোগ্য নহে। পদ্মপুরাণে দেবীর স্বমুখ-নিঃসৃত বাক্যেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং দেবতাক্তনে মদ্যদান ও পশুবলির বিধানটী সর্বশাস্ত্র ও সর্ববাদীসম্মতই 'অবৈধ'। উহা মদ্য-মাংস-লোলুপতা ভিন্ন কখনও পরমার্থ ফলদায়ক নহে। বরং পাপাদির জনকই হইয়া থাকে। ( ক্রমশঃ )

## উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর )

পুনঃ অবগত হওয়া গেল অযোধ্যা হইতে ত্রিবেদীগণ ৮৯ পুরুষ হইতে বাড়ীপাড়া গ্রামে বসবাস করেন। ঐ বংশের গোবিন্দচন্দ্র ত্রিবেদী ৯১ নং মোজা বড়গাছির জমিদারী সত্ত্ব তৎকালীন নীলকর সাহেব মিঃ জেমস্ হিল্ড-এর সহিত ক্রয় করেন। উহাদের জমিদারী খরিদের সময়েই কায়স্থগণের

বসতি ছিল না। স্বর্ণকার ৪ ঘর, মোদক ৪।৫ ঘর ও ১৫।২০ ঘর কুস্তকার ছিল। এখন তাহাদের কেহ নাই। ঐ সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং-এর রাজত্ব ছিল।

বড়গাছির প্রাচীন ঐশ্বর্যের পরিচয় গোড়ীয়-বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। সালিগ্রামও একসময় সমৃদ্ধস্থল। তুনা যায় উহা শালিবাহন রাজার রাজত্ব ছিল, কিন্তু কালপ্রভাবে আজ উহা বিস্মৃতির অস্ত্রাচলে নিমজ্জিত। নদীয়া জেলার পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে প্রায় নীরব। মুসলমান বিজয়, ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। নীলকরের অত্যাচার-কাহিনী সকোপরি ম্যালেরিয়া মহামারীতে গ্রামগুলি জনশূন্য হইয়াছিল। নৈসর্গিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং আমাদের ইতিহাস বিমুখতাও এজন্য কম দায়ী নহে। আবার কি আমাদের কৃতি বঙ্গজননীর সন্তানগণ এই সকল লুপ্ত-গৌরবের পল্লীসমূহের ইতিহাস উপস্থিত করিবেন? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতিকে পুনোরজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইবে?

হিন্দুজাতির ধ্বংসের বহুবিধ কারণের মধ্যে রাজকীয় কার্যপ্রণালীও বিলক্ষণ চিন্তার বিষয়। এ কারণে জীবন বাঁচাইবার তাগিদে হিন্দুগণ ধর্মাস্তরিত হইয়া মুসলমান-খ্রীষ্টানধর্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। জাতিভেদও একটি অন্যতম কারণ।

“For the murder of a slave by the master no punishment of the slave. The rule of evidence laid down that in the trial of a Muslim, evidence of non-Muslims were in admissible.”

Nadia Gazetteer, West Bengal, Nadia,  
By D. D. Mazumdar, I. A. S., 1978.

ইং ১৮২৪-২৫ সালে যশোহর জেলার রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুর হইতে ম্যালেরিয়া, ওলাট্টা (কলেরা) প্রভৃতি মারাত্মক রোগের উৎপত্তি। উহা যশোহর জেলা ধ্বংস করিয়া ১৮৩২-৩৩ সালে নদীয়া জেলায় আক্রমণ করে। ক্রমে বহু জনপদ লোকবহুল পল্লী ধ্বংস করিয়া ২৪ পরগণায় বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৬৬ সালে কৃষ্ণনগর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এমনকি কৃষ্ণনগরের এ, ডি, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩ ভাগ কমিয়া যায় ও কৃষ্ণনগর কলেজেও ঐ অবস্থা হয়। নদীয়া জেলার গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়া কবলে শূন্যানে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্তও ম্যালেরিয়া



নদীয়া জেলায় ব্যাপকভাবেই ছিল। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববাংলার লোকগণ নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহাদের আগমনে জঙ্গল, ডোবা প্রভৃতি পরিষ্কার হইয়া বসতি স্থাপিত হয়। ক্রমে সরকারী চিকিৎসার সাহায্যে ম্যালেরিয়া কমিয়া যায়।

ভক্তিরত্নাকর হইতে অবগত হওয়া যায়,—

অবৈত শ্রীবাস আদি গুণের আলম ।  
 নিত্যানন্দ সঙ্গে মহানন্দে বিলসয় ॥  
 নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ করাইতে ।  
 হইল সভার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছামতে ॥  
 বড়গাছি গ্রামের হরিহোড়ের সন্তান ।  
 ‘কৃষ্ণদাস’—নাম তাঁর তেহো ভাগাবান্ ॥  
 নিত্যানন্দ পদে তাঁর সুদৃঢ় ভক্তি ।  
 করাইতে বিবাহ তাঁহার আন্তি অতি ॥  
 নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ যেন মতে ।  
 শুন শ্রীনিবাস তাহা কহি সংক্ষেপেতে ॥  
 নবদ্বীপ হইতে অল্পদূরে সালিগ্রাম ।  
 তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম ॥  
 গোড়ে রাজ্য যবনের কার্য্যে সুসমর্থ ।  
 “সরখেল” খতি উপাঞ্জিল বহু অর্থ ॥  
 সূর্য্যদাস চারি ভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার ।  
 সর্বত্র বিদিত তাহা কহিব কি আর ॥  
 সূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয় ।  
 বসুধা-জাহ্নবা নামে তাঁর কন্যাদয় ॥  
 রূপে গুণে দৌহার উপমা নাই দিতে ।  
 দৌহার বিবাহ লাগি সদা চিন্তে চিতে ॥  
 বিপ্রগণে দেন ভার বিবাহ বিষয় ।  
 আইসে সম্বন্ধ কভু, স্থির নাহি হয় ॥  
 সূর্য্যংশে প্রবীণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ ।  
 তেঁহ সূর্য্যদাসে কহে মধুর বচন ॥

চিন্তাযুক্ত হইয়া চলি নু সব ঠাই ।

তোমার কণ্ঠার যোগ্য পাত্র কভু নাই ॥

অকস্মাৎ মনে এক হইল আমার ।

তাহা কহি যদি মনে আইসে তোমার ॥

রাঢ়দেশ মধ্যে গ্রাম একচক্রা নামে ।

ব্রাহ্মণ-সজ্জন বহু বৈসে এই গ্রামে ।

তথা বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত বিদ্যাবান্ ।

দ্বিতীয় মুকুন্দ নাম সর্বাংশে প্রধান ॥

তথাহি শ্রীদেবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব অভিধানে—

তথা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দো দ্বিজসত্তমো ।

নিত্যানন্দ স্বরূপস্ত পিতরাবতুল প্রিয়ো ॥

অর্থাৎ,—পরম রূপবান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পদ্মাবতী মুকুন্দ শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের মাতাপিতা ।

তথাচ—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—

রোহিণী বসুদেবো ঘোপিতরো রামকৃষ্ণয়োঃ ।

পদ্মাবতী মুকুন্দো তৌসন্তোজাতৌ দ্বিজসত্তমৌ ॥

অর্থাৎ,—কৃষ্ণ ও বলরামের মাতাপিতা যে রোহিণী বসুদেব, তাহারা সজ্জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদ্মাবতী মুকুন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—

বিদিত স্তন্দরামল বন্দিঘাটী গাই ।

বৈছে তা'র কুল নিন্দিত কিছু নাই ॥

শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ যেখানে ।

তাহারাও কুলীন বেষ্টিত সবে জানে ॥

তা'র পুত্র নিত্যানন্দ মহাতেজোময় ।

অল্পকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয় ॥

তীর্থাটন, তপস্যা বিপ্রে'র এই কণ্ঠ ।

তৈহো মহাবিদ্বান জানয়ে সর্বমণ্ড ॥

অবধূত হইলা লইয়া দণ্ডহাতে ।

সর্বতীর্থ ভ্রমিয়া আইলা নদীয়াতে ॥

বুঝি তাঁর সর্ব মনোরথ পূর্ণ হইল ।

তেঞি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল ॥

\* \* \* \* \*  
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র তেঁহ হয় ।  
তঁার যোগ্য তোমার দুহিতা নিশ্চয় ॥  
সূর্য্যদাস পণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে ।  
করিতে শয়ন নিদ্রা হইল সেইক্ষণে ॥  
স্বপ্নছলে দেখে মহামনের আনন্দে ।  
দুই কন্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দ ॥

\* \* \* \* \*  
সর্ব বিদিত তেঁহো আসি' নদীয়ায় ।  
মনের উল্লাসে শ্রীবাসের গৃহে যায় ॥  
\* \* \* \* \*  
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে সুমধুর কথা ।  
আপনি যে কহিয়াছ হইব সর্বথা ॥  
অতঃ কৃষ্ণদাসে বড়গাছি পাঠাইব ।  
এথা হৈতে কালি সবে তথাই যাইব ॥  
\* \* \* \* \*  
বিবাহ বিচারে হইল পরম উল্লাস ।  
বড়গাছি গ্রামে শীঘ্র গেল কৃষ্ণদাস ॥

( কৃষ্ণদাস পণ্ডিত সূর্য্যদাসের সহোদর )

কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন ।  
মহা বুদ্ধিমন্ত শীঘ্র কৈলা আয়োজন ॥

সূর্য্যদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বাটী হইতে নানা দ্রব্যাদি  
লইয়া আসিলেন ।

অধিবাস

আজি শুভক্ষণে নিতাই চাঁদের  
অধিবাসে কিবা শোভার ঘট ।  
নিরুপম বেশে বিলসয়ে ভালে  
ঝলমল করে অঙ্গের ছটা ॥

সালিগ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের শুভবিবাহ  
বসু জাহ্নবা দেবী যথাক্রমে শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতী ।

( শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা )



কিছুদিনে সভা সহ নিত্যানন্দ রায় ।  
 বড়গাছি হইতে আইলা নদীয়ায় ।  
 শ্রীবসু জাহ্নবা দৌহে দেখি' এথা আই ।  
 করিল যতেক স্নেহ কহি সাধা নাই ।  
 আই অনুমতি লইয়া নিত্যানন্দ রায় ।  
 শান্তিপুর হইয়া গেলেন সপ্তগ্রাম ।

\* \* \* \*

খড়দহ-প্রদেশে বিল'সি সঙ্কীর্ণনে ।  
 আইলেন নদীয়ায় আইর দর্শনে ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত ( অঃ ৫।৭৪৮ )—

বড়গাছি-নিবাসী স্কৃতি কৃষ্ণদাস ।  
 যাহার মন্দিরে নিত্য নিত্যানন্দের বিলাস ॥

স্কৃতি কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দের শালা । শ্রীপাট বড়গাতে নিত্যানন্দপ্রভু  
 অনেক দিন বিহার করেছিলেন ।

( গোড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান )

মঞ্জু মেধাসখী বলি পূর্বে যার নাম ।  
 এবে সে মকরধ্বজ সেন অমুপাম ॥ ( ঐ )

### সালিগ্রাম

সালিগ্রাম ( নদীয়া জেলায় ) বহিরগাছির নিকট । শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত  
 শ্রীকংসারি মিশ্র প্রভৃতির আবির্ভাব স্থান । স্বর্ধাদাস পণ্ডিত ঘোষাল  
 পদবী, বাৎস্ত গোত্র । এই স্থানে কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতিগণ বাস করেন ।

আন-চৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া ।  
 গঙ্গার ওপার ঝড়ুবায়েন কুলিয়া ॥  
 বিশেষ স্কৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম ।  
 নিত্যানন্দ স্বরূপের বিবাহের স্থান ॥

“নদীয়া” বলিতে নবদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী “বল্লালটিবি” শ্রীমায়াপুর  
 অঞ্চলকে বুঝায় । শ্রীবাস-অঙ্গনে যে বিবাহের কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাও  
 খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায় অবস্থিত শ্রীবাস-অঙ্গন । শ্রীচৈতন্যদেবের জননীকে  
 “আই” বলিয়া বর্ণনা আছে ।

\* \* \* \*

বর্গীর বিভ্রাট ভটেবে এই দেশে ॥  
 আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে নিয়ে যাবে ।  
 নজরানা বলি বারলক্ষ টাকা চাবে ॥  
 বন্ধ করি রাখিবেক মুশিদাবাদে ।  
 মোর স্তুতি করিবেক প্রসাদে ॥ ( অন্ননামঙ্গল )

দক্ষা তক্ষরের অত্যাচার, ( ১৭৬৮-৬৯ ) দুর্ভিক্ষে দেশের একেত খড়া, অনাবৃষ্টি, — ১২৭৬ সালের দুর্ভিক্ষকে মন্বন্তর বলা হয় । ঐ সময় নদীয়া জেলায় একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায় । গৃহপালিত পশু প্রায় শূন্য হয় । লর্ড-ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়াতেই সর্বপ্রথম জেলা স্থাপিত হয় । ১৮০৮ সালে নদীয়া জেলায় ডাকাতি, চুরি অতিশয় বৃদ্ধি হয় । ১৮৫৯-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ায় নীল বিদ্রোহ হয় । নীল চাষে নদীয়া জেলায় ও অন্যান্য জেলায় যে সর্বনাশ করিয়াছে তাহার ইতিহাস কলঙ্কিত ।

১৮৫২ সালে যশোর জেলায় প্রথম ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দেয় । ১৮৫৪ সালে এই মহামারী পার্শ্ববর্তী জেলা নদীয়ায় দেবগ্রাম, মাঝেরখালি, মুড়াগাছা প্রভৃতি বর্দ্ধিমুখ গ্রামগুলি ধ্বংসে পরিণত হয় । অবস্থাপন্ন লোকেরা দেশ ত্যাগ করিয়া অস্থত্র চলিয়া যায় ফলে দেশ শূন্যানে পরিণত হইল । পার্শ্ববর্তী বর্দ্ধমান জেলাও অর মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় । ১৮৭০ সালে আমাশয় রোগেও বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় । নদীয়া জেলায় এখনও আমাশয় উদারাময়, কাশি প্রভৃতি রোগ ব্যাপকভাবে বর্তমান । উন্নত চিকিৎসাও চলিতেছে ।

নাকানীপাড়া থানার সালিগ্রামে একদা ছিল বৌদ্ধ-পীঠ । ঐ গ্রামে এক পুকুর খনন কালে বহু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল । ঐ সকল পালযুগের স্মৃতি বহন করে ।

দেশের শাসনকর্তা মুসলমানগণ বহু হিন্দু-মন্দির বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া ও নানা অত্যাচারে হিন্দু সংখ্যা কমাইয়াছিলেন । ( ক্রমশঃ )

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস,  
 শ্রীমারাপুর ( নদীয়া ) ।

# উদ্ধারের পথ

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর )

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি ছড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে উদিত হয়েছে। আত্মার মুক্তি হ'লে ঐ বৃত্তিগুলি লুপ্ত হবে। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উৎপত্তির পর মহাবিশ্ব একাংশে বহু মূর্তি ধারণ করে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবিষ্ট হ'লেন এবং নিজস্ব ঘর্ম-জলে অর্ধ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করে সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করলেন। তাঁর নাভি-দেশে চতুর্দশ ভুবনাত্মক এক পদ্মের উদয় হ'ল, তাহারই সমষ্টি জীবাত্ম দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ মূল ব্রহ্মা। সেই পদ্মে পুনরায় হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মা হ'তেই চতুর্বেদজ্ঞ ও চতুর্মুখ ব্রহ্মার উদ্ভব হ'ল। এই ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমষ্টি জীবের অন্তর্ধ্যামী; আর ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক ব্যক্তি জীবের অন্তর্ধ্যামী ও গুণাতীত বা মায়াতীত। বিষ্ণুকে রজ ও তমঃ গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণও স্পর্শ করতে পারে না। যথা,—ঋষুজ্ঞান-বতামৃত ভাষায়,—“বিষ্ণুস্ত সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মন-মাত্রকং”—অর্থাৎ “বিষ্ণু সত্ত্বগুণকে স্পর্শ করেন না, কিন্তু সঙ্কল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রিত করে জগৎ পালন করেন।” ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হ'তে শেষদেব প্রকাশিত হ'য়ে সহস্রফণার পৃথিবী ধারণ করে দশ দেহে কৃষ্ণসেবা করে থাকেন। দ্বিতীয় পুরুষাবতার থেকে ব্রহ্মা ও শিব প্রকাশিত হয়ে যথাক্রমে সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য করায় তাঁরা স্বাংশ ভাবাপন্ন বিভিন্মাংশ গুণা-বতার ও মায়ার অধীন তত্ত্ব। ব্রহ্মার জন্ম হওয়ার পর তিনি নারায়ণের শ্রীমুখ থেকে বেদজ্ঞান লাভ করলেন ও ভগবানের আজ্ঞামুসারে প্রাকৃত জগতে ব্যষ্টি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য রচনা করলেন। ভগবানের বশ্যতাপন্ন হ'য়ে শিব প্রাকৃত জগতের সংহারক হ'লেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শিব অধিক ঐশীশক্তি সম্পন্ন। ব্রহ্মার উদ্ভব সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্য যথা,—

ভবেৎ কচিন্ মহাকল্পে ব্রহ্মা ভবোৎপ্যাপাসনৈঃ।

কচিদত্র মহাবিশ্বঃ ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥” ( পদ্মপুরাণ )

অর্থাৎ, “কোন মহাকল্পে মহত্তম জীবই উপাসনা বলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার যে কল্পে তেমন যোগ্য জীব কেহ না থাকেন, তখন মহাবিশ্বই



স্বাংশে ব্রহ্মা হ'য়ে সৃষ্টি করেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব বা জীবত্ব দুইই দিক হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি-সৃষ্টি কর্তৃ রজোগুণোত্তর ব্রহ্মা নিজ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—

“ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেশু নিভেষু তেজঃ

স্বীয়ঃ কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র।

ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ড বিধান কর্ত্ত্ব।

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

অর্থাৎ, “সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যকাস্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজঃ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যাহা হ'তে প্রাপ্তশক্তি হ'য়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।”

পরম বৈষ্ণব শিবের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্ কপিলদেব-কথিত শাস্ত্র-প্রমাণ যথা,—

“যচ্ছোচনিঃসৃত সরিৎ প্রবরোদকেন

তীর্থেন মূৰ্দ্ধাধিকৃতেন শিবঃ শিবোইভূৎ।

ধাতুর্মনঃ শমলশৈলনিসৃষ্ট বজ্রং

ধ্যায়ৈচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥” ( ভাঃ ৩।২৮।২২ )

অর্থাৎ, “যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ প্রক্ষালন-সলিল হ'তে সমুৎপন্ন সরিৎ শ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করে শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হয়েছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র-নিষ্ক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁর মনের কল্মষ ধ্বংস হয় ; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্বদা ধ্যান করবে।

আবার তত্ত্ববিকাশক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনকালে নারায়ণের আদেশ জাত হ'য়ে শক্তিতত্ত্বের বিকাররূপ রুদ্রতত্ত্ব প্রকটিত হ'ন। বিভিন্নকালে শিবজী বিভিন্নভাবে কৃষ্ণের অধীন তত্ত্বরূপে উদ্ভিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই সমুদয় বিষ্ণুতত্ত্বের আকর বস্তু স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ কৃষ্ণ কোনও কালে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশে এবং কোনও কালে চিচ্ছক্তির বিভাগক্রমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা ও শিব উভয়েই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের বশ্যতত্ত্ব।

“আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।

যাঁর ভাব—শুদ্ধসখা-বাৎসল্যাঙ্গিময়।

তঁেহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।

কৃষ্ণদাস-ভাব বিহু আছে কোন্ জনা ॥

সহস্র-বদনে য়েহো শেষ-সঙ্কর্ষণ ।  
 দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ ।  
 গুণাবতার তেঁহো সর্বদেব-অবতংস ॥  
 তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ ।  
 নিরন্তর কহে শিব—মুণ্ডি কৃষ্ণদাস ॥  
 কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর ।  
 কৃষ্ণ-গুণ লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥  
 পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয় ।  
 কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥  
 এক কৃষ্ণ সর্বসেবা, জগৎ-ঈশ্বর ।  
 আর যত সব তাঁর সেবকাচর ॥”—( ১৫: ৮: আদি )

পদ্মপুরাণ বলেছেন,—“দাসভূতমিদং তস্মৈ ব্রহ্মাণ্ডে সকলং জগৎ”,  
 অর্থাৎ—“ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি সকল দেবতা ও  
 অন্যান্য সকল জীবই শ্রীহরির দাস বা সেবক ।”

এইরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত  
 এবং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই অবিচিন্ত্যশক্তির আধার । সমস্ত চিদচিজ্জগৎ তাঁর  
 অবিচিন্ত্য শক্তির পরিণতি ।

“অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।  
 ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পায় পরিণাম ॥  
 তথাপি অচিন্ত্য শক্তো হয় অধিকারী ।  
 প্রাকৃত-চিন্ত্যমনি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥  
 নানা রত্নরাশি হয় চিন্ত্যমনি হইতে ।  
 তথাপিহ মনি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥  
 প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য-শক্তি হয় ।  
 ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি,—ইয়ে কি বিস্ময় ॥”—( ১৫: ৮: )

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই তাঁর অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির বা পরা-  
 শক্তির ছায়া-অংশে তথা মায়া-শক্তি হ'তে চতুর্দশ লোক সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ও  
 অণু-অংশে তথা জীবশক্তি হ'তে অনন্ত জীব প্রকটিত হয়েছে ।

## ভগবানের বিভিন্ন শক্তি পরিণাম

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে যেমন নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ-স্বরূপই সচিদানন্দময় স্বয়ং ভগবান্, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের পূর্ণ স্বরূপ-শক্তি বা পরাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা এবং রসপুষ্টি হেতু দুই-দেহে প্রতিভাত। তাঁরা পৃথক্ হয়েও অপৃথক্। শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণের অনন্তশক্তির অংশিনী ও কৃষ্ণলীলার সহায়কাণিনী।

“কৃষ্ণ-বাক্সা পুষ্টিরূপ করে আরাধনে।

অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥”—(১৫: ৫:)

শ্রীরাধার কাষবাহরূপে ব্রজগোপীগণ, বৈভবপ্রকাশরূপে মহিষীগণ এবং বৈভব-বিলাসাংশরূপে লক্ষ্মীগণ প্রকটিত হয়েছেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, স্বরূপাশ্রিত, অপাশ্রিতা—সমস্তই শক্তি-তত্ত্ব, কিন্তু সমস্ত শক্তিতত্ত্বের মূল আশ্রয় পরাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণ-লীলারসের উল্লাসহেতু প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীরাধা বহু-কান্ত্যরূপেও প্রকাশিত; শ্রীরাধাই মুখাকান্তা এবং অল্প কান্ত্যগণ শ্রীরাধার অংশ।

বহু কান্তা বিনা নাহি রসের উল্লাস।

লীলার সহায় লাগি’ বহুত প্রকাশ ॥”—(১৫: ৫:)

বৃন্দাবনের একমাত্র অধীশ্বরী প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধা রাসক্ষেত্রে নিজে নাচেন, ভক্তকে নাচান এবং কৃষ্ণকেও নাচান।

“কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচায়।

আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে এক ঠাই ॥”—(১৫: ৫:)

শ্রীরাধিকা ব্রজধামে সর্বদা কৃষ্ণ-সকাশে থেকে কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন। পূর্ণ স্বরূপশক্তিরূপা শ্রীরাধিকা ক্রিয়া করবার উদ্দেশ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিরূপে প্রকাশিত হ’লেন। তিনিই নিত্য লক্ষণ বৃষ্টি-গুলি নিয়ে চিচ্ছক্তিতে পূর্ণরূপে, জীবশক্তিতে অণুরূপে এবং মায়াশক্তিতে ছায়ারূপে প্রকটিত হলেন। চিচ্ছক্তির অন্য নাম অন্তরঙ্গাশক্তি এবং ছায়া বা মায়াশক্তির অন্য নাম বহিরঙ্গাশক্তি। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী অবস্থায় জীবশক্তি থাকায় জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলা হয়। ভগবানের চিচ্ছক্তি থেকে চিচ্ছগৎ, মায়াশক্তি থেকে দেবীধাম বা জড়জগৎ এবং তটস্থা শক্তি থেকে জীবজগৎ উদ্ভূত হয়েছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের বিভিন্ন শক্তি-পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় প্রণীত “শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত” গ্রন্থের সিদ্ধান্ত এখানে বিবৃত করছি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল



স্বধামে প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী

## শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ

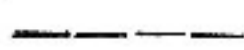
আমরা অত্যন্ত বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ে জানাইতেছি যে,—বিগত ২২ আষাঢ় ( ৭ই জুলাই, ১৯৮২ ) বুধবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় প্রপূজ্যচরণ পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদনমোহন ঘোষাশ্রিত শ্রীভজন-কুটীতে শ্রীহরিনাম স্মরণ করাইতে এবং করিতে করিতে তিরোধান-লীলা করিয়াছেন। ইনি সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীমন্ন্যহা-প্রভুর প্রেমধর্মের প্রচারক। শ্রীচৈতন্যমঠ ও গোড়ীয় মঠসমূহের সংস্থাপক নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রীল গুরুপাদপদের আদেশে-নির্দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তথা ভারতের সর্বত্রই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত মতে বিমল বৈষ্ণবধর্ম প্রচার এবং প্রসার করিয়াছিলেন।

স্বামিজী পূর্ববঙ্গের ( অধুনা বাংলাদেশ ) বাহার ঢাকায় এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত এবং ধার্মিক ব্রাহ্মণ-পরিবারে ২৩শে মার্চ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জী। পরে পাটনা হইতে বি, এ, পাশ করিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ২৩বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া অগদগুরু শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণাশ্রিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রখর প্রতিভা এবং সিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারঙ্গম দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। তখন হইতে তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফ্রান্স প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ধার্ম্যপ্রবাহে স্নন্দর ভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তিনি প্রথমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশের সর্বত্রই শ্রীমন্ন্যহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন। পরে স্বদূর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আমেরিকার নিউইয়র্ক, চিকাগো, বোস্টন, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, কানাডা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে ও জাপান, হংকং এবং বর্ম্মা ইত্যাদি প্রাচ্যদেশে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আমেরিকায় D. Lit. উপাধি দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছে। অবশেষে তিনি

বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন-ঘেরায় নিজস্ব ভক্তনকুটী স্থাপন করেন এবং সেখানে থাকিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিখ্যাত Institute of Oriental Philosophy এবং নন্দগ্রামে Intermediate College স্থাপন করেন।

অপ্রকটের পরদিবস একটি বিশেষ শোভাযাত্রা এবং নগর সঙ্কীৰ্ত্তনসহ তাঁর অপ্রাকৃত কলেবরকে একটি সুসজ্জিত যানে আরোহণ করাইয়া বৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়গুলি সম্মুখ হইয়া পরিভ্রমণ করিতে-করিতে তাঁর ভক্তন কুটী পূর্বনির্মিত মন্দিরে সমাধিস্ত কৰা হইল। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীব্রজমণ্ডলের সারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ, বৃন্দাবনের বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এবং তাঁহার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তথা বহু অধ্যাপকগণ তথায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বর্তমানে গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ বৈষ্ণব আচার্যগণ একে-একে অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিতেছেন। যদিও বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব এক তাৎপর্যময় এবং জগন্মঙ্গল-বিধায়ক, তথাপি তাঁহাদের অভাব-পূর্ত্তি হইতেছে না। বৈষ্ণবগণের বিরহই যথার্থতঃ একমাত্র দুঃখ। তাঁহারা যেন অহৈতুধৌ কৃপা বর্জন করিয়া আমাদের শক্তি-সঞ্চার করেন—যাহাতে আমরাও তাঁহাদের পদানুসরণ-পূর্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধান করিতে পারি।



শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি  
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদত্তিস্বামী ১০৮ শ্রী

**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের**  
**শ্রীচরণকমলে—**

হে সন্ন্যাসাচার্য্য !

ধন্য আমরা, সার্থক আমাদের এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পবিত্র আমাদের এই আশ্রমের মাটি, একজন সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষ আপনি, আপনার এই আশ্রমে শুভপদার্পণে আমরা আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

হে বৈষ্ণব-কুলতিলক !

আজীবন ব্রহ্মচারী আপনি ! দীর্ঘ সাধনায় উপলব্ধি করেছেন ঐশ্বরিক-সত্তা ; পেয়েছেন শাস্বত সত্যের সন্ধান। দিকে দিকে প্রচারিত করছেন ভক্তি প্রেমের পুতঃসত্ত্ব। আপনার শুভাগমনে আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করি।

হে ত্যাগী !

ধনীর ছলল হয়েও বিলাস-বাসন আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি।  
ভোলাতে পারেনি আপনাকে কামিনী-কাঞ্চন ; শুধু ব্যথিত করেছে ধর্মহারার  
শোকে । জ্বাই পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন আমাদের আহ্বানে, আসতে জানাতে  
নামামৃতের। আমরা আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা  
জ্ঞাপন করি।

হে মহানুভব !

ক্ষুদ্র আমরা, অজ্ঞ আমরা, কি বলে আপনাকে আহ্বান জানাব।  
কোন মস্ত্রে আপনাকে অভিনন্দিত করব—জানিনা। গঙ্গাজল ছাড়া যেমন  
গঙ্গাপূজা হয় না, তেমনি আপনারই প্রদর্শিত নামামৃত শ্রবণ দ্বারাই আপনাকে  
আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

হে পরমার্থ প্রদাতা !

যে কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে উদ্ভাসিত হয়ে আমরা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি  
তা আজ নানা সমস্যা-অষ্টোপাসের মত আমাদের চতুর্দিকে ঘিরে বার্থতায়  
পর্যবসিত করতে চাইছে। আপনার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ আমাদের সকল  
বাধা-বিপত্তিকে অপসারিত করে সেই পরম সত্যের সন্ধান দিক—নিবেদন  
রাখছি।

হে মহান্ পরিব্রাজক !

সেই পরমকরুণাময়, প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই—দীর্ঘ ও সুস্থ  
জীবন লাভ করে জয় হোক আপনার যাত্রাপথ। কল্যাণময় হও উঠুক  
আমাদের আশ্রম ও জীবন, ধন্য হউক এই দিগন্ত। \*

প্রণত—

গ্রাম ও পোঃ—আতুতিয়া

সেবক ও ভক্তবৃন্দ,

জিলা—মেদিনীপুর।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাস্রম

\* শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাস্রমের সেবক ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল  
আচার্য্যদেব উক্ত আশ্রমে পদার্পণ করিলে এই মান-পত্র অর্পিত হয়। কিন্তু  
পরিতাপের বিষয় এই যে, অনিবার্য কারণবশতঃ নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা  
সম্ভব হয় নাই, তজ্জন্ত আমরা দুঃখিত।

—প্রকাশক



# প্রচার-প্রসঙ্গ

## তমলুকে বিরাট ধর্ম-সভা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর নিবাসী মাণ্ডবর শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ পড়ুয়া মহাশয়ের স্বগৃহে শ্রীহরিমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে তৎকর্তৃক আয়োজিত দিবস-ত্রয়ব্যাপী ধর্ম-সভায় যোগদান করিবার জন্য শ্রীগোড়ীষ বেদান্ত সমিতির অমূল্য প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ বিগত ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮২ এবং সর্বশ্রী নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, মদনমোহন ব্রহ্মচারী, দ্বারিকানাথ ব্রহ্মচারী, বিষ্ণুসেন ব্রহ্মচারী ও বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে তমলুক শহরে উক্ত পড়ুয়া মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন। শ্রীযুত পড়ুয়া মহাশয় তদীয় ভবনে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গত ১৪ই বৈশাখ, ১৩৮২ (ইং ২৮/৪/৮২) তারিখে শ্রীহরিমন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং বাসভবনের সন্মুখস্থ ময়দানে প্যাণ্ডেল করাইয়া সন্ধ্যায় বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্মসভায় ১৬ বৈশাখ (ইং ৩০শে এপ্রিল) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবস-ত্রয়ব্যাপী ধর্মসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বেহালাস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তি-কুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ। সমিতির অমূল্য বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও শ্রীলগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীষ মঠ হইতে উক্ত সভায় যোগদান করিবার জন্য আহূত হইয়া উপস্থিত হন।

প্রথম দিনের বিষয়বস্তু ছিল “শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য” প্রপূজ্যস্বরূপ শ্রী শ্রীল সভাপতি মহারাজ ও সমিতির সন্ন্যাসী-প্রচারকদ্বয় এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভাবনদানমুখে বলেন, জগতে অনেক ধর্ম-প্রচারকগণ ও শ্রীভগবদ্-অবতারগণ বিশ্ব-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হইলেও শ্রীমহাপ্রভু যেরূপ জীবকল্যাণ করিয়াছেন, জীবহিতার্থে যাঁহা দান করিয়াছেন তাঁহা অতুলনীয়। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহাকে কীর্তনমুখে মহাবদান্ত্য অবতার বলিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু মহান্দাতাগণেরও নিরোমণি। তিনি দ্বিতাপগ্রস্ত দুঃখিত জীবকে আনন্দময় শ্রীভগবানের অনাবিল সেবানন্দ-সুখ প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও জীবহিতার্থে ভক্তভাব অঙ্গীকার করত জীবকে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমাত্ম-রাগ শিক্ষা দিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিনের বিষয়বস্তু ছিল “ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীনামতত্ত্ব” এবং তৃতীয় দিনের বিষয়বস্তু ছিল “মনুষ্য জীবনের কর্তব্য” বক্তৃ-মহোদয়গণ উক্ত দুটি বিষয়েই সুন্দররূপে ভাষণ প্রদান করিয়া তমলুকবাসী জনগণকে পরমাখের আলোক প্রদান করত তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পৃষ্ঠনীয় মহারাজগণ উপবোক্ত তিন দিনে সকল ভক্তগণকে লইয়া মাইকযোগে বিপুল মহাসমারোহে নগর-সঙ্কীর্ণন করেন। উচ্চ করিসঙ্কীর্ণনে তমলুক শহরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। তৎপরি ছায়াচিত্রযোগে শ্রীহরি-লালদি প্রদর্শিত হয়।

অন্তিম দিনে মাতঙ্গর শ্রীযুত পড়ুয়া মহাশয় তমলুকবাসী ভগবত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আশ্বাসিত করেন। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গের চরণে প্রার্থনা করি—উক্ত পড়ুয়া মহাশয়ের ধর্মপ্রচারের সহায়ভূতি ও উদ্দীপনা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

## উত্তর সাওতান-চক্, দাড়িবেড়্যা ও হলদিয়া প্রচার

তমলুকের প্রচার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া পূজাপাদ মহারাজগণ তথা হইতে ৩৪ মাইল দূরে উত্তর সাওতান-চক্ নিবাসী শ্রীযুত পদ্মপতিচরণ মির্দা মহাশয় ও পোলষ্টার ক্রাবের সদস্যবৃন্দের আহ্বানে তথায় উপস্থিত হন। এবং সেখানে ১লা মে হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত আয়োজিত বিরাট ধর্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ও ছায়াচিত্রযোগেও শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকথা প্রদর্শিত হয়। তৎপরে স্বামিজীগণ পুনরায় তমলুকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শহরস্থ বিভিন্ন ভক্তের বাড়ীতে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন। পরে হলদিয়া ঘাইবারমুখে সমিতির আশ্রিত দাড়িবেড়্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীরসময় দাসাধিকারী প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তদীয় শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় তিনদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পরে ২৭শে বৈশাখ ( ইং ১১ই মে ) হলদিয়া দুর্গাচক কলোণী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রামাণিক মহাশয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। পৃষ্ঠনীয় মহারাজগণ তাহার বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন। পরে নিকটস্থ শ্রীযুত অনিলকৃষ্ণ বের্যা মহাশয়ের বাস-ভবনে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া ২৬শে মে সমিতির মণকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। — বিশেষ সংবাদদাতা

# শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও তার জনহিতকর কার্যাবলী

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র 'শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ' বরদ্বীপ শহরের একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। ভারতের তথা ব্রিটিশভারতের বহু ভক্তগণ এবং গুণী ব্যক্তিদের এখানে আগমন ঘটিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি-রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট-মতে উক্ত সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত করিয়াছে এবং দ্বাদশ মনস্য-বৃত্ত পরিচালক কমিটি ইহার পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত সমিতির মূল্যত উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারিত এবং প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম যাজন ও প্রচার। উহা তো সমাজ-জীবনকে বাদ দিবে নহে। সমাজকে বিভিন্ন জনে কেহ বা ব্যক্তি ও কেহবা সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন-ধারায় সঞ্জীবিত করিলেও প্রত্যেকের অবদান যেমন রয়েছে, তেমনি অবদানের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিতব্যের বিষয়। কন্মসঙ্কুল জগতে বস্তুর সংজ্ঞা আলোচনা করিলে কন্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তিবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপকারগণের সম্মিলিত-প্রচেষ্টা সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। সুন্দর পুষ্পো-দ্যান যেমন বিভিন্ন পুষ্পের সম্মিলনে সু-সৌন্দর্য্যত্ব প্রদান করে; সমাজের বুকেও ঐরূপ বিভিন্নমুখী সমাজ-কল্যাণকারীবর্গ শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। উদ্যানের বৃক্ষরাজী যদিও পুষ্প-নামে অভিহিত কিন্তু সকল পুষ্পের অবদান একরূপ নহে। গুণাগুণ এবং সৌন্দর্য্য বিচার করিলেও আমরা পৃথকরূপেই তাহা পাঠিয়া থাকি।

সামাজিক-জীবজগতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে-প্রেমের বত্ম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা অমলোদয়-দয়। সুস্পষ্ট বিচার করিলে দয়ার মধ্যে অনেকপ্রকার ভেদ দর্শন পরিলক্ষিত হয়। কেননা ঐ দয়ার পরিণতিতে অস্থায়ী ও স্থায়ীত্বের প্রশ্ন জড়িত। শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক প্রকারভেদে স্থায়ীত্ব নিহিত রয়েছে। শারিরীক-কন্ম, মানসিক-কন্ম ও আত্মিক-কন্ম—এইগুলিরও প্রকার ভেদ রয়েছে।

যাহা শুউক, ইহার বিশাদ আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন—তজ্জন্মই গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বিভিন্নধারায় তাহা রূপায়নের জন্ত ধর্মশালা, অনৈতিক শিক্ষাকেন্দ্র, দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং জীবগ্রহ-সেবাপ্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে মরণের বিধীকায় অমৃতের বাণী বিতরণ করিতেছেন। সেই কার্যাবলী সবেজমিনে তদন্ত করিয়া জেলাশাসক মহাশয় সমিতির কর্তৃ-পক্ষের নিকট যাহাতে তাহার বক্তব্য রাখিতে পারেন তজ্জন্ম সমিতির পক্ষ হইতে তাহাকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে পত্র দিয়াছেন তাহাও এখানে সন্নিবেশিত করা হইল।



# জেলা-শাসকের পত্র



Shri L. V. Saptharishi

DISTRICT MAGISTRATE'S HOUSE

KRISHNAGAR

D. O. No.—5277 GL

July 14, 1982.

*Dear Samiji,*

*Thank you for your letter of 8th July, 1982 inviting me to visit your Institution at Nabadwip. I shall certainly avail of the earliest opportunity to meet all of you at your Institution.*

*With kind regards,*

*Yours sincerely,*

Sd./- Illegible

( L. V. Saptharishi )

*To*

Swami Bhakti Vedanta Acharyya,

Constituted Attorney,

SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI,

P. O. Nabadwip,

Dist. Nadia.

। শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো গরুতঃ ।

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্সা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূচ ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পাশে থেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে গও সেই ভ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

১৫ পদুনাভ, গর্ভোদশায়ী, ৪২৬ গৌরান্দ  
৩১ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৭।৯।১৯৮২

৭ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রী শ্রী চৈতন্য ষ্টকম্

[ শ্রীমদু-রূপ-গোঙ্গামি-বিরচিতম্ ]

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্কুটগভিযজন্তে ত্যক্তিভরা-

দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং নখনিষিভিরুংকীর্তনময়ৈঃ ।

উপাস্ত্যঞ্চ প্রাহর্যমখিল-চতুর্থাশ্রমজুষাং

ন দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥১॥

কলিযুগে পণ্ডিতগণ নাম-সঙ্কীর্তনময় যজ্ঞদ্বারা যাঁহাতে উপাসনা করেন,  
যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীম শ্রী বাণিকার ভাব-কান্তি লইয়া গৌরবর্ণ হইয়াছেন  
এবং চতুর্থাশ্রমীদিগেরও উপাস্ত্য বলিয়া পণ্ডিতগণ যাঁহাকে কীর্তন করেন, সেই  
চৈতন্যাকৃতি সঙ্কীর্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥১॥

চরিত্রং তদ্বানঃ প্রিয়মঘবদাহলাদন-পদং

জয়োদেঘাঠৈঃ সম্যগ্-বিরচিত-শচী-শোকহরণঃ ।

উদঞ্চমার্ভণ্ড-দ্যুতিহর-তুকুলাক্ষিত-কটিঃ

স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥২॥

যিনি শান্তিপুত্র-ধামের পথে পথে ও প্রতি ভক্তের গৃহে পাপীজনের আনন্দকর নিজ চরিত্র অর্থাৎ চরিত্রাম সঙ্কীর্ণন করিতে করিতে ‘প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয় হউক’ এইরূপ জয় ঘোষণা দ্বারা পুত্রশোকাতুরা শচীদেবীর শোক অপনোদন করিয়াছিলেন এবং নবোদিত অরুণ-বর্ণ বসনে হাঁহার কটিদেশ সূশোভিত সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সবিশেষ অনুগ্রহ করুন ॥২॥

অপারং কস্তাপি প্রণয়ি-জনবৃন্দস্য কুতুকী

রসস্তোগং হৃদ্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।

রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্

স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৩॥

যিনি উল্লতোজ্জ্বল মধুর-রস বা শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত বৃষভানু-নন্দিনীর অপার মাধুর্য্য-ভাব অপহরণপূরক তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করত স্বীয় রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাদেব আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥৩॥

অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুরভাব-প্রণয়িনাং

প্রাপন্নানাং দেবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি ।

অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দ-মধুরঃ

স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৪॥

যিনি অসুরভাবাপন্ন তামসিক দেবোপাসক ব্রাহ্মণগণের অনুপাস্ত হইলে ও জগতে সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবভাবাপন্ন ভুসুর-কুলের একমাত্র আরাধ্য হইয়াছেন এবং স্বাভাবিক আনন্দময় ও মধুর-মূর্তিতে যিনি জগতে সর্বোৎকৃষ্ট রূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি ব্রহ্মদেব শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সাতিশয় দয়া করুন ॥৪॥



গতিৰ্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা  
ভবেনালং কুৰ্বন্ ভুবন-মহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।  
পুনাত্যঙ্গীকারাদুবি পরমহংসাশ্রম-পদং  
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫॥

যিনি পুণ্ড্রদেশীয় অর্থাৎ নবদ্বীপের দক্ষিণস্থ কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের  
নিস্তারকারী, যিনি নবদ্বীপের মহিমা বিশেষ-রূপে বিস্তার করিয়াছেন, যিনি  
নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে আনিভূত হইয়া ভুবনপুজ্য ঐ বংশ উজ্জ্বল  
করিয়াছেন এবং যিনি পরমহংসাশ্রম সন্ন্যাস অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিশিক্ষা দ্বারা  
ঐ আশ্রম পবিত্র করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি যতিবাক্স-বন্দিতপদ শ্রীনবদ্বীপ-  
চন্দ্র আমাদিগকে প্রচুর কৃপা করুন ॥৫॥

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃত-রসং  
দৃশোদ্বারা যন্তং বসতি ঘন-বাষ্পানু-মিষতঃ ।  
ভুবি প্রেমস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লসিত-তনুঃ  
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৬॥

যিনি প্রথমতঃ শ্রীমুখদ্বারা হরিনাম-রূপ অমৃত-রস পান করিয়া অনবরত  
অশ্রু বিসর্জনচ্ছলে নয়নদ্বারা ঐ রস যেন উদগীরণ করিতেছেন, এবং জগতে  
প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যাহার কণ্ঠেবর সর্বদা উল্লসিত, সেই  
চৈতন্যাকৃতি নাগ-প্রেম-প্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে সবিশেষ দয়া  
করুন ॥৬॥

তনুমা বিষ্কুৰ্বন্ নবপুরট-ভাসং কটি-লসৎ-  
করঙ্কালঙ্কারস্তরুণ-গজরাজাধিত-গতিঃ ।  
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্মাল্যকুচিভিঃ  
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৭॥

তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় যাহার শ্রীঅঙ্গকান্তি, যাহার কটিদেশ করদ-রূপ  
অলঙ্কারে সুশোভিত, তরুণ গজরাজের ন্যায় যাহার প্রশস্ত গমন এবং যিনি  
স্বয়ং প্রীতিপূর্বক ভগবৎপ্রসাদ-নির্মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য  
ও প্রপঞ্চয়ের বিষয় নিজ ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি  
অখিল লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে সাতিশয় অমুগ্রহ করুন ॥৭॥

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো

গিরান্ত প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।

পদালন্তঃ কন্বা প্রণয়তি মহি প্রেম-নিবহং

স দেবশৈলভূতাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৮॥

যাহার দৈহিক ভাস্কর-সহকৃত রূপাকটাক্ষ সকলের শোক হরণ করিয়া থাকে,  
যাহার মনোহর বাক্যাবলী জগতের কল্যাণ বিস্তার করে, ইহার শ্রীপাদপদ্ম  
আশ্রয় করিলে সর্জনজন কল্যাপ্রসঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যাকৃতি সর্বলোক-  
দুঃখাপহারী মহালাভজন শ্রীধোঁরভরি আমাদিগকে সমধিক রূপা করুন ॥৮॥

শচীসূমোঃ কীর্তিস্তবক-নবসৌরভা-নিবিড়ং

পুগান যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিম পদ্মাস্টকমিদম্ ।

স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদ-সরোজে প্রণয়িতাং

দদানঃ কল্যাণীমমুপদমবাসং সুখয়তু ॥৯॥

শ্রীশচীনন্দনের কীর্তি-কুমুদাবলীর মনোহর সৌরভ-পরিপূর্ণ এই পদ্মাস্টক  
যিনি প্রীতমনে পাঠ করেন, লক্ষ্মীপতি শ্রীশচীসূর্য কল্যাণময় নিজপাদপদ্মে  
আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সুখী করেন ॥৯॥

## বৈষ্ণব-দর্শন

( পূর্বে প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর )

### বৈষ্ণবদর্শনসমূহের বিশেষত্ব

বৈষ্ণবদর্শনে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার  
প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অধিষ্ঠিত । তিনি কাল বচিতে হইবার পূর্বে  
কালের জনকস্বরূপ বর্তমান ভিগেন । তাঁহা হইতে সৎ এবং অসৎ উভয়ই  
উদ্ভূত হইয়াছে । এই দুই সর্গের অপ্রকাশ কালেও তিনিই থাকিবেন ।  
যেখানে ভগবৎ সত্তার অধিষ্ঠান নাষ্ট, ভগবৎ সত্তায় যাহার অধিষ্ঠান নাষ্ট  
তাঁহাই ভগবানের মায়া । সেই মায়া প্রকাশমান হইয়া আলোক ও অন্ধকারের  
দ্বায় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত । বিশিষ্টাষ্টৈবত দর্শনে দৈশ্বর,  
চিৎ ও অচিৎ ত্রিবিধ বিভাগে স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া  
প্রচারিত হইয়াছেন । বস্তুর অবয়বতায় বাধাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে

ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট । চিং ও অচিং উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্ । তিনি অনন্ত নিত্যশক্তিমান্ সবিশেষ বস্তু । স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় বিশেষ-ভাবে নিত্য বিরাজমান । শুদ্ধ দ্বৈত দর্শনে সর্বশক্তিমান্ বসমথ ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ ভক্তে নিত্য সেবাসেবক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট । আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেবা-সেবক সম্বন্ধবর্তিত হইয়া তৃতীয় । বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য । এইরূপে পাঁচপ্রকার নিত্য ভেদ সত্তা ভগবানে নিত্য বৈচিত্র্য সর্বদা প্রদর্শন করেন । দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনে চিন্ময় বসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রী রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত । যেখানে নির্মূল আশ্রয়গত চিংসত্তা সেখানে নিত্যসত্তার ঘনানন্দের সম্বন্ধরূপে ভগবান্ লীলাময় । যেখানে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ঠ দর্শনে সঙ্কোচিত । বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য মাত্র দৃষ্ট হয় । শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনে ভগবন্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না । ভগবান্‌নুয্য হইলেই চিদর্শনে জড়ের ভেদগত সত্তা দর্শকের সত্তা-দর্শনে বাধা দেয় না । আবার চিৎচৈত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হস্তারকও হয় না । বিভূচৈতন্যের সহ অণুচৈতন্যের সেবা-সেবকভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাধাতকারণক নহে । নশ্বর জড়সত্তাকে নিত্য সত্তাজ্ঞান অদ্বৈত দর্শনে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া চিৎচৈত্র্য অস্বীকৃত নহে ।

নির্কিংশেষবাদে ভগবন্তার কল্পনা হয় ; বস্তুতঃ

ভগবানের সবিশেষত্ব নিত্য

ভগবানের ব্যক্তিগত সত্তার বিরোধীদলকেই অবৈষ্ণব দার্শনিক বলা যায় । নির্কিংশেষবাদে চিন্ময়বিশেষকে বলপূর্বক মায়িক বলা হইয়াছে । ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলা মায়া'র রচিত বলিয়া দেখিলে ভগবন্তার কল্পনা হয় । ভগবানের নিত্য বিশেষ মায়া উৎপন্ন হইবার পূর্বেও ছিল, মায়া'র ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও থাকিবে এবং মায়াতে সেই বিশেষত্বের সামান্য প্রতি-ফলন ধর্ম্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ বুদ্ধিবার পরিবর্তে ভগবন্তাকে মায়িক মনে করা সূক্ষ্ম দর্শনাত্মক বলিতে হইবে । মায়া'র রাজ্যেই বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বাস করিতে হইবে, ভগবানে শক্তির অভাব আছে, যাহা জীব স্বীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাণ করিতে অসমর্থ সেরূপ ভগবদধিষ্ঠানের নিত্য স্থিতি নাই—এরূপ আত্মতত্ত্ব লইয়া পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভবপর নহে ।



## বিভূচৈতন্য ভগবান্ এক হইয়াও অনন্ত নিত্যমূর্তিতে অনন্ত অণুচৈতন্যের নিত্য সেবা

বিভূচৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু মায়ায় অধিশ্বর, অণু-চৈতন্য দাস বৈষ্ণব মায়ায় বশ্য । বিভূ চৈতন্য এক হইয়া অনন্ত অসংখ্য নিত্য মূর্তিতে নিত্যকাল নিত্য-ধামে প্রকাশ আছেন, অণু চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেক হইয়া তাঁহার নিত্য সেবায় নিত্যকাল ব্যাপ্ত । অণু-চৈতন্য মাযাকে স্বীয় ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া মায়ায় অনিত্য সেবায় মনোভিনিবেশ করিলেই তিনি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভূ-চৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশ হইয়া পড়েন । অণুচৈতন্যে স্বরূপে নিত্য বহুত্ব-ভাববশতঃ সেবা ধর্ম তাঁহাতে কোন দিনই নাই । তাঁহার স্বতন্ত্র চিন্ময় বৃত্তিতে ভগবদ্ব্যস্তই নিত্যকাল বিরাজমান । যখন তিনি হরিসেবাবিমুখ তখনই তাঁহাকে মায়ায় সেবকরূপে মায়ায় ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য ভোগে ব্যস্ত দেখা যায় । মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা বা মানবরূপে অণুচৈতন্যের অধিষ্ঠান তাঁহার নিরতিশয় ক্রেশের কারণ জন্ম দণ্ডভোগ মাত্র । হরিবিমুখ হইয়া স্বর্গভোগ বা নিরয়লাভ উভয়েই তাঁহার নিত্য সুখের বিঘ্নকারক । এই সকল অনিত্য সুখ বাসনা বা ক্রেশ পরিহারেচ্ছা জীবের অত্যন্ত উপাদেয় প্রাপ্তির অন্তরায় মাত্র ।

## ভগবৎ-শক্তি মায়াপরিণতিকে ভোগ্যজ্ঞানকারী জীব অন্তর্ভুক্ত

ভগবানের নিজাবরণী শক্তির নাম মায়া । জীবকে আবরণ করিতে তিনি সমর্থ । জীবের ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে, কৃষ্ণদাস্ত্রের অভাবে তিনি মায়িক সর্গের সেব্যরূপে আপনাকে জ্ঞান করেন তাঁহার এই বৃত্তি তাঁহাকে অবিচ্ছাদিত অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্থাপন করে । আবার হরিসেবাই তাঁহার নিত্য একমাত্র ধর্ম বৃত্তিতে পারিলে এইগুলির শূন্য হইয়া পড়ে ।

## বস্তু নিঃশক্তি নহেন, তাঁহারই উপাদান-শক্তি লাভ করিয়া মায়াসৃষ্টিকারিণী

মায়া এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণরূপে কথিত হন । উপাদান কারণ বলিয়া সংজ্ঞিত হইলেও ভগবানের উপাদান শক্তি মায়ায় অহিত হয় মাত্র । জ্বলন্ত লৌহ যেকোন অগ্নির নিকট দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তু দহনে সমর্থ সেকোন মায়া ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া জগতের উপাদান কারণরূপে বরিতা হন । যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিঃসৃত হয়

এবং বস্তু নিঃশক্তিক একথা অবৈষ্ণব মায়াবাদী বলিয়া থাকেন। মায়িক বৈচিত্র্যে অপ্রাকৃত ভ্রান্তি মায়াবাদী অংশান্তাবী বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা সহজিয়া বিশ্বাস বলে।

**ভগবানই রসময় বস্তু : সেই রসের বিকৃত  
প্রতিকল অতিক্রম করত হরিলীলায়  
অণুপ্রবেশই নিত্য মঙ্গল**

হাঁহার ত্রিধাতুক মৃতকে আত্মভ্রান্তি, কলত্র-পুত্রাদিতে মমত্বভ্রান্তি, জড়ে অপ্রাকৃত চিহ্নবুদ্ধি এবং দলিলে তীর্থবুদ্ধি তিনি প্রাকৃত বা অবৈষ্ণব। আবার অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্বক বিষয়সমূহে নিজ ভোগ পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট জানিলে দ্রষ্টা প্রাকৃত বিশ্বাসের তত্ত্ব হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত হরিসেবোন্মুখ হন। তখন তিনি মুমুক্শু মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধময় বস্তু সমূহকেও কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাদিগকে নিজভোগময় অপর প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহ সমজ্ঞানে তাগের পরামর্শ করেন না। সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণসেবা বিস্মৃতিবশতঃ প্রাকৃত অভিমানে মত্ত হইয়া অজ্ঞান্য বস্তুগণের সহ শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখা, বাৎসল্য ও মধুর রসস্থাপন পূর্বক জড়রসে রসিক হইয়াছেন। তাঁহারা যখন বুঝেন যে জড়-রসের আশ্রয়গুলি অল্পকাল স্থায়ী ও অনুপাদেয় তখন কৃষ্ণ তিন বিষয়গুলির সহিত সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া তাঁহারা বিষম ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায়রূপ জীব ও ভগবানের মধো বিকৃতরস ও আশ্রয়গুলিই প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। তখন বিষয়জ্ঞানে মায়িক বস্তু সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নিকির্শেষবাদকেই জাবাহন করিয়া পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। ধর্ম্য, অর্থ, কাম-ফলের পরিবর্তে মুক্তিই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয়। চিন্ময় রসরাহিত্যকেই শ্রেয়স্কর জানিয়া ভগবানকে রসময় বলিতেও শঙ্কিত হন। নিত্যকাল পরলোকে তমিস্রাময় বিচিত্রতাহীন অবস্থার নিত্য্যাপ্তিত্ব বিশ্বাসই তাঁহাকে কংস-শিশুপালাদির আরাধ্য লোকে লইয়া গিয়া স্বীয় আত্ম-বিনাশ সাধন করায়। প্রাকৃত বিশ্বাস বশে কৃষ্ণসেবা-বিমুখ বিচারকগণ পুতনা দি কপটচারিণীর ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন, আবার জীবনাশ্তে চিহ্নিশেষ রহিত হইয়া নিকির্শেষত্বে লীন হন। প্রাকৃত ভোগময় রসের বিপর্যয়ে জগতে যে অনিত্য অসম্পূর্ণ বিড়ম্বনার হস্তে জীব পড়িয়াছিলেন তাহা হইতে রসকে সূষ্টভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া

নীরস মায়াবাদের অবতারণা করিয়া নিজ অমঙ্গল আনয়নপূর্বক রসময়ের নিত্যরস হইতে নিতাবিদায় গ্রহণ করা বিশেষ বিচারপুষ্ট বলিয়া, বৈষ্ণবদার্শনিকগণ মনে করেন না। তাঁহারা দেখেন যে নিত্যরসময় বস্তু হইতেই বিকৃত প্রতিকলনক্রমে এই ভোগময় অনিত্য অল্পপাদেয় জগতে রসের বিকার নানাপ্রকারে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিয়াছে। সেই অনর্থসমূহ অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে অপ্ৰাকৃত নিত্য রসময় হরিলীলায় অল্পপ্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইবে। তখন প্রবঞ্চনার ভণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবদার্শনিকের নিরপেক্ষ গীতটী তাঁহার মনে সর্বদা নৃত্য করিতে থাকিবে।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিক্ষোঃ শ্রকান্নিতোহনুশৃণুযাদথ বর্ণয়েদ্যঃ ॥  
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্যোগমাশ্বপতিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ।  
তখন বৈষ্ণবদার্শনিকের উক্তিটীও উপরিকথিত গীতের সহায়তা করিবে ॥

ভক্তিশোভেন যনসি সমাক্ প্রসিদ্ধিতেহমলে ।  
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ যদপাশ্রয়াম্ ।  
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণান্বকম্ ।  
পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ।  
অনর্থোপশমং সাক্ষাৎভক্তিশোগমধোকজে ॥

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

## সঙ্গ-ত্যাগ

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯ পৃষ্ঠার পর )

সাধু-সঙ্গেই সংসারাসক্তি ক্ষয় হয়,—  
যোগ-তপস্তাদিতে নহে

সাধুসঙ্গই এই সংসারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংসার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই ভক্তি-সিকি হইতে পারে না। যথা শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে,—

সঙ্গে যঃ সংসৃতেহৈতুরসংস্র বিহিতোহধিযা ।  
স এব সাধুষু কতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ( ৩২৩।৫৫ )



অসদ্ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয় তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে । অসতের সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও, সেই ফল অবশ্য হইবে । সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্বারা নিঃসঙ্গত্ব উদয় হয় । পুনশ্চ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে,—

ন বোধযতি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্য এব চ ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥

ব্রতানি যজ্ঞচন্দ্রাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।

যথাহিবরুন্ধে সংসঙ্গঃ সর্ষ-সঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ( ১২।১-২ )

সংস্কার-সঙ্গ অতিশয় দুষ্ক । অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, বিজ্ঞা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ষ্টোপূর্ত, দান, দক্ষিণা ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম, এই সকল সংকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠিত হইলেও সঙ্গদোষ-শূন্য হইয়া জীব আমাকে পায় না । কিন্তু কেবল সং-সঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে, আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই । শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিগকে আদর করিয়া তাহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গ-দোষ দূর হয় ।

সংস্কার-সঙ্গ হইতেই রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি—বৈষ্ণব  
অপরাধ ও দশটি নামাপরাধের উদয় হয়

এই সংস্কার সঙ্গদোষেই রাজস ও তামস প্রবৃত্তি জীবে প্রবল হয় । শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সম্বন্ধে যত্নাদিগের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ । এই সংস্কার-আসক্তি হইতেই কর্ম্ম ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদয় হয় । যত দিন এই সংস্কার-সক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটি নামাপরাধ নিম্নুর্লভ্য হয় না । কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্ত সাধুদিগের চারণে অপরাধ হয় । সুতরাং সাধু-নিন্দারূপ নামাপরাধ আদিয়া গভীর হৃদয়ে বাসা করে । ক্রোধে একেশ্বর বুদ্ধির বিরোধী হইয়া সংসারাসক্তিই দুর্ভাগ্য জীবকে অনন্ত-শরণ হইতে দেয় না । গুরুবজ্ঞা, শ্রুতি-নিন্দা, নামে অর্থবাদ, ভগবান্নামের সহিত অগ্র শুভ-কর্ম্মের সাম্য বুদ্ধি, নামছলে পাপাচরণ, অহংতা-মগতা-জনিত বৈমুখ্য, নাম অপাত্রে বিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে । সে স্থলে আর জীবের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে ? অতএব বলিয়াছেন,—

অসক্তিঃ সহ সঙ্গস্ত ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন ।

যস্মাৎ সর্কার্থহানিঃ শ্রাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥

### বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাব

কিছুদিন বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে করিতে সংসারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। নারদ-সঙ্গে ব্যাধের ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুচার্য্যের চরম উপদেশ এই—“তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।” বৈষ্ণব-দিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়-আসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদয় হয়। এমত কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কৰ্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-ভোজন, মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আগ্রহ, নিদ্রাধিক্য, বৃথা কল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন।

### আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাবে সংসারাসক্তি ক্ষয়

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারো কাহারো শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণব সঙ্গ করিলে সংসার আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জল-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্য-লাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত বাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তি হইয়াছে। এমত কি, বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব, এরূপ ছুরতিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংসারাসক্তি শোধনে উপায়স্তর দেখি না।

### দ্রব্যাসক্তি সকলেরই ত্যাজ্য

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহ-দ্বারে ব্যবহার্য্য-দ্রব্যো, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজশরীরে, ভোজ্য-বস্তুতে, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে গৃহীলোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্র-পানে, তাম্বুল-ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদিতে আদর করে না।

ধূম্রপানে মূহমূহ স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তি গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি আশ্বাদন, দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবাহিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজন-সুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ চেষ্টা-দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা চাই। ভগবন্ত-সম্মত ব্রতচরণ-দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।

### হরিবাসরাদি ব্রত পালনে আসক্তি ক্ষয়

হরিবাসর-ব্রত ও জয়ন্তী-ব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি যায়। ব্রতনিয়ম-পালনই আসক্তি ক্ষয়ের বাবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রত-দিবসে সৰ্বভোগ-নিবর্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে।

ভোগ দ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ প্রাণ-রক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য প্রাণরক্ষক। মৎস্য, মাংস, তাম্বুল, মাদক-দ্রব্য, তাম্র-কুটাদির ধূম্রপান,—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য, প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহ পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অল্পকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্যসকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অল্পকল্পাদি নাই—পরিত্যাগই বিধি।

ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির স্বকীয়ভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি একরূপ মনে হয় যে, কষ্টে-শ্রমে অথবা ত্যাগ করি, আবার কল্যাণ সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব; তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেননা ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ-সকল দ্রব্য-সঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জ্ঞান ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রত-গুলি প্রায় দিবসত্রয়-ব্যাপী। এইরূপে দিবসত্রয় সঙ্গরোধ করিতে করিতে এক-মাস-ব্যাপী ও চাতুর্দশ-ব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। ব্রত-পালনে ঐহাদের “ক্ষিপ্ৰং ভগতি ধৰ্ম্মাত্মা”—এই গীতা বচনের (৯।৩১) তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জর-দ্বানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

### যোষিৎ-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাজ্য

ঐহারা শুদ্ধ-ভক্তি পাইবার, আশা করেন, তাহাদের পক্ষে অভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎ-সঙ্গ-রূপ সংসর্গদ্বয় একবারে বর্জনীয়। তাহাদের পক্ষে সংস্কারাসক্তি



পরিত্যাগ করিবার জন্ত নাধুলঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রতসমুদয় পালন করা আবশ্যিক। এই-সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্তব্য নয়। বিশেষ যত্নগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যিক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটিনাট রূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য সমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাহাদের আদর নাই, তাহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি গুরুভ হইয়া পড়েন।

### সঙ্গ ও সঙ্গ-ত্যাগ কাহাকে বলে ?

সঙ্গ ত্যাগ ও সঙ্গ কি করিতে হয়—এ বিষয়ে অনেক সংশয় হয়। সংশয় হইতে পারে, কেন-না কেবল অসং-ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গ ত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড় শরীর আছে, ততদিন অসন্নৈকট্য কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে? পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ-বৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? কপট বেশধারী ব্যক্তি গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন আর বনে থাকুন, জীবন নিকীর্ষের জন্ত অবশ্যই অসং-ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। অতএব অসং-ব্যক্তির সঙ্গ-ত্যাগের সীমা সম্বন্ধে শ্রীউপদেশামৃতে এইরূপ বিধি হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহাতি গৃহমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুংক্তে ভোজ্যতে চৈব বড়্ বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

অসত্তের নৈকট্যই তাহার সঙ্গ নহে ; পরন্তু তাহার  
সহিত প্রীতিই তাহার সঙ্গ

হে সাধকগণ ! দেহ-যাত্রা-নিকীর্ষে সং ও অসংব্যক্তি উভয়ের নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটবে, তথাপি অসত্তের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গুট জল্পন ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধিতাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্তব্য-বোধে করা হয় মাত্র—প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহার অসং হইলেও তৎকায়ে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহার শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি দান ও তাহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থ গ্রহণে সংসঙ্গ হয়।

## দান-প্রতিগ্রহ, গৃহকথার আদান-প্রদান এবং ভোজন করা ও করান—এই ছয় প্রকার সঙ্গ হয়

অসতের প্রতি দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসৎ-বাক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্তব্য কর্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গৃহ-কথার জল্পনা করিবে না। গৃহ-জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে। তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবদিগের মিলনে আবশ্যক বার্তা মাত্র করিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্তা প্রীতি-সহকারে করিয়া, তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক-বার্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্যক্রয়-সময়ে যেকোন নূতন বাক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শন-পূর্বক সঙ্গ করিবে।

ক্ষুধিত আতুর বিত্তা-বাবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতি-বিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে। স্বামী-পুত্র, দাস-দাসী, আগন্তুক বাক্তি এবং যাহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না, এবং সৎসঙ্গ হইবে। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই।

## সঙ্গ-ত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীল রূপপাদের উপদেশ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ-গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী যাহা পান, এট বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূল-শিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ, অন্ন, পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র বাক্তির বাটীতে সর্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহাদের স্বকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ কৃপায় তাঁহাদের

কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং, স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবে না। অতএব, শ্রীউদেশামৃতে শ্রীকৃপাগোষামৌ স্বল্পাক্ষরে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

## গৌতম-সত্যকাম

একদিন তপবনে গৌতম ঋষি একমনে

কহিছেন ব্রহ্মের মহিমা।

তাঁর যত শিষ্যগণ

আনন্দিত অনুক্ষণ

সুখের নাহি তথায় সীমা ॥

হেনকালে সৌম্যবেশে

একটি বালক এসে

গৌতমেরে করিল প্রণাম।

কহিল সে, করযোড়ে,

অত্যন্ত বিনয় করে

“অধমেরে কর কৃপাদান ॥”

শুধালেন ঋষি

মুহু হাঁসি হাঁসি

“কোথা হতে তব আগমন ?

কি নাম তোমার

কি গোত্র পিতার

লাগে সব—দিতে দীক্ষাদান ॥”

বালক কহে, “যাহা জানি,

তাহা মাতৃমুখে শুনি

সকলই কহিব হেথা।

সত্যকাম আমার নাম

দূরদেশে মোর ধাম

আসিয়াছি জুড়াইতে ব্যাথা ॥



আমার বিধবা মাতা                      যৌবনে পুরুষের ভোক্তা  
তাঁহে মোর হইল জনম ।

‘জাবালা’ মাতার নাম                      ‘সত্যকাম’ মোর নাম  
তাই আমি “জাবাল-সত্যকাম ॥”

বালকের কথা শুনি                      আনন্দিত হন মুনি  
কহিলেন বালকে তখন ।

“যাও যাও শীঘ্র যাও                      সমিধ-কাষ্ঠ যথা পাও  
ত্বরা করি কর আনয়ন ॥

ব্রাহ্মণ ত সেই জন                      সরল যাহার মন  
সত্যকথা তাহার ভূষণ ।

তোমার ত অধিকার                      যজ্ঞসূত্র ধরিবার  
তোমায় আমি দিব “দীক্ষাদান” ॥

দীক্ষাদান হ’ল শেষে                      বালক আনন্দে ভাসে  
গুরু তাঁরে দিলেন সেবা-ভার ।

ঋষির গো-শালাতে ছিল                      চারিশত গাভী দুর্বল  
পরিচর্যা করিতে তাদের ॥

সত্যকাম যে তখন                      ধরি’ গুরুর চরণ  
প্রতিজ্ঞা করিল সুখে ।

“চারিশত গাভী তবে                      হাজার হইবে যবে  
গুরু-গৃহে ফিরা মোর হবে ॥”

বহুবর্ষ হল গত                      সত্যকাম সেবারত  
ক্রমে গাভী হইল সহস্র ।

বৃষ মধ্যে বায়ু তাঁরে                      ডাকিলেন সমাদরে  
সত্যকামের আনন্দ অজস্র ॥

বায়ু কহে,—“গাভী হাজার                      পূরণ প্রতিজ্ঞা তোমার  
হল তব ফেরার সময় ।

পথি-মাঝে দেবগণ উপদেশিবে ব্রহ্মজ্ঞান  
ত্রিতাপের হবে তব ক্ষয় ॥”

বায়ু-অগ্নি-সূর্য্য-মুখে শুনি ব্রহ্মজ্ঞান মুখে  
ফিরি এল গৌতম-আগারে ।

দেখি সত্যকাম-জ্যোতি মুনি আনন্দিত অতি  
(সত্যকামে) ধরিলেন বুকের মাঝারে ॥

মুনি কহে,—“কিবা কব কি অপূর্ব জ্যোতি তব  
লভিয়াছ তুমি দিব্যজ্ঞান ।

নিষ্কপট সেবা-ফলে দেব-উপদেশ বলে  
ছাড়িয়াছ দেহ অভিমান ॥”

সত্যকাম এবে তবে গুরুরে কহে যে ভাবে  
“শুনিয়াছি সাধু-গুরু মুখে ॥”

আচার্য্য-উপদিষ্ট বিদ্যা কল্যাণকর সিদ্ধিপ্রদা  
(তাই) উপদেশ দিন হাসিমুখে ॥”

ঋষি কহে,—“ব্রহ্মের বিভূতি সর্বস্থানে তার স্থিতি  
অজ্ঞজন জানিতে অসমর্থ ।

গুরুকৃপা-রশ্মি-ফলে প্রেমানন্দ-সিন্ধুজলে  
ভাসে জীব, ছাড়িয়া অনর্থ ॥

আত্মজ্ঞানী হন যাঁরা মায়ামুক্ত নন তাঁরা  
পাপে লিপ্ত কভু নাহি হয় ।

সদৃশ গুরু আশ্রয় করি দূরে ত্যজি কপটতারি  
(গুরু) সেবাতেই হয় ভবজয় ॥”

দেবগণের উক্ত মন্ত্রে সত্যকাম-হৃদয়তন্ত্রে  
গাঁথি দিল ব্রহ্ম অপরূপে ।

‘গৌতম-সত্যকাম’ কাহিনী যেন অমৃতের খনি  
শ্রবণেতে নাশে ভবতাপে ॥

—শ্রীবলভজ্ঞানদাস ব্রহ্মচারী

# উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর )

বড়গাছির (নাকালীপাড়া থানা) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেথুয়াডহরী। বড়গাছি গ্রামটি বেশ প্রাচীন। গ্রামটির পূর্বদিকে মাথাভাঙ্গা নামে একটি বিল ও দিঘরীবিল আছে। বিলের অল্পদূরে পূর্বদিকে জলাঙ্গী নদী। গ্রামটির পশ্চিমাংশে একটি পুরানো গড়ের চিহ্ন আছে, গড়ের চারদিকে পরিখার চিহ্নও আছে। কবি ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল” উল্লিখিত হরিহোড় এখানে বাস করতেন। সে-সময় গ্রামটি বাগোয়ান পরগণার অন্তর্গত ছিল। ভারতচন্দ্র বলেন,—

ধন্য ধন্য পরগণা বাগোয়ান নাম।

গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥

তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।

যাহে অন্নদার দাম হরিহোড় নাম॥

ভবানন্দ মজুমদারের পিতা রামচন্দ্র সমাদ্দার এই আন্দুলিয়া নিবাসী ছিলেন। পরগণা বাগোয়ান; দেবী অন্নদা হরিহোড়কে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র সমাদ্দারের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন আর তখন থেকেই নদীয়া রাজ-বংশের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়।”

বড়গাছি গ্রামের পূর্বদিকে “লক্ষ্মীজোলা” বলে একটি প্রাচীন খাল আছে। শোনা যায়, এই খাল দিয়েই ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদাকে জলাঙ্গী (অন্নদামঙ্গলে যার নাম গাঙ্গিনী) পার করে দিয়েছিলেন। ভবানন্দ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের ফরমানে “রাজা” উপাধি লাভ করেন। হরিহোড় তার পূর্ববর্তী, অতএব খোল শতকের শেষ দিকে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। বড়গাছির গড়টি সম্ভবতঃ হরিহোড়ের নির্মিত হলে সেটি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বা কিছু পরে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

নদীয়ার স্বাধীনতার রক্ত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ১৯৭৩, হরিহোড় পাঠান-দিগের শাসন সময়ে নবদ্বীপে উত্তর বড়গাছি গ্রামে হরিহোড় নামক জনৈক রাজাকে রাজত্ব করিতে দেখা যায়। এই বড়গাছি গ্রাম নদীয়া জেলার নাকালীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং জলাঙ্গী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। হরিহোড় কায়স্থকুল সন্তুত বিষ্ণুহোড়ের পুত্র। হরিহোড়ের সময়ে বর্তমান, পাটুলী, সমুদ্রগড় ও নদীয়ার কোন ভূস্বামীরই নাম শ্রুতিগোচর হয় নাই। তিনি ঐ সকল প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। নদীয়া, বাগোয়ান, পাটুলি,



অগ্রদ্বীপ, সাতসইকা, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু পরগণা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় দিল্লীর সম্রাটগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারাণসী, জৈনপুর, মিথিলা ও বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গীয় নবাবগণের পরস্পর গৃহবিবাদে হীনবল হইয়া নবাবীপদ লইয়াই বাস্তব ছিলেন। রাজ্যবুদ্ধি বা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহারা মনোযোগ করিতে অবসর পান নাই। সুতরাং হরিহোড় প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি একদপ ক্ষমতাশালী ও বীৰ্য্যশালী হইয়াছিলেন যে, রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলভাবে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি যে স্বাধীন রাজা ছিলেন তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। তৎকালে গোড়েশ্বর উপাধিটি সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূস্বামিগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে গৌরেশ্বর হউন আর নাই হউন, একটু ক্ষমতাশালী রাজা হইলেই গোড়েশ্বর নামে উল্লিখিত হইতেন। আমরা হরিহোড়কে গোড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতে দেখি নাই। অনুদামঙ্গলে দেখিতে পাই—

অনুদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম ল'য়ে বসুন্ধর ভূমিষ্ট হইল।

দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পার সুখ পক্ষিণীর আনন্দ বাড়িল।

বঙ্গের আদি কবি কৃত্তিবাস এই হরিহোড়ের রাজ-সভাতেই অমৃতগাথা রামায়ণ রচনা করেন।

রাজ-পণ্ডিত হব মনে আশা করে।

পঞ্চ-শ্লোক ভেটিলায় রাজা গোড়েশ্বরে ॥

দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজ্যারে জানালাম।

রাজ্যজ্ঞা অপক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥

সপ্তমটি বেলা যখন দেখালে পড়ে কাঠি।

শীঘ্র ধায় আহল দ্বারী হাতে সূবর্ণলাঠি ॥

কার নাম ফুলদার মুখটি কৃষ্ণদাস।

রাজার আদেশ হইল করহ সস্তাষ ॥

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।

সিংহ-সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরি ॥

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।

তাঁহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥

বামেতে কেদারখাঁ ডাহিনে নারায়ণ ।  
 পাত্রমিত্র-সহ রাজা পরিহাসে মন ।  
 গন্ধর্বরায় বসে আগে গন্ধর্ব অবতার ।  
 রাজ-সভা পূজিত হৈছে গৌরব অপার ॥  
 তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজ-পাশে ।  
 পাত্রমিত্র লয়ে রাজ্য করে পরিহাসে ॥  
 ডাহিনে কেদাররায় বামেতে তরনী ।  
 সুন্দর শ্রীবংশ-আদি ধর্ম্মাধিকারিনী ॥  
 মুকুন্দ রাজ্যের পণ্ডিত প্রধান সুন্দর ।  
 জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুমার ॥  
 রাজ্যের সভাধান যেন দেব অবতার ।  
 দেগিয়া আমার চিন্তে লাগে চমৎকার ॥

(১০৬, ১০৮ নবদ্বীপ-মহিমা)

এই বর্ণনায় নবদ্বীপ-মহিমার গ্রন্থকার রাজা হরিহোড়কেই নির্দেশ করিয়াছেন ।

অল্পদাম্ভল ( বিশ্বকোষ—নীহাররঞ্জন রায়-কৃত ৭০ পৃঃ অনুদা )—  
 এরপর হরিহোড়ের কাহিনী—গঙ্গার পশ্চিম ও গাজীপুর পূর্বতীরে বড়গাছি  
 গ্রামের দরিদ্র অধিবাসী বিষ্ণুহোড় দেবী অনুপূর্ণার কৃপায় হরিহোড়কে পুত্র-  
 রূপে পেয়েছিল । হরিহোড় পিতা-মাতার সেবা করত আর ঘুটে বেচে দিন  
 চালাত । কথিত আছে স্বয়ং অনুপূর্ণা হরিহোড়ের বাড়ীতে আসিয়া মেয়ে  
 হ'য়ে গিয়া হরিহোড়ের মাথের কাছে ঋতু চাহিলে হরিহোড়ের মা বলিলেন,—  
 আমি স্নান করে না ফেরা পর্য্যন্ত তুমি যাইও না । কিন্তু তিনি আর না  
 ফেরায় অনুপূর্ণা ঐখানেই থাকিয়া গেলেন । দেবীর কৃপায় গোবর ঘুটে সোনার  
 ঘুটে হয়ে গেল । হরিহোড় লক্ষপতি, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিয়ে করায়  
 সংসারে অশান্তি এলে দেবী বিচলিতা হয়ে গাজীপুর আন্দুলিয়া গ্রামে রাম  
 সমাদ্রার বাড়ীতে চলে যান । তাঁর পুত্রই পরবর্তীকালে ভবানন্দ মজুমদার ।

হেন ঐতিহ্য সম্পন্ন “বড়গাছি” ও “দালিগ্রাম” আজ আর প্রাচীন গৌরব  
 বহন করে না । অদৃষ্টক্রমে এই পরিবর্তন চলিতেছে অতি দ্রুতবেগে ।  
 ইতিহাস সচেতন জাতি তাঁহার গৌরব স্মরণ করিলে আবার বাঁচিতে পারে ।

নদীয়ার জনসমাজ প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ভুক্ত—হিন্দু ও মুসলমান। ১৯৭৯ সালের হিসাবে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৬ জন হিন্দু এবং শতকরা ২৩ ভাগ মুসলমান। এর পরেই খ্রীষ্টান ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত জনসমাজের স্থান (০-৭০%)। এ ছাড়া শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক এই জেলায় বাস করেন। ১৯৭৯ সালের হিসেব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রী-পুরুষের তালিকা নিম্নরূপ:—

ধর্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা হার
হিন্দু	১৬৯৩০০৬	৮৭০২২৯	৮২০৭৭	৭৫.২১
মুসলমান	৫২০৫৭৯	২৬৫৯৯৭	২৫৪৭৭৪	২৩.৩৪
খ্রীষ্টান	১৬৩৩৭	৮০৬২	৮২৭৫	০.৭৩
শিখ	৭৭	৪২	৩৫	—
বৌদ্ধ	৫৫	২৩	২৬	—
অন্যান্য	৫৬	—	—	—
অকথিত	৭	—	—	—

#### সেনসাস রিপোর্ট হটতে

মোজা	সন	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	সিডিউলড পুং	সিডিউলড স্ত্রী	সি. ট্রাইব পুং	সি. ট্রাইব স্ত্রী
বড়গাতি	১৯৫১	৬১১	—	—	মোট ৪০	—	—	—
	১৯৬১	৭৪৬	৩৮৪	৩৬২	৩৬	২৮	৫০	১৮
	১৯৭১	১০১৫	৫২৮	৪৮৭	২৫	৮৬	৬০	২৫
সালিগ্রাম	১৯৫১	৪০৩৯	—	—	—	—	—	—
	১৯৬১	৩৮৪৭	১৯০৯	১৯৩৮	৩১	২৭	৫১	৪৫
	১৯৭১	৪৯৮৫	২৪৮০	২৫০৫	৫৫	৪৬	৪৫৮	১৪৪

বর্তমানে হিন্দুর সংখ্যা শোচনীয়ভাবে কম। সেনসাস রিপোর্টে সিডিউলড ও সিডিউলড ট্রাইব সংখ্যা দেখান হটয়াছে। হিন্দু পৃথকভাবে দেখান হয় নাই। সরকারী ব্যবস্থায় মুসলমান ও অমুসলমান উল্লেখ দেখা যায়। ইহা কি ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিচায়ক?

—শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ দাস,

শ্রীনায়াপুর (নদীয়া)।



# একটি সমালোচনা

## [ পোষ্টকার্ডের পত্র ]

॥ রাধাভাবহ্যাতি সুবলিতং নৌমিকৃষ্ণরূপম্ ॥

N. C. Kanjilal

I-1698 Chittaranjan Park,

New Delhi—110019

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল মহোদয়েষু—

24. 8. 82

মান্যবরেষু, আপনার সম্পাদিত “শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা” গ্রন্থখানি পড়িয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। যিনি-ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করেন ও অন্যকে তাঁর পুতলীয়া শোনান, তিনি দেহান্তে গোলোকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পান। আপনার গ্রন্থের নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় সন্তোষ দিলে বাধিত হইব,—

- ১) ৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—“শাস্ত্র বলিয়াছেন, “ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহং ন বুদ্ধ্যা ন চ চৈকিয়া।” কোন্ শাস্ত্র? শাস্ত্রের নাম কি এবং কোন্ শ্লোকে ঐরূপ লিখিত আছে?
- ২) ১৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে আপনি যে শ্লোকটি “শ্রীভক্তিরত্নাকর” হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঐ গ্রন্থের কোন্ মণ্ডলে ও কোন্ পরিচ্ছেদে আছে জানাইবেন। কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই।
- ৩) ১৯৮ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদের শ্লোকটি উদ্ধৃতি করিয়া লিখিয়াছেন—“বেদে রাধা-কৃষ্ণের মধুর যুগলরূপের উপাসনাই ব্যক্ত হইয়াছে যথা,— “স্তোত্রানাং রাধানাং পতে গীর্বাহো বীর যশ্যতে।” ঋগ্বেদ ৯।৩০।৫০ প্রথমতঃ শ্লোকটি ৫ নম্বর—৫০ নম্বর নয়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুগে ছিলেন, তাই যদি হয়, তবে ঋগ্বেদে কিরকমে তিনি বর্ণিত হইতে পারেন—কারণ বেদ ত মহাভারতের অনেক আগে।

প্রশ্নটির জবাব দিবেন দয়া করে। তাছাড়া রমেশ দত্ত-এর অনুবাদ অনুযায়ী এখানে রাধানাং পতে কৃষ্ণকে তিনি mean করেননি। হরফ প্রকাশিত ঋগ্বেদ সংহিতা-র প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—যেটিতে প্রখ্যাত মনীষি রমেশচন্দ্র দত্ত-এর অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

আমার উপরোক্ত সন্দেহ নিরসন করিলে বাধিত হইব। নমস্কারান্তে ইতি—

—শ্রীনির্মলচন্দ্র কাজিলাল

# পত্রোত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বড় বহরকুলি, পোঃ বাদলা ;

জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

ইং তাং ৯/৯/১৯৮২

বিপুল সম্মানপূরঃসর নিবেদনমিদং—

মাননীয় মহাশয় ! আপনার লিখিত ২৪/৮/৮২ তারিখের পত্রখানি কিছুদিন পূর্বে আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি যে শাস্ত্রালোচনা করেন, পত্রখানি পাঠান্তে তাহা বুঝিতে পারিলাম ও পরমানন্দিত হইলাম। উক্ত পত্রে ‘শ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা’—শীর্ষক গ্রন্থটি আপনি পাঠ করিয়া যে প্রশ্নগুলির অবতারণা করিয়াছেন, অল্প তাহার উত্তর লিখিতে বসিয়া মাদৃশ অধমের বিদ্যাবুদ্ধির অযোগ্যতা নিবন্ধন শ্রুতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে স্নানপূণ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুবর্গের আনুগত্যে পরমোপাস্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনাপূর্বক সংক্ষিপ্ত-ভাবে যথাসাধ্য আলোচনার সূত্রপাত করিতেছি।

আপনি প্রথম প্রশ্নে “শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা”—গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত “ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ চীকয়া”—শ্লোকটি কোন্ শাস্ত্রে ও কোন্ শ্লোকে আছে জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে জানাইতেছি যে, ঐ শ্লোকটি শ্রীশিবজীর উক্তি এবং উহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪।৩১৪ সংখ্যোদ্ধৃত প্রাচীন কৃত শ্লোক।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্পর্কে ‘শ্রীভক্তিরত্নাকরে’ উদ্ধৃত শ্লোকটির পরিচ্ছেদ-সূচী বর্ণিত হইল,—“প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।

হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে।” (ভঃ রঃ ৮।৩৫৭)

আপনি তৃতীয় প্রশ্নের প্রথমে উক্ত গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদের উদ্ধৃত শ্লোকটি ঋগ্বেদ ১।৩০।৫ হইবে জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ উহা মুদ্রণের সময় ৫ স্থলে ৫০ হইয়া ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে—এজ্ঞা আমি হুঃগিত। অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সহিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় মুদ্রাকর প্রমাদাদি দেখার স্বযোগ হয় নাই। আপনি সদয় হৃদয়ে কৃপাপূর্বক এই ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন,—আশা করি।

আপনি তৃতীয় প্রশ্নের মধ্যে আরও লিখিয়াছেন—‘শ্রীরমেশ দত্ত-এর অমুবাদে তিনি ‘রাধানাং পতেঃ’ বলিতে কৃষ্ণকে mean করেন নাই।’

আপনার উক্ত বক্তব্যের উত্তরে জানাইতেছি যে, আপনি প্রভটির প্রারম্ভে যে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুবরের কড়চা হইতে “রাধাভাবহ্যাতি সুবলিতং নৌমি কক্ষস্বরূপম্”—শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান-মুখে প্রণামপূর্বক পত্রের বিষয়বস্তু লিখিয়াছেন, সেই শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণের উপদিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঋগ্ যজুঃ প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে। বেদের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণে পূজ্যপাদ শুদ্ধ ভাগবতবৃন্দের সিদ্ধান্তে জাগতিক দূষিত মল না থাকায় তাহা নিতান্ত শুদ্ধ ও যথাথ বস্তুজ্ঞানের পরিচয়ে গোরাবাহিত। অগতে নানাপ্রকারের অভিমত তো থাকিতেই পারে। কিন্তু তাই বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষত্ব কি থাকিবে না?

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।

তিহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব সার ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৫৭)

আপনি পত্রের বিষয়বস্তু লিখিবার পূর্বে সর্বোপায়ে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন, তাহার কথাই তো বেদবাক্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন,—

“মুখ্য গোণ-বৃত্তি কিংবা অম্বয় ব্যতিরেকে।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৬)

অতএব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসগণের তথা শ্রীকৃপানুগগণের পাদপদ্মাশ্রয়েই বেদের সারকথা উপলব্ধি হয়। “স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্ত তে। বিভূতিরস্ত স্মৃতা ॥”—শ্লোকটি (ঋক্ ১।৩০।৫, সাম ১৬০০, অথর্ব ২০।৪৫।২) —তিন বেদেই দেখা যায়।

বেদশাস্ত্রে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও ইঙ্গিতে, রাধাকৃষ্ণের নামের বহু উল্লেখ আছে। ঋক্ পরিশিষ্টে,—“রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনৈশ্চেতি ॥”—(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থ-ধৃত)

“শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াশীল বা হ্যতিমান্। শ্রীমাধবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিজজন সমূহে সর্বতোভাবে দীপ্তি পাঠতেছেন।” এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপে শ্রীরাধা উল্লিখিত। ঋক্ পরিশিষ্টের এই শ্লোকটি জগৎগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবরের “সিদ্ধান্তরত্নম্”—গ্রন্থের দ্বিতীয়পাদে ২২ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। উক্ত পাদে ৩১ শ্লোকে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্যে আছে,—“ঋক্ পরিশিষ্টেও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের



নিত্যলীলা সৃষ্টিত হইয়াছে। অথর্ববেদীয় প্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় নির্দিষ্ট পরিকরগণের অবস্থান এবং সেবাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে।”

ঋগ্বেদে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার ইঙ্গিত থাকার বহু প্রমাণের মধ্যে এস্থলে একটি বিবৃত করিতেছি ( ঋগ্বেদে ১।২২।১৬৪।৩১ ঋক্ ),—

“অপশ্যং গোপামলিপদ্মমানসা চ পরা চ পথিভিঃ চরন্তুম্।

স সধীচী স বিষুসীর্বদান আবরৌবত্তি-ভুবনেষুন্তঃ।”

“গোপকুলোদ্ভূত এক গোপালকে দেখিলাম, তাঁহার কখনও পতন নাই অর্থাৎ তিনি অচ্যুত, কখনও নিকটে, কখনও দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এক্রপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকট-অপ্রকট লীলা বিস্তার করিতেছেন।

সমস্ত বেদে রাধাকৃষ্ণের বহু কথা বর্ণিত আছে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ পাঁচশত বারোটি বেদমন্ত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের অভিশেষ পদ্ধতি জানাইয়াছেন। এইভাবে গোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণই বেদের অদ্বিতীয় প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। সর্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

“বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদো,”—( গীতা ১৫।১৫ )

অর্থাৎ—‘সকল বেদের আমিই বেদ বা জ্ঞেয়।’

আপনি আরও প্রশ্ন করিয়াছেন যে,—‘শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুগে ছিলেন, তাই যদি হয়, তবে ঋগ্বেদে কি রকমে তিনি বর্ণিত হইতে পারেন—কারণ বেদ ত’ মহাভারতের অনেক অনেক আগে।’

উক্ত প্রশ্নেই যেন উত্তর লক্ষিত হইতেছে যে, যেহেতু ঋগ্বেদে কৃষ্ণ বর্ণিত আছেন, সেইহেতু মহাভারতের যুগের আগেও কৃষ্ণের বিদ্যমানতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ তো দ্বাপরের শেষে আবির্ভূত, অথচ বহুপূর্বের ঋগ্বেদে তাঁহার বর্ণনা আছে—ইহা কিরূপে সম্ভব? এমতাবস্থায় প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে দ্বাপরের শেষে আবির্ভাবের পূর্বেও পরমোপাস্ত্ররূপে জীবসাধারণের নিকট পূজিত হইতেন এবং তাঁহার লীলা নিত্য বলিয়াই ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছেন।

বেদ প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ‘মহাভারতের কৃষ্ণ’ এক্রপ ধারণা জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি হয় না। শ্রীকৃষ্ণতে মহাশক্তি আদিয়া পড়িলে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্বার প্রতি

সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্ত তাঁহার চরণে মহা-অপরাধী হইয়া পড়িতে হয়। বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষক স্বরাট লীলাপুরুষোত্তম। তিনি অজ্ঞ, পরমব্রহ্ম, অনাদি, অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব ও শাস্ত্রত। বহিঃসংসার জ্ঞান কালক্ষোভ ও অসম্পূর্ণ চণ্ডায় তদ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণীত হয় না। তাই তিনি সন্দেহবাদী, জড়গবেষণ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান-বিচার সর্বস্ব জড়মীমাংসক প্রভৃতির গোচরীভূত নহেন। সমস্ত উপনিষদের সারাংশ সর্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে মহাভারতের যুগের পূর্বেও ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; যথা,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলিতেছেন,—

“অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥” (গী: ৪।৪)

অর্থাৎ—“[শ্রীভগবানের পক্ষে সূর্য্যাদেবের প্রতি যোগ-উপদেশ অসম্ভব মনে করিয়া] অর্জুন বলিলেন,—সূর্য্য পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তোমার জন্ম ইদানীন্তন, সুতরাং তুমি যে পুরাকালে তাঁহাকে এই যোগ বলিয়াছিলে ইহা কি প্রকারে জানিতে পারা যায়?” ভগবানের নিত্যসখা অর্জুন ভগবৎ-তত্ত্ব জানিলেও ভগবানের স্বমুখে তাঁর তত্ত্ব শুনাইবার জন্য অজ্ঞের মত ঐক্লপ প্রশ্ন করিলেন। তখন ভগবান্ তদুত্তরে জানাইলেন,—

“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তাশ্চহং বেদ সর্বাণি ন স্বং বেখ পরস্তপ ॥” (গীতা ৪।৫)

অর্থাৎ—“[এইরূপ অর্জুন কর্তৃক কথিত হইয়া ‘অতঃপূর্বে আমি উপদেশ করিয়াছিলাম’—উত্তরে এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে] ভগবান্ কহিলেন,—হে পরস্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল জ্ঞানি, কিন্তু তুমি তাহা জান না।” শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত শ্লোকে টীকায় বলিয়াছেন,—“যখন যখন আমার অবতার তখন আমার পার্শ্বদ বলিয়া তোমারও আবির্ভাব হইয়াছে। স্ব-লীলাসিদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমার জ্ঞান আবৃত করিয়াছি বলিয়া তুমি তাহা জান না, কিন্তু আমি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানি।”

শ্রীভগবান্ অজ্ঞ বা জন্মরহিত হইলেও তাঁহার জন্ম-লীলা কিরূপে সম্ভব— তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ নিজেই ব্যক্ত করিতেছেন;—

“অজোহপি সপ্তব্যাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামিধিষ্ঠায় সন্তবামাত্মায়য়া ॥ (ঈ. ১০৬)

অর্থাৎ—“আমি জন্মরহিত, অব্যাত্মা, সর্বভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও ঘরীয়  
সুদাসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকারপূর্বক আত্মায়ার আশ্রয়ে আবিভূত হই ।”

পরবোম ও ভূতাকাশ সৃষ্টির পূর্বেও যে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তৎপ্রমাণ স্বরূপ  
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা,—

“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্ ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোহসৌহম্যাহম্ ॥” (ভাঃ ২।৯।৩২)

[ এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম । সৎ, অসৎ এবং  
অনির্ধ্বচনীয় নির্ধ্বশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথকরূপে ছিল  
না । সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে  
একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব । ]

ভগবানের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি অনন্ত স্বরূপ আছে, তন্মধ্যে  
শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ । শ্রীব্রহ্মা-শিব-নারদাদি শ্রীদেবকীমাতার গর্ভস্থিতি  
প্রসঙ্গে কহিয়াছেন ( ভাঃ ১০।২।৪০ ),—

“মৎস্যাস্থকচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজ্ঞ্যবিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।

ভ্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভূবো হর যদুস্তম বন্দনং তে ॥”

অর্থাৎ—“হে ঈশ, আপনি ( পূর্বে ) মৎস্য, অশ্ব ( হয়গ্রীব ), কচ্ছপ  
( কূর্ম ), নৃসিংহ, বরাহ, ক্ষত্রিয় ( দাশরথি রামচন্দ্র ), বিপ্র ( পরশুরাম )  
এবং দেবতা ( বামন ) ইত্যাদি রূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং  
ত্রিভুবনকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন । হে যদুস্তম আপনাকে আমরা বন্দনা  
করি । হে ঈশ্বর ! আপনি অধুনা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে  
পালন করুন ।”

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ একদা  
বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—“কৃষ্ণে পরিপূর্ণতা বিद्यমান । শ্রীসঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদাদি  
অথবা মূলপ্রকাশ বিগ্রহ বলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রে অবস্থিত ।  
মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত গহিতভাবে পশ্চাদ্দেশে ।”

সৃষ্টির আধিকারিক দেব ব্রহ্মা পুরুষোত্তম ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত  
যে ভগবৎস্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাই সংহিতাকারে অধ্যায় শতকে ‘ব্রহ্ম-  
সংহিতা’ নামে প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে ( ৫।৪৩ শ্লোকে ) ব্রহ্মার



বাক্যে দেবী, রুদ্র ও হরিধামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষত্ব এবং কৃষ্ণের নিজ ধাম গোলোকের সর্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ; যথা,—

“গোলোক নাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য  
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু ।  
তে তে প্রভাব নিচয়া বিহিতাস্চ যেন  
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥”

অর্থাৎ—“দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্বোপরি গোলোক-নামা নিজ ধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাব সকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।”

শ্রীমদ্ভগবদগীতার অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেবদেবেশত্ব ও আরাধ্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-  
পাদন করিয়া কহিতেছেন ( গীতা ১১।৪৩ ),—

“পিতাসি লোকসু চরাচরসু ত্রয়সু পূজ্যস্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।

ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়েহপ্য প্রতিম-প্রভাব ॥”

“হে অপ্রমেয় প্রভাবশালিন্ ! তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ। ত্রিলোকে তোমার সমান কেহই নাই, অধিক আর কোথা হইতে হইবে ?”

ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের অসমোর্দ্ধিত্ব জানাইয়া কহিয়াছেন,—

“মন্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়া” ( গীতা ৭।৭ )

অর্থাৎ—“হে ধনঞ্জয় ! আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।”  
গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের সর্বকারণ-কারণত্ব ও অসমোর্দ্ধিত্ব প্রমাণের আরও অসংখ্য শ্লোক শাস্ত্রাদিতে আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হওয়ার সর্বকালেই ও সর্বযুগেই তাঁহার বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তবে মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্যালীল কৃষ্ণচন্দ্র বৈবস্বত সপ্তম মন্বন্তরে ২৭ চতুর্যুগ শেষ হইলে ২৮ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

“অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।

ব্রহ্মের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৩।১০)

সুতরাং চিন্ময়ধাম ব্রহ্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিজ চিহ্নবলে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের লীলা নিত্যকাল আছে ও থাকিবে। ব্রহ্মার একদিনে কৃষ্ণের এক ব্রহ্মাণ্ডে একবার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক দ্বাপরে কৃষ্ণ পৃথিবীতে আসেন না। যে-দ্বাপরে কৃষ্ণ আসেন, সেই কলিতে শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুও

আসেন। স্বাপরান্তে এ জগতে কৃষ্ণের লীলা অপ্রকট হইলেও এত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে যে, কোন না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমানের তাঁর আবির্ভাব হইতেছে ও ব্রহ্মলীলা প্রকটিত আছে। এজন্য তাঁর লীলা নিত্য।

“কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।

তাতে লীলা নিত্য কহে নিগম পুরাণ ॥” (১০: ৮: মধ্য ২০।৩৯৩)

অচিন্ত্য ঐশ্বর্যবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অজত ও অনুলীলাত্ম যুগপৎ বিদ্যমান। জগৎ-গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ “কৃষ্ণতত্ত্ব” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণ অজ ও শাস্ত্রত। স্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকটামাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃত তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুভূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া, নিত্যকাল অজ্ঞেয় কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রম-সমূহ নিত্যকাল পরব্যোম ভূমিকায় অবস্থিত।”

গীতার ভগবদ্ভাষ্য—“জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যম্”—(গী: ৪।৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ মানুষী তনু কখনও পাক-ভৌতিক দেহ হইতে পারে না। তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই। তমুই তিনি। তিনিই তনু। “দেহাত্মাপাধেরনিক্রপিতত্বাদ্ভাষো ন সাক্ষাৎ ত্রিদাত্ত্বনঃ স্তাৎ”—(ভা: ১০।৪৮।২২)। তিনি স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকাশিত হন এবং ঐ স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর। তিনি প্রপঞ্চবিধি সকলের অতীত ও নিত্য সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব।

এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন, তাহা হইতে যাবতীয় প্রকাশ উৎপত্তি-লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার লীলাসমূহ নিত্য বিদ্যমান। তিনি সর্বকারণ-কারণ, অসমোদ্ধিত হইয়া সর্বকালে ও সর্বযুগে পরমোপাশ্রয়রূপে পূজিত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন,—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, স্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও তৎবহুপূর্বে সত্যযুগেও তিনি কোন কোন বিশেষ ভজননিষ্ঠ ভক্তের নিকটে পরমোপাশ্রয়রূপে পূজিত হইতেন। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ দ্বারা সমুদ্রমধো পর্বতাচ্ছাদিত ভক্ত প্রহ্লাদের শ্রীভগবৎস্তুতি স্মরণীয়,—

“নমো ব্রহ্মণাদেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

(বিষ্ণুপুরাণে ১ম অঃ ১৯শ অঃ ৬৫)

অর্থাৎ “(প্রহ্লাদ কহিলেন)—হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারিন্, আপনাকে নমস্কার ; জগন্মঙ্গলকারিন্, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ।”

শাস্ত্রে পূর্ব পূর্ব যুগে কৃষ্ণের উপাসনার বহু উদাহরণ আছে । প্রথমতঃ উল্লেখ্য যে, যুগে যুগে সার্বজনীন তারকব্রহ্ম নামের ক্ষেত্রে তাহা সেই সেই যুগের সাধারণ জীবের আত্মবৃত্তি বিকাশের অবলম্বন হেতু বিভিন্ন হইয়াছে । সত্যযুগে তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণনাম স্পষ্টভাবে না থাকিলেও সেই যুগের সাধারণ জীবের পারমাখিক আত্মবৃত্তি শাস্ত্রভাবে প্রধান দাস্ত্র্যভাব গণ্ডিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্যগত নাম—‘নারায়ণ’ উল্লিখিত হইয়াছে । তেজ্যযুগে সাধারণ জীবের পারমাখিক আত্মবৃত্তিতে দাস্ত্র্যভাব সহ সখ্যের আভাস থাকায় সেই যুগের তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণ, কেশব প্রভৃতি নাম নির্ণীত হইয়াছে । উপাস্য বিচারে কৃষ্ণই সর্বোত্তম নিত্য ও সর্বকালিক বলিয়াই স্বীকৃত এবং বিশেষ ভজননিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে সর্বকালেই উদিত হন । উপরোক্ত অবস্থায় কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষ্ণ নহেন, পরন্তু তিনি সর্বকালের পরমোপাস্য ।

ঋগ্বেদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা থাকার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে বেদের সংজ্ঞা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয় । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদি,—বেদও তেমনি অনাদি । ভগবানের যেমন জন্ম নাই,—বেদেরও তেমনি জন্ম নাই । বেদ সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী,— ইহা অপৌকুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের সৃষ্টি নহে । ব্রহ্মাও সৃষ্টির পূর্বেই শব্দব্রহ্ম বেদ আবির্ভূত হইয়াছেন । “বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুক্রম,—( ভাঃ ৬।১।৪১ ) অর্থাৎ “বেদ নারায়ণ হইতে নিঃস্বাসের দ্বারা অনায়াসে আবির্ভূত হন বলিয়া তাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ ও স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তু ।” বিভিন্ন মন্বন্তরে ও বিভিন্ন যুগের প্রারম্ভে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ ব্যক্ত করেন । ব্রহ্মাও সৃষ্টির পূর্বে শব্দব্রহ্ম বেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে । প্রলয়কালে বেদ-বাণী অদৃশ্যপ্রায় হইয়া যায় এবং পুনরায় ভগবদিচ্ছায় তাহা প্রকাশিত হয় । শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১।১।৪।৩) ভগবান্ বলিয়াছেন,— “কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীঃ বেদ-সংজ্ঞিতা ।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যদ্যং মদাত্মকঃ ॥”

অর্থাৎ “ভগবান্ কহিলেন,—যাহাতে মদীয় বাক্যসকল উক্ত হইয়াছে, সেই বেদ-বাক্যসকল কাল-প্রভাবে প্রলয় সময়ে নষ্ট হইয়াছিল । আমি ব্রহ্ম-কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে তাহা বলিয়াছিলাম ।



বেদের নিত্যতা সম্পর্কে পরমংগম্যমী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণীর কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি ;—“জড় জগতে ভগবানের যে রূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হয়, ভগবানের শাস্ত্রিক অবতার বেদেরও সেইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র লক্ষিত হয়। যুগ-প্রারম্ভে ভগবানের শাস্ত্রিক অবতার বেদ বা বেদমাতা গায়ত্রী পূর্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অথবা বহুদেব-দেবকীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ন্যায় কোন ঋষিহৃদয়ে স্বয়ং প্রকটিত হইলে ঐ ঋষিই তাহার জনক—এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ তৎপূর্বে কেহই ভগবানকে জানিতেন না, কিংবা তাহার উপাসনা মাত্র দ্বাপরযুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—এরূপ একটি অপসিদ্ধান্ত কল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ নিত্যসত্য ভগবানে এই প্রকার ব্যবধান থাকিতে পারে না ; ভগবানের শাস্ত্রিক অবতার বেদের সম্বন্ধেও বিচার এইপ্রকার। যদি বেদমাতা গায়ত্রী বিশ্বামিত্রের পূর্ববর্তী ঋষিগণেরও উপাস্যরূপে পরিচিতা ছিলেন, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রীর ঋষি বলিবার কারণ কি ? তদুত্তরে ভগবান্ বহুদেব-দেবকীর চিত্তে আবির্ভূতের পূর্বে নারদাদির চিত্তে আবির্ভূত হইলেও লোকলোচনের গোচরীভূত না হওয়ায় দেবকী-বহুদেবই ভগবানের জনক-জননীত্ব প্রসিদ্ধির স্থায় গায়ত্রীর মাহাত্ম্যও সেইরূপ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রপঞ্চে বিস্তার লাভ করায় তাঁহাকেই ঐ মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। তৎপূর্বে ব্রাহ্মগণ গায়ত্রী-তত্ত্ববিৎ ছিলেন না—এরূপ বিচার সূচ্য নহে। সায়নভাষ্যের উদ্ধৃত শ্লোকার্থ এইপ্রকার—“যুগান্তেহস্তহিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। নেভিরে তপসা পূর্বমনু-জ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি।” অর্থাৎ যুগান্তে ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অস্তহিত বা অপ্রকটিত হইলে ঋষিগণ অগ্রে অর্থাৎ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে তপস্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানরূপে বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অগ্রে তাহা জানিতে পারেন ; এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রী বা বেদের নিত্যতা সূচিত হইয়াছে।”

অনাদিকালে সর্বকারণ-কারণ সর্বৈশ্বরেশ্বর ভগবান্ হইতে স্বতঃসিদ্ধরূপে আবির্ভূত অপ্রাকৃত শব্দ লক্ষণাত্মক বেদই পরতত্ত্বকে জানাইবার একমাত্র অদ্বিতীয় প্রমাণ। অনাদি বেদ দ্বাপরযুগের পূর্বেও প্রকাশিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ধৃত বেদে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তো থাকিবেই।

দ্বাপরযুগে বেদসমূহ অদৃশ্য হইলে, দেবতাগণের দ্বারা অভিযিত হইয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে

আবিভূত হইয়া বেদের উদ্ধার ও বিভাগ করেন এবং বেদার্থ যাহাতে মানুষে সহজে বুঝিতে পারে সেজন্য মহাভারত, পুরাণাদি প্রকাশ করেন। বেদকে কিভাবে জানা যাইবে? শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু বলিয়াছেন,—

“বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।

পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৮)

উপনিষদের মধ্যে বেদের সার-কথার ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা নাই, ব্রহ্মসূত্রেই ধারাবাহিক আলোচনা সূত্রাকারে গ্রথিত আছে। শ্রীল ব্যাসদেবের সমাধিলক্ক সর্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রেরই অকৃত্রিম ভাষ্য। গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।২৮৩ অক্ষয়ত গরুড় পুরাণ বচন),—

“অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ ॥

অর্থাৎ—“এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্যদ্বারা সম্বন্ধিত।”

‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের’ ভাষায় (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৯৬-৯৮),—

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।

তার অর্থ লৈয়া ব্যাস করিলা সঙ্কয় ॥

যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।

ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন।

অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।

ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে এক মত ॥”

অতএব সাধুসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকেই বেদের সহজেই বুঝা যাইবে। (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৪৬),—

“অতএব ভাগবত করহ বিচার।

ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার ॥”

আশা করি উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও মহাজন-বাণী আপনার প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে সহায়ক হইবে।

পরিশেষে নিবেদন,—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারুত্তি সহ পরতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহা হইতে প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষালোকে শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজেই জানা যাইবে। নমস্কারান্তে—

গুরুভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ

## শ্রীবুলনযাত্রা ও শ্রী জন্মাষ্টমী-মহোৎসব

সর্ব জীবাত্মার অধীশ্বর ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের পুত-পবিত্র জন্ম-জয়ন্তি শুধু ভারতের নয় সারাবিশ্বের এক সার্বিক ( আন্তর্জাতিক ) উৎসব । একে কেন্দ্র করে পাহাড়-পর্বত-সমতল দ্বীপ-দ্বীপান্তর জলা-জঙ্গলবাণী সকলের আত্ম-কল্যাণার্থে এ আস্থানে আচার্য্য-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণকে নানাদিকে ছুটতে হয় । একরূপ বিশাল বিশাল গগনস্পর্শি পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহর তুরা । পূর্বদিকে তার দিক্-দিগন্ত বিস্তৃত উন্নতশির গারো পাহাড় ; যেন সবুজ-শ্যামল মেখলায় ভূষিতা হয়ে কঠোর ধ্যানমগ্ন আর মস্তকে জটাজুটরূপ মেঘরাশির নীরব আশ্রয় । সত্যিই তার 'মেঘালয়' নাম সার্থক । কোন কোন স্থানে আবার শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের মত শ্বেদরূপ বর্ণা কোথাও নিরবে কোথাও বা ছুরন্ত বাল-গোপালের নুপুরের মত রিনিবিনি শব্দে বয়ে চলেছে । একরূপ বিরাট বিশাল ধ্যানমগ্নের ক্রোড়ে ৫ বছরের নবজাত শিশু শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ কখনও বা উৎফুল্লভরে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে কখনও বা নিরবে । তার প্রাণ-স্বরূপ আচার্য্য বৈষ্ণববৃন্দ তাকে রক্ষা করছেন । প্রতিটি শিশুর মত সেও চায় বড় হতে । অনেক বড় হবে সে । সমস্ত মেঘালয় তথা সকলের কাছে পরিচিত হবে তার নাম । তার দ্বারাষ্ট হবে সকলের আত্ম-কল্যাণ । তাই সকলের বাৎসল্যময়ী অকুপণ স্নেহ-প্রীতি, সহানুভূতি তার প্রয়োজন । এইভাবে গত ১৩ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনযাত্রারও পূর্বেই বৈষ্ণবগণের আগমনে উৎফুল্ল হল তার মন । স্তম্ভরূপে সমাপ্ত হল বুলনযাত্রা ।

ক্রমে ক্রমে জন্মাষ্টমী মহোৎসব আগতপ্রায় । বালক শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠের রূপ পাল্টে যেতে লাগলো । ইং ৭।৮।৮২ বৈকালে সমিতির আচার্য্য-দেবপ্রতিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিবৈদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সদলবলে শুভাগমনে তার মহাসঙ্গীত-রূপ যেন দেখার মত । ২৬ শ্রাবণ (১২ আগষ্ট) ব্রাহ্মমূহূর্তে মঙ্গলারতি ও তুলসী-পরিক্রমার পরেই সুসজ্জিত রথে গোড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও বৈদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য স্থাপন ও আচার্য্য-দেবকে চতুর্চক্রযানে অধিষ্ঠিত করে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি পরিক্রমা করেন । উক্ত দিবস সমস্তদিন মঠে শ্রীকৃষ্ণ-



প্রেমতরঙ্গিনী পারায়ণ হয় এবং বৈকাল ঘেটিকা হইতে মহাজন পদাবলী কীর্তন আরম্ভ হয়। পূজনীয় কানাইলাল ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরনারায়ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুগণ সুললিত কণ্ঠে কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজের ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধনী সভায় আচার্যাদেব শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্মসভা আরম্ভ হয়।

অষ্টকার দিনে আলোচ্য বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতন ধর্ম। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় সেন্ট্রাল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বি. আর. শর্মা। তিনি তাঁর নাতিদীর্ঘ সময়ের ভাষণে ভক্তিতত্ত্বে যথার্থ মহিমা ও জ্ঞান-যোগ-কর্মাদির অপূর্ণতা অতি প্রাঞ্জল-ভাষায় হিন্দিতে প্রকাশ করে তার হৃদয়ত ভক্তিভাবের পরিচয় প্রদান করেন। প্রধান বক্তার ভাষণে অধ্যাপক মিঃ টি. কে. দাস ( তুরা গড়ঃ কলেজ )। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইহ জগতে আগমন দুষ্কৃতকাগীগণকে বিনাশন ও স'ধু-সজ্জনগণকে রক্ষণ ও ভগবদ্বর্ষ সংস্থাপন সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। সম্পূর্ণরূপে তার বক্তৃতায় ও আচার আচরণে গুরুমুগ্ততার পরিচয় প্রদানে তিনি বৈষ্ণবগণের স্নেহ-প্ৰীতি আকর্ষণ করেন। পরে আসামস্থ শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠরক্ষক পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ এবং শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির গ্রন্থ-প্রকাশনী বিভাগের অধিকর্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ সনাতন-ধর্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে প্রকৃতধর্ম-তত্ত্ব অবগত করান ও ভূয়সী প্রশংসিত হন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যাদেব সনাতন ধর্মের নিত্যত্ব, একেশ্বরবাদী সনাতন ধর্ম সর্বজীবাত্মার মুখ্য কর্তব্য। সাম্প্রদায়িক দোষমুক্ত সনাতন ধর্মের সম্পূর্ণ নতুন নতুন তত্ত্বসিদ্ধান্ত তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত পথের নির্দেশ, অনুশীলন ও আচরণে ব্রতী হইতে উৎসাহিত করেন। এক্রপ নতুন তত্ত্ব শ্রবণ করত সকলেই একবাক্যে প্রকাশ করেন যে, তারা কখনই এক্রপ ভক্তিকথা শ্রবণ করে নাই। সনাতন ধর্মে যে এক্রপ উদারতা আছে তাও আমাদের অজানা।

সভান্তে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরামলীলা কীর্তন করে শোনান বিখ্যাত (কীর্তনীয়া শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাস, রাগভূষণ প্রভু (ষষ্ঠীচরণ পুরকারস্থ)। শ্রীল গুরু

মহারাজ তাঁর কীৰ্ত্তনে সন্তুষ্ট হইয়া “রাগভূষণ” উপাধিদানে তাকে ধন্য করেন। কীৰ্ত্তনকালে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির হয়ে সকলেই উহা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রশংসা করেন।

পরদিবস (১৩।৮।৮২) শ্রীনন্দোৎসবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, পূজনীয় শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী ও অত্র মঠরক্ষক শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভুর তত্ত্বাবধানে সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অকুপণ হস্তে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্ধি-শেষে আহৃত ও অনাহৃত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে ৪।৫ হাজার ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিজেদেরকে ধন্যাসিদ্ধ মনে করেন।

এদিনও যথাসময়ে মহাজন-পদাবলী কীৰ্ত্তনান্তে সভা শুরু হয়। অত্য়কার আলোচ্য বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অবতারবাদ। প্রধান অতিথিক্রমে সম্বন্ধিত হন গারোহিল্‌সের পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ এস, প্রসাদ। তিনি তাঁর গুরুগম্ভীর ভাষণে আধ্যাত্মবাদের মূল পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-চরিত তুলনামূলক ভাবে হিন্দি ভাষায় আলোচনা করেন। উন্নত ভক্তের ন্যায় তিনি মাধুর্য্য রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অবতার-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এ-দিনের প্রধান বক্তাক্রমে তুরা গভঃ কলেজের অধ্যাপক মিঃ কে, পি., চৌধুরী মহাশয় ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্যাদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রোতৃবর্গকে উল্লাসিত করান। তিনি ভাষণে বলেন, মূলপুরুষ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অবতারের মূখ্য মৎস্য-কুর্মা-দি অবতার এবং তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বলেন, সেই পরব্রহ্ম শুধু মনুষ্যাকৃতিতেই সীমাবদ্ধ নহেন। পৃথিবীর অনন্তরূপে তার ব্যাপ্তি—ব্যাপ্তি! সাধারণ ত্রিতাপদক্ মায়াবদ্ধ মর্ত্য-জীব কখনও ভগবানের সমকক্ষ হইতে পারে না এবং তার অবতার নহেন। এদিনও শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ রাগভূষণ প্রভু তার সুশালিত-কণ্ঠে রামায়ণ গানে উত্তরোত্তর বেশী মনোমুগ্ধ করান।

ইং ১৪।৮।৮২ তৃতীয় দিনের ধর্মসভায় প্রধান অতিথিক্রমে আহৃত ও সম্বন্ধিত হন তুরা গারোহিল্‌সের এন্, এল, ও, মিঃ সিংহম সাংঘা। অত্য়কার বক্তব্য বিষয় ছিল,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া তিনি ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম ও জাগতিক সকল

ধর্মের মূল ভিত্তি যে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস তা নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্যে বোঝা যায়, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা রাখেন। প্রধান বক্তা হিসেবে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ বুদ্ধদেব অপেক্ষা আচার্য্য শঙ্করের চিন্তাধারা ও মতবাদ যে উন্নত এবং সকল আচার্য্যগণের অপেক্ষা উদার্য্য মাধুর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উন্নতম মতবাদ ও ভগবত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিদর্শন প্রদান করত দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এরপরে অল্প সময়ের বক্তব্যে শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত যতি মহারাজ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও ভীষের কর্তব্য নির্ণয় করেন। তদনন্তর শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠির সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারীপ্রভু উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সম্মুখে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যে মানুষ ধর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না তা অতি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেন।

অন্তঃ সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব আলোচিত তত্ত্বের উপর আরোও নতুন তত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্যক রূপে শ্রবণ করান। মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও নাম-প্রেমের মহিমা কীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠতা এবং কলিযুগের একমাত্র উপায় যে মতামন্ত গ্রহণ তাহাও অবগত করান। প্রতি সভাতেই শ্রীআমল-কৃষ্ণ প্রভু ধারাবাহিকভাবে তিনি কীর্তনে অভূতপূর্ব আনন্দ প্রদানে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

এতদ্ব্যতীত প্রতিদিনই সমিতির দৃঢ়নিষ্ঠ সেবক শ্রীজগন্নাথ (ব্যা) দাসাধিকাণী প্রভু হিন্দি ভাষাভাষি সকলের কাছে শ্রীরামচরিতমানস হইতে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ও ‘রাম’ নামের মহিমা রসবৈশিষ্ট্য,—সাধু-গুরু-বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রভৃতি পাঠ করেন।

তুরা নিবাসী প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুত শুকবীর রাই মহাশয় শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সর্বপ্রথম তুরা শহরে স্তূভাগমন ও মেঘালয় শ্রীগোড়ীয় মঠের উদ্বোধন ও স্থানীয় সকলের কঠোর কর্তব্য সম্বন্ধে অভিহিত করান। তিনি বলেন, পূর্বে আমরা দিশেহারা মানুষের মত শুধু চিন্তা করতাম “ভগবান্ আমাদের কি একটু আশ্রয় দেবে না? শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও পদাঙ্কপূত ভূমি হতে আমরা বহু বহুদূরে পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহরে আবদ্ধ হয়েছি। আমরা কি তোমার কৃপা পাবো না প্রভু?” আমাদের সকলের আকুল ক্রন্দনে ভগবান্ আমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন যা আমরা কোথাও কোনদিন পেতাম না তা



আজ আমরা পেয়ে ধন্যাতিথ্য ! এখনও সব সময় মঠের উজ্জ্বলা বিধান করাই আমাদের কর্তব্য। মঠের Decoration ও প্রবেশ-পথের বিশাল তোরণদ্বার নির্মাণে শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ প্রভু ও নরনারায়ণ প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ স্মরণীয়। সর্বোপরি শ্রীপাদ স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রদর্শনী নির্মাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রশংসনীয়। মঠবাসী অনেকের সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর এক বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মথাপ্রভু ও নৃসিংহ অবতারের লীলামূর্তি প্রদর্শনী (বৈদ্যাতিক যন্ত্রচালিত)। প্রতিদিনই অগণিত দর্শনার্থি প্রকৃতি ও স্থানের বিপদ সঙ্কলিতা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়াও দুর্দমনীয় গতিতে মঠের মহানন্দ আদ্বাদনে ছুটে আসতেন। অনুষ্ঠান শেষে তারা যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন বিশাল জনসমাগম দেখে মনে হতো এ উৎসব তুরা বা গারোহিল্‌সের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব শুধু তুরা নয় সমগ্র মেঘালয়েরও এক গৌরবের বিষয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

অমর ও অনুবাদ সহ

## “শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্”

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,  
কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে  
অপূর্ব সংস্করণ।

হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্তিক-ব্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য।  
বৈষ্ণব মাত্রেই সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

ভিক্ষা—২.৫০ পরসী মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অফিসে প্রাপ্তব্য।

। শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ন্তঃ ।

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুকাপ্রতিহতা যযাত্মা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরলুত্ব ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ

১৬ পদ্যনাট্য, সঙ্কর্ষণ, ৪২৬ গৌরাদ  
৩১ আশ্বিন, সোমবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৮।১০।১৯৮২

৮ম সংখ্যা

সান্ন্যাসদ্বন্দ্ব

শ্রীগৌরঙ্গ স্তবকম্পতরুঃ

[ শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভুবরেন বিরচিতঃ ]

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্ষোহখিল জনা  
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুংকার-নিবহং ।  
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছৌধুচ বচ  
স্তরঙ্গৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥ ১ ॥

জনসকল যাঁহার গমন ও শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া মদ-মত্ত মতঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ  
এবং পূর্ণচন্দ্রের উপরি ফেণতুল্য মুখবারি সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং যিনি  
স্বীয় কান্তিদ্বারা স্বর্ণ-গিরিকে স্ব-মাধুর্যে শোভিত করেন, সেই শ্রীগৌরঙ্গ  
আপনার সুধাময় বাক্য-তরঙ্গদ্বারা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে  
আমোদিত করিতেছেন ॥ ১ ॥

জলং কৃত্যাত্মনং নব-বিবিধ রত্নৈরিব বল-  
 দ্বিবর্ণত্ব স্তম্ভাস্ফুট বচন কম্পাক্রম পুলকৈঃ ।  
 হসন্ স্থিগুর, তান্ শিতি-গিরিপতে নির্ভর-মদে  
 পুরঃ শ্রীগৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি নূতন বিবিধ রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ যিনি মধুর-বিবর্ণিত শ্রীরাধার চর্চাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-জনিত আনন্দ ভরে ভাবিতাত্ত্ব্যকরণ হইয়া নব বিবিধ রত্ন-স্বরূপ অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অস্ফুটবচন, কম্প অশ্রু ও পুলকসমূহ-দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচল-পতি শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে অতিশয় আনন্দ বশতঃ হাস্ত করিতে করিলে ঘর্ম্মাশু-লিপ্ত কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ্ঞ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে ভষিত করিতেছেন ॥ ২ ॥

রসোল্লাসে স্তির্যগ্ গতিভিরভিত্তো বারিভিরলং  
 দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকানরূপ জল-যন্ত্রত্মমিতয়োঃ ।  
 মুদা দন্তৈর্দৃষ্ট্য মধুরমধরং কম্পচলিতৈ  
 নটন শ্রীগৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

যিনি রসোল্লাসে কৃত আনন্দ হেতুক সর্বভোজ্যাদে ইতস্ততঃ চরণ-দ্বয়ের সঞ্চালনে তথা অরূপ-বর্ণ জলযন্ত্র-সদৃশ নয়ন সলিলসমূহে সংসার-সেচন করত কম্প-কম্পিত দন্ত-পঙ্ক্তিদ্বারা সুমধুর অধর দংশিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ্ঞ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥

কচিমিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্রোক বিরহাৎ  
 শ্লথচ্ছদী-সন্ধিতাদধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজ-পদোঃ ।  
 লুঠন ভূমৌ কাক্কা বিকল-বিকলং গদগদ বচা  
 রুদন্ শ্রীগৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

কোন দিন কাশীমিশ্র গৃহে ব্রজপতি-সুত ( শ্রীনন্দনন্দনের ) অতিশয় বিরহ হেতুক যে ভুজ ও চরণদ্বয়ের শোভা এবং সন্ধিস্থানগুলি শ্লথ হইয়াছিল, সেই ভুজ ও চরণদ্বয়ের অতি দীর্ঘত্ব-ধারণ যিনি ভূমি-লুষ্ঠিত হইয়া বিকল হইতে বিকল, এতাদৃশ কাকু, গদগদ-বাক্যদ্বারা রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ্ঞ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥



অনুদয টা দ্বার-ত্রয়মুরুচ ভিত্তি-ত্রয়মহো

বিলজ্জ্বাচ্চৈঃ কালিজ্জক-সুপ্রভিমধো নিপতিতঃ ।

তনুগুং সঙ্কোচাং কমঠ ইব কুষোরু বিরহাং

বিরাজন্ গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীৰ্ত্তনানন্তর শ্রমাগনোদন নিমিত্ত ভক্তগণ কর্তৃক গৃহ-মধ্যে শায়িত হইয়াছিলেন, তিনি পরমোৎকৃষ্টা প্রযুক্ত গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া বহির্গমনদ্বার অপ্রাপ্তি-হেতুঃ দ্বারত্রয় উদ্ঘাটন না করিয়া গৃহোদ্ধ-গমনদ্বারা দিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরতয় উল্লঙ্ঘনপূর্বক কলিজ-দেশোদ্ভব গো-সকলের মধো গিয়া পতিত হইয়াছিলেন. এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-হেতুক শরীরে যে সঙ্কোচ (কুজত্ব) উদ্ভিত হইয়াছিল. তন্নিমিত্ত যিনি কুর্শের ছায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই গৌরাজ্ঞ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে মোদিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্ম প্রাণাকর্ষদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্ম বিরহাং

প্রলাপানুন্মাদাং সতত-গতি-কুর্বন্ বিকল-ধীঃ ।

ধৃষ্টিভ্রো শব্দবদন-বিধু-ঘর্ষণ রুধিরং

ক্ষতোথং গৌরাজ্ঞঃ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণ-সদৃশ শ্রীরন্দা-নৈব বিরহ-জাত উন্মাদ-হেতুক নিরন্তর প্রলাপ করত ব্যাকুল-বৃদ্ধ হইয়া অবিরত প্রাচীরে মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করায়, ক্ষত হইতে উথিত রুধির সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ্ঞ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আশ্চর্যান্বিত করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণসুরিতমিহ তং লোকয় সখে

ত্বমেবেতি দ্বারা ধপমভিদধন্নুদ ইব ।

দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তছ্যন্তেন ধৃত-ত

সুজ্ঞান্তো গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

কোন দিন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীদ্বারে গমন করত উন্মাদের ছায় সখি-শ্রমে দ্বারপালকে কহিয়াছিলেন,—“হে সখে ! আমার সেই কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া দর্শন করাও”—এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল তাঁহাকে কহিয়াছিল—“তুমি প্রিয় দর্শনার্থে শীঘ্র গমন কর”—এই প্রকার দ্বারপাল কর্তৃক উক্ত হইলে, যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়া

ছিলেন, সেই গৌরাজ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দে  
আপ্লুত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

সমীপে নীলাশ্রয়চটক-গিরি-রাজস্থ কলনা  
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-গিরি-পতিং লোকিতুমিতঃ ।  
ব্রজমস্মীতাক্তা প্রমদ ইব ধাবন্তবধূতো  
গনৈঃ নৈব গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

যিনি নীলাচল সমীপবর্তী চটক-গিরিরাজের দর্শন-হেতুক কহিয়াছিলেন—  
“অয়ে স্বরূপাদি ! আমি বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন গিরিপতি দর্শন নিমিত্ত এই ক্ষেত্র  
হইতে গমন করি”—এই বলিয়া স্বীয় ভক্ত-বৃন্দের সহিত প্রমত্তের ছায়া ধাবিত  
হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষান্বিত  
করিতেছেন ॥ ৮ ॥

অলং দোলা-খেলো-মহসি বরতনগুপ-তলে  
স্বরূপেন স্বেনাপর নিজ-গণেনাপি মিলিতঃ ।  
স্বয়ং কুব্জব্রাহ্মণমতি মধুর-গানং মুরভিদঃ  
সরজো গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

যিনি দোলার খেলা অর্থাৎ নীলাকৌতুক দ্বারা শোভা বিশিষ্ট মগুপতলে  
স্বীয় স্বরূপের সহিত ও নিজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুরারী শ্রীকৃষ্ণের নাম  
দ্বারা স্বয়ং অতিশয় মধুর গান করত তদভিনয় বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই  
শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং  
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরু-বর্যো যজুবরঃ ।  
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরি-ধর ইব শ্রীল-সুবলে  
বিধত্তে গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীপতির গরুড়ে যাদৃশী দয়া, তাদৃশী দয়া যিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দের  
প্রতি বিধান করিয়াছিলেন, তথা সান্দীপনি মূনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী ভক্তি  
ছিল, তাদৃশী ভক্তি যিনি ঈশ্বরপুরী-দেবে বিধান করিয়াছিলেন এবং গিরিধর  
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীস্বলে যে প্রকার স্নেহ ছিল, তদ্রূপ স্নেহ যিনি স্বরূপ-গোস্বামির  
প্রতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া  
আমাকে পুলকিত করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহা-সম্পদারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কুপয়া  
 স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কু-জনমপি মাং ন্যসা মুদিতঃ ।  
 উরোগুঞ্জা-হারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং  
 দদৌ মে গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১ ॥

পতিত এবং কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপা দ্বারা মহাসম্পদ  
 এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া  
 প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার  
 বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার এবং ( ভক্তনের উৎকর্ষ জন্য ) আমাকে গোবর্দ্ধন-শিলা  
 দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে  
 আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরানন্দোদগত-বিবিধ সদ্ভাব-কুসুম  
 প্রভা-ভ্রাজৎ পদ্মাবলি-ললিত-শাখং সুব-তরুং ।  
 মুহূৰ্যোহতি-শ্রদ্ধৌষধি-বরবলং পাঠ-সলিলৈ  
 রলং সিঞ্চেন্বিন্দেং সরস-গুরুতল্লোকন-ফলম্ ॥ ১২ ॥

এই প্রকার শ্রীগৌরানন্দ বিদ্যমান বিবিধ সদ্ভাব-কুসুম-প্রভা এবং ললিত  
 শ্লোকশ্রেণী বাহার শাখা, এবংভূত সুবতরু সদৃশ এই স্তবটি যে-যাক্তি নিরন্তর  
 অতিশ্রদ্ধারূপ উৎকৃষ্ট ঔষধি দ্বারা সংশোধিত পাঠস্বরূপ সলিলসমূহে সেক করেন  
 তিনি রস-বিশিষ্ট গুরুর কৃপা-দৃষ্টিক্রম পরম ফল লাভ করেন ॥ ১২ ॥

## তোষণীর কথা

মঙ্গলাচরণ

অশেষ-ক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সামিনী ।

জীবাদেশা পরা পত্নী সর্ব-সজ্জন-তোষণী ॥

যিনি সজ্জনবৃন্দের সম্ভোষ-বিধানার্থ সজ্জন-তোষণীর আবির্ভাব করাইয়াছেন  
 তাঁহাকে নমস্কার ।

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নায়ে গৌর-ত্বয়ে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।

গৌরশক্তি-স্বরূপায় কৃপানুগ-বরায় তে ॥



### সজ্জন শব্দের অর্থ

সজ্জন বলিলে অত্যাভিলাষী, কন্য়ী, জ্ঞানী ও শৈথিলাবাদী নিজ নিজ বিচারানুকূলে সংজ্ঞা কল্পনা করিবেন সত্য, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণতার অভাব থাকিবে। 'সজ্জন'-শব্দে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণকেই বুঝায়। অর্থাৎ যে-বস্তু নিত্য সেব্য-সেবক-ভাবরূপ অহুভূতিযুক্ত হইয়া আনন্দময় ভক্তিদ্বারা নিত্য অবস্থিত এবং যে বস্তুতে কুণ্ঠতা জনিত অবস্থান্তর লক্ষিত হয় না—তাহাই সজ্জন। সজ্জন বস্তু—বৈকুণ্ঠ বলিয়া, তাহার প্রতি মারার কোন অধিকার নাই।

### 'সজ্জনতোষণী'র নিত্যত্ব

সজ্জন-তোষণী মহাপ্রভুর নিজ বস্তু, স্মৃতবাং প্রপঞ্চে প্রকট হওয়ার জন্যই ইনি প্রাকৃত-বিষয়-বাচিনী পত্রিকা মাত্র নহেন। বিষয়িগণ বিষয় জ্ঞানে এই অপ্রাকৃত সন্দেশ-দূতীকে আবাহন করিবেন না। ইহার অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় পাঠ্যেই তাহাদের নিজ নিজ নির্মূল শুদ্ধ স্বরূপকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রসময় ভগবানের নিত্য উপাদানের অমৃতম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

### শ্রীপত্রিকায় দুঃসঙ্গ বর্জন

সজ্জন-তোষণী রূপানুগ স্বরূপিণী। প্রাকৃত বিচারে সজ্জন বলিয়া অভিহিত সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত কল্যান লাভ হইলে তাহারাও তোষণীর শুদ্ধ নিরপেক্ষ শিবদ নির্ম্মলসর প্রোজ্জ্বল-কৈকর্য সাধুগণের পরম ধর্ম লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য্য এই—গুণ-ষট্‌কের সহিত সজ্জনগণের কোন আবশ্যিকতা নাই; স্মৃতবাং তোষণী কখনই এইগুলির সঙ্গ করেন না, বা কাহাকেও এই জাতীয় সঙ্গ প্রদান করেন না।

### রাগানুগ প্রচারকের বৈধীভক্তি প্রচারই কর্তব্য

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তি-পথই সর্বতোভাবে প্রশস্ত। ভক্তি পথের প্রারম্ভে দুইটী মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা বিচার প্রধান ও অপরটা রুচি প্রধান। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। বাহাদের অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রথম মুখে রুচি দেখা যায় না, তাহাদের এই ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে বাধাগুলি অতিক্রম করিতে হয়। সেই বাধাগুলির নাম অবিচার বা সঙ্কল্প-জ্ঞানাভাব। সঙ্কল্পজ্ঞান নিসর্গতঃ কোন মহাপুরুষের লক্ষিত হইলে তিনি নিজ রুচিক্রমে ভজনীয় কৃষ্ণ অম্লশীলন জ্ঞানিয়া অপরকে বিচারপ্রধান মার্গের পথও দেখাইয়া দিতে পারেন।

## রূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীজীবের চরণে সহজিয়ার অপরাধ

যিনি স্বয়ং নিত্যসিক ভগবৎ পার্শ্বদ, মহাপ্রেমময় হইয়া জীবের কল্যাণ বিধানের জন্য শ্রীরূপানুগ ভক্তিমার্গের আচার্য্যস্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামী নামে গৌর-সংসারে উদয় হইয়াছিলেন ; তাহার শ্রীচরণকমলে অপরাধরূপ বৃত্তি যেন কোন শ্রীরূপানুগ-মার্গের পথিককে স্পর্শ না করে। শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণাবলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তি ধর্ম্ম-জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীব প্রভু বাঙ্গালাভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাহার মন্দর্ত নামক গ্রন্থ হইতেই রূপানুগ পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগগণের মূল গুরু শ্রীপাদ জীব ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদয়। কৃচিপ্রধানমার্গের আচার্য্য-স্বরূপ হইয়া প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন-মার্গের সুগমপথে স্ক্রুত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার ভাগ্যহীন কতিপয় জীব, দাস-গোস্বামীর আনুগত্য বুদ্ধিতে অক্রম হইয়া রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবের প্রতি অযথা আক্রমণ করিতেও ক্রটি করেন না। সজ্জনতোষণী বলেন যে-স্থলে আচার্য্যের প্রতি গৌরবের হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়, সে-স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃচিপ্রধান-মার্গজীব তাদৃশ পথিকও বিপদগামী।

## দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যবহার

### রূপানুগা রাগানুগ-ভক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ

কৃচিপ্রধান-মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া কোন কোন অর্দ্ধাচীন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি জীবপাদের ব্যবহার লইয়া আচার্য্যপাদের অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণের অমুমোদিত নহে--জানাইয়া গুরুদাপরাধে অপরাধী হইয়া পড়েন। অজ্ঞা কৃচি-গণের মঙ্গলের জন্য রূপানুগ রসিক শেখর অপ্ৰাকৃত জীবপাদ ঐ বৈধী-মার্গীয় ব্যবহারদ্বারা সম্প্রদায় বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের অপ্ৰাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন। রূপানুগ গুরু অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহই প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মত জীব প্রভুকে গুরু ব্যতীত অন্য বৈধ ভক্ত বা মর্ত্য বুদ্ধি করেন না। রূপানুগগণও বলেন—‘আচার্য্য গুরুর দোষ দেখিতে নাই, তাহাকে অবমাননা করিতে নাই।’

## কুচিপ্রধানমার্গেও ক্রমবিচার না করিয়া সহজিয়াগণ গোস্বামিচরণে অপরাধী

কুচি প্রধানমার্গেও শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস, গুরুপাদাশ্রয়, ভজন-ক্রিয়া প্রভৃতি ক্রমপদ্ধতি অনাদৃত হয় নাই। আবার যেখানে ক্রম-পদ্ধতির অনাদর সেখানে যে কুচিপ্রধান-মার্গে গমনশীল পথিকের আত্মভ্রমিতা তাহা তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া পথভ্রান্তি উৎপন্ন করাষ্টয়াছেন। বর্তমান কালে অনেক স্থলে দেখা যায় যে অনেকে আপনাদিগকে জাতকুচি ভক্তিমান করিয়া জীবপ্রভু গুরুত্রে শৈথিল্য-ভাব প্রদর্শন করেন। কেহ বা সাক্ষীয় পারকীয়াদি বিচার উত্থাপন করিয়া জীবপাদেব চরণে অপরাধী পর্যন্ত হন। সজ্জন-তোষণী তাদৃশ গুরুব্রাহ্মণ্যনা করিবার প্রস্তাব দেয় না। যে-স্থলে বৈষ্ণবাভিমাত্রীর জাতরতি ধর্ম প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাই সে স্থলে রূপানুগ ক্রমধর্মের বিপর্যয় অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে।

## প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমাজে পাপী ও মূঢ় বলিয়া গরিচিত

ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম্যাচ্যনারূপ বস্তু—তিনিহাই অনেক অভক্ত সম্প্রদায়ে অনর্থক বথা বিতণ্ডা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিমর্মে প্রবেশ করিতে বাধ্য দেয়, আবার ঐ কথার ব্যাখ্যা প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ করেন, তাহাতে অভক্ত সম্প্রদায়গণ ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা দূরে থাক, সিদ্ধান্ত-বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়াগুলিকে মানব-সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরে পাপী, মূঢ় জানিয়া সেইরূপ আসন প্রদান করেন। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনাদর করিবার উপদেশই যে জাতকুচিগণের বৃত্তি, তাহা কখনই নহে—সিদ্ধান্তের অনুকূলেই তাঁহাদের কুচি, তজ্জন্মই তাঁহাদের জাতকুচি। সিদ্ধান্ত বিরোধ কুচি কখনই কৃষ্ণপ্রেমরস প্রাপ্তির সহায় হয় না। শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুরের 'ষদশ্মসারং' শ্লোকের টীকা পাঠ করিয়াও প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিজ নিজ প্রাকৃত চতুরতায় নিজ মূঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারেন না, দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই।

## সহজিয়ার প্রতি ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণ-কল্পতরু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুব্রাহ্মণ।  
'ফাঁটা-দীক্ষা মালা ধরি,' ধূর্ত করে সুচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ ॥



কি আর বলিব তোরে মন !

মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ তাজিয়া হেম, শৃগুগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ।  
 অভাসিয়া অশ্রুপাত, লক্ষ্য ব্যঙ্গ অকস্মাৎ, মূর্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া ॥  
 এ লোক বঞ্চিত রঙ্গ, প্রচারিয়া অসংসঙ্গ, কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া ।  
 প্রেমের সাধন-ভক্তি, তা'তে নৈল আনুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে ॥  
 দশ অপরাধ তাজি', নিরন্তর নাম ভজি', কৃপা হ'লে অপ্রেম পাইবে ।  
 না মানিলে সু-ভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তন, না করিলে নির্জনে স্মরণ ॥

না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',  
 দুষ্টফল করিলে অর্জন ॥

তুমিত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম,  
 আরোপিয়া কিসে শুভ হয় ।

কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,  
 তবু কাম প্রেম নাহি হয় ॥

কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায় !

চক্ষুমাংসময় কাম, জড়-স্থল অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায় ।  
 শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে, ভক্তনের ক্রিয়া বঙ্গে, নিষ্ঠা রতি আসক্তি উদয় ॥  
 আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥  
 নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ ।  
 ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড়' ভাট অপরাধ-দোষ ॥

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

## গৰ্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা

“সত্যব্রতং সত্যপরং” হইতে “ভারং ভূবো হর যদুত্তম বন্দনং তে” পর্য্যন্ত  
 ভাগবতোক্ত পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক গৰ্ভস্তোত্র অতিশয় পবিত্র । এই স্তবের বক্তা  
 ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত যত্নপূর্বক স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত বেদ  
 তন্ত্রাদি হইতে সার তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া স্বল্লঙ্ঘ্যে বর্ণন করিয়াছেন ; অতএব  
 ইহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই । এই স্তবে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা শ্রুতি  
 প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কেবল ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেই  
 চরিতার্থ হয় । এই গৰ্ভস্তোত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে, জগদীশ্বর জগৎ

স্বজন করিয়া তাহাতে প্রতিভাত হন। অখিল জীবের প্রকৃতি দেবকীতে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া জীবাত্মার সহচর হইয়াছেন। জীবের জ্ঞান স্বরূপ বাসুদেব প্রথমে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপ্রকৃতি মন স্বরূপ দেবকীকে ঐ পবিত্র ভাবটী অর্পণ করেন। এতন্নিবন্ধন দেবকীপ্রসূত ভগবানের নাম বাসুদেব হইয়াছে। বাসুদেব বিস্তৃত জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর। জীবের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে যে পরব্রহ্মের প্রতিভা তাহাই বাসুদেব। পরব্রহ্ম অবিতর্কা ও অচিন্ত্য, অতএব জ্ঞান কর্তৃক স্পৃষ্ট হন না। পরন্তু পরমেশ্বর বাণীত জীবের জীবন রুখা হয়; এতৎপ্রযুক্ত পরম কারুণিক বিভূ অনুগ্রহপূর্বক জীবের জ্ঞানের আত্মপ্রত্যয় বিভাগে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া মনোমধ্যে বিচরণ করেন। অবিশেষক লোকেরা জগদীশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল তাঁহারা আপনাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। পরমেশ্বরের বাসুদেব অবতার স্বীকার না করিলে নিরীশ্বর অথবা সত্যান্ধ হইয়া উঠিতে হয়। এই বাসুদেবের আবির্ভাবকালীন যে-দেবস্তুতি তাহা যে অমৃততুলা ইহাতে সন্দেহ কি?

এই অপার জ্ঞান গর্তস্তোত্রের সদর্থ নির্ণয় করা আমার চ্যায় ক্ষুদ্র লোকের সাধা নহে, তবে আমার জীবন সর্বস্ব জগদগুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রসাদাৎ কিছু নির্ণীত হইবে তাহা দয়া-সমুদ্র বৈষ্ণব মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্বক দাস প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় গ্রহণ করবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। পূজাপাদ শ্রীশ্রীধর স্বামীর কৃত বাখ্যা যতদূর পারি অবলম্বন করিব। স্থানে স্থানে যদিও স্বামী-বাক্যের অনুরূপ বাখ্যা হইবে না তথাপি দয়াদ্রুচিত পাঠকগণ স্বামী-প্রদত্ত ইজিতাবলম্বিত বাখ্যা বলিয়া আমার এই ভাষ্যকে গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব, তাঁহাদের চরণ রেণুই আমার একমাত্র প্রার্থনা; যেহেতু তাঁহারা কৃপা করিলে আমার হৃদয়েশ্বর মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাসানুদাস বলিয়া জানিবেন; ইহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং, সত্যস্র যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্র সত্যং ঋতসত্যেন্দ্রং, সত্যাত্মকং হ্যং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি সর্বশক্তিমান ও পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ব্রহ্মাওঁশ জীব-গণের নিকট তিনটি শক্তির প্রকাশ আছে। অপর সমুদয় শক্তি জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অবিতর্কা। জীব যদিও স্বয়ং অপ্রাকৃত, জ্ঞান ও আনন্দ

ভূষিত তথাপি পূর্ণতার অভাব প্রযুক্ত পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক জানিতে পারেন না। এই তিনটি নাম চিহ্নিত্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। চিহ্নিত্তিই পরব্রহ্মের স্বভাব। মায়াশক্তি ঐ স্বভাবের বিপরীত। জীবশক্তি চিহ্নিত্তির বিভিন্নাংশ মায়াবিমুখ ধর্ম্যযোগ্য। চিহ্নিত্তি পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, জীবশক্তি অপ্রাকৃতে অসম্পূর্ণ লক্ষণ এবং মায়াশক্তি অপ্রাকৃতে বিপরীত, অর্থাৎ প্রাকৃত। সমস্ত জড়জগতকে প্রাকৃত কহা যায়, এজন্ত ইহাকে মায়াশক্তির প্রকাশ বলিয়া বাখা হয়। জগদীশ্বরে এই তিনটি শক্তি স্বাকার না করিলে কোন প্রকার বিচারের মীমাংসা হয় না, যেহেতু পরব্রহ্মে অপ্রাকৃত গুণ স্বীকার না করিলে ভয়ঙ্কর মায়াবাদের উদ্ভব হয়। বিপরীত গুণসকল যে পুরুষে সামঞ্জস্য ভাবে অবস্থিতি করে তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলি যথা নির্বিকার ও সৃষ্টিকরণের ইচ্ছা এবং চিহ্নিত্তির আনন্দময় বিলাস ও মায়াশক্তির অঙ্গতম পরিচালনা একই কালে নির্বিরোধ ভাবে পরমেশ্বরে দৃষ্ট হয়। মানব অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত এ প্রকার সামঞ্জস্যের ভাব হৃদয় করিতে সমর্থ হয় না। মায়া অসৎ অর্থাৎ অভাব সঙ্কল, এ প্রযুক্ত জড়জগতে দুঃখ বাতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান এই জগতেই যে মায়া এমত নহে কিন্তু ইহা মায়াগর্ভ সম্ভূত। মায়া জগদীশ্বরের শক্তি মাত্র। সেই অনাদি শক্তিতে পরমেশ্বর যখন রমণ করেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সমস্ত সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ সহিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ড মায়া প্রসূত। জননীর গুণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে লুপ্ত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ, তম, দেশ, কাল এই সমস্ত মহাগুণ ও তদনুলোম বিলোম জনিত আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি, স্থাপকতা, আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুণসকল গুণবতী। মায়া হইতে দৃশ্য জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী তত্ত্বতৃষুগণ এই মায়া ও তজ্জাত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বাখ্যা করত ব্রহ্ম বাতীত অন্য কোন পদার্থ বা গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের বিচারে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ এই বিশ্বরূপ ভান কাহাতে হইতেছে ইহা যুক্তি দ্বারা কোন প্রকারে মীমাংসা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মীমাংসা গ্রহণ করিলে পাপ-পুণ্য, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি সমুদয় অবলুপ্ত হইয়া উঠে। মানব জীবনে সারভূত বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তিমূল যে প্রেম তাহাও উৎপাটিত হইয়া জীবসকল ভ্রমরূপে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্য অবলম্বন করত অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। যথার্থ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সাধুগণ এই সকল বন্ধা যুক্তি হইতে জীব সকলকে উদ্ধার করিবার



জন্য পরমেশ্বরের সর্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে বিধান করিয়াছেন। পরমেশ্বরে স্বীয় চিহ্ন দ্বারা পূর্ণানন্দে অলঙ্কৃত। তাঁহার জীবশক্তির পরিচালনা দ্বারা স্থিতিকালে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন, এবং মায়া শক্তির দ্বারা, বস্তুতঃ অসত্য কিন্তু স্থিতিকালে সত্য এই জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। জীব চিন্ময় হইয়াও জগদীশ্বরের শক্তি বশতঃ এই জড় জগতে বদ্ধপ্রায় অনুযন্ত্রিত আছেন। পরন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণববর্গ পরমেশ্বরকে এক অদ্বয় তত্ত্ব জানেন, যেহেতু জীব ও জড়ের মূল স্বরূপ যে দুই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর কদাচ একাধিক নছেন, যেহেতু শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধি, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই চারি প্রকাশ প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মকে অদ্বয় বলিয়াছেন। দ্বিজত্ব ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈষ্ণব-গণও ফলতঃ এক পরম তত্ত্বেই তর্কাস্ত্র পরিশ্রমের বিশ্রাম প্রদান করেন। জীব জড় এই দুইটি পদার্থকে তাঁহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া গীতা-প্রমাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গীতার্থ বিবেচনার ত্রুটি বলিতে হইবে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বয়কে অনাদি অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্বারা ঐ শক্তিদ্বয়ের পরিণাম স্বরূপ কার্য্য সকলকে অনাদিত্বে বরণ করেন না। পরিণামেরও পরিমাণ হইবার সম্ভাবনা অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সমুদায় পদার্থ বিনাশ হইতে পারে ইহা সর্বত স্বীকৃত। তটস্থ বিচার করিলে জগদীশ্বর স্বীয় শক্তিগণ হইতে অভিন্ন। যথা আলোক ও দহন এই দুইটি অগ্নির শক্তি কিন্তু ইহারা অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অনাদি ও অনন্ত হইলেও তজ্জাত জীব ও জড় স্বতন্ত্র ভাবে অনাদি ও অনন্ত নহে। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষুদ্রোদয় স্বীকার করা যায়। পরন্তু বৈষ্ণবগণ জীব ও জড়কে মিথ্যা বলতে পারে না যেহেতু সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর ইহাদের মূল স্বরূপ অতএব মায়াবাদী ভ্রমাক্ত ব্যক্তি-গণের মীমাংসা হইতে বৈষ্ণবতত্ত্ব স্পষ্টরূপে স্তিম করিবার জন্ত অনেকানেক মহাত্মাগণ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড় এ উভয়কে নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ্বর সৃষ্টি করণেচ্ছায় সত্যের সঙ্কল্প করেন একারণ দেবগণ তাঁহাকে সত্যব্রত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জড় ও জীব যদিও সত্য তথাপি জগদীশ্বরের স্বীয় সত্যতার সহিত ঐ সাময়িক সত্যের তুলনা হইতে পারে না যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য সত্য, এ প্রযুক্ত দেবতাগণ তাঁহাকে "সত্যপরং" বলিয়া সম্বোধন করেন করেন। সত্যব্রত বলিয়া ভগবানকে

সম্বোধন করত দেবতাগণের একরূপ আকাঙ্ক্ষা হইল যে, যদি সত্যাত্ত শব্দদ্বারা ভগবানের সৃষ্ট পদার্থকে নিত্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে মহৎ অপরাধ হইবে ; এই আশঙ্কা দূরীকরণ আশায় অবিলম্বেই সত্যাপরং উপাধিটি প্রয়োগ করিলেন। এই প্রকার ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়াও দেবতা-দিগের সন্তোষ হইল না যেহেতু ‘সত্যাপরং’ এই সঙ্কীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু অত্যাচ্ছ জীবগণ ইহার বিপরীত অর্থ জানিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিবেন অথবা জড় ও জীবকে ঈশ্বরের সহিত নিত্যতায় তুলনা করিয়া কলুষিত হইবেন। এই প্রকার চিন্তা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমেশ্বরকে “সত্যাত্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সত্য সত্যাত্ত সত্য” এই বাক্যের দ্বারা স্তব করিলেন। হে জগদীশ, তুমি সত্যের জননী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। অপর তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাময়িক সত্যে নিহিত হইয়া আচ্ছ অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সত্যের সত্য স্বরূপ অর্থাৎ জীবন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিহিত হইয়া আছেন এই ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট অথচ আশ্চর্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ নাগে পরমেশ্বর আছেন ইহা চিন্তনীয় নহে, যেহেতু পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত ও দেশকাল অপরিচ্ছেদ্য। অডভুততের অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থকে পরমাণু বলা যায়। প্রতি পরমাণুখণ্ডে পরব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগদীশ্বর অণু হইতে অণু ও গুরু হইতে গুরু একরূপ দেবতাসকলেও গান করিয়াছেন। বেদসকল পরব্রহ্মের জগতে নিহিত থাকা ভাবকে সুন্দর ব্যক্ত করিতে না পারিয়া ‘ওতপ্রোত’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেহেতু মন ও বাক্য ইহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয় সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে যে কোন বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা প্রাকৃত-ভাবে কলুষিত হইয়া উঠে। কিন্তু জগদীশ্বরের যশঃকীর্ত্তন ও তৎস্মরণ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। এ প্রযুক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বাক্যালঙ্কারে ভগবানকে বর্ণন করুন না কেন ঐ বাক্য সকলের প্রাকৃত ভাবকে পরিত্যাগ করত অপ্রাকৃত ভাব গ্রহণ করা কর্তব্য। যদিও এই প্রকার প্রতি পরমাণুখণ্ডে জগদীশ্বর পূর্ণরূপে বিরাজ করেন তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরে আধার আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন। অনেকেই নিহিত ভাবের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া ইহাকে বৃহদন্ত ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভয়ানক মীমাংসাকে নিরোধ করিবার আশায় দেবগণ ইহাকে ‘সত্যাত্ত সত্য’ উপাধি প্রদান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হইলেও ঈশ্বর নহে। জগদীশ্বর

ইতার সত্য স্বরূপ । এই পবিত্রস্থান বিশ্ব যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমাপ্ত হইবে তখন ইতার পরিণাম স্বরূপ পরম সত্য পরমেশ্বর একমাত্র অবশেষ বহিলেন । এই সাময়িক সত্যের পর্য্যবেশন জগদীশ্বরেরই সম্ভব । জগদীশ্বরের ইচ্ছায় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বের প্রাচুর্য্য হইয়াছে এবং পরমেশ্বর ইহাতে অল্পপ্রবেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন । অপর যখন ইতার সেই পবিত্র ইচ্ছা নিরস্ত হইবে তখন ইতার কিছুই থাকিবে না । তখন একমাত্র সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান বিরাজ করিবেন । এস্থলে একপ আশঙ্কা হইতে পারে যে সৃষ্টি পূর্বে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সকল ছিল না তখন এই বিশ্বের অভাবরূপ একটি অসম্পূর্ণতা দৈবের লক্ষ্য হয়, অতএব এস্থলে ত্রিতত্ত্ববাদী মহাত্মগণ নিজ সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া জীব ও জড়ের নিত্যত্ব স্বীকার করা কর্তব্য একপ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সারথী বৈষ্ণব-দিগের একপ সিদ্ধান্ত নহে । জীব ও জড়ের প্রাগ্ভাব জগদীশ্বরের শক্তি মধো থাকায় তিনি সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন অংশে অসম্পূর্ণ ছিলেন না । অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়াবসানে সেই পরব্রহ্মের শক্তির মধো প্রবেশ করিবে । এস্থলে কালত্রয়ের মধো কখনই ইহাকে অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না । এই প্রকার কহিতে কহিতে দেবতাগণ বিবেচনা করিলেন যে সত্যই যদি দৈবের একমাত্র মাহাত্ম্য হয় তবে তাহা সকলের গ্রাহ্যরূপে সামান্য হইয়া উঠে । আহা ! আমরা দৈবকে এই প্রকার সত্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কতদূর অপরাধী হইলাম । এই প্রকার শোচনা করত ব্রহ্মাদি দেব-গণ ভগবানকে স্বতসত্য নেত্র এই প্রকার সম্বোধন করিলেন । সত্যের সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার প্রবর্তক অর্থাৎ নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ পরব্রহ্ম তিনিই ভগবান্ । ভগবানের শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম, ইহাকে সত্য উপাধি প্রদান হইয়াছে সেই সত্যের আধার যে পুরুষ তিনিই পরমেশ্বর । সেই পুরুষকে সত্য বলিতে হইলে গুণের দ্বারা গুণাধারের নামাকরণ হইয়া উঠে । অতএব দেবতাগণ কহিলেন হে সত্যাত্মক ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই । জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যখন গুণ সমুদায় অতিক্রম করত সেই গুণাধার পরম পুরুষের সন্নিহিত হইলেন ; তখন দেবতাদিগের জ্ঞান একেবারে নিরস্ত হইয়া গেল । তখন ইহারা ভক্তি-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রপত্তি-রূপ ভগবচ্চরণামৃত পান করিয়া জ্ঞানশূন্য আনন্দকে প্রাপ্ত হইলেন ।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



# শ্রীম ভক্তিবাদ্যন্ত আচার্য্য মহারাজের

## সন্ন্যাস-বেশাশ্রয় সন্দর্শনে

আসীক্ৰপে কবে দেখিব তোমারে  
আশা ছিল মনে মনে,  
শ্রীগুরু-কৃপাতে সে' আশা পূরণে  
মুক্ত হইলু এক্ষণে ।

বেদান্তের তাৎপর্য্য,—ভক্তিই মুখ্য,  
জগৎ-মারো বিতরি—  
যে' এনেছেন, 'ভক্তিবাদ্যন্ত-ধারা,'  
তার স্নেহধন্য তুমি ।

গুরুকৃষ্ণ সেবি' পূর্ণ কাম তুমি,—  
প্রচারে পণ্ডিতবর,  
সেবা-নৈপুণ্যে পাইলে সহজে  
আসী-বেশ মনোহর ।

বেদান্ত সমিতির বহুমুখী সেবা  
করিতেছ প্রীতিভরে,  
শ্রীআচার্য্যদেবের স্নেহ-প্লুত হ'য়ে  
থাকহ যুগ যুগ ধরে ।

মঠে গিয়া আমি বড় প্রীত হই  
তব মধুর-ব্যবহারে,  
কৃপা করি' মোর লহ গো প্রণতি  
আজি এ পত্র-দ্বারে ।

— শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ  
বড়বহরকুলি ( বর্দ্ধমান ) ।

# দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

## উপসংহার

নানা দেবতার্চন পরমার্থপ্রদ নহে

শ্রীপত্রিকার ৩৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা হইতে বর্তমান ৩৪শ বর্ষের ৪ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় পূজার প্রকার ভেদ প্রভৃতি অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রকৃতি মানবের পূজা সাত্ত্বিকী, রজোগুণীর পূজা রাজসিক ও তমোগুণীর পূজা তামসিক নামে অভিহিত হয় এবং তাহার ফল ও পরিণাম শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রজোগুণীর রাজসিক পূজায় যে বলিদান-প্রথা আছে, তাহার শাস্ত্রীয় নিষেধ, অবৈধত্ব ও নিদারুণ পরিণাম পর পর কয়েকটি সংখ্যাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তামসিক পূজার পরিণাম যে নরকাদি দুঃখ তাহাও গীতা-বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সাত্ত্বিকী-ভাষ্যপন্ন জনগণের সাত্ত্বিকী পূজাও দুঃদৃষ্টির অভাবে পরমার্থপ্রদ না হইয়া যে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ দুঃখাস্পদ হইয়া থাকে, তাহা শাস্ত্র-বাক্যাদির দ্বারা প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হইব।

ভগবৎ-দৃষ্ট মায়ামুখ্য ভীবাণ্যতম মানবগণ জাগতিক বিবিধ সুখাভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা, রুদ্র, দুর্গা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি বহু দেবদেবীর অর্চনাপূর্বক সেই সেই দেব-দেবী হইতে আরোগ্য, ধন, পুত্র ও কন্যাদি প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ইন্দ্র-চন্দ্রাদি, শিব-দুর্গাদি ও শটৈশ্চ মনসাদি সকল দেবতার সহিত ভগবান বিষ্ণুর সমতা জ্ঞান করে। অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপের সেরূপ মুক্তি দানাদি বৈশিষ্ট্য আছে, অত্যাশ্চর্য সকল দেবতারই তাহা রয়েছে—এইরূপ বলিয়া থাকে। মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া তাহারা সর্বনিয়ন্তা ভগবানই যে একমাত্র ঈশ্বর, অপর সমস্ত দেব-দেবীগণ তাহার আদেশে আধিকারিক দেবতারূপে বিশ্বসৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি করিয়া থাকেন মাত্র; ঐ সকল কার্যো দেবতাদের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, ইহা তাহারা ধারণাও করিতে পারে না। সুতরাং “বাসুদেবঃ সর্বম্” (গী: ৭।১৯) বাক্য-প্রতিপাদিত ভগবানেয় সর্বাত্মকতা জানিতে না পারিয়াই ঐরূপ মোহাচ্ছন্ন বাক্য প্রয়োগ ও তদনুযায়ী কার্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পাষণ্ডীমধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদুদ্বৈতম্ ॥ (বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবতার সহিত ভগবৎ-স্বরূপকে (শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণাদিকে) তুল্য বা সমান জ্ঞান করে বা দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অন্য দেবতা হইতে ভগবদ্-বৈশিষ্ট্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় ৪টি শ্লোকে অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—

অহং ক্রেতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাতমহমৌষধম্ ।

মন্ত্রোহিমহমেবাজ্ঞামহমগ্নিরহং হতম্ ॥

পিতাহমস্য ভগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদোহং পবিত্রমোক্ষার-বাক্-সাম-যজুরেব চ ॥

গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূক্ষ্মং ।

প্রলয়ঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

তপাগ্যাহমহং বর্ষ নিগৃহামাংসৃজামি চ ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাতর্জুন ॥ ( গী: ৯।১৬-১৯ )

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—হে অর্জুন! বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি, আমি সৃষ্টি-শাস্ত্রোক্তপঞ্চযজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধি-জাত অন্ন বা রোগনিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমাদি-সাধক যুত, আমি অগ্নি, আমিই হোম অর্থাৎ এই সমস্তই আমি। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্মফলের বিধান-কর্তা), পিতামহ, বেদ (জানিবার বিষয়), পবিত্র (প্রায়শ্চিত্ত-রূপ শোধক), ওক্ষার (প্রণব), বাক্ (ঋগ্বেদ), সামবেদ ও যজুর্বেদ—সমস্তই আমি। আমিই গতি (কর্মফল), ভর্তা (পোষণকর্তা), প্রভু (পরিচালক), সাক্ষী (স্তম্ভাভ্যন্তরীণ কর্মদ্রষ্টা), নিবাস (ভোগের স্থান), শরণ (রক্ষক), সূক্ষ্ম (মঙ্গলকারী), প্রলয় (সৃষ্টিকর্তা), প্রলয় (নাশক), স্থান (আধার), নিধান (লয়ের স্থান), বীজ (কারণ), তথাপি অব্যয় (বিনাশহীন অর্থাৎ ধাত্বাদি বীজের ন্যায় নাশশীল নহি)। হে অর্জুন! আমিই আদিত্যরূপে থাকিয়া গ্রীষ্মকালে তাপ দেই, বৃষ্টির সময় বর্ষণ করাই, কখনও বা বর্ষণ নিয়মিত করি, আমিই অমৃত (জীবন), মৃত্যু (নাশ), সং (স্থূল দৃশ্যবস্তু),—এই সমস্তই আমি।

### মানবের অধঃপতনের কারণ

ভগবানের শ্রীমুখোদগীর্ণ তাঁহার এই সর্বোৎকৃষ্ট মায়ামুক্ত মানবগণ না জানিয়া কিরূপ অধঃপতিত হয়, তাহাও নিজে জানাইয়া দিয়াছেন। যথা—



অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুযীং তনুমান্তিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ (গী: ৯।১১-১২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হে অর্জুন! আমার দৈবী মায়ায় মুগ্ধ মানবগণ ক্ষুদ্র আশায় প্রভুতায়াসসাধ্য কর্মকাণ্ডে রত হইয়া আমার সকল ভূতমহেশ্বররূপ পরমতত্ত্ব অর্থাৎ আমার সর্বাত্মক জ্ঞানিতে পারে না। সেজন্য ঐ সকল মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। অর্থাৎ আমার দেহ শুদ্ধ-সত্ত্বয় হটলেও ভক্তের ঈচ্ছাক্রমে তাহা মনুষ্যাকারে প্রকট হইয়া থাকে—তাহারা এট তত্ত্ব অবগত না হইয়া সাধারণ মানব-দেহধারী তাহাদের মত আমাকে প্রাকৃত মনে করে। তাহারা মোঘাশা—অর্থাৎ আমি অপেক্ষা অন্য দেবতাগণ তাহাদের অভিপ্সিত ফল শীঘ্র দান করেন—এইরূপ নিষ্ফল আশা-বিশিষ্ট হয়। সেজন্য আমার প্রতি বিমুগ্ধ হওয়ায় মোঘকর্মা—অর্থাৎ বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রমাদিদ্বারা বহু আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞাদি এবং নানাদেবতার্চনাদি কার্যা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সেই কর্মগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। মোঘজ্ঞান—অর্থাৎ তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়ায় বার্থ হয়। সুতরাং বিচেতা—বিক্ষিপ্তচিত্ত। এই সকল কারণে তাহারা রাক্ষসী—তমোগুণময়ী হিংসাদি-বহলা ও আসুরী—রাক্ষসী অর্থাৎ কাম দর্পাদিপূর্ণা, মোহিনী—বুদ্ধিনাশকারিণী, প্রকৃতি—স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।

### কর্মই জীবের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ-দ্বার

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—অতিশীঘ্র ফললাভের আশায় এইরূপ অবজ্ঞাকারী অন্তদেবোপাসকগণ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আদর করে না। সুতরাং ঐ সকল অশক্তগণ আমার ভজন না করা হেতু নিরন্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অনিবার্য। যথা—

ত্রেবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতাঃপাপা, যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাচ্চ সুরেন্দ্রলোকমশ্রুস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

তে তং ভুজ্য স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি ॥

এবং ত্রয়ীধর্মমুপপন্ন গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ (গী: ৯।২০-২১)

অর্থাৎ, ভগবান্ বলিলেন,—বেদব্রহ্ম-বিহিত কৰ্ম্মাহুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞ-সমূহদ্বারা আমাকর্ত্তৃক নিযুক্ত আধিকারিক দেবতা ইন্দ্র-শিবাদিক্রমে আমাকে শ্রদ্ধা সহিত পূজা করিয়া যজ্ঞের অবশেষ সোমরস বা প্রসাদ-চরণামৃতাদি পান করিয়া থাকে। তাহাতে পাপ-নির্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক কামনা করে এবং দেহান্তে পুণ্যের ফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোকে গমন করত তথায় দিবা ভোগ, সকল লাভ করে। তদনন্তর তাহারা বিশাল স্বর্গলোকের সুখ উপভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্তালোকে জন্ম গ্রহণ করে। আবার এইরূপে বেদ-বিহিত ধর্ম্মের অহুষ্ঠান দ্বারা তাহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথাষ অর্জুনের বিহিত হইয়া বলিলেন,—যদি আপনি বাতিরেকে অস্ত্র বস্ত্র নাই, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসকগণও ত' আপনার ভক্ত হইতেছে। তাহারা কেন সংসারে গতাগতি লাভ করেন? তদন্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

যেহপাত্তদেবতাভক্ত যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজ্ঞানন্তু তত্বেনাতশ্চাবন্তি তে । ( গী: ৯।২০-২৪ )

ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা অস্ত্র দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও আমার উপাসনা করে সত্য, কিন্তু উহা অবিধিপূর্ব্বক মোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া অর্থাৎ “বাহুদেবঃ সর্ব্বম্”—একই পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র এইরূপ পারমার্থিক দর্শন অথবা ‘আমিই দাস’ এইরূপ সেবা-সেবক-রূপ পৃথক্ ভাবনাই মোক্ষের দ্বার, তাহা উক্ত স্বতন্ত্র-দেবোপাসকগণের নাই বলিয়াই উহাদের উপাসনা অবিধি-পূর্ব্বক কৃত হয়, তজ্জন্তু তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি লাভ করে। হে অর্জুন! সমস্ত যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই ভোক্তা, প্রভু অর্থাৎ স্বামী, অতএব যজ্ঞফলদাতাও আমিই। অস্ত্র দেবতা সতন্ত্রভাবে যজ্ঞফল প্রদান করিতে পারেন না, আমিই সেই সেই দেবতারূপে স্বর্গাদিপ্রাথিব ফলমাত্র দান করিয়া থাকি। তদতিরিক্ত অপর কিছুই দেই না। এইরূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে যথাবৎ না জানা তেতুই তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্য্যামীরূপে দেখিয়া যজ্ঞ ও অর্চনাদি করেন তাহারা পুনরায় সংসার ক্রেশ ভোগ করেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পূর্বে সর্বত্রই স্ব-কর্তৃত্বরূপ তাৎপর্য্য স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন ।

কামৈশ্তৈশ্চৈত্ব্যতজ্জানাঃ প্রপত্ত্বৈশ্চৈত্ব্যদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্তায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

যো যো যাং যাং তস্মৈ ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্ছিতুমিচ্ছতি ।

তস্মৈ তস্মৈচলাং শ্রদ্ধাং তাগেব বিদধামাহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মৈ আরাধনমীকতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ মথৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ (গী: ৭।২০-২২)

বহিস্মুখ জনগণ নিজেদের অভিলষিত সেই সেই কামনাদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া সেই সেই নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে । সেই সেই ভক্ত যে যে দেবতারূপ আমার অপর মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ভক্তের অন্তর্য্যামিরূপে সেই সেই দেবতা-বিষয়ক শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দেই । এই সকল জনগণ দৃঢ়-শ্রদ্ধাবৃদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্য্যামিরূপী আমি সেই সকল দেবতারূপে তাহাদিগের প্রার্থিত ফল দান করিয়া থাকি ।

### ভগবদ্ভজনকারীর বৈশিষ্ট্য

পূর্বে “অবজ্ঞানতি মাং মূঢ়াঃ” (গী: ৯।১১-১২) ইত্যাদি ২টি শ্লোকে মূঢ়গণ মোহিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি লাভ করিয়া তাহারা ‘শ্রীভগবানকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন । পরবর্ত্তী শ্লোকে দৈবী প্রকৃতি (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) জনগণ যে অনন্তভাবে ও সাক্ষাৎরূপে তাহার ভজন করেন, তাহা জানাইয়াছেন । যথা—

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যানন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিসবায়ম্ ॥ (গী: ৯।১৩)

হে পার্থ ! ভোগৈশ্বর্য্য-কামনামূল্য মহাত্মগণ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়াছেন জানিবে ; সুতরাং তাহাদের চিত্ত আমা ব্যতীত অন্য কোথাও সংলগ্ন নহে । তাহারা আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর জানিয়া মদেকচিত্ত হইয়া আমারই ভজন করেন । মহাত্মগণের অনন্তভক্তির পরিণামও ভগবান্ স্বয়ং জানায়াই দিয়াছেন । যথা—

অনন্যাশ্চিত্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যাপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্ ॥ (গী: ৯।২২)



অর্থাৎ—অনন্যভাবে যে-সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার আরাধনা করেন, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যোগ-ক্ষেম বহন করি। যোগ অর্থাৎ মনাদি-লাভ ও ক্ষেম—তাহার রক্ষা এবং মোক্ষ-দানাদি সমস্তই, তাহার প্রার্থনা না করিলেও, আমি বাবস্তা করি। গীতার টীকাকার অর্জুন-মিশ্রই এই ভগবদ্বাক্যের প্রমাণ-স্থল।

### ভগবদ্বাক্ত অর্জুন-মিশ্রের ইতিবৃত্ত

অর্জুনমিশ্র নামে জনৈক ভগবদ্বাক্ত-নিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ ভগবদগীতার একজন টীকাকার। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃভজন-কার্য্য সমাপনান্তে বেলা এক প্রহরাবধি শ্রীগীতার টীকা লিখিতেন। তৎপর ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইতেন, তাহাই পত্নীর হাতে দিতেন। তিনি বন্ধন করিয়া ঠাকুরের প্রসাদান্ন স্বামীকে ভোজন করাইয়া অংশেষ সম্বৎসরে নিজে আহার করিতেন। দরিদ্রতা-নিবন্ধন বস্তাভাবে দুঃজনের মধ্যে একখানা বস্ত্রই বাহিরে লইবার উপযুক্ত ছিল। ভিক্ষায় যাইবার সময় ব্রাহ্মণ সেইখানি পরিতেন, ব্রাহ্মণী তিন্ন বস্ত্র পরিখা ঘরে থাকিতেন। স্বামী ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণী সেই বস্ত্র পরিখা বাহিরে যাতায়াত ও গৃহকর্ম্মাদি সমাধা করিতেন। এইরূপ কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিলেও, উহা ভগবৎ-প্রদত্ত মনে করিয়া তাহার উভয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। ‘গৃহদেবতা শ্রীগোপীনাথ অনুগ্রহ করিয়া যাহা ভিক্ষায় দেন, তাহাই তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সেই মহাপ্রসাদ পাইতেছি’—এই আনন্দে সর্বদাই উভয়ে ভরপুর থাকিতেন। জাগতিক দুঃখ-কষ্টে তাহার লেশমাত্রও বিচলিত হইতেন না।

এইরূপ অবস্থায় গীতার টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়া “অনন্যশিক্ষয়ন্তো মাং ..... নিষ্ঠাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ( গী: ৯২২ )” শ্লোকের টীকা লিখিবার সময় তাহার মনে একটি বিষম সমস্যার উদয় হয়। যিনি স্বয়ং ভগবান্, ভগতের একমাত্র ঈশ্বর, তিনি কি যোগ-ক্ষেম নিজে বহন করেন ? ইহা কখনই সম্ভব নহে। যদি ইহা সত্যই হয়, তবে অনন্যভাবে আমি তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া এইরূপ দারিদ্র্য-দুঃখগর্ভে নিপতিত রহিয়াছি কেন ? স্মরণ্য উহা তাঁহার স্বমুখ-কথিত বাক্য নহে ; প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠাট মনে হয়। এইরূপ সন্দেহান হইয়া গ্রন্থের “যোগক্ষেমং বহাম্যহম্” এট অংশটি লালকাণীর তিনটি রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়া সেই দিনের মত গ্রন্থ বন্ধ রাখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

এদিকে ভক্তের মনে ভগবৎকো সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, ভগবান্ তাহা নিরসনার্থ নিজে কৃষ্ণার্ণ এক বালক-বেশে প্রচুর চাউল, ডাল, তরকারী, তৈল-ঘৃতাদি প্রভৃতি উপকরণ-সমেত দুইটী পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া নিজে স্বক্কে বহন করত মিশ্রের বহিদ'রজায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। মিশ্রপত্নী চিন্ন বস্ত্র পরিহিত বলিয়া লজ্জাবশতঃ প্রথমে কোন সাড়া দেন নাই। পুনঃ পুনঃ দরজায় আঘাত করাতে অগত্যা আস্তে-বাস্তে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বালকবেশী কৃষ্ণ দ্রব্য-সম্ভার-সমেক-প্রাপ্তে উঠিলে ব্রাহ্মণী বহিদ'রজা বন্ধ করিয়া লজ্জার অধোমুখে গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“মা, এই সিধাটী ঠাকুর (মিশ্র মহাশয়) আমাকে দিয়া পাঠাইয়াছেন। এগুলি ঘরে লইয়া যান।” ব্রাহ্মণী এ কক্ষণ লজ্জায় কোনদিকে তাকাইল নাই; সিধার কথা শুনিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন,—প্রকাণ্ড দুইটী পাত্র নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণী ঘর হইতে বাহির হইয়া সেই সকল দ্রব্য ঘরে তুলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ সিধাপত্র তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। উৎসাহে ও আনন্দে তিনি দ্রব্যগুলি ঘরে লইয়া যাইবার কালে বারবার বালকটির দিকে তাকাইতেছিলেন।

বালকের পদদেশ ও মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কপ করিয়া ব্রাহ্মণী ভাবিতেছেন,—আহা! কি সুঠাম বালক; কাল রং এত উজ্জ্বল হয়, তাহা কখনও দেখি নাই। এইরূপ দেখিতে দেখিতে তঠাৎ বালকের বক্ষের উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণী দেখিলেন,—বালকটির বক্ষে তিনটি সমদণ্ড তাঁচড়ের দাগ রহিয়াছে। তাহা চইতে যেন রক্তশাতের উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! কোন্ নির্মম ব্যক্তি তোমার বক্ষে এইরূপ নখাঘাত করিল? এইরূপ সুকোমল অঙ্গে আঘাত করিতে পাষণ-হৃদয়ও গলিয়া যায়। বালকবেশী কৃষ্ণ বলিলেন,—মা! আমার সিধা লইয়া আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় মিশ্র ঠাকুর নিজেই আমার বক্ষ চিরিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, কি সর্বনাশ! তিনিই তোমার বুক চিরিয়া দিয়াছেন? আহা, বাতী আহন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কিরূপে পাষণ-হৃদয় হইয়া তিনি তোমার কোমলাঙ্গে আঘাত করিলেন? বাবা তুমি দুঃখ করিও না, একটু অপেক্ষা কর, এখনি আমি রান্না করিতেছি, তুমি ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া যাইবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী সমস্ত দ্রব্যগুলি ঘরে উঠাইয়া বন্ধনের আয়োজনে

বাস্ত হইলেন। এদিকে বালকবেশী কৃষ্ণ যে উদ্দেশ্যে এই দ্রব্যাদি নিজে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আসিয়া হাতে হাতে আমার বাক্যের সত্যতার প্রমাণ পাইবে, আর কখনও মদ্যাক্যে সন্দ্বিহান্ হইবে না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অস্তিত্ব হইলেন।

ব্রাহ্মণ সারাদিন ঘুরিয়াও সেদিন ভিক্ষাদি কিছুই পান নাই। নিরাশ মনে, “ঠাকুর বুঝি আজ কিছুই লিখেন নাই”—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে করাঘাত করায় ব্রাহ্মণী দরজা খুলিয়া দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ পত্নীকে রক্তনের আয়োজনে বাস্ত দেখিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণী! তুমি রান্নার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, আমি আজ ভিক্ষায় কিছুই পাই নাই; কি রান্না করিবে? ব্রাহ্মণী বলিলেন,—কেন? এই যে কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি একটি বালককে দিয়া প্রকাণ্ড সিধা পাঠাইয়া দিলে? তাহা ত আমরা দুইজনে বোধ হয় চয় মাসেও খাইয়া শেষ করিতে পারিব না, কি রান্না হইবে, বলিতেছ কি? যাক্, তুমি যে এত পাষণ্ড-হৃদয় তাহা আমি জ্ঞানতাম না। একটি সুন্দর বালকের কোমলাঙ্গে কিরূপে তিন-তিনটি নখাঘাত করিলে? তোমার কি একটুও দয়া-মায়ী নাই?

মিশ্র এতক্ষণ পত্নীর কথা শুনিয়াই যাইতেছেন। কোন ধারণাই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।—যেহেতু তিনি উহার কিছুই করেন নাই। পত্নীকে বলিলেন,—তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝিতেছি না। আমি ত এইরূপ কিছুই করি নাই? তবে তুমি এ-সব কি বলিতেছ? তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে গৃহস্থিৎ সকল দ্রব্য-সম্ভার দেখাইলেন। এবং বাহিরে ছেলেটিকে দেখাইয়া বুঝিরা কার্যটিও সপ্রমাণ করিবেন ভাবিয়া উভয়ে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেলেটা সেখানে নাই। ব্রাহ্মণী বসিয়া উঠিলেন,—তাইত, ছেলেটা যে এখানেই বসিয়াছিল। দরজা বন্ধ, এ অবস্থায় কিরূপে চলিয়া গেল, মিশ্র মহাশয় ব্রাহ্মণীর এইসব কথা শুনিয়া ও সিধার বস্তু দর্শন করিয়া আশ্চর্যাবিত হইলেন,—এতবড় সিধা একটি বালক কখনও লইয়া আসিতে পারে না—এবং আমিও উহা পাঠাই নাই বা তাহার বুক চিরিয়াও দেই নাই। তবে এ-সব কি হইল? হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—তাইত, আমি যে ভগবানের বাক্যে সন্দ্বিহান হইয়াছিলাম, তাহা কি সপ্রমাণ করিতে তিনি নিজেই সমস্ত বহন করিয়া আনিলেন? এবং “যোগক্ষেমং বহামাহম্” তাঁহার



শ্রীমুখ-বিগলিত এই বাণীকে তিনটি রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই কি তাঁহার বুক চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে ?

ব্রাহ্মণ তখন হাত-পা ধুইয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া গীতা-গ্রন্থখানি খুলিয়া দেখেন,—যে অংশটি লাল-কালির তিনটি রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলেন, সে কালির দাগ আর নাই। ব্রাহ্মণ তখন চর্যোৎকল্ল-মনে ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—ওহে ব্রাহ্মণী! তুমিই ধন্যতমা, যেহেতু তুমি ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পাইলে। এই সিধা লইয়া ঠাকুর গোপীনাথ নিজেই আসিয়াছিলেন। আমি এইরূপ সিধা কোথায় পাইব ? ঠাকুরের কথায় অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহার বাণী যে তিনটি রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার বুক চিরা হইয়াছে। আমি হতভাগ্য ও সন্দ্বিহান-চিত্ত, তাই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত। আজ ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া আমাকে সন্দেহ-সাগর হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার বাক্য আর যেন কখনও আমার এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হয়। ব্রাহ্মণ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গোপীনাথের ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ-রূপ পরম প্রীতির সহিত ভোজন করিলেন এবং গীতার টীকাকার্য্য ক্রমে ক্রমে সমাপন করিলেন।

### শ্রীভগবানের “সর্বৈশ্বরত্ব” বুদ্ধিই শ্রেয়ঃসাধক

“অহং ক্রতুবহং যজ্ঞঃ” ইত্যাদি, “অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ” ইত্যাদি “তৈত্রিবিদ্যা মাং সোমপাঃ” ইত্যাদি, “যেহপাত্তদেবতা-ভক্তাঃ” ইত্যাদি, “কামশ্চৈত্তৈজস-জ্ঞানাঃ” ইত্যাদি গীতার শ্লোক পর্যালোচনায় দেখা যাইতেছে, স্বর্গাদি লুপ্তলাভ-জন্ম পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ইন্দ্রাদি দেবতার যজ্ঞাদি দ্বারা ভজন-কার্য্যটিও শ্রদ্ধার সহিত এবং সর্বাঙ্গের সহিত সুসম্পন্ন হইলে পর, ভগবৎ কৃপাতেই তাহার ফল ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদি মাত্র লাভ হয়। প্রার্থনাতিরিক্ত বস্তু বা পারমাধিক কোনও ফল লাভ হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনন্তভাবে ভগবদ্ভজনে যে প্রার্থনাতিরিক্ত ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা “অনন্যাশ্চিন্তো যাম্” শ্লোকে ভগবান্ নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ভারতবর্ষ জন্ম-প্রশংসা-কীর্ত্তনে দেবগণও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন,—

সত্যং দিশত্যাথিতমথিতো নৃনাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরথিতা যতঃ ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

অর্থাৎ সাফাৎ সম্বন্ধে অনন্যভাবে ভগবন্তজনে প্রবৃত্ত ভক্তগণ যদি সকাম হইয়া আরোগ্য, বাঁটোশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্রাদি-লাভেচ্ছাযুক্ত মনেও ভজন করেন, তথাপি ভগবান্ তাঁহার সেই প্রার্থিত বস্তু অপর্ণাপ্রদানে নিশ্চয়ই দান করিয়া থাকেন ; যেহেতু তিনি সর্বার্থপ্রদ । প্রার্থিত বস্তুর ভোগদ্বারা ক্ষয়ে পুনরায় যাহাতে আবার প্রার্থনার অবকাশ না থাকে, সেরূপ প্রচুর পরিমাণেই তাহা দান করেন । ভগবানের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজ-ভক্তের প্রার্থিত ধনাদি দান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না বস্তু-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন ভক্তের অপ্রার্থিত সমস্ত ইচ্ছার আচ্ছাদক বা সর্বকাম-নিবর্তক স্ব-চরণপদ্মও তাঁহাকে দান করিয়া থাকেন । ক্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী দয়ার পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলেন—

“আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে ‘বিষয়’ কেনে দিব ?

স্ব-চরণামৃত দিয়া ‘বিষয়’ ভুলাইব । ( ১৫: ৮: ম: ২২।৩৯ ) (ক্রমশঃ)

## উদ্ধারের পথ

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৩ পৃষ্ঠার পর )

“কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি এক । সেই পরাশক্তির তিনটি বিভাব, তিনটি প্রভাব ও তিনটি অনুভাব কৃষ্ণেচ্ছায় বিকশিত হইয়াছে । চিহ্নশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটি বিভাব ; ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—এই তিনটি প্রভাব ; সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সন্ধিং—এই তিনটি অনুভাব । (১) ইচ্ছাশক্তিরূপ প্রভাবে চিহ্নশক্তি হ’তে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ ; কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম ; ষড়ভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, প্রভৃতি বিগ্রহরূপ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পার্শ্বদেব লীলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বিকশিত হইয়াছে । (২) জ্ঞানশক্তিরূপ প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্যাদি চিহ্নশক্তিদ্বারা উদ্ভিত হইয়াছে । কৃষ্ণ ব্যতীত ইচ্ছাশক্তি আর কাহাতেও নাই । জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠান বাসুদেব প্রকাশ । ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা বলদেব সঙ্কর্ষণাদি প্রকাশ । জীবশক্তিরূপ তটস্থ শক্তিতে ইচ্ছা, জ্ঞান, ও ক্রিয়া-প্রভাবে নিতাপার্ষদ, অধিকৃত দেবতা-বর্গ এবং নর, দৈত্য, রাক্ষসাদি উদ্ভিত হইয়াছে । (৩) কৃষ্ণের ক্রিয়ানুভব সমুদয়ই স্বীকৃত ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে । চিহ্নশক্তিতে সন্ধিনী, সন্ধিং ও হ্লাদিনী-বিচিহ্নতা । এই সমস্ত মিলিত হয়ে পরম প্রয়োজনরূপ প্রেমলীলার অন্বয়-

বাত্তিরেক ভাবসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের শক্তি অসীম, অনন্ত ও অপার। চিচ্ছক্তি-ক্রিয়াসমুদয়ই নিত্য।

\* \* \* \* \*

কৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির নামই সঙ্কর্ষণ-শক্তি। মায়াশক্তির নম্বর পরিণাম জড়জগৎ।

## যোগমায়া ও মহামায়ার কার্য

আবার চিচ্ছক্তির বিকার ভীষণরূপে যোগমায়া চিদ্রূপে কৃষ্ণের লীলা-পোষণ-শক্তিরূপে বিরাজিত। শ্রীমদ্ভাগবতের “যোগমায়ামুপাশ্রিত” শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াশক্তিকে আশ্রয় করে রসালীলা করেন বর্ণনা আছে। তিনি ভগবদ্ধামের আবরণে চিন্ময়ী কৃষ্ণনাসী। সূর্য্য সর্বদা দীপ্তিমান থাকলেও পাহাড়ের আড়ালে যেমন সব সময় সূর্য্য চোখে পড়ে না, তেমনি ভগবান্ কৃষ্ণও নিত্য নয়ন সম্মুখে থাকলেও যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকায় তাঁকে দেখা যায় না। “যোগমায়া চিৎশক্তি বিস্তৃষ্টশক্তি পরিণতি”—(১৫: ৮:)। এই যোগমায়া যেমন কৃষ্ণের অন্তরঙ্গশক্তি ও আশ্রিত তত্ত্ব, তেমনি চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা জড়মায়া বা মহামায়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গশক্তি ও আশ্রিত তত্ত্ব।

“মায়াশক্তি, বতিরঙ্গা, জগৎকারণ।

তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥” (১৫: ৮:)

যোগমায়া কৃপা ও আশ্রয় বাতীত চিৎরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না ও কৃষ্ণলীলা বোধগম্য হয় না। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যোগমায়া কৃষ্ণের দৃষ্টিপথে অবস্থান করেন। যোগমায়া সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

“নাভং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো যামজমবায়ম্ ॥” (গী: ৭: ২৫)

অর্থাৎ,—“আমি যোগমায়া সমাবৃত বলে সকলের সমক্ষে প্রকট নহি; মূঢ় এই মানব জগৎ আমার অঙ্গ ও নিত্যস্বরূপকে পরিজ্ঞান করতে পারে না।” কৃষ্ণই যেচ্ছায় নিজ যোগমায়াতে মুগ্ধ থাকেন। যোগমায়া কৃষ্ণের যাবতীয় চিল্লীলা প্রকাশ করেন ও কৃষ্ণের লীলাপুষ্টির জন্য জড়জগৎকে মোহন ও পোষণ করেন। আর চিচ্ছক্তির বা যোগমায়ায় ছায়ারূপিনী জড়মায়া প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয় সাধন করেন এবং তিনিই ভুবন পূজিতা ‘দুর্গা’ নামে আখ্যাত। যথা,—ব্রহ্মসংহিতা-বচন,—“ছায়েব যন্ত ভুবনানি বিভক্তি দুর্গা।” জড়মায়া বা মহামায়ার মায়ায় নিখিল জগৎ ও সমস্ত



দেহাভিমানী ব্যক্তি সম্মোহিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবতাগণ কর্তৃক বিষ্ণুমায়ী দুর্গাদেবীর স্তবে বর্ণনা আছে,—

“যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শ্রুতিত।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥

৮শ্লী মাহাশ্লো (১৮১) আছে,—‘মহামায়া হরৈশ্চৈতন্তয়া সংমোহাতে জগৎ।’  
অর্থ—“শ্রীহরির শক্তি মহামায়া, তিনি জগৎ মোহিত করেন।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই গুণময়ী মায়া কথাত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,— “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥” (গী: ৭।১৪)

অর্থ—“এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নিশ্চয় দুরতিক্রমনীয়া, তথাপি যাহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই দুরত্যা মায়া অতিক্রম করতে পারেন।” এই জড়মায়া দুর্গাদেবীরও নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের ইচ্ছা বাতীত দুর্গাদেবীর স্বতন্ত্রতা নেই। কৃষ্ণানুধী ভক্তি বাতীত এই মায়ার পাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। জড়মায়া সংজ্ঞায় জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,— “মীয়তে অনয়া ইতি মায়া। যাকে মেপে নেওয়া যায়, তাহাই মায়া। মা-যা = মায়া। নহে যাহা তাহাই মায়া। নশ্বর অনিত্য বস্তু মায়েই মায়া। ভগবান্ নহে যাহা তাহাই মায়া। ভগবান্ মায়াধীশ, তাঁকে মাপা যায় না।” মাপা মানেই ভোগ করা। ভোগী লোকেরাই মায়িক বস্তুর প্রার্থী হয়।

জীব চিংকণ হ’লেও কৃষ্ণ-বহির্ভূততা-দোষে এই চৌদ্দভুবনাত্মক দেবীধামে মহামায়া দুর্গাদেবী কর্তৃক মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ দেহ এবং পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়যুক্ত সূলদেহ—এই দ্বিবিধ আবরণ প্রাপ্ত হয়ে সূক্ষ্ম-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ সুখ-দুঃখময় কৰ্ম্মবন্ধনরূপ দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হয়। এই মহামায়ার প্রভাব (influence) অতি ভয়ঙ্কর। এই মায়া অনিত্য পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির উপর আমাদের মমত্ব ঘটিয়ে দেয়। এই মায়ার চলনাতেই আমার সেব্যবস্তু ভগবানের সেবা ভুলে যাই, দেহের ইন্দ্রিয়াদিতে ও সংসারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে নিজের সুখ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সুখ, আত্মীয়ের সুখ, দেশের সুখ প্রভৃতি ইতর বিষয়ের পিछনে ছুটে বেড়াই। নিজে সংসারের কর্ত্তা সাজতে চাই। টাকা-পয়সা আমাদের নিত্য অশ্রাব মেটাতে পারে না জেনেও গাধার মত পরিশ্রম করে সময় নষ্ট করি। অথচ নিত্যবস্তু ভগবানের সেবায় একটু সময় দিতেও নারাজ

হই। দ্বিতীয় অভিনিবেশ বশতঃই এই সব অনাত্ম বস্তুর প্রতি আমাদের প্রীতি জন্মায়। ফলে নিরত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক — এই ত্রিতাপ দুঃখে আমরা জর্জরিত হই। আধ্যাত্মিক তাপ অর্থে জ্বর প্রভৃতি দৈহিক দুঃখ ও নানা মানসিক দুঃখ, আধিদৈবিক তাপ অর্থে দৈব-কর্তৃক প্রদত্ত বজ্রপাত প্রভৃতি তাপ এবং আধিভৌতিক তাপ অর্থে মনুষ্য ও ইतर প্রাণীর দ্বারা দুঃখ। আমরা আজ যে রূপ-যৌবন দেখে মোহিনী হচ্ছি, লুক্ক হচ্ছি—সে'রূপ-যৌবন কি চিরকাল থাকবে? যে স্বাস্থ্য, বিদ্যার অঙ্কুর করছি—তাই বা কতদিন থাকবে? আর টাকার গর্ভ, মৃত্যুর পর কোথায় থাকবে? সুতরাং এ'সবের সান্নিধ্যে লাভ কি? আমরা মায়ার মোহরজ্জু-বন্ধনে এমনই বদ্ধ হয়ে পড়েছি যে, কিছুতেই প্রকৃত সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে না। একমাত্র ভগবৎ কৃপা পেলেই আমরা মায়ার চলনা বুঝতে পারব ও তখনই সুবুদ্ধির উদয় হবে। সুবুদ্ধির উদয় হ'লে মায়ার দাস্ত্র্য থাকার দুর্বুদ্ধি অন্তর্হিত হবে।

কৃষ্ণ বহির্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।

কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয় ॥ (চৈঃ চঃ)

আমাদের ভোগ-বৃত্তি যত বাড়তে থাকে, ততই আমরা আত্মবৃত্তি তথা কৃষ্ণ-সেবা থেকে তফাৎ হয়ে যাই। এই ত্রিগুণময়ী মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে না থাকতে পেরে অপাশ্রিত ভাবে (নিন্দিতভাবে আশ্রিত হয়ে) অবস্থান করেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ,—

ভক্তিয়োগেন মনসি সমাক্ষ প্রণিহিতেহমলে।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্কং মায়াঞ্চ তদুপাশ্রয়াম্ ॥

যয়া সন্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ (ভাঃ ১০।৭।৪-৫)

অর্থাৎ—“ভক্তিয়োগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হ'লে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁর পশ্চাদ্ভাগে গহিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হ'লে জীব সত্ত্ব-রজস্তম—এই ত্রিগুণের অতীত হয়েও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত 'প্রাকৃত' বলে অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমান-বশতঃ উহার অনর্থ ঘটে থাকে।”

পরম দয়াল কৃষ্ণচন্দ্র বন্ধজীবের বহির্গুণতাক্রম অপরাধের জন্ত নিষ্ক হস্তে দণ্ড দিতে পারেন না। জীব-সম্মোহন কার্য্য ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের কৃতিকর না হওয়ায় মহামায়া তথা মায়াদেবী ভগবানের উক্ত অপ্রীতিকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করে বড়ই লজ্জা বোধ করেন। এবং সে' কারণে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারেন না। তাই যোগমায়া কার্য্য ও মহামায়া কার্য্য কখনই এক হ'তে পারে না। কায়া ও চায়্যা ভেদের ল্যাব যোগমায়া ও মহামায়া প্রভেদ। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর শক্তির বিভূতি স্বরূপতঃ অভিন্ন হয়ে লীলা-রস আনন্দনের জন্ত বলরাম, শ্রীনারায়ণ, যোগমায়া, গুণময়ী জড়মায়া প্রভৃতি আপেক্ষিক স্বতন্ত্ররূপে লীলার ভেদ নিতা অঙ্গীকার করে প্রকটিত হয়েছেন। বলরামাদি সকলেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্ত্তমান। প্রত্যেকেই যোগাত্মা অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় নিত্যকাল ধরে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত আছেন। অচিচ্ছক্তি মহামায়া দুর্গাদেবী চৌদ্দভুবনের অধিপত্নী। উক্ত সত্যলোক থেকে নিম্ন পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দশভূবন সমস্তই প্রকৃত এবং দেবীধাম নামে কথিত। গোলোক-বৃন্দাবন, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ এবং এই দেবীধাম—এই তিনধামের অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র।

### জীবতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

ভগবানের সৃষ্ট জীব সংখ্যায় অনন্ত ও দুইভাগে বিভক্ত; যথা—নিতা-মুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। শাস্ত্রে জীব সনাতন ও বিভিন্নাংশ তত্ত্বরূপে নিক্রপিত হয়েছে;—

“স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্য'হ অবতারগণ।

বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গনন।” (১৫: ৫: মধ্য)

জীবকে ভগবানের চিচ্ছক্তির অনুপ্রকাশ তটস্থা শক্তি বলে ‘পঞ্চরাত্রে’ শ্রীনারদ বর্ণনা করেছেন,—“যত্তটস্থং তু চিদ্রপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্” অর্থাৎ “চিচ্ছক্তি-নির্গত চিৎকণ জীবই তটস্থা।” পূর্ণচেতন ভগবানের চিচ্ছক্তির অংশ বা বিভিন্নাংশ বলে জীব অনুচেতন। আর চিচ্ছক্তির ছায়া মায়াশক্তি। জীব ভগবৎ অনুগত মায়াতীত চিদ্রূপ হ'লেও ক্ষুদ্রত্ব হেতু তদপেক্ষা মায়াশক্তি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। জীবের যেমন চেতনাশক্তি রয়েছে, তেমনই স্বতন্ত্রতা বা Free will অবশ্যই আছে। জীবের স্বতন্ত্রতা থাকার কারণ সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—“জীব বিভূর্চেতন পরমেশ্বরের তনু অংশ। সমুদ্রে যে ফলসর্পি আছে, বিন্দুতে সেই



জলধর্ম অণু পরিমাণে রয়েছে। বিভূ ভগবান্ পরম স্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীব ও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা রয়েছে।” জীবের স্বতন্ত্রতা না থাকলে সে তো জড়-বস্তু হ’য়ে যেত। জীবের মধ্যে স্বতন্ত্রতা ধর্ম অণুপরিমাণে থাকার জন্য জীব চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ যে কোন জগতে থাকার অধিকারী। স্বতন্ত্রতার সম্ভাবনার ও অপব্যবহার ফলেই যথাক্রমে জীবের নিত্যমুক্তদশা ও নিত্য-বদ্ধদশা। নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ—উভয় প্রকার জীবই ভগবানের বিভিন্নাংশ বস্তু শক্তির অংশ। মায়াযুক্তগণই নিত্যমুক্ত জীব, আর মায়াগ্রস্তগণই নিত্য-বদ্ধ জীব। জীবের নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ-দশাভেদে বিচার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় “জৈবধর্ম” গ্রন্থে লিখেছেন,—“গোলোক-বৃন্দা-বনস্থ এবং পরবোমস্ত বলদেব ও সন্ধর্ষণ প্রকটিত নিত্য-পার্ষদ জীবসকল অনন্ত; তাঁহারা উপাস্য-সেবায় রসিক; সর্বদা স্বরূপার্থ-বিশিষ্ট; উপাস্য-সুখান্বেষী; উপাস্তোর প্রতি সর্বদা উন্মুখ, জীব-শক্তিতে চিহ্নাক্রির বল-লাভ করে তাঁহারা সর্বদা বলবান্; মায়া সহিত তাঁদের কোন সংঘর্ষ নাই; মায়াশক্তি বলে কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাঁরা অবগত নন; যেহেতু, তাঁরা চিন্মুল-মধ্যবর্তী এবং মায়া তাঁদের নিকট হ’তে অনেক দূরে; তাঁরা সর্বদাই উপাস্য-সেবা-সুখে মগ্ন, দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁরা নিত্যমুক্ত। প্রেমই তাঁদের জীবন; শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁরা জানেন না।

কারণাক্রিয়-মহাবিষ্ণু মায়ার প্রতি দৈক্ষণরূপ কিরণগত অণু-চৈতন্য-গণও অনন্ত; তাঁরা মায়া-পার্ষস্থিত বলে মায়ার বিচিত্রতা তাঁদের দর্শন-পথাক্রম। পূর্বে যে জীব-সাধারণের লক্ষণ বলেছি, সে সমস্ত লক্ষণ তাঁদের আছে, তথাপি অত্যন্ত অণু-স্বভাব-প্রযুক্ত সর্বদা তটস্থ-ভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়া-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এ’ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্বল, কেননা,—ইষ্ট বা সেবা বস্তুর কপালাভ করত চিদ্বল লাভ করেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে যে-সব জীব মায়া ভোগ বাসনা করেন, তাঁহারা মাযিক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়ে মায়াতে নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা সেবা-বস্তুর চিদনুশীলন করেন, তাঁহারা সেবা-তত্ত্বের কপার সহিত চিদ্বল লাভ করত চিদ্রামে ‘নীত’ হন। আমরা দুর্ভাগা, কক্ষের নিত্যদাস্য ভুলে মায়াভিনিবেশ দ্বারা মায়াবদ্ধ আছি; অতএব স্বরূপার্থহীন হ’য়েই আমাদের এ দুর্দশা।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

# শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অবদান-বৈশিষ্ট্য

শ্রীরুক-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অস্তুতম সংরক্ষক আচার্য্যাপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তকৃষ্ণপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ১২৪০ দালা (তখন তিনি শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিব্রহ্ম-নামে সুপরিচিত) অক্ষয় তৃতীয়ায় কলিকাতার বোসপাড়া লেনে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম জগতে প্রচার করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। সনাতন ধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম আবাহমান কাল হইতে জগতে রয়েছে। কালের বিভিন্ন প্রবাহে কখনো বা ইহার উত্থান ও কখনো বা পতন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ইহার স্থায়ীত্ব নষ্ট হয় নাই। কালের বিভিন্ন গতির সময় শুধু ইহার ধারা-প্রবাহ হয়তো ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও কার্য্যত লক্ষ্যস্থল আশ্রয়।

আজ হইতে প্রায় পাঁচ শতাব্দীর নূনকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রেম-ধন্যার প্লাবন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন—সেইরূপ উন্নত চিন্তাধারা অথচ আধুনিক বিশ্বের কল্পনার রূপকার রূপে তাঁহার যে অবদান তাহা বিশ্বে অদ্বিতীয়।

যখন ধর্মের নামে নিজেদের মধ্যে তানাহানি, ধর্মের নামে প্রবল হিংসার উন্মত্ততা, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা যখন সমাজকে ভর্জ্জিত করিতেছিল, উপেক্ষিতগণ যখন সমাজের নিষ্পেষণায় আর্তকণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল—ঠিক সেই সময়ে এসেছেন নদের নিমাই পতীতের বান্ধব, নিত্যশান্তির সন্ধান প্রদাতা শ্রীগৌরাঙ্গদেব। তিনিই অগ্রদূতরূপে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের বানী জগতে আচরণের দ্বারা প্রথম প্রচার করেন। তিনিই একমাত্র প্রকৃত জীববদী। কারণ দেয়ার সন্ধান ক্ষণিকের জন্য বা শুধু ক্ষণভঙ্গুর শরীরের জন্যই সীমাবদ্ধ নহে।

শ্রীমহাপ্রভু চেয়েছেন নীতিবাদীগণকে ক্রমপন্থায় যথাযথ অধিকার প্রদান পূর্বক উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উন্নিত করা। নিয়ন্তরে অবস্থিত জন-গণকে উন্নতচিন্তায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য অহুপ্রেরণা-দানপূর্বক অধিকার প্রদান। কিন্তু তাই বলে উন্নতশিখরে যাহারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগকে অধঃপতিত করিয়া সমান করিতে প্রয়াসী হন নাই। পরন্তু উন্নত শিখরে যাহারা এগিয়ে গিয়েছেন তাঁহারা যাহাতে নৈতিক কর্তব্যবোধে পিছিয়ে থাকা জনগণকে উদারতার হাত ছানি দিয়ে আকর্ষণ করিতে পারেন—মহৎ দৃষ্টি-

ভঙ্গী নিয়ে হাত প্রসার করে আপামরগণকে বুকে টেনে শান্ত্বনার বাণী শুনাইতে এগিয়ে আসায় ব্রতী হইতে পারেন—সেই যে শিক্ষা তাহা অতুলনীয়—অত্যন্ত অতদ্ভূত। শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যম্ভাবর দশম অধস্তনরূপে পরমহংসস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অমুপ্রানিত। তিনি এই ধারার স্মৃতি বিগ্ৰহ ছিলেন। আধুনিক বিশ্বে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে “সারস্বত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়” রূপেও অবিহিত করেন।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ ইহলীলা সম্বরণ করায় কিয়দিন পূর্বে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয় তজ্জন্য দ্বাদশ সভ্য সমন্বিত একটি পরিচালক সমিতি গঠন করিয়া যান। পরবর্ত্তিকালে উক্ত পরিচালক সমিতির সভাপতি-আচার্য্য রূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত বামন মহারাজ নিয়োজিত হন এবং ১৯৬৯ সালে এই সমিতি পশ্চিমবঙ্গের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন গ্রাউন্ড অনুযায়ী নিবন্ধীকরণ (Registration) করা হয়। তদবধি এই সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এবং দিন দিন ইহার কার্যাবলী (activities) প্রসারতা লাভ করিতেছে। সামাজিক পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কালোপযোগী ভাবে আচার্য্যগণ তাঁহার প্রচার বৈশিষ্ট্য রচনা করেন। স্মরণ্যং সে-দিক দিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধারারও বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। তজ্জন্যই বহুমুখী পরিকল্পনা লইয়া এই সমিতির কার্য-প্রসারতা লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহার মৌলিক নীতির কোন খর্ব্ব করা হয় নাই। এই সমিতির সেবক-বৃন্দ সমাজ-জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়ীত থাকিয়া আদর্শজীবন-যাপনের সহায়তা করিতেছেন। বিভিন্নপন্থায় লোক-জনকে আকৃষ্ট করিয়া ভগবৎসেবা মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ বিধান করিতেছেন।

**ঠাকুর সেবা**—বিভিন্ন সেবকবৃন্দ লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া শান্তির বাণী শুনাইয়া অমৃতের সন্ধান প্রদান করেন। সেবকবৃন্দ শিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে-আনুকূল্য প্রাপ্ত হয় তদ্বারা ঠাকুর-সেবায় উৎসর্গ করিয়া শুধু যে নিজেদের উদরপূতি করেন—তাহাই নহে; পরন্তু প্রত্যহ বহু দীন-দুঃখী, অতিথিবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তাহাধিক কালব্যাপী যে মহা-মহোৎসবের আয়োজন হয় তাহাতে প্রায় লক্ষাধিক জনসাধারণ প্রসাদ



পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তদুপরি শ্রীরথযাত্রার সময় একাদশ দিবসব্যাপী যে উৎসবের আয়োজন হয় সে-সময়েও প্রত্যহই সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। এদ্ব্যতীত এই সমিতির প্রতিষ্ঠা-তিথি উপলক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া, স্নানযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী-রাধাষ্টমী, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শারদীয়া পূর্ণিমা-তিথিতে বিরাট মহা-মহোৎসব, অন্নকূট, রাসপূর্ণিমা বা উজ্জ্বলিত সমাপ্তি-উৎসব, শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজা উপলক্ষে মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া হইতে পঞ্চমী-তিথি পর্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী উৎসব ইত্যাদির অমুষ্ঠান সমূহে আবাল-বৃদ্ধবনিতা-দীন-দুঃখী-আতুর সকল ধরনের লোককেই অকাতরে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি জনসাধারণের হিতার্থে করিয়া থাকেন। এই সমিতির মূলমঠ ও প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠেই মনে হয় বৎসরে দুই লক্ষাধিক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। ইহা নবদ্বীপের একটা নিশ্চয়ই গৌরবের সম্পদ।

**দাতব্য চিকিৎসালয়—**শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা হইয়া আসিতেছে। অনাথ দীন-দরিদ্রদিগকে সহায়তার জন্য এই ব্যবস্থা। ইহা প্রত্যহ দুইবেলা রোগীদিগের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ঔষধপত্র বিনাধায়ে বিতরণ ব্যতীত কোন কোন সময়ে দরিদ্র-দিগকে পথ্যাদিও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

**গ্রন্থালয়—**এই মঠে একটি বিরাট গ্রন্থালয় রয়েছে, যাহাতে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য সুযোগ-সুবিধার ক্রটি নাই। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা-ভাগবত-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শন তথা গোস্বামিগণের বহু গ্রন্থ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জ্যোতিষ ব্যতীতও নানা ধরনের সংস্কৃত-বাংলা-ইংরাজী ভাষায় তুলনামূলক গ্রন্থাদি, এককথায় একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রন্থাগার বলিলে অতুক্তি হয় না। এই গ্রন্থাগারে প্রত্যহ বহুলোক বিনা খরচায় গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চা বা আলোচনা করার সুযোগ পাইয়া থাকেন, যার ফলস্বরূপে মানবগণ যেমন আত্মিক কল্যাণ লাভ করার সুযোগ পান—সামাজিক জীবনেও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করত সমাজ-জীবনকে অশান্তি হইতে শান্ত পরিবেশ প্রদান করেন।

**শিক্ষা-চর্চা—**আদর্শ শিক্ষা-মাধ্যমে সমাজে নৈতিক চরিত্র গঠন করার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিক্ষার মধ্য দিয়েও ভারতীয় চিন্তাধারার বাস্তবরূপ

প্রদানের জন্য শিক্ষার প্রদানের জন্য ব্যবস্থা এই সমিতির অন্যতম সমাজ-সেবা সমিতির কর্তৃপক্ষ সংস্কৃত বিদ্যালয় ( চতুষ্পাঠী ) স্থাপন করে যেমন, আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াসী আবার আধুনিক বিশ্বের সহিত হাত মিলিয়ে থাকার জন্য আধুনিক শিক্ষার জন্যও ব্যবস্থা রেখেছেন। ইহা প্রাচ্য ও পশ্চাৎগের এক মিলন ভৌতিক-পরিগণিত হইতেছে। সঙ্কীর্ণ জাতি-ভেদ, ভাষা-বিভেদ ভুলিয়া যাহাতে মহৎ জীবন লাভ করা যায়—তাহারই প্রচেষ্টা। এখানে রাজনৈতিক কোনরূপ কার্যকলাপ স্থান পায় না। সঙ্কীর্ণতার কোন গুণো নাই। যোগাচার যথাযথ মর্যাদা স্বীকার করিয়া পরস্পর পরস্পরকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা যাহাতে প্রদান করা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই সম্মিলিত হইয়া বিশ্ব-প্রীতি-সূচনার পদক্ষেপ। সমাজে যাহারা উপেক্ষিত—ঘৃণিত তাহাদিগকে প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া জীবনকে গড়িয়া তোলার প্রেরণা দান এবং নৈতিক অধঃপতন হইতে যাহাতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি তার জন্য অনলস প্রচেষ্টা—এই সমিতির এক মহৎ অবদান।

আজকের সমাজে যে রূপ নৈতিক চরিত্র অধঃপতনের প্রবণতা দেখা দিচ্ছে তাহাতে স্বদূর প্রসারি দৃষ্টি-ভঙ্গী রেখে মরণের বিধিকায় জীবনের উচ্ছ্বাস প্রদান আর জীবনের যাতনায় স্মৃষ্টি হইতে আগরণ এবং তারই মাঝে আশার বাণী নিয়ে অমৃতের সন্ধান দান—ইহা এক দিশাহারা সমাজকে নিশীথের আঁধার রাতে আলোক-বস্ত্রিকা প্রদানের সমতুল।

আমরা প্রায় প্রত্যেকেরই নিজে শান্তি পেতে সর্বদা চেষ্টা। শান্তি আমরা চাই—এই নিয়ে বাস্তব। কিন্তু শান্তি আমরা দেব—ইহা ক'জনে বাস্তব করেন? ক'জনের হৃদয়ে ইহা স্মরণ ঘটে? ক'জন এর জন্য প্রতি-নিয়ত চেষ্টা করেন? কেহ বা প্রতিষ্ঠার আশায়, কেহ বা অর্থ লুলুপতার দৃষ্টি লইয়ে, কেহ বা সমাজে গণ্য-মান্য সাজিতে, কেহ বা হুকুমের অধিষ্ঠিত হইতে, কেহ বা সমাজে পূজা হইয়া নাম কিনিতে ইত্যাদি। কতজন যে কত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ-জীবনে সমাজ-সেবা হইতে চায় তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ ভাবের যাহাতে প্রবণতা না হয় হয় তজ্জন্ত এই সমিতির উদ্ধতনগণ সাবধান বাণী শুনাইতে কুণ্ঠিত হন না।

কালের দুর্ব্বার গতির সঙ্গে সামাজিক জীবনের গতিবিধিও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কালোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী রাখিলেও মূলবস্তু বা নিত্যবস্তুর বাস্তব-সন্ধান আনাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। তজ্জন্তই এই সমিতির

লক্ষিতব্য হইল এই যে, ভাবপ্রবণতা না হইয়া বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গী রেখে আমাদের সমাজ-জীবনে বা জীবন-যুদ্ধে এগুতে হবে। অধিকারী-ভেদে প্রত্যেকের অবদান নিশ্চয় কখনই এক হইতে পারে না। সমস্ত অবদানের সারবস্তু খণু খণু করে সংমিশ্রণের পর তবেই সমাজ-জীবন সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং সবই যেমন এক নয়, তেমনি আবার সবাই প্রয়োজন নাই—ইহাও বলা যায় না। তবে অবদান-ভেদে যেমন তারতম্য থাকবে, মর্যাদারও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য।

এখন এই সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ যে-ভাবে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা, আত্মতত্ত্ব-কথা বা জৈবধর্ম্মের অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপের কথা, প্রকৃত শাস্তির কথা প্রচার করিতেছেন তাহাতে বহু লক্ষ লোক সেই বাণী শ্রবণ করিয়া যেক্রপভাবে আগ্রত হইয়াছেন এবং শুভেচ্ছা—ইহা নিশ্চয়ই বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবানের নিকট শুভেচ্ছা তিনি নিশ্চয়ই করুণা লাভ করিবেন। এমনকি অদূর ভবিষ্যতে মহামান্য রাষ্ট্রপতিও হয়তো স্বামীজীর মহৎসেবার জন্ত অভিনন্দিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমি মহারাজজীর দীর্ঘ ও সুস্থজীবন ভগচ্চরণে প্রার্থনা করি।

পরিণেমে আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমান সমাজ-জীবনের যাহা পরিস্থিতি তাহাতে এইরূপ বহুমুখী সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ প্রয়োজন। যাহা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সর্বদাই সমাজ-কল্যাণ সাধন করিতেছেন। সুতরাং ইহার সার্বিক সহযোগিতার জন্ত জনগণের নিকট অনুরোধ জানাই।

এই সমিতি রাজনৈক সংযোগ না করিলেও সরকারী ও বেসকারী সকলধরনের লোকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ভারত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক অধিকর্তা মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী জৈল সিং এই-সমিতিতে যে-পত্র দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে শ্রীপত্রিকার পরিচালক-বিভাগকে অনুরোধ জানাইতেছি। সময়াত্মক এই সমিতির আরও বিভিন্ন কার্য্যাবলী প্রকাশ করার আশা রাখিলাম।

—শ্রী নীলমণি মুখোপাধ্যায়,

সভাপতি, নবদ্বীপ ধর্ম্মরক্ষিণী সভা,  
নবদ্বীপ (নদীয়া)।





सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारत

RASTRAPATI BHAVAN, NEW DELHI INDIA

2nd. August, 1982

*I thank you most heartily for your congratulations on my assumption of office as President of India. I am sure your good wishes will help me immensely living upto the faith and confidence reposed in me by the Nation.*

*With best wishes,*

*Sd./-Zail Singh*  
( Zail Singh )

*To*

Swami Bhakti Vedanta Acharyya  
Shri Goudiya Vedanta Samiti,  
Shri Devananda Goudiya Math,  
P.O. Nabadwip—741302  
Dist. Nadia ( W. Bengal ).

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা  
আচার্য্যবর্ষ্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
১৪শ বার্ষিক বিনুহ-মহোৎসব



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।  
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,  
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাদে জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি  
( রেজিষ্টার্ড )

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,  
পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া ) ।

ফোন—২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনতিপূর্ববকেয়ম—

সাদর সন্তাষণপূর্ববকেয়ম—

আগামী ৩০শে পশুনাভ, ১৪ই কার্তিক ( ইং ১৯১৮২ )  
সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়  
মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ  
১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-  
তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ১৪শ  
বর্ষপূর্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে ।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে  
আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে  
কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা । পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের  
ত্রুটি মার্জ্জনীয় । ইতি—১২ই আশ্বিন, ১৩৮১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

১৪ই কার্তিক, ইং ১৯১৮২ সোমবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্যের  
অতিমর্তা চরিত্র আলোচনা ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন ।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী  
শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,  
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া ( পঃ বঙ্গ )—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য ।



। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দো গরভঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



ধর্মঃ যতুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌দেন কথাসু যঃ ।

নোংপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুকাপ্রতিষ্ঠা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সূষ্ঠরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

৩৪শ বর্ষ

১৭ দাঁশোদর, শুক্রাব্দ, ৪৯৬ গৌরব্দ

২৯ কার্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৬।১১।১৯৮২

৯ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

## শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্

[ শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

অম্বুদাঙ্গেন্দ্র-নীল-নিন্দ-কান্তি-উদ্বহঃ

কুঙ্কুমোদক-বিভাদং শু দিব্যদম্বহঃ ।

শ্রীমদঙ্গ-চর্চিতেন্দুপীতনাক্ত-চন্দনঃ

স্বাভিযুদাস্তাদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ১ ॥

যাঁহার কান্তিচ্ছটা নব-ফলধর, দলিত কজ্জল ও ইন্দ্রনীলমণিকেও তিরস্কার  
করিতেছে, যাঁহার বসন কুঙ্কম, উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিহ্বাৎ হইতেও দীপ্তিমান,  
যাঁহার শ্রীঅঙ্গ কর্পূর ও কুঙ্কমযুক্ত চন্দনে চর্চিত, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ  
আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত্র দান করুন ॥ ১ ॥

গণ্ড-তাণ্ডবান্তি-পণ্ডিতাণ্ডেশ-কুণ্ডল-

শচন্দ্র-পদ্মঘণ্ড-গর্ব-খণ্ডনাস্ত্র-মণ্ডলঃ ।

বল্লবীষু বর্দ্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাব-বন্ধনঃ

স্বাভিষ্যদাস্ত্রদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দন ॥ ২ ॥

যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে মকর-কুণ্ডল পরম নিপুণতার সহিত মনোহর নৃত্য করিতেছে, যাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডলচন্দ্র ও পদ্ম-সমূহের গর্ব খর্ব করিতেছে এবং যিনি গোপাঙ্গনা-সমূহে স্বীয় নিগূঢ় ভাব অর্থাৎ প্রেম বর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ২ ॥

নিভানবা-রূপ-বেশ-হৃদ-কেলি-চেষ্টিতঃ

কেলিনর্ম্ম-শর্ম্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ ।

স্বীয়-কেলি-কাননাংশ-নির্জিজ্ঞেস্তেন্দ্র-নন্দনঃ

স্বাভিষ্যদাস্ত্রদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার মনোহর রূপ, বেশ, প্রেমকেলি ও প্রেমচেষ্টা নিত্য নূতন, যিনি ক্রীড়া-কালীন সুখদায়ক সুহৃদবৃন্দে পরিবেষ্টিত এবং যাঁহার কেলি-কাননের কিরণমালা ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও পরাভব করিয়াছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৩ ॥

প্রেমহেম-মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ

ক্ষৌণীলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিত ।

নিত্যকালসৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি-বন্দনঃ

স্বাভিষ্যদাস্ত্রদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দন ॥ ৪ ॥

প্রেমরূপ হেম-মণ্ডিত বন্ধুবর্গ যাঁহার অভিনন্দন করিতেছেন, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন এবং যিনি প্রতাহ প্রাতঃকালাদি যথাসময়ে বিপ্রগণ ও গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৪ ॥

লীলয়েন্দ্র-কালিয়োঞ্চ-কংস-বৎস-ঘাতক-

স্তম্ভদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্টি-ভক্তচাতকঃ ।

বীৰ্য্যশীল-লীলায়াত্ম ঘোষবাসি-নন্দনঃ

স্বাভিযুদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৫ ॥

যিনি ইন্দ্র ও কালিয়ার দৰ্প চূর্ণ করিয়াছেন, কংস ও বৎসাসুরকে ধ্বংস করিয়াছেন, এবং যিনি সেই ইন্দ্রাদির গৰ্ব্ব-খণ্ডনাদি-রূপ কেলিসুধা-ধারা-বর্ষণ-দ্বারা স্বীয় ভক্তরূপ চাতকগণকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, তথা যিনি স্বীয় শৌর্য্য-বীৰ্য্যাদি দ্বারা আভীরপল্লী-নিবাসী গোপগণকে আনন্দিত করিয়াছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৫ ॥

কুঞ্জ রাসকেলি-সৌধু-রাধিকাদি-ভোষণ-

স্ততদাত্ম-কেলি-নৰ্ম্ম-ভক্তদালি-পোষণঃ ।

প্রেমশীল-কেলি-কীৰ্ত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ

স্বাভিযুদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥ ৬ ॥

যিনি কুঞ্জ মধ্যে রাসক্রীড়া-রূপ অমৃত-সিঞ্চনে শ্রীরাধিকার সন্তোষ বিধান করেন ও যিনি সেই স্বীয় রাসক্রীড়া-জনিত হাস্য-পরিহাসাদি-দ্বারা শ্রীরাধিকার সখীগণকে পরিতুষ্ট করেন এবং যাহার প্রেম, চরিত্র ও কেলি-সমূহের কীৰ্ত্তি-রাশি নিখিল জগজ্জনের মানস পবিত্র করিতেছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৬ ॥

রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সংপথঃ

স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ ।

গোপিকাসু নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ

স্বাভিযুদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৭ ॥

যিনি রাসগীলা-সমূহ-দ্বারা ভক্তগণকে স্বীয় শুদ্ধভক্তিময় সংপথ প্রদর্শন করিতেছেন, যাহার মনোহর রূপ ও বেশ দ্বারা মন্মথেরও মন মথিত হইতেছে এবং যিনি স্বীয় নয়ন কোণের বাক্ষম দৃষ্টি-দ্বারা গোপিকাগণের হৃদয়ে বিবিধ ভাব-তরঙ্গ উবেলিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৭ ॥

পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-ভষিতঃ

প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্ত-দৃষ্টি-হষিতঃ ।



রাধিকোরসীহ লেপ এষ চারিচন্দনঃ

স্বাভিযুদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধা পুষ্প-চয়নার্থে আগমন করিলে যিনি তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত বাকুল হন, প্রেমোৎপন্ন বামাভাব অর্থাৎ প্রতিকূলতা বশতঃ পরম রমণীয় শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া যাহার আনন্দ-সাগর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরম সুগন্ধি ও পরম সুখ-জনক চন্দন-লেপ-সদৃশ, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ৮ ॥

অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাসু-বল্লভং

সংস্তবীতি দর্শনেহপি সিন্ধুজাদি-তুল্লভং ।

তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে

রাধিকাসু-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদ-সেবনে ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি এই অষ্টক-দ্বারা শ্রীরাধিকার প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্তব করেন, লক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষেও যাহার দর্শন সুতুল্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা সহ আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় পরমানন্দময় শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে নিযুক্ত করেন ॥ ৯ ॥

## অপ্রাকৃত

শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পাঁচটি অর্থ বর্ণিত আছে । বিভূসম্বিৎ ঈশ্বর, অণুসম্বিৎ জীব, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয় দ্রব্যই প্রকৃতি, ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্য কাল ও পুরুষ-প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিশব্দ-বাচ্য কর্ম । রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সম্মিলনে অব্যক্ত প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় উদ্ভূত, তাহাতেই নশ্বর জগৎ প্রকাশিত । এজন্য চরিত্রবিমুখ অণু-সম্বিৎ বদ্ধজীবের ভোগ্য গুণত্রয়নির্মিত জগৎ প্রাকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ । যেখানে নশ্বরতা নাই, সেখানে জীবের ভোগবদ্ধ অনুভূতির অভাব । তথায় নিত্যধর্ম প্রবল, প্রাকৃত গুণত্রয়ে অণুসম্বিৎ ধর্মের মিশ্রভাব বর্তমান । অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ প্রাকৃত গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অদ্বয়ভাবে মিশ্রিত হন না । যেখানে অণুসম্বিৎ গুণ সহ মিশ্রতাবাপন্ন তথায় উহা বদ্ধাভিমান ও নশ্বর-ধর্মসংশ্লিষ্ট । প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নিত্যকাল বর্তমান, অবিমিশ্র চেতন বর্তমান । তথায় অণুচিহ্নে অচিৎ গুণত্রয় স্পর্শ করিতে

অসমর্থ। অচিৎ শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অর্থাৎ তাহাতে অবিমিশ্র চিৎএর লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত জগতে আনন্দ-ধর্ম নিত্য নহে এবং অবিমিশ্র চেতনের অভাবপ্রযুক্ত তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট। নশ্বর জগতের মিশ্রানন্দে প্রীতির পূর্ণাদর্শ নাই। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অর্থাৎ যথায় গুণত্রয় নাই, সেইস্থলে অখণ্ড নিত্যকাল অবিমিশ্র চেতন ধর্ম ও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র আনন্দ বর্তমান। সেজন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যকে 'সচ্চিদানন্দ' অভিধানে প্রাকৃত জগতের দর্শনে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। প্রাকৃত জড়জগৎ গুণত্রয়ের লীলাভূমি হওয়ায় ইহা বদ্ধজীবের বিহার-ক্ষেত্র। এখানে বিভূচিৎএর সচ্চিদানন্দ প্রকাশত্রয়ের নিত্যকাল অবিমিশ্র চিদানন্দ প্রকাশিত নহে। এখানে খণ্ড-কালের অভ্যন্তরে, খণ্ডদেশের মধ্যে, খণ্ড পাত্র রূপে যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত বস্তুর সম্যক ধারণা করাইতে অসমর্থ। এজন্তুই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত দেশকে মায়িক এবং প্রকৃতির বহির্ভূত অবকাশকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রচারিত আছে। বদ্ধ-জীব বাহ্যজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞা-দ্বারা অচিজ্জগতের অন্ততম দৃশ্যবস্তুজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার প্রয়াস পরিহার করিলে তাহার স্পষ্ট অবিমিশ্র অণুসন্নিহিত নিত্যাবিষ্টানে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে পূর্ণ চিদ্বর্ষ্য অবস্থিত হওয়ায় অচিৎএর জ্ঞায় তাহার স্বতঃকর্তৃত্ব নাই বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়া উচিত নহে। বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সে সময়ে অণুসন্নিহিতের কেবল্যবৃত্তি ভগবৎসেবা স্পষ্ট থাকায় তদভাববৃত্তিতে কর্ম ও জ্ঞান-পথে বিচরণ করিয়া যথাক্রমে ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হয়। অচিৎ ভোগ বা অচিৎ ত্যাগ এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কর্ম ও জ্ঞান উভয়েই মায়িক বৃত্তি। ভক্তিই একমাত্র বৈকুণ্ঠবৃত্তি। ভক্তিতে অণুসন্নিহিতের ভোগবৃত্তি ও ভোগ-ত্যাগবৃত্তি নাই। তাহার ভোগ বা ত্যাগ-বৃত্তির পরিবর্তে নিত্য ভোগ্যবৃত্তি ও বিভূসন্নিহিত ভোক্তাবৃত্তি প্রাণ। যে নিত্যকাল চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠে বিভূসন্নিহিতরূপে নিত্য-ভোক্তা নিত্য অবিমিশ্র অণুসন্নিহিত জীবকে ভোগ করেন তাহা নশ্বর স্বর্গ বা কর্মভূমি নহে, অথবা ত্যাগপর নির্বিশেষ রাজ্য নহে। সেই দেশের নাম অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ।

অপ্রাকৃত দেশকে পরব্যোম বলে। প্রাকৃত দেশকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। প্রাকৃতকালকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাত্মক ঋতুকাল বা নশ্বর ধর্ম্যবিশিষ্ট বলে। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের কাল অখণ্ড বা নিত্য অর্থাৎ তথায় ভূতভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিবিধ ঋতুকালের যুগপৎ অবস্থান। অপ্রাকৃত পাত্র অদ্বয় বিভূসম্বিত ও অসংখ্য অণুসম্বিত। প্রাকৃত পাত্র অসংখ্য গুণত্রয়বিপন্ন অণুসম্বিত।

অণুসম্বিদের ধর্ম্যে নিত্য অণুসম্বিত অধিষ্ঠান আছে। অণুত্ব-প্রযুক্ত প্রাকৃত জগতে আগিবাদ যোগাতা ঋতুকালের অভ্যন্তরে সিদ্ধ। নশ্বর জগতে বদ্ধাভিমান তাহার নিত্যকালের জন্য নহে, যেহেতু জড়ব্যোম নশ্বরতা ধর্ম্যের অবস্থান হেতু ভোক্তা বদ্ধজীবের প্রতীতিতে কালপ্রভাবে উহা পরিবর্তন-শীল। পরব্যোমের দ্রষ্টা নিত্যধর্ম্যবিশিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল। প্রাকৃত রাজ্যে প্রত্যেক অণুসম্বিত জীবই অজ্ঞানতা বশতঃ বিভূসম্বিদের স্থায়ত্বীকৃত ভোক্তাধর্ম্যে চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু অণুত্বপ্রযুক্ত বৈভবশক্তির অভাবে পরিভূত। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যকে কৃষ্ণের বিহারস্থলী বৃন্দাবন বলে। তথায় পাত্ররাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন ফ্লাদিনীসার-সমবেত-বিগ্রহ বৃষভাণু-নন্দিনীর সহিত চিহ্নিলাসবিশিষ্ট হইয়া অনন্ত স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ পার্শ্বদ অণুসম্বিতগণের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত। সেবা বিষয়জাতীয় বিভূসম্বিত এবং স্বাংশ আশ্রয়জাতীয় বিভূসম্বিতশক্তি নানা প্রকারে পাঁচটি রস বিস্তার করিয়াছেন। নিরীশেষ ব্রহ্মধামের স্থায় নীরসতা তথায় নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস পূর্ণমাত্রায় বিলাসবিশিষ্ট। প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃতেষ ধারণা অসম্ভব। ভগবানের এক পাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ। সুতরাং এক পাদ-দ্বারা ত্রিপাদ-বৈভব আয়ত্বাধীন হয় না।

প্রাকৃত জগতে অণুসম্বিত জীব দেহ ও মনের দ্বারা আচ্ছন্ন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জগতে স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিধর দ্বারা অণুসম্বিদের নয়ন আবরণ করিয়াছে। দেহ ও মনের বৃত্তিদ্বারা ভ্রমণ করিতে গেলে কর্ম ও জ্ঞান-রাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে বদ্ধজীবের প্রাকৃত দর্শন ঘটে। কর্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইলে অণুসম্বিত জীব কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া বিভূসম্বিত কৃষ্ণের অমুকুলভাবে অনুশীলন করেন। অস্ত্রাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞান অণু-সম্বিত জীবকে প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করায়। সেজন্য অনাত্মমার্গরূপে কর্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। নিত্য আত্মবৃত্তির অনুসরণীয় পথই ভক্তিপথ। তাহা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অবস্থিত, কৃষ্ণসেবা বিস্মৃতি ফল জীবের ভোগময়ী



ও ভাগময়ী প্রবৃত্তি পুনরায় অবিমিশ্র অণুসন্ধিৎ কৃষ্ণসেবন-বৃত্তি ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভক্তিপথে চলিতে থাকিলে প্রাকৃত-সম্বন্ধ-নিষ্কিন্ন হইয়া উঠেন। প্রাকৃত কৰ্ম বদ্ধজীবের দেহ-মনের প্রাপ্য। প্রাকৃত নিরীশেষজ্ঞান জ্ঞান জীবের দেহ ও মনের ধ্বংসবিষয়ক আত্মার ধর্ম্যে অবিমিশ্র অপ্রাকৃত অবস্থিত। বিভূত ও অণুত বিচারে সেই আত্মবস্তু বিলাসময়। তাদৃশ বিলাসে কোনপ্রকার প্রাকৃত, হেয়, পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য ভাব নাই। প্রাকৃত রাগো ঐগুলিই অবস্থিত। অণুসন্ধিৎ জীবের অপ্রাকৃত সহজধর্ম্য ভক্তি—প্রেমভক্তি আছে। অণুসন্ধিদের প্রাকৃত জগতে অবস্থান-প্রাকৃত সহজধর্ম্য তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে। অপ্রাকৃত গুরু অপ্রাকৃত দিবাজ্ঞানপ্রভাবে বদ্ধজীবকে দিবাজ্ঞান প্রদান করেন, তখনই অপ্রাকৃত বিবেক উদিত হয়। অপ্রাকৃত বিবেকাভাবে জীব প্রাকৃতবিবেকানন্দে থাকেন।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

## সাধুবৃত্তি

সাধু-বৃত্তি প্রবন্ধের আলোচ্য-বিষয়

‘উৎসাহ’, ‘নিষ্ঠা’, ‘ঐশ্বর্য’, ‘তত্ত্ব-কর্ম-প্রবর্তন’ ও ‘সঙ্গ-ত্যাগ’-বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ পূর্বে লিখিয়াছি। সম্প্রতি ‘সাধু-বৃত্তি’-বিষয়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-ভেদে সাধু দুই প্রকার। সেই সাধুদিগের যে বৃত্তি অবলম্বিত হইবে, তাহা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর উপযোগী বৃত্তি পৃথক হইলেও কতকগুলি বৃত্তি উভয়ের উপযোগী, তাহাও পৃথকরূপে বিবেচিত হইবে।

বৃত্তি দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও জীবন ; তন্মধ্যে

স্বভাব-জনিত বৃত্তিই ধর্ম্য

‘বৃত্তি’-শব্দের দুই অর্থ, অর্থাৎ ‘প্রবৃত্তি’ ও ‘জীবন’। ‘স্বভাব’কেই প্রবৃত্তি বলা যায়। সেই স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তিই জীবের ধর্ম্য। সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে ( ৩১ শ্লোকে ) বলিয়াছেন,—

প্রায়ঃ স্বভাব-বিক্রিতো নৃণাং ধর্ম্যো যুগে যুগে ।

বেদ-দৃগ্ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ কর্মকং ॥

সেই স্বভাব-জাত বৃত্তিতে বর্তমান থাকিয়া মনুষ্য জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে, নিগুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা অধর্ম্যে পতিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। সপ্তমে বলেন,—

বৃত্তা স্বভাব-কৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্ম্মকং ।

হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নিগুণতামিয়াং ॥ ( ভাঃ ৭।১।৩২ )

### নিগুণতার নামই ভক্তি

নিগুণতা শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যথা একাদশে,—

তস্মাদ্বেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সত্ত্ববম্ ।

গুণ-সঙ্গং বিনির্মূঢ় মাং ভজন্ত বিচক্ষণাঃ ॥ ( ভাঃ ১।১২।৩৩ )

‘নিগুণং মদপাশ্রয়ং’—এই ভগবদ্বাক্য হইতে স্থির হইয়াছে যে, ভক্তি হইতে যাহা কৃত হয়, তাহাই নিগুণ।

রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্ব-সংসেবয়া মুনিঃ ।

সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষোণ শান্তধীঃ ॥ ( ভাঃ ১।১২।৩৪-৩৫ )

### নিগুণ হইবার উপায়

অতএব সাত্ত্বিক দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, দেশ সমুদায়ে ভগবদ্ভক্তি সংযুক্ত করিয়া জীবন-যাত্রা করিতে পারিলে মনুষ্য নিগুণ হইতে পারেন। সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তিতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার এবং সেই অধিকারে স্থিত হইয়া জীব ক্রমশঃ নিগুণ হইয়া থাকেন। মনুষ্যদিগের সাধারণ সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তি সপ্তম স্কন্ধে ( ভাঃ ১।৮।১২ ) কথিত হইয়াছে। যথা,—সত্য, দয়া, তপঃ, শৌচ, তিতিক্ষা ( সহ-গুণ ), ঈক্ষা ( যুক্তাযুক্ত-বিবেক ), শম ( মনের সংযম ) দম ( ইন্দ্রিয়-দমন ), অহিংসা, ব্রহ্মচর্যা, ত্যাগ, স্বাধ্যায় ( জপ ), সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী জনের সেবা, গ্রাম্য-কথা হইতে নিবৃত্তি, বিপর্যায়-ইচ্ছা ( নিষ্ফল-তর্ক-নিবৃত্তি ), বৃথালাপ নিবৃত্তি, আত্মবিমর্শন ( আত্মা ও অনাত্মা-বিচার ), অন্নাদির বিভাগ, সকল-লোকে ভগবৎ-সম্বন্ধ-বুক্তি, তথা ভগবৎ-শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, নতি, দান্য, সখা ও আত্মনিবেদন।

### চারি প্রকার বর্ণ ও চারি প্রকার আশ্রমের

#### ধর্ম্ম ও গুণ

এই ত্রিশটি প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারি-প্রকার আশ্রম হইয়াছে। যথা একাদশে,—

ভিক্ষার্থীঃ শমোহিংসা, তপ ইক্ষা বনৌকসঃ ।

গৃহিণো ভূত-রক্ষণা, দ্বিজস্যাচার্য্য-সেবনম্ ॥ ( ভাঃ ১১।১৮ ৪২ )

শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্য । তপ ও ইক্ষা বাণপ্রস্থের ধর্ম্য । ভূত-রক্ষা ও পূজা গৃহীর ধর্ম্য । গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্য । বর্ণ চতুষ্টয়ের জীবন-বৃত্তি এইরূপে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে,—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞন, যাজ্ঞন, দান, প্রতিগ্রহ—এই চয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম্য । তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজ্ঞন ও প্রতিগ্রহ-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হওয়া উচিত । ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি—প্রজাপালনে দণ্ড, শুদ্ধাদি-দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ । কষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য—বৈশ্যের বৃত্তি । কেবল দ্বিজ-শুশ্রূষাই শূদ্রের জীবিকা । সঙ্কর-জাতির কুল-প্রচলিত বৃত্তিই জীবিকা-নির্বাহের উপায় ।

### দেহ-মনকে ভজনের অনুকূল করার নিয়ম

এই-চমস্তু ভাগবত-সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, মানবগণের এ ভগতে অবস্থিতি-কাল-পর্য্যন্ত হরিভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য—আর কোন উদ্দেশ্য নাই । স্থলদেহ ও লিঙ্গদেহকে ঐ ভজনের অনুকূল করিতে না পারিলে ভজন হইতে পারে না । সেই দেহ-দ্বয়ের অনুকূলা সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন । প্রথমে স্থলদেহের সংরক্ষণার্থে গৃহ-দ্বার, বহু দ্রব্য ও অন্ন-পানাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় । লিঙ্গদেহের উন্নতির জন্য সধিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির প্রয়োজন । দেহদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে, তাহাদের নিষ্কর্ণ-স্থিতির প্রয়োজনতা । অনাদি-কর্ম্মফলে জীবের যে স্বভাব ও বাসনা জন্মে, তাহাতে সত্ত্ব-রজ-তম—এই তিন গুণের মিশ্রভাব অবশ্য থাকে । প্রথমে সত্ত্ব-গুণের সমৃদ্ধি-দ্বারা রজ-তম-গুণদ্বয়কে শর্ক ও পরাজিত করিয়া সত্ত্বের প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত । সেই সত্ত্বকে ভজনের সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারিলে তাহাই নিষ্কর্ণ হয় । এই ক্রম-অবলম্বন-দ্বারা ভজন-যোগ্য দেহ, মন ও অবস্থা সাধিত হয় ।

### বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা

আদৌ মানবের স্বভাব-জনিত দোষ-গুণের মধ্যে অবস্থিতি-কালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা । বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে,—মানব ক্রমে ক্রমে তদবলম্বনে ভজন করিবার যোগ্য হইবেন । শ্রীমৎপ্রভু নিম্নলিখিত ভাগবত-শ্লোক সনাতনকে বলিয়াছিলেন,—



মুখ-বাহুক-পাদেভাঃ পুরুষশ্রমৈঃ সহ ।

চত্বারো জঞ্জিরে বর্ণা গুণৈবিপ্ৰাদয়ঃ পৃথক্ ॥

য-এবাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবগৌশ্বরম্ ।

ন ভক্তস্তাবজ্ঞানন্তি স্থানাদ্-ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ । ( ভাঃ ১১।৫।২-৩ )

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেব উদ্দেশ্য হরিভজন,

নচেৎ তাহা নিষ্ফল

যখন রামানন্দ বলিলেন যে, সাধা-সাধন বিধি এই,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরারাদ্যতে পন্থা নান্যন্তোষ-কারণম্ ॥ ( বিঃ পুঃ ৩।৮।২ )

তখন শ্রীমহাপ্রভু এই বিধিকে 'বাহু' বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলেন। মহাপ্রভুর তাৎপর্য্য এই যে,—হে রামানন্দ ! স্থূল-লিঙ্গ-দেহকে নিয়মিত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম । যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া হরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল ? সুতরাং বর্ণাশ্রম-বিধি বদ্ধজীবের একমাত্র শুদ্ধ-জীবনোপায় হইলেও তাহা 'বাহু' ।

যথা,— ধর্ম্মঃ স্ফুটিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ( ভাঃ ১।২।৮ )

দেহ-ত্যাগ-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনীয়

ইহা দ্বারা একরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন । যদি তাহাই হইত, তবে তাহার জীবন-লীলায় গৃহস্থ-অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস-অবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্বজীবকে শিক্ষা দিতেন না । বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাবদেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয় ; কিন্তু, তাহা সর্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনে থাকিবে । বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম 'পরোধর্ম্মের' ভিত্তি স্বরূপ । 'পরোধর্ম্মের' পরিপক্বতা হইলে উপেষ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয় । আবার, দেহ-তাগের সহিত তাহা পরিত্যক্ত হয় ।

রামানন্দ কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্ধ্বে আছে যে, "বিষ্ণু-রারাদ্যতে পন্থা নান্যন্তোষ-কারণম্ ।" তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবস্থান ব্যতীত সংসারী জীবের হরি-ভজনের অনুকূল আর কোন জীবন-যাপন পন্থা নাই । ইহাকে ভক্ত-জীবনের একমাত্র পন্থা বলা যায় ।

জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয় না—

স্বভাবের দ্বারা হয়

মানব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর ও অন্ত্যজ—এই কয়-  
ভাগে বিভক্ত। কোন দেশে বর্ণাশ্রম স্পষ্টরূপে না থাকিলেও অস্পষ্টরূপে  
আছে। যাহার যে স্বভাব, তাহার সেই বৃত্তি ও তদনুসারে তাহার  
জীবিকোপায় হইয়া থাকে। অন্যের বৃত্তি ও অণ্ডের জীবিকা অবলম্বন করিলে  
অমঙ্গল হয়, এমত কি, হরিভক্তনের বিশেষ বাধাত হয়। জন্মই ইহাতে  
একমাত্র কারণ নয়। স্বভাবই একমাত্র কারণ। সপ্তম স্কন্ধে  
লিখিতাছেন,— যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।

যদন্ত্যাপি দৃশ্যেত তন্তেনৈব বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ( ভাঃ ৭।১১।৩৫ )

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন,—শ্রমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো  
মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ যশ্চেতি। যদ্ব যদি অন্যত্র বর্ণান্ত-  
রেহপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন  
বিনির্দ্দেশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।” এতদুত্ত সনাতন বর্ণাশ্রম-  
ধর্ম সর্বদা অবলম্বনীয়। ইহা প্রায়ই ভক্তির উপযোগী। চতুর্ধর্ণ ও সঙ্কর-  
জাতি—সকলেই সাম্প্রিক স্বভাবকে উন্নত করিতে যত্নগ্রহ করিবেন। অন্ত্যজ  
বাক্তির যদি কোন সুকৃতি-ক্রমে ভাগোদয় হয়, তবে শূদ্রাচারে থাকিয়া সত্ব-  
গুণের উন্নতি সাধন করিবে। সকলেই সাধুসঙ্গ-কৃপায় ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া  
উন্নত সত্বকে নিগূর্ণ-অবস্থায় আনিবেন। ইহাই সনাতন ধর্মের ক্রম। ভক্তি  
থাকিলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম, ভক্তি না থাকিলে সাম্প্রিক ব্রাহ্মণেরও জীবন  
বৃথা।

পূর্বাপর আচার-মধ্যে পরবর্তী মহাপ্রভুর

শিক্ষাচারই গ্রহণীয়

একটি কথা এস্থলে উদাহৃত হউক। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন,—  
“মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্বাপর করিয়া বিচার।”  
শ্রীমহাপ্রভুর আগমনের পূর্বে যে-সকল ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ আচরণ শিক্ষা  
দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব-মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্তী  
মহাজনের আচার। পরবর্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। জীব-  
শিক্ষার প্রভু ও প্রভুর অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্বতোভাবে  
অনুসরণীয়।

### গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি—(ক) বিবাহ ও কুটুম্ব-ভরণ

সদ-বৃত্তি কি ?—ইহা জানিতে হইলে, শ্রীচৈতন্যের অনুগত-জনের আচার দ্রষ্টব্য। যতদূর পারি, তাহা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। আদৌ গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি যাহা প্রভু ও প্রভু-ভক্তের চরণে পাওয়া যায়, তাহা লিখিতেছি,—

ভজনের সহায়-স্বরূপ গৃহস্থ-ব্যাক্তির গৃহিণী-সংগ্রহ। প্রভু বলিলেন,—

গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহ-ধর্ম্য।

গৃহিণী বিনা গৃহ-ধর্ম্য না হয় শোভন ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৪।২৫-২৬)

গৃহিণীর সহিত ধর্ম্য-সংসার করিতে গেলেই কৃষ্ণের দাস-দাসীরূপ পূজ-কন্যার উদয় হয়। তাহাদিগকে প্রতিপালন করার নাম কুটুম্ব-ভরণ। এই-সব কার্যে ধর্ম্যের সহিত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—প্রভু বলে,—“পরিবার অনেক তোমার।

নির্বাহ কেমনে তবে হইবে সবার ?” (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১)

‘গৃহস্থ’ হইলে ইহা, চাহিয়ে সঞ্চয়।

সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৫)

### (খ) গৃহস্থের বিদ্যা-শিক্ষা ও অতিথি-সেবা

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যা-শিক্ষা করা আবশ্যিক। কিন্তু, বহির্গুণ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয়। প্রভু বলিলেন,—

পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।

সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।৪৯)

বিষয়-মদাক্ত সব কিছুই না জানে।

বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥

\* \* \* \* \*

ভাগবত পাড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৪১-২৪২)

‘অতিথি-সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্য’—ইহা প্রভুর আজ্ঞা,—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্য।

“অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল-কর্ম্য ॥

অকৈতবে চিত্তসুখে যা’র যেন শক্তি।

তাহা করিলেই বলি’ অতিথিতে ভক্তি ॥”

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।২১, ২৬)



(গ) গৃহস্থ সরলতা, গুরুজন-সেবা, বৈরাগ্য এবং  
পরোপকার শিক্ষা করিবে

সকলের সহিত গৃহস্থ 'সরল'-ব্যবহার করিবেন ; কুটী-নাটী, কপটতা  
কোনপ্রকারে হৃদয়ে রাখিবেন না । প্রভু কহিলেন,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভক্ত গিয়া ।

কুটী-নাটী পরিহারি' একান্ত হইয়া ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪২)

গুরুজনের সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম । প্রভু কহিলেন,—

গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ সেবন ।

ইহাতে সন্তুষ্ট হ'বেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৪।২০)

গৃহস্থ বৈরাগ্য-ধর্ম হৃদয়ে শিক্ষা করিবেন, কিন্তু বেশাদির দ্বারা বৈরাগী  
সাজিবেন না । প্রভু বলিলেন,—

স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল ।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবাসিন্ধু-কূল ॥

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা ।

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥

অগ্নরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার ।

অচিরে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯ )

পর-উপকার ধর্ম গৃহস্থের নিত্য কর্তব্য । প্রভু কহিলেন,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র ।

জন্ম-সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৪১)

নাচ, গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ণন ।

কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্বজন ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯২)

ইহাতে ভক্তি-আলোচনা-কার্যে কপট-সঙ্গ নিষেধ হইয়াছে । নগর-  
কীর্তনেও শুদ্ধ-ভক্ত-সঙ্গে নৃত্য-গীতের উপদেশ । অশুদ্ধ-সঙ্গে  
কীর্তনাদি না করা প্রয়োজন । ( ক্রমশঃ )

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

# কোন্ নামের মহিমা অপার ?

কোন্ নামের অপূর্ব মহিমা,

গেয়ে গেছেন বেদ-পুরাণ ?

কোন্ নামের গুণেতে হয়,

ত্রিতাপ জ্বালায় নিবারণ ?

কোন্ নাম বলি 'ব্যাস' নাচে,

হিংসা ত্যজি অনিবার ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামেতে পাষণ গলে,

দ্রবীভূত হয় সবার মন ?

কোন্ নাম বলি' বীর হনুমান,

করলেন ভাই লঙ্কাদাহন ?

যবন হয়েও হরিদাস ঠাকুর,

কোন্ নাম বলেন বারম্বার ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামেতে মত্ত হলেন,

স্বয়ং প্রভু ভগবান ?

কোন্ নাম ল'য়ে ভক্তবৃন্দ,

জগতে করেন প্রেমদান ?

কোন্ নাম বলি' কুব-প্রহ্লাদ,

ধরায় হলেন চির অমর ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন নামের মহিমা ভাই,

(প্রভু) উপদেশিলে অর্জুনে ?

কোন নাম ভাই বীণাযন্ত্রে,

নারদ ঋষি গান রাত্রি-দিনে ?

সত্যভামা-ব্রতের সময় ;

শ্রেষ্ঠতা হলো কোন নামের ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন নামের মধুর মহিমা ;

অনন্ত গায়েন সহস্রমুখে ?

কোন নাম ভাই সবাই স্মরণে,

যখন পড়েন প্রচুর দুঃখে ?

ব্রহ্মা-শিব ধ্যান করেন ভাই ;

অহর্নিশি কোন নামের ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন নামের আকর্ষণে (ব্রজের) গোপী.

আত্মীয়-স্বজনে করল ত্যাগ ?

কোন নামেতে পাগল হয়ে,

(রাধারানী) মাথায় নিল কলঙ্কের ভাগ ?

কোন নামের প্রভাবে ভাই ;

ভক্ত' রূপ লভেন প্রভুর ?

সে' নাম ভাই ভগবানের,

রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী



# উদ্ধারের পথ

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর )

জীবের স্বরূপ ও মায়াভিনিবিশিত হওয়া সম্পর্কে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে,—

“জীবের স্বরূপ হয় কক্ষের নিত্যদাম ।

কক্ষের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

কক্ষ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তাঁরে দেয় সংসার-দুঃখ ।”

নবযোগেন্দ্রের অতীতম কবি বলেছেন,—“দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ঈশাদপেতশ্চ”  
অর্থাৎ—“ঈশ্বর-বৈমুখ্য দোষে ঈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান হেতু জীবের সংসার  
প্রাপ্তি । জীবশক্তি তটস্থা । তট নিত্যান্ত সূক্ষ্ম স্থান—তট তো আশ্রয় স্থান  
নয় । তটের একদিকে চিৎসগং অতীতকৈ জড় জগৎ । তটস্থ জীবের  
স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতা হেতু তা’কে একদিকে বুকে পড়তে হ’ল ;  
চিৎসগং অথবা জড় জগতের দিকে আশ্রয় নিতে হ’ল । ভগবান্ জীবের  
এই স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না । সৃষ্টির প্রথমে কোন জীবেরই কর্ম ছিল না ।  
চিৎসগং ও জড়জগতের মধ্যস্থান তটস্থ সন্ধিস্থলে অবস্থানের জন্যই জীবের  
কর্মবাসনার উদয় হ’ল । চিৎসগতে আশ্রিত জীবগণ নিত্যমুক্ত ;  
আর জড়জগতে আশ্রিত জীবগণ নিত্যবদ্ধ । জীবের যেহেতু চেতনা-  
শক্তি রয়েছে তাই সে কামনার বশীভূত হয়ে পড়ল । নিত্য মুক্তপুরুষগণ  
ভগবৎ-সেবাকামী হয়ে গোলোক-বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সেবায় নিমগ্ন হ’লেন ;  
তাঁরা বিস্তৃত চিন্ময় এবং নিত্যকাল চিৎসগতেই অবস্থান করে ভগবৎপার্বদত্ব  
প্রাপ্ত হয়েছেন । উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় গরুড়াদি ভক্তগণ নিত্য-  
মুক্ত তটস্থ জীবরূপে ভগবদ্ধামে বিরাজ করছেন । তাঁদের ভগবৎ-প্রেতিমূল্য  
কামনা নিষ্কাম—সে-কামনার মধ্যে নিজের ইন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা বা কোন ইতর  
কামনা নেই । মায়াশক্তি সম্বন্ধে তাঁহা কিছুই জানেন না এবং মায়াশক্তির  
সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারও নেই । তবে মুক্তপুরুষগণ বা ভগবদ্ভক্তগণ এই  
ভূলোকে বদ্ধজীবকে ভগবৎ উন্মুখ করার জন্তই ভগবৎ আদেশে মাঝে মাঝে  
অবতীর্ণ হ’ন । নিত্যমুক্ত জীবের সংজ্ঞায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়  
কৃত “জৈবধর্ম্য” গ্রন্থে উক্ত হয়েছে,—“যে সকল জীব মায়াবদ্ধ হ’ন নাই—  
তাঁহারা নিত্যমুক্ত । তাঁহারাও দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীব ও

মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীব। ঐশ্বর্য্যগত—নিত্যমুক্ত জীবেরা পরব্যোমুপতির পার্শ্বদ এবং পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের কিরণ-কণ। মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক-বৃন্দাবননাথের পার্শ্বদ ; তাঁহারা তদ্রামস্থ বলদেবের কিরণ-কণ।”

নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধজীব—উভয়েই অণুচেতন। অণুচেতনের ধর্ম্ম—পূর্ণচেতন ভগবানের সেবা করা। নিত্যমুক্ত জীবগণ ভগবৎ সেবোন্মুখ হওয়ায় ভগবানেয় চিচ্ছক্তি বিলাসের অমুগ্ধীত। কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীবগণ ভগবানের সেবায় পরাজুখ হওয়ায় তাঁরা অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তির সহায়তা পেল না ; ফলে বহিরঙ্গা বৃহৎশক্তি মায়ায় কবলে কবলিত হ'ল। বদ্ধ-দশাপ্রাপ্ত জীবগণ ভগবৎ সেবা না ক'রে পুণ্য, অর্থ, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, মোক্ষ প্রভৃতি অনিত্য মায়িক বিষয়গুলির প্রতি কামনা করে বস্গ। নিজ স্বার্থের জ্ঞাত কামনা—সকাম-কামনা,—এ তো নেহাৎ ইতর কামনা। নিত্যবদ্ধ জীবেরা ভগবানের কিরণ-কণ ও নিত্য কিঙ্কর হ'য়েও পরমাত্মাক্রমী কৃষ্ণের নিতা-সেবার গুরুত্ব বুঝতে পারেন না ; ভগবৎ-সেবা বাদ দিয়ে অল্প কালকেই বড় বলে মনে কর্গ। জীব ভগবানের অধীন হ'য়েও নিজের স্বতন্ত্রতার প্রয়োগ করে যে যে-কার্য্য করতে লাগ্গ, সেট সেই কার্য্যের সুখ-দুঃখ অনুভবের কর্ত্তা বা হেতু-কর্ত্তা হ'ল।

বদ্ধ দশাপ্রাপ্ত জীব স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগে

জড়মায়া কর্ত্তক পরিচালিত

ভগবান্ অন্তর্য্যামীস্থিত জীবের হৃদয়ে অবস্থান কর্লে তিনি সাক্ষাৎভাবে নিজ কর্ত্তৃত্বে বদ্ধজীবকে চালনা করেন না। বদ্ধজীব তো ভাল-মন্দ কাজ করে থাকে। ভগবান্ যদি নিজ কর্ত্তৃত্বে জীবকে চালনা কর্তেন তা'হলে তো জীব পাপকার্য্য কর্ত্ত না, শুধু ভগবৎ সেবাই কর্ত্ত। কেননা পরম পবিত্র সচ্চিদা-নন্দময় ভগবান্ কখনও পাপ-কার্য্য বা অসৎ কার্য্য করাতে পারেন কি ? যন্ত্র-চালক যেমন যন্ত্রের কল টিপে চালিয়ে দেয়, তেমনি ভগবান্ যদি জীবকে স্বতন্ত্রতা না দিয়ে জড়যন্ত্রবৎ নিজের আয়ত্তে পরিচালনা কর্তেন, তা'হলে জীবকে আবার তাঁর শরণ গ্রহণ করবার জ্ঞাত গীতাশাস্ত্রে “তুমেব শরণং গচ্ছ”,—“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—” প্রভৃতি শ্লোকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হ'ত না। বেদ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে ভগবান্ জীবকে তাঁর সেবা করবার জ্ঞাত কত উপদেশ দিয়েছেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ভক্ত অর্জুনকে বলেছেন,—

“স্বভাবজেন কোন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্মণা।

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোইপি তৎ ॥”

অর্থাৎ—“হে কোন্তেয় ! মোহবশতঃ তুমি এক্ষণে যে কর্ম করিতে ইচ্ছা করছ না, স্বভাবজাত স্বকর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ’য়ে অবশ্যভাবেই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হবে।”

উক্ত শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান্ স্বয়ং জানাচ্ছেন যে, জীবের কর্ম করা বা না করার স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলেই জীব স্বতন্ত্রতা বৃত্তির অবশ্যই অধিকারী। উক্ত শ্লোকে “স্বেন কর্মণা” শব্দে জীবের স্বভাবজাত নিজ কর্মে থাকার জন্য জীব আদৌ অস্বতন্ত্র বস্তু নয় বলেই প্রতিয়মান হচ্ছে। অতঃপর উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ বলছেন,—

“দৈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তাক্রাণ্টানি মায়ায়া ॥”

অর্থাৎ—“হে অর্জুন ! পরমাত্মা সর্বাস্তুর্যামী যন্তাক্রাণ্টের দ্বারা সকল জীবকে মায়ার দ্বারা বিভিন্ন কর্মে প্রবর্তিত করে, সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন।”

বর্ত্তমান শ্লোকটির সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের সঙ্গতি রেখে বিচার করলে বুঝা যায় যে, ভগবান্ পরমাত্মাক্রমে সকল বদ্ধজীবের হৃদয়েও আছেন সত্য ; কিন্তু তিনি সকল বদ্ধজীবকে নিজের সাক্ষাৎ কর্তৃত্বে পরিচালনা না করে নিজ মায়া-শক্তির দ্বারা জীবের পূর্ব কর্মের ফলানুসারে বিভিন্ন ভাবী কর্মে নিয়োজিত করে থাকেন এবং জীব অবশ্যভাবে যন্তাক্রাণ্টের দ্বারা নিজ পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে থাকেন। অতএব বদ্ধজীব ভগবানের ইচ্ছায় জড়-মায়ার দ্বারাই ভ্রামিত বা পরিচালিত হয়ে থাকে ; বদ্ধজীবের পক্ষে ভগবান্ কর্তৃক সাক্ষাৎভাবে পরিচালিত হ’বার সৌভাগ্য মিলে না।

এক্ষণে জীব-হেতু-কর্ত্তা ও জীব-হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মাক্রমী ভগবান্ প্রযোজক কর্ত্তা। জীবের কর্মফলানুসারে ভগবান্ জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করায় ভগবানের বৈষম্য দোষ হয় না। যথা বেদান্তসূত্রে,—

“বৈষম্যনৈঘর্গোন কর্মসাপেক্ষত্বাৎ”

অর্থাৎ—“ভগবানে বৈষম্যজনিত দোষ স্পর্শ করতে পারে না। যেহেতু কর্মফলদাতা ভগবান্ কর্মফলানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করে থাকেন, তাহাতে প্রযোজক কর্ত্তা ভগবানের দোষারোপ কিরূপে সম্ভব হ’তে পারে ?”



আমরা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় নিজ নিজ কর্মফলের প্রাপ্য বস্তু পাচ্ছি। শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ মহারাজ ভক্ত উদ্ধবকে বলেছিলেন,—

“কর্মভিপ্রামাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।

মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরুতি নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥” (ভাঃ ১০।৪৭।৬৭)

অর্থাৎ—“ঈশ্বরের ইচ্ছা। কর্মফলে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করি না কেন,— যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান ও দান দ্বারা তোমাদের সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের রুতি থাকে।”

ভগবান্ শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর উক্তিতে পাঠ,—“স্বকর্ম ফলভুক্ পুমান্”—অর্থাৎ “জীব স্বীয় ( স্বকৃত ) কর্মের ফল ভোগ করে।”

কর্মবদ্ধ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের পথে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হ’ল। পরমাত্মা ভগবানের সেবাই যে আত্মবৃত্তি, তাহা ভুলে গিয়ে অনাত্ম বস্তু দেহ-মনকে তথা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মা মনে করে তৎসেবায় বাস্তব হয়ে পড়ল। জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,—অনাত্ম বৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হ’ত, তা’হলে সকলেই আমার সঙ্গে গমন কর্ত। আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়ে থাকে।”

## ব্রহ্মার ভবন পর্য্যন্ত যাতায়াতে জীবের উদ্ধার নাই

ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত লোক এমনকি ব্রহ্মার ভবন সত্যলোক পর্য্যন্ত অনিত্য। স্মৃতি বলে সত্যলোক পর্য্যন্ত লাভ হ’লেও পুনর্জন্ম হ’তে নিস্তার পাওয়া যায় না। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—

“আব্রহ্মভবনাল্লোকাঃ পুনরাবভিনোহজ্জুন।

মামুপেতা তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥” ( গীতা ৮।১৬ )

অর্থাৎ—“হে অজ্জুন ! ব্রহ্মলোক হ’তে যাবতীয় লোক বা লোকবাসীর পুনরাবর্তন অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় ; কিন্তু হে কোন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হ’লে আর পুনর্জন্ম হয় না।” ব্রহ্মার পরমায়ুও নির্দিষ্ট। ভূ-ভুবঃ-স্ব—এই তিন লোকের উর্দ্ধে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য নামে যে চারিলোক বিদ্যমান, সেই চারিলোক অবশ্যই অধঃভাগের অন্যান্য তিনলোক অপেক্ষা অধিক কল্পকাল ব্যাপি স্থায়ী ; কিন্তু নিত্য নহে। গীতাশাস্ত্রে “সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষদব্রহ্মণো—”

শ্রোকে জানা যায় যে, মানব-পরিমিত সহস্রচতুষ্টয়ুগে ব্রহ্মার একদিন ও তদনুরূপ একরাত্রি,—এই প্রকার হিসাবে পক্ষ-মাস-বর্ষ গণনা করে ক্রমে শতবর্ষকাল অতীত হ'লে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হয়। ব্রহ্মারও মুক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-সাপেক্ষ। মহাজন-পদাবলীতে গীত হয়,—“ব্রহ্মা জপেন চতুর্নুখে—‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥’ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হ'য়েও ভগবন্তজনের দ্বারাই মুক্তি পেয়ে থাকেন। ব্রহ্মলোকবাসীর যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন এই ভুলোকবাসীর নিত্যতা কোথায়? তা'ছাড়া গোলোক-বৃন্দাবন ও পংবোম বৈকুণ্ঠধাম বাতীত সতালোক প্রভৃতি মায়িক ভুবনের সর্বত্রই পাঁচটি অপগুণ; যথা—ত্রিতাপ যন্ত্রণা, অহঙ্কার, অজ্ঞান, পরহিংসা ও ক্রোধ প্রকাশ পায়। জড়মায়া বা মহামায়াই সত্যলোক থেকে পাতাল পর্য্যন্ত চৌদ্দভূবনরূপ কারাগারের রক্ষা-কর্ত্তী। কাজেই পুণ্যবলে সতালোক বা ব্রহ্মার ভবনে গেলেও মহামায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

## বৈচিত্র্যই দর্শনের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বিশ্বে একটি মত প্রচলিত হইয়াছে, তাহা সাম্যবাদ বা সমন্বয়বাদ। শিক্ষিত সমাজে ইহার বিশেষ আদর পরিলক্ষিত হইলেও সনাতন হিন্দু-সমাজের স্থলবিচারের নিতিরে মান নির্ণয় করিতে গেলে ইহার মূল্যায়ন-সাপেক্ষে সুবিধাবাদের খনিজ সামগ্রী বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

আবার অনেকে আছেন, যাহারা ‘সম্প্রদায়’-শব্দ শুনিবামাত্র নাসিকা কুঞ্জন করেন বা চটিয়া উঠেন; তাহারা বলিয়া থাকেন, সম্প্রদায়-বিভাগদ্বারা মতভেদ এবং মতভেদ-দ্বারা ধর্ম-বিবাদ সমাজকে নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বৈচিত্র্যময় জগতে বিচিত্রতা থাকাকাটা কি অস্বাভাবিক? বা বৈচিত্র্যতা থাকিবে না—ইহাই বা কি করিয়া সম্ভব?

সুতরাং গণ-গড্ডলিকার আবর্ত্তে ভেসে যথাযথ ভাবে পর্যালোচনা না করাটা কিরূপ বুদ্ধিমত্তা তাহা অবশ্যই বিচার্য। বৈদিক চিন্তাধারায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহার হেয়তা (vileness) ও উপাদেয়তা (admissibi-

lity) অবশ্যই অনুভবের বিষয় হইবে—চাই শুধু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও অনলস সাধনা।

কালের দুর্বীর আবর্তনে আমরা নিয়তই পরিবর্তন অনুমান করিতে পারিতেছি, সুতরাং সে-দিক দিয়া বিচার করিলে 'সব সমান' ইহার যথার্থতা রক্ষিত হয় না। কারণ সকল সমানই যদি হইবে তবে পরিবর্তন বা সমান-ভাব হইবে না কেন? আর যদি তাহা হওয়া সম্ভব নয়, তবে সবই যে সমান ইহারও কোন বাস্তব ভিত্তি থাকিতে পারে না। এক কথায় যত দিক দিয়াই পর্যালোচনা করা হউক না কেন, উহা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

এখন জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গণের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পরিস্থিতি যেমন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে মানব সমাজেও অধিকারী সম্মুখে সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করিয়াছে। যিনি যতটুকু উন্নত চিন্তাধারায় পৌঁছিতে পারিয়াছেন তাহাদের বিচার বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় পৌঁছিতে পেরেছে। অতএব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে তুলনামূলক ভাবে উৎকর্ষতা (superiority) অবশ্যই স্বীকৃত হওয়া স্বাভাবিক। তাই কাহার কি চরম লক্ষ্য (ultimate goal) তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বা অনুসন্ধান করিলে উপাদেয়তা পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত একই সম্প্রদায়ে ভাবের আদান-প্রদানে বৈচিত্র্যতার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে স্বাভাবিক গতিতেই উহার মূল্যায়ন অনুমিত হইবে এবং তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে আর সজ্ঞাতের কোন কারণ থাকিবে না।

মানব বহুদিন সূল-দৃষ্টি লইয়া জড়-ভোগে বিভোর থাকিবেন এবং এক গণ্ডিতে সাম্যতার বিচার আনয়নে উদগ্রীব থাকিবেন ততদিনেই সজ্ঞাত শুধু উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা সম্ভব নহে। পরিবর্তন-শীল বা ধ্বংসশীল জগতে দেহ ও মনের ধর্ম কখনও চিরস্থায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে না। তত্পরি উক্ত জড়ের ধর্মগুলি নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক। চিৎ ও জড়—টহা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত ধর্মবৃত্ত। এমতাবস্থায় উহার পরিণতি সর্বক্ষেত্রেই এক—ইহা কখনই প্রযোজ্য নহে।

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা যে ধর্ম-বিভাগ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে দেখা যায় এইগুলি নৈমিত্তিক ধর্মের পরিণতি। আত্মধর্মের নামই বৈষ্ণবধর্ম।



জীবজগতের প্রাণী মাত্রেই আত্মধর্মের কথা বলিতে যাওয়ার অর্থই জীবের ধর্ম বা জৈবধর্মকে বুঝায়। জীব যেহেতু নিত্য ; সুতরাং তাহার ধর্মও নিত্য। কিন্তু দেহ বা মন যেহেতু অনিত্য তজ্জন্য ইহার ধর্মও অনিত্য বা নৈমিত্তিক। অথচ 'ধর্ম' সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে ধ্বংসাত্মক উদ্ভব মন প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম'-শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে—যাহার অর্থ ধারণ বা রক্ষণ করার ক্ষমতা। এই ধারণ (capacity) ক্ষমতা যদি নিত্যকালের জন্য হয়, তবে তাহা নিত্যধর্ম নচেৎ নৈমিত্তিক ধর্ম বলাই কথিত হয়। যেমন জল বলিলে আমরা একটি তরল পদার্থকে বুঝি—যাহার বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, গন্ধ নাই, নির্দিষ্ট কোন আকার প্রভৃতি নাই সেই তরল পদার্থকে জল বলা হয়। কিন্তু দুগ্ধ, কেরোসিন প্রভৃতিও তো তরল পদার্থ অথচ ঐগুলিকে কি জল বলা হইবে? অর্থাৎ কোন বস্তু বলিলে তাহার অবস্থাই একটা সংজ্ঞা (definition) থাকে নচেৎ তাহা যথাযথ ভাবে নির্ণীত করা সম্ভব হয় না। এই জল যখন বায়বীয় অথবা কাঠিগু অবস্থা লাভ করে তখন কিন্তু উহাকে জল বলা চলে না। কারণ তখন উহা নির্দিষ্ট ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক অবস্থা ধারণ করে। কোন বস্তুর নির্দিষ্ট অবস্থা পরিমাপ করিতে গেলে ইংরাজীতে তাহাকে বস্তুর ধর্ম (property) বলা হয়। কিন্তু আবার মানুষের ধর্ম বলিলে রিলিজিয়ন (Religion) শব্দকে লক্ষ্য করে। সুতরাং ধর্ম বলিতে গেলেও দেখা যায় তাৎপর্যগত বৈশিষ্ট্য আছে।

সনাতন আর্ষা-ঋষিগণ আত্মধর্মের কথাই বলিয়াছেন এবং সেই আত্মা নিত্য—শাস্ত—অদ্বৈত। এই নিত্য আত্মার ধর্মও চিরন্তন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোয্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ( গী: ২।২৪-২৫ )

[ ( এই ) জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোয্য। ইনি নিত্য, সর্বত্রগামী, স্থির ও অবিচলিত এবং সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অন্বাদি ( জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও বিনাশ হয় না ) রহিত বলিয়া কথিত। অতএব জীবাত্মাকে এই প্রকার অবগত হইয়া শোক করিও না। ] আরও বলিয়াছেন ( গী: ২।২০ ),—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্যমানে শরীরে ॥

[ এই আত্মা কখনও জন্মে না, বা কখনও মরে না অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না । কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, অপক্ষয় রহিত অর্থাৎ নিতানবীন অথচ পুরাতন ; জন্ম-মরণশীল শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনষ্ট নাই । ]

এই নিত্য শাশ্বত আত্মার ধর্ম নিশ্চয়ই জড়বস্তুর সহিত তুলনায়োগ্য নহে । জড়বাদী বিশ্বে দেহ-মন নিয়েই ব্যস্ত—সুতরাং তাহাদের যে ধর্মচিন্তা উহা কালক্ষেপণ । সুতরাং জড়বাদী ও চিত্ততত্ত্বের অনুশীলনকারীর চিন্তাধারা কি করিয়া এক হইবে ? অতএব ধর্মচিন্তায় ভাবধারার ভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক । এক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মই এক বা সমান—আমরা কি করিয়া বলিতে পারি ?

এই দৃশ্যমান জগতে মানুষ-পদব্যাচ্য এক জীববিশেষ থাকিলেও বা দেখিতে পাইলেও প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বা এবং কাহার সহিত কাহার সম্পূর্ণভাবে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না । পরন্তু, কিছু না কিছু ভেদ দৃষ্টি গোচর হয় । তাহা না হইলে এক ব্যক্তির পিতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি একাকার হইয়া এক একজনকে ক্ষেত্রে আর একজন পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা থাকিত । কিন্তু যেহেতু বৈচিত্র্য রয়েছে সেই হেতু ঐক্য মারাত্মক ভ্রান্তির হাত হইতে জীবগণ রেহাই পাইয়াছেন । চিত্ততত্ত্বের ক্ষেত্রেও সেইরূপ পৃথক্ সত্ত্বা ও বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক । কেননা বৈসাদৃশ্য লইয়াই তো সব কিছু ।

চিন্তাধারার দিক দিয়াও বিরাট বাবধান অনুভূত হয় । যেমন আমরা হয়তো বলিতে যাঁই, সবই এক মানুষ । কিন্তু তাহাদের মধ্যে যোগ্যতা, অবদান প্রভৃতি নিশ্চয়ই সকলেরই এক—ইহা দেখা যায় না । সুতরাং যে দিক দিয়াই বিচার করা হউক না কেন, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পাশাপাশি থাকবেই । অতএব সাম্যবাদ কথাটিই একটা নিম্নস্তরের পরিভাষা-বিশেষ । ইহার দ্বারা ভ্রান্ত জীবকে বিভ্রান্ত করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব সত্যের স্থাপনা করা সম্ভব নহে ।

কালের বিবর্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবক্তাগণ আসিয়াছেন তবে তাঁদের অবদানবৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন বিচার অবশ্যই অনুধাবন-যোগ্য । শুধু আর্থাবর্তের বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন আচার্য বা মতস্থাপকগণের জীবন ও প্রচার-ধারা

দেখিলেও সমন্বয়ের মধ্যে তাঁহাদের চিন্তাধারা বৈসাদৃশ্যরূপে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণতাই পরিলক্ষিত হয়। যখন তটস্থ হইয়া আমরা সে-বিষয়ে বিশ্লেষণ করিতে যাইব তখন তারতম্যানুসারে উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হইবে। মানব-সমাজের চিন্তা-ধারার গণ্ডী ক্রমঃপন্থায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিবার জন্তই যেন বিশ্বনিয়ন্তা বিভিন্ন দূত বিভিন্নভাবে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, সবই সমান। কারণ অবদানের তুলনা যেহেতু কখনই এক পর্যায়ভুক্ত নহে। এই যে দিব্যজীবনের পথপ্রদর্শকগণ যে-বাণী কণ্ঠে গিয়েছেন তাঁহাদের সকলের লক্ষ্য মূলতঃ এক নচে — যদিও তাহারা ঈশ্বরেরই প্রেরিত। তবে কেহবা অন্বয় ও কেহবা ব্যতিরেক ভাবে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যই সাধিত করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি সাময়িক প্রয়োজন ও কতকগুলির নিতাপ্রয়োজন আছে। এগুলিকে নিত্য ও নৈমিত্তিক বলা যায়। নৈমিত্তিক ধর্ম্মমতগুলি প্রকারান্ত্রে গোপভাবে নিতাধর্ম্মেরই পরিপোষক। বলিতে কি, এই সাময়িক মতগুলি ব্যতীত নিতাধর্ম্মের সংরক্ষণ বা প্রচার কার্য্য হইত না। এস্থলে আমি ভারতীয় বৈদিকগণের ক্রমপন্থার দিগ্‌দর্শন করিতে যাইতেছি। কারণ পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মগুরুর ধারা বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিবে। তাই যদি কখন সন্যোগ হয় তবে আরও বিষদভাবে আলোচনার আশা রহিল।

সত্যদ্রষ্টা মহাজনগণের কৃপায় জীব ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মগুলিকে পরিত্যাগ করত নিতাধর্ম্মের যাজন করেন। আবার আসুরিক বৃত্তিসমন্বিত ব্যক্তিগণ ভগবানের দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মগুলিরেই অহুশীলন করিতে আগ্রহান্বিত হন। সুতরাং অধিকারের তারতম্যানুসারে সাধকগণ নিজ নিজ পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া স্বাভাবিক পথ বা স্থান লাভ করেন।

চার্কাকের নিরীশ্বরবাদ, শ্রীবুদ্ধদেবের শূন্যবাদ, আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করের ব্রহ্মবাদ এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীনিবাসদিত্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ভক্তিবাদের আলোকপাত করেন তাহা ক্রমপন্থায় নবোদ্ভাসিত দিগন্তের পথ নির্দেশ করিয়াছে। চার্কাকের দুর্নীতিগ্রস্ত নিরীশ্বরবাদ এবং ব্রহ্মণাধর্ম্ম বেদের কর্ম্মকাণ্ড-বহুমাননকারিগণের হিংসাত্মক রক্তের লোলুপতা ভোগী জীবকুল বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া যখন দেবের দোহাই দিয়ে অসংখ্য প্রাণীর রক্তে যজ্ঞবেদী প্লাবিত



করিতেছিলেন তখন জীব-দুঃখে কাতর হইয়া অহিংসার বাণী দান করিতে শ্রীবুদ্ধদেব আসেন। যেহেতু স্বার্থান্বেষী ভোগী মানবগণ বেদের দোহাই দিয়া তাহারা এই নৃশংস কার্য্য করিতেছিলেন, তাই তিনি তাহাদের হাত হইতে বেদ কেড়ে লইবার জন্য বেদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিলেন। চতুর্দিকে প্রবলভাবে বিপুল উৎসাহের সহিত অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। অসংখ্য লোক দলে দলে এই অহিংসায় ব্রতী হইয়া নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

এরপর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগতে আসিলেন। সাধকের নৈতিক জীবনকে ভিত্তি করিয়া জড়েন্দ্রিয়াদির অননুভবনীয় জড়াতিরিক্ত একটি চিৎসত্ত্বার সংবাদ জীবকে প্রদান করিলেন। শ্রীবুদ্ধদেব যে-ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাহাতে যেন গৃহের ভিত্তি নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জড়াতীত চিৎসত্ত্বাকে একমাত্র নিত্য ও অদ্বিতীয়রূপে স্থাপন করিয়া তাহার বেদবেত্ত্ব প্রমাণকল্পে শ্রুতিকে অপৌরুষেয় প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বুদ্ধদেবের অহিংসা-ধর্ম্ম-মত গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ এবং তৎসহ কণ্ঠ-কাণ্ডীয় কুমারিল ভট্টাদির দর্শনকে নিম্নশূন্য করিবার মানসে উহার বিরোধিতা করিয়া প্রবল মতবাদ প্রচার করেন; তৎ ফলস্বরূপে নিরীশ্বরবাদ নিরস্ত হইলে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রায় ক্ষয়মান হইল। বেদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারত পুনরায় সামগানে মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীশঙ্করের এই কার্য্যে দুইটী ফল প্রদান করিলেন, যথা—একটি আত্মরিকবৃত্তি-মোহন-পূর্ব্বক ভক্তিপথ সংরক্ষণ আর অপরটি শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপন করিয়া বেদ-বিচার-দ্বারা ভক্তিপথ দৃঢ়ীকরণ।

তদনন্তর আচার্য্য শঙ্করের স্থাপিত ভিত্তিতে শ্রীরামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্য চতুর্দশ শঙ্করাচার্য্যেরই ভূমিতে আগমন করিয়া ভক্তধর্ম্মের সৌধ-নির্মাণ-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাহারা শ্রীশঙ্করের প্রতিপাদিত শ্রুতির স্বতঃ প্রামাণ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মবিবর্তবাদরূপ ভক্তিবিরোধী মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত-তত্ত্বরূপ অশনি সঙ্কেত করিলেন। মায়াবাদের যশঃপ্রভা মলিন হইয়া পড়িল। কোটী-কোটী নরনারী মায়াবাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃষ্ণদাস্ত অঙ্গীকার করিলেন।

কালের দুর্বার গতির সঙ্গে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে এইবার আসিলেন অনর্পিওচরী উন্নত-রসোজ্জ্বলা স্বভক্তি সমর্পণকারী বরুণাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। পূর্ব পূর্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্তৃক নির্মিত ভক্তি-সোধের উপর রমণীয় শিখর নির্মাণপূর্বক উহা যেন বিচিত্র কারুকার্যে শোভিত করিলেন। সুনিপুণ শিল্পীরাজের হস্তে ভক্তিসোধ প্রেমধারায় স্নাত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল।

সুতরাং ‘যত মত, তত পথ’—অর্থে সকলেরই এক গন্তব্যস্থল ইহা বুঝায় কি? কারণ ‘মত’ এবং ‘পথ’ যদি দুইটিই এক বচনান্ত রূপে স্বীকার করা হয় তবে উহা স্বীকার্য্য হইতে পারে। কিন্তু ‘যত’ এবং ‘তত’ দুই-ই সম বচনান্ত অর্থাৎ বহুবচনান্ত। এ ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থল এক বচনান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইলে আর পথ বহু বচনান্ত বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয় তবে কথার সামঞ্জস্য কোথায়? সুতরাং উক্ত কথার তাৎপর্য্য থাকিলেও কার্য্যতঃ উহা কত জনে স্বীকার করেন? অতএব ভাষা যেখানে ভাবের অভিব্যক্তি সেক্ষেত্রে তাহার সঙ্গতি অবশ্যই স্বীকার্য্য।

পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই যে, আমরা হুজুর্গে না মাতিয়া বিষয়-বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবগুলি বিচার-বিবেচনাপূর্বক যেন তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। জগতে বহু ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে তার দোষ-গুণ (Merits & demerits) বিচার করিয়া তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা বিবেচনা না করিয়া সবই এক—ইহা বলিবার কতটুকু যৌক্তিকতা রয়েছে তাহা সুধীর্ষই বিচার করিবেন। আমার অনিচ্ছাকৃত ধৃষ্টতা মার্জনা করিতে বিনীত নিবেদন জানাই।

“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥”

“দন্তে নিধায় ত্বণকং পদয়োনিপত্য

কৃষা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-

গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥”

—স্বামী ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য

# দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর )

## ভগবানের ভগবত্তার পরিচয়

অনেকস্থলে দেখা যায়, ভগবান্ নিজ ঐকান্তিক ভক্তগণকে বিষতুল্য বিষয় একেবারে না দিয়া শুধু ভজনানন্দেই তাঁহাকে ভরপুর রাখেন। ভগবানের পরম ভক্ত শ্রীবিহর মহাশয় তাহার প্রমাণ। তিনি ভিক্ষার দ্বারা নিত্য জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। কখনও নিজে ধনাদি প্রার্থনা করেন নাই। ভগবানও তাঁহাকে তাহা দেন নাই। ভগবানের এই যে কোন ভক্তকে রাজ্যাদি দান, আবার কোন ভক্তকে দারিদ্র্য-দুঃখমধ্যে রাখা—উভয়ই তাঁহার কৃপা নামে অভিহিত; এবং ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। “কর্তুমতুর্মম্বথাকর্তুঃ সমর্থঃ ঈশ্বরঃ”—তিনি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন এবং দিয়াও ফিরাইয়া লইতে পারেন।

এই ভগবদ্-ভজন-বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্তস্বল রাজা উত্তানপাদ-পুত্র ক্রবই রহিয়াছেন। তিনি শুধু রাজ্য-কামনায় ভগদ্ভজন করিয়াছিলেন; ভগবান্ তাঁহাকে রাজ্য ও শ্রীচরণপদ্মরূপ ক্রবলোকে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিয়া-ছিলেন। হরিভক্তিস্বধোদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রবের বাক্য হইতেই তাহার কৃতার্থতা ও ভগবদ্ভজনের বৈশিষ্ট্য—এই দুইটি বিষয়ের সকল প্রশ্নেরই সমাধান হইয়া যায়। যথা,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহম্ ।  
কাচং বিচিন্ময়পি দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে ॥

( হঃ সূঃ ৭।২৮ )

ক্রব কহিলেন,—হে প্রভো! আমি রাজ্য-সুখাভিলাষী হইয়া আপনার তপশ্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কারণ তদতিরিক্ত অপর কোনও সুখ আছে বলিয়াই আমি জানিতাম না। আমি ঘোর বিষয়ী ও কামী হইয়া আপনার ভজনে রত হইলেও শ্রীনারদের মত সৎগুরুর কৃপায় দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের হুপ্রাপ্য আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে দীনদয়ার্জ প্রভো! আজ কাচ সংগ্রহ করিতে যাইয়াও আমি দিব্যরত্ন-স্বরূপ আপনাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বস্তু-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন আমার তুচ্ছ জাগতিক বিষয়-কামনারূপ ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। অতএব, হে দয়াময়! সম্প্রতি আমি আর কোন বস্তুই প্রার্থনা করিব না। আপনার শ্রীচরণ-সেবাই আমার একমাত্র কাম্য জানিবেন।



## ভগবৎ-সেবাই শুদ্ধভক্তের একমাত্র প্রার্থনীয়

পূর্ব সংখ্যায় প্রদর্শিত অনন্তভাবে ভগবৎ-ভক্তনের এই যে যোগ-ক্ষেম লাভরূপ ফল, শুদ্ধভক্ত-ভূমিকায় আকৃষ্ট বিবেকী ভক্তগণ কিন্তু উহার হেয়ত্ব-বোধে ভগবৎ-প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করিতে চান না। প্রথমতঃ ক্রব সে-স্তরে আরোহণ করেন নাই, এইরূপ অভিনয় করিয়াই রাজ্যাভিলাষী হইয়াছিলেন। নারদের শ্রীয়া সৎগুরুর কৃপার ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয়ে বিস্তৃদ্ধ ভক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবারূপ :শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়াছিলেন। পরে ভগবানের অহুরোধে বা আদেশে তাঁহার প্রীতির জন্য যোগ-ক্ষেমরূপ রাজ্যসুখ স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। নির্বিশিষ্টারে ভগবদাদেশ পালন করাই ভক্তের একমাত্র কর্তব্য। সুতরাং ক্রব তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবদাদেশ পালন-রূপ সেবা করিয়াছিলেন।

কঠোপনিষদে যোগ-ক্ষেম সম্বন্ধে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। যথা,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥

( কঠ ১।২।২ )

এ-জগতে ‘শ্রেয়ঃ’ ও ‘প্রেয়ঃ’ নামে দুইটি বস্তুই মানুষের আশ্রয়নীয় রহিয়াছে। বুদ্ধিমান জনগণ উভয়ের পরিণাম সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ ‘শ্রেয়ঃ’ বস্তুটি মুক্তির কারণ এবং ‘প্রেয়ঃ’ বস্তুটি বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। সুতরাং তাঁহারা প্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করেন। বিবেকহীন মন্দবুদ্ধি জনগণ পুনরায় শ্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া যোগ-ক্ষেমরূপ ‘প্রেয়ঃ’ বস্তুকে বরণ করেন।

এই পরম কল্যাণদায়ক শ্রেয়োলাভের চেষ্টাই যে সকলের করণীয়, তাহা শ্রীগদ্গাংগবতেও ( ১।১।২২ ) নির্দেশ করিয়াছেন।—

লব্ধ্বা স্তুর্লভমিদং বহুসমুত্তমং, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ॥

তুর্গং যতেত ন পতেদমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥

অনেক জন্মের পর এই স্তুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করা হইয়াছে। এই মানব-জন্ম অনিত্য হইলেও সম্যক্ পরমার্থ-প্রদানকারী। বিষয়-ভোগ পূর্ব পূর্ব জন্মে যথেষ্টই হইয়াছে ও পরে হইবে ; সেইজন্য ধীরবুদ্ধি জনগণ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এবং মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত পরম-কল্যাণ লাভের নিমিত্তই চেষ্টা করিবেন।

### সর্বফল-কামনায় একমাত্র শ্রীহরিই আরাধ্য

অনন্তভাবে ভগবন্তুজনের বৈশিষ্ট্য পূর্ব পূর্ব সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অন্য দেবতার ভজনে প্রকৃত সুফল লাভ হয় না জানিয়া সকাম অবস্থাতেও ভগবন্তুজনই মানবের একমাত্র করণীয়রূপে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক-দেবও নির্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীত্রেণ ভক্তিয়োগেন যত্নেত পুরুষঃ পরম ॥ ( ভাঃ ২।৩।১০ )

অর্থাৎ—একান্ত ভক্ত, স্ত্রী-পুত্র-ধন-স্বর্গাদি যে-কোনও কামনায়ুক্ত এবং মোক্ষকামী পণ্ডিত সকল যুবুদ্ধিজনগণই ঐচ্ছাস্থিক ভক্তিয়োগের সহিত পরম-পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ভজন করিবেন।

অন্য দেবতার ভজন পরম মঙ্গলদায়ক নহে। কারণ সে-সকল দেবতাগণ আশু সেই সেই ফলদাতা হইলেও সে-সকল ফল ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাঁহাদের আরাধনায় ক্ষণভঙ্গুর অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইলেও, পরমার্থ-লাভে বঞ্চিত হয় মনে করিয়াই সর্বত্র ঋষি শ্রীশুকদেব নানাদেবতার ভজনে নানারূপ ফল নির্দেশ করিয়া উপসংহারে এই শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন। এই শ্লোকস্থ মোক্ষকামীর মুক্তি-কামনাটি সর্বকামান্তর্গত হইলেও, যুমুক্ষুগণ নিজকে নিষ্কাম বলিয়াই অভিমান করেন। তাঁহাদের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্ত ঋষিগণ পৃথক-উক্তির দ্বারা মুক্তি কামনার সকামত্বই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বেদে দেবতাকাণ্ডে এবং পুরাণাদিতে নানা দেবতার্চন ও তাহার ফলশ্রুতি ভূয়োভূয়ঃ বর্তমান রহিয়াছে। সর্বাবস্থায় ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য হইলে, সে-সকল বেদ-পুরাণ-বাক্যাদি কি নিরর্থক হইবে? তদ্বত্তরে বক্তব্য এষ্ট যে—বেদ-পুরাণাদির ঐ সকল বাণী তত্ত্বৎ অধিকারিগণের চিত্ত মার্জিত করিয়া সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিপথে প্রবেশের ক্রমোপান মাত্র; অবশ্য-কর্তব্য বা নিত্য-কর্তব্যরূপ চরম উপদেশ নহে। পিতা যেমন ছুটে পুত্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্ত মিষ্ট লড্ডু-কাদি-দানের লোভ দেখাইয়া তিক্ত রস পান করাষ্টয়া থাকেন, সেইরূপ বেদ-পুরাণও অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখ সর্বদা বিষয়াসক্ত মানবগণকে প্রথমতঃ তাহাদের আশু ভোগের বস্তু প্রদানকারী নানা দেবতার উপাসনার উল্লেখদ্বারা ভজন-প্রবৃত্তিটি জাগাইয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার হেয়ত্ব নির্ণয়পূর্বক হরিভজনেরই সর্বত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভূবি সম্পদাম্ ।

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ । ( ভাঃ ১০।৮।১১ )

অর্থাৎ— শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবনই মানবগণের স্বর্গস্থ, মর্ত্তস্থ ও পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-ভোগ, সর্বপ্রকার সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভের একমাত্র মূল কারণস্বরূপ হইয়া থাকে ।

### শ্রীহারির প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি

পূর্ব পূর্ব যুগেও যাগ-যজ্ঞাদি বা অন্ত-দেবতার্চনাদি সমস্ত কার্য্যই সর্ব-মূলাধার শ্রীহারির প্রীতার্থে অনুষ্ঠিত হইত ; যেহেতু তাহার প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন । যথা,—

প্রীযতাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযেজ্ঞধরো हरिः ।

তাম্যন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥ ( মৎস্ত পুঃ )

হে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহারি, আপনি যজ্ঞাদি সকল কার্য্যে একমাত্র ঈশ্বর । অতএব আমার এই কৃতকার্য্যের দ্বারা আপনি প্রীত হউন । আপনি তুষ্ট হইলেই সর্বজগৎ তুষ্টিলাভ করে, এবং আপনি প্রীত হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই প্রীতি-বিধান হইয়া থাকে ।

এই বিষয়ে বহু বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায়— কুরুরাজ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনবাসে পাঠাইয়াও তুষ্ট হন নাই ; তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে একদিন শশিষ্ঠ দুর্য্যাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর আহারান্তে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করেন । সে-মতে দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্য্যাসা ঋষি পাণ্ডব-শিবিরে দ্রৌপদীর ভোজনাগ্নে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে পর, পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন । সকলে মিলিয়া আকুলপ্রাণে তাহাকে ডাকার ফলে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজে-দের উপস্থিত বিপদের কথা নিবেদন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সে-বিষয়ে কোন কিছুই না বলিয়া নিজে অত্যন্ত ক্ষুধিতের অভিনয়পূর্বক রন্ধনপাত্র-সংলগ্ন একটা অন্নের কণিকা ও শাক-কণিকা ভোজন করিয়া তৃপ্তির ঈদগার দিবার সঙ্গে সঙ্গে শশিষ্ঠ দুর্য্যাসার ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল । তাহাদের আর জল-বিন্দু গ্রহণের শক্তি রহিল না ।

আরও দেখা যায়,—রাজা উত্তানপাদ-পুত্র ঋষ পিতার ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে দেখিয়া নিজেও পিতৃক্রোড়ে বসিতে চাহিলেন । রাজার অতীব



আদরিণী পত্নী সুরুচি, সতীনী-পুত্র তাহার পুত্রের স্থান অধিকার করিতে চাহে দেখিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে ধ্রুব ! যদি রাজকোণ্ডে বা রাজসিংহাসনে বসিতে বাসনা থাকে, তবে শ্রীহরির আরাধনা করত আমার উদরে জন্মগ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। আদরিণী পত্নীর ভয়ে রাজা উত্তানপাদ কিছুই বলিলেন না এবং পুত্রকেও কোণ্ডে করিলেন না। ধ্রুব ক্রন্দন করিতে করিতে সুনীতি মায়ের কাছে উপস্থিত হইলে পর, মাতা সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—ধ্রুব, সুরুচির কথা সত্য, তুমি হরিভজন করিলে তৎকৃত্য এই জন্মেই তোমার পিতার রাজ্য হইতেও উত্তম রাজ্যের অধিশ্বর হইতে পারিবে।

মাতার কথায় পাঁচ বৎসরের শিশু শ্রীহরিভক্তের ঐকান্তিকতা লইয়া বনে গমন করিলেন। তাহার হরিভক্তের ঐক্য আগ্রহাতিশয়ের ফলেই দেবর্ষি নারদ কৃপা করিয়া তাহাকে দীক্ষা দানপূর্বক ভজন-প্রণালীর উপদেশ করিলেন। সে-মতে ধ্রুব কায়িক উপবাসাদি কঠোরতার সহিত মন্ত্রজপ করিবার ফলে ছয় মাস মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবদর্শন লাভ করেন। তখন জাগতিক ভোগের হেয়ত্ব বোধ করিয়া ধ্রুব ভগবৎ-সেবা প্রার্থনা করিলেও ভগবানের আদেশে কিছুদিন রাজ্য পরিচালনাদি রাজসুখ-ভোগের জন্য যখন পিতৃরাজ্যে আগমন করেন সেই সময় সুরুচি, যিনি পূর্বে সতীনী-পুত্র বলিয়া বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন আজ তিনি শত্রুতা ভুলিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। ইহার মূলে ‘তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্’ এই শাস্ত্র-বাণীরই সত্যতা প্রমানিত হইতেছে।

### শ্রীহরির পূজাতেই সকলের পূজা ও তুষ্টি

ভগবানের মায়ামুগ্ধ জীব-নিচয়মধ্যে মানবগণেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তন্মধ্যে সোভাগাক্রমে যদি কোনও মানব সৎগুরুর যাদৃচ্ছিকী কৃপা লাভ করিয়া একমাত্র ভগবৎ পূজাদিতে রত হন, তবে তাঁহার আর অন্য কাহারও পৃথক্ভাবে পূজা করিতে হয় না। ভগবৎ পূজাতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলের পূজা ও তুষ্টি বিধান হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুসামল-সংহিতায় ইহা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

তুষ্টা ভবন্তি ঋষি-ভূত-সলোকপালাঃ

সর্কে গ্রহাস্তরণি-সোম-কুজাদিমুখ্যাঃ

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ—ঐহারা পূজার দ্বারা দেবতাসকল, পিতৃগণ, ঋষিগণ, ভূতসকল, ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ, সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলাদি স্বগণসহিত নবগ্রহগণ এবং বৈশ্বা-কাদি যাতৃগ্রহ-বালগ্রহ প্রভৃতি সমুদয় গ্রহগণ সকলেই সম্পূর্ণরূপে পূজিত ও পরিতুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজন করি।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাবতত্ত্ব একটি সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

যথা তরোমূল-নিষেচনেন, তপাস্তি তৎস্কন্ধ-ভূঞোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাস্ত যথেন্দ্রিয়ানাং, তথৈব সর্ব্বাইণমচূতেজা ॥ (ভাঃ ৪।৩।১৪)

যে রূপ বৃক্ষের মূলদেশে স্পষ্টরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং মূলদেশ বাতীত গির্জিত স্থানে পৃথকভাবে জলসেচন করিলে সকলে শুকাইয়া যায়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে অর্থাৎ অনাদি উদরস্থ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই যে রূপ তৃপ্তি সাধিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক পৃথকভাবে অন্ন লেপন দ্বারা কাহারও তৃপ্তি বিহিত হয় না। সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বমূলাধার শ্রীভগবানের পূজার দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে; তাহাদের আর পৃথক পৃথক পূজার প্রয়োজন হয় না। শ্রীস্কন্দ-পুরাণেও তাহাই বর্ণন করিতেছেন। যথা,—

অর্চিতং দেবদেবেশ অজ-শঙ্খ-গদাধরে।

অর্চিতাঃ পিতরো দেবা যতঃ সর্ব্বময়ো हरिः ॥

অর্থাৎ—পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অর্চিত হইলে দেবগণ এবং পিতৃগণ সকলেই অর্চিত হন, যেহেতু শ্রীহরি সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সকলের মূল-স্বরূপ হন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বীয় উত্তর গীতায়ও স্বয়ং ভগবানের এইরূপ উক্তি দেখা যায়। যথা,—

দেবাদীনাঞ্চ পূজোহহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।

মৎপূজনেন সর্ব্বর্থে। স্যাস্কং নাত্র সংশয়ঃ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—ও অর্জুন! আমি তেত্রিশ কোটি দেবতাগণের, ঋষিসকলের, পিতৃগণের, দৈত্য-দানবাদি অশুরগণের, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের, আশ্রমীমাত্রের অন্ত্যাজাদি সকল জাতিরই একমাত্র পূজনীয় জানিবে। অতএব আমার পূজাতেই ইহাদের সকলের নিশ্চিতরূপে পূজা সিদ্ধ হয়। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তবে যদি কোমলশ্রদ্ধ কোনও ভক্ত ভক্তিমার্গে প্রবেশার্থ অশ্রুদেবে ঈশ্বর-বুদ্ধিরহিত হইয়া ভগবদ্বিভূতিকে তাহাদিগকে জানিয়া ভগবৎ প্রসাদাদির দ্বারা তাহাদের অর্চনাদি করেন, তথাপি সেই সেই দেবতার নিকট ধন-পুত্র-কলত্রাদি প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিবেন। ‘অশ্রুদেবে মাগি নিবে কৃষ্ণভক্তি-বর’।

সেইরূপ গৃহস্থ-বৈষ্ণব লোকনিন্দাদি নিবারণার্থ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হইলেও ভগবৎ প্রসাদান্নাদি দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। কখনও স্মার্ত্তমত-অবলম্বীদিগের মত আমিষাদি দিবেন না এবং একাদশ্যাদি উপবাস-দিবসে শ্রাদ্ধ করিবেন না। এই বিষয় পত্রিকায় পূর্বে বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

### শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পিতৃশ্রাদ্ধাদি ও অন্ত দেবতার্চনাদি বর্জনীয়

শুদ্ধ-ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবের একমাত্র সেবা শ্রীহরির অর্চন-বন্দনাদি, মন্ত্র-জপ, লীলাকথা-শ্রবণাদি এবং ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পূজাদি ব্যতীত অন্ত কোনও কৃত্য নাই। বরং তাহার পক্ষে অশ্রুদেবতার্চনাদি, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, অভিলষিত ফল-কামনাপূর্বক সঙ্কল্প-বাক্যাদি এবং কুশধারণ প্রভৃতি বহু কার্য্যই বর্জনীয়রূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃ-দেবতার্চনাদিকম্।

বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্যাৎ কুশধারণম্ ॥ ( স্কন্দ পুঃ রেবাখণ্ড )

অর্থাৎ—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মানবমাত্রেরই অভিলষিত ফল কামনাপূর্বক সঙ্কল্প-বাক্য, সেইরূপ ভূমাদি দান, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, গণেশাদি সকল দেবতাগণের পূজা, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি নামাপরাধজনক সমস্ত কর্ম্ম, কুশধারণ এবং ভগবদ্বাক্ত্যে নিষিদ্ধ অশ্রুদেবতার প্রসাদ-নির্ম্মালাদি গ্রহণ-রূপ নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম্ম, সে-সকলই অকরণীয় জানিবে। এ বিষয়ে বশিষ্ঠ-সংহিতায়ও দেখা যায়,—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।

দৈবং কর্ম্ম তথা পৈতৃং ন কুর্যাৎ বৈষ্ণবো গৃহী ॥

অর্থাৎ—বৈষ্ণব গৃহস্থগণ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্ম, দান, সঙ্কল্প, দেবতার্চন ও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবেন না।



রুদ্রযামলেও বর্ণিত আছে,—বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুভিন্ন অপর দেবতার যদি মনে মনেও পূজা করেন, তাহা হইলে এই অপরাধ-হেতু তিনি নিশ্চিত অধঃপতিত হন। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলেন—শুদ্ধবৈষ্ণব কুশধারণ, সঙ্কল্প আচরণ, কামা-মার্গের অনুসরণ ও শিবাদি দেবতার পূজার অনুষ্ঠান—এসকল কিছুই করিবেন না।

পদ্মপুরাণও বলিতেছেন,—শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত (স্মার্ত্ত-বিধানোক্ত), যাগ-যজ্ঞাদি কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু ভগবৎ পূজার আনুসঙ্গিক বৈষ্ণবের পূজা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের সেবক সর্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র। বৈষ্ণব কুশধারণ করিবেন না এবং কামনামুক্ত সঙ্কল্পশূন্য হইবেন, কারণ তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি রহিয়াছেন। বৈষ্ণব অল্প দেবতাগণের পূজা করিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না। তাঁহাদিগের গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট ভোজন কিছুই করিবেন না। হে নারদ! অনন্ত-শরণ, নিষ্ঠাবান্, মননশীল বৈষ্ণব অল্পদেব-সেবকের সমস্ত পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক বর্জন করিবেন। শ্রীসনৎকুমার সংহিতায়ও দেখা যায়,—

নান্যঞ্চ পূজয়েদেবং ন নমোত স্মরেন চ।

ন পশ্যেত চ গায়েচ্চ ন চ নিন্দেৎ কদাচন ॥

নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত নান্নশেষঞ্চ ধারয়েৎ।

অবৈষ্ণবানাং সন্তাষা বন্দনাদি বিবর্জয়েৎ।

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কখনও অল্পদেবতার পূজা, প্রণাম, স্মরণ, দর্শন, গান, স্তুতি, নিন্দা, এসকলের কিছুই করিবেন না এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অবশেষ নির্য্যাসাদি ধারণ সমস্তই তাগ করিবেন। এবং অবৈষ্ণব-মানব-গণের সহিত সন্তাষণ-বন্দনাদি পর্য্যন্ত বর্জন করিবেন।

বৈষ্ণবগণ কাহারও নিকট ঋণী নহেন

অত্রাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে—মহুসংহিতায় প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র বা প্রামাণ্য পুরাণাদি-শাস্ত্রে দেখা যায়,—ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণাশ্রমী জন্মমাত্রেই নানা স্থানে ঋণী হইয়া থাকে এবং তাহাদের অধীনত্ব লাভ করে। যথা,—

দেবতা-পিতৃ-বন্ধুনামৃষি-ভূত-নৃণাস্তথা।

ঋণী স্মাস্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ ॥ (বিষ্ণু সংহিতা)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত যে-কোনও মনুষ্য জন্মমাত্রেই দেবতাগণ, পিতৃগণ, পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুগণ, ঋষিসকল, অপর সর্বপ্রাণিগণ ও মনুষ্য (অতিথি) সকল—এই ছয়টি স্থানে ঋণী হইয়া থাকে। এবং তাহাদের সম্বন্ধে কর্তব্য

আচরণের দ্বারা সকলের অধীনত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে এইসকল ঋণ-মুক্তির উপায়ও বলা হইয়াছে। যথা,—

ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীগাং পাঠকর্মণা ।

সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যদ্বারা দেবঋণ, বেদাদিপাঠের দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্র উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া সম্মানাদি গ্রহণ করিবে। সেই-রূপ : আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণে বন্ধুঋণ, পশুপক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি দানরূপ ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূতঋণ এবং অতিথি সংকারাদি কার্য্যদ্বারা মেহুযজ্ঞ উত্তীর্ণ হইতে হয়। নতুবা এই সকল অবশ্য-কর্তব্য কার্য্য অকরণ-জন্য নিশ্চয়ই গৃহস্থাশ্রমী মানবমাত্রই পাপভাগী হইবেন।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কর্তব্য এই যে, ভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ঐকান্তিক-ভাবে ভজননিষ্ঠ গৃহস্থাদি বর্ণাশ্রমী ভিন্ন সাধারণ স্মার্তমতাবলম্বী বর্ণাশ্রমীর জন্যই সেইসকল শাস্ত্রবচন প্রযোজ্য। বিমুক্তক এবং নিত্যভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবের যে এ'সব কিছুই করিতে নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই তাহা বর্ণন করিতেছেন। যথা,—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মুণী চ রাজন্ ।

সর্ব্বাঙ্গনা যঃ শরণং শরণ্যং মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ( ভাঃ ১১।৫।৪১ )

অর্থাৎ, করভাজন ঋষি বলিতেছেন,—ওহে নিমি মহারাজ, যিনি শুদ্ধভক্তের ভূমিকায় আকৃষ্ট হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করত সর্ব্বতো-ভাবে একমাত্র আশ্রয়ণীয় মুকুন্দেরই শরণাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবদ্-ভজন-নিষ্ঠ; তিনি দেবতাগণ, ঋষিগণ, ভূত-সকল, স্ত্রী-পুত্রাদি আপুজন, অতিথি বা অভ্যাগতজন ও পিতৃগণ এই সকলের কাহারও নিকট ঋণী নহেন এবং তিনি তাঁহাদের কিঙ্করও হন না। এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য দ্বারা শুদ্ধভক্তগণের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত অবশ্য করণীয়রূপে বিহিত কর্ম্মের অকর্ত্তব্যত্ব উক্ত হইল।

**অনন্তভক্তের পাপাদি অনর্থ বিঘ্নকারী হয় না**

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে,—এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেরই 'ন কর্ম্মণামনারস্তারৈকর্মাং পুরুষোহশ্নুতে' ইত্যাদি শ্রীগীতাবাক্য এবং 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বাণীত ন নির্বিঘ্নেত যাবতা' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের দ্বারা ভগবান্ নিজেই অবশ্য-করণীয়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার বাক্যের অত্থা আচরণে নিশ্চই সেবাপরাধী হইতে হইবে। এইরূপ সাধারণ কর্ম্মিগণের

কর্ম্মাসক্তিরূপ ভ্রান্তি নির্মূল করিবার জন্তই নিমি রাজের অন্তরে এইপ্রকার প্রশ্নোদয় হইলে করভাজন ঋষি রাজার প্রশ্নের কথা স্বতঃই অন্তরে জানিয়া অনন্তভক্তের যদি কখনও কোন নিষিদ্ধ (পাপ) বা সেবাপরাধ-জনক কর্ম্ম দৈবাৎ হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার তজ্জন্য স্মার্ত্তবিধানোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজন নাই, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন । যথা,—

স্বপাদমূলং ভক্ততঃ প্রিয়ম্ভু, তাক্তানু ভাবম্ভু হরিঃ পরেশঃ ।

বিকর্ম্ম যচ্চোৎপত্তিতং কথঞ্চিদ্, ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সগ্নিবিষ্টে ॥

( ভাঃ ১১।৫।৪২ )

অর্থাৎ—যিনি অনন্তভাবে ভগবানের পদকমলযুগলের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্তের এই সকল নিত্যনৈমিত্তিকাদি বিহিত কর্ম্মের অকরণে কোনও পাপই হয় না । নিষিদ্ধ মহাপাতকাদি পাপকর্ম্ম-জন্ত পাপ, এবং ভগবদাদেশাদি লঙ্ঘন জন্ত সেবাপরাধ না হইবার কারণ কি ? তদ্ব্তরে ঋষি বলিতেছেন,—শ্রীভগবান্—‘হরি’ অর্থাৎ পাপাদি হরণকারী । এবং তিনি ‘পরেশ’ । ‘পরেশ’ শব্দের তাৎপর্য্য, পরশমণি যেমন স্পর্শমাত্র লৌহকেও স্বর্ণে পরিণত করে, সেইরূপ ভক্তের হৃদয়স্থ ভগবান্ পাপী-তাপী সকলকেই স্বতুল্য পবিত্র করিয়া থাকেন । অর্থাৎ ভক্তের যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মাদি জন্ত পাপাদি উপস্থিত হয়, তখন ভক্তের হৃদয়স্থিত ভগবান্ তাঁহার সে পাপাদি তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া তাঁহাকে বিস্তৃত স্ফটিকবৎ নির্মূল করেন । এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেশো মোক্ষয়িষ্যামি মা স্তুচ ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে পূর্ব্বশ্লোকে একমাত্র তাঁহারই পূজা, চিন্তা, সেবন ও প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করত গীতার সার বাণীক্ৰমে সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন,—হে অর্জুন, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি বিধি-বাক্যের কিঙ্করত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই তোমার সকল কৃত্য সম্পন্ন হইবে । কর্ম্মত্যাগ জন্ত পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না । তথাপি যদি পাপ হইবে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও আমি তোমাকে সেইসকল পাপ হইতে মুক্তিদান করিব । ( ক্রমশঃ )



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি  
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
**১৪শ বর্ষপূর্তি বিরহ-মহোৎসব**

শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক চিহ্নিলাস আচার্য্যভাস্কর  
বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু নিত্যলীলা-  
প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীকৃপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী  
ঠাকুরের অন্ততম প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীচৈতন্যম্নাথ দশম অবন্তন আচার্য্য-



কেশবী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব  
গোস্বামী মহারাজের চতুর্দশ-বর্ষপূর্তি তিরোভাব-মহামহোৎসব বিগত  
৩০ পদ্মনাভ, ১৪ কা্তিক ( ইং ১৯১১৮২ ) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত  
সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীনেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ অ-ডম্বরের  
সহিত উদযাপিত হইয়াছে ।

এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টিজনিত যে বিষাদের চায়া জন-জীবনে  
প্রতিফলিত হইয়াছে তৎসহ এই বিরহ-বেদনা যেন আরও গভীরতম  
অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে । তাহার বিরহ-বাথা ভক্তহৃদয়কে যেক্রপ দন্ধিভূত  
করিতেছিল, তৎসহ প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাত তদীয় বিরহ-জ্বালাকে বার-

বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তজ্জন্তই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ এই বিরহ-মহোৎসব সজ্জনস্বধী তথা ভক্তবৃন্দ ব্যতীতও দীন-দরিদ্র অনাথ-দুঃস্থ প্রভৃতি সকলপ্রকার জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রসাদ বিতরণের জন্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিরহ-তিথি উদযাপন উপলক্ষে ১৩ কার্তিক (ইং ৩১।১০।৮২) রবিবার হইতেই বিশেষভাবে প্রস্তুতি লওয়া হয়। আশ্রমের প্রবেশদ্বার পত্র-পুষ্প-পতাকা-কদলীবৃক্ষ-রোপণ, ঘটপাণন প্রভৃতি মাস্তুলিক কার্যাদি অমুষ্ঠান করা হইলে সন্ধ্যায় অধিবাস-উৎসব উদযাপন ব্যতীত অনিচ্ছা-হরণ কৌর্টন-সদনে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার উদ্বোধনীর ভাষণে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ সমিতির সেবকবৃন্দকে উদ্বোধনাময়ী এক ভাষণে বলেন যে, অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যধামে প্রয়াণ করিলে বাহ্যত যদিও আমরা তাঁহার স্মরণ দর্শন পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার আদেশ-নির্দেশ হৃদয়ে ধারণ করত আমরা যদি সেবায় ব্রতী হই তবে নিশ্চয়ই তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণ করা হইবে। কাহারো প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মানেই তাঁহার আদেশ-নির্দেশ পালন ও তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণে ব্রতী হওয়া। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব বলেছিলেন,—এই সংসার-সাগর হইতে মায়াবদ্ধ জীবগণকে উত্তোলনের বা উদ্ধারের জন্য আমরা সকলে শ্রীহরিজনগণের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

ভারতভূমিতে জন্ম হইল যাহার।

জন্ম সার্থক করি কর পরোপকার ॥

স্মরণ্যং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, অন্যের উপকার বা মঙ্গল করিতে গেলে তৎপূর্ব্ব নিজেই ক্ষমতা বা অধিকার অর্জন করিতে হইবে। তজ্জন্ত সেবায় জীবন লাভ করত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপালাভের জন্য সেবায় অতদ্ব্যপ্রহরিক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করা কর্তব্য। “অন্তর নিষ্ঠা করি কর বাহ্য-ব্যবহার।” শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতময় বাণী হৃদয়ে ধারণ করত নিজপটে পরোপকারার্থে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হ’বে। এর জন্ত চাই অনলস সাধনা—বিরামহীন ধৈর্য্য।

স্বরূপ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জনসমাজের প্রকৃত মিলনের জাগরণ আসিবে না। এর জন্ত আগাদের প্রত্যেকের নিকট এগিয়ে যেতে হবে; তাঁদেরকে দিতে হবে অমৃতের বাণী—তাহাদিগকে জানাইতে হইবে ‘জীবগণ,

আমরা অমৃতের সম্ভান'। জড়ীয় ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্তু আমাদের জীবনে  
বৃন্দ, প্রবঞ্চনা—ইহাদ্বারা নিত্যাশান্তি তো আসিবেই না পরন্তু সাময়িক শান্তি  
আসাও ছুঁকর। কেননা নিজেকে অণুর জন্য বিলিয়ে দিতে না পারিলে  
অন্যের কি উপকার করা যেতে পারে? মায়াবদ্ধ জীবনিচয় অজ্ঞানতাক্রপ  
কুহলিকায় পতীত রয়েছে—তাহাদিগকে জাগরণের বাণী শুনাইতে হইবে।  
কিন্তু তাহারা এমন কি শুনিবেন? এই জন্য ও বুদ্ধক্ষু, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকটেও  
ছুটে গিয়ে কাহাকেও বা মহাপ্রসাদ দান করিয়া ভগবানের অসমোদ্ধ দয়ার  
নিদর্শন দেখাইতে হইবে, আর কাহাকেও বা ভগবানের অসীম প্রেমের কথা  
জানাইতে হইবে। আমরা শুধু খেয়ে নিলাম আর মল পরিত্যাগ করিলাম—  
এইরূপ খাওয়া ও বিষ্ঠাত্যাগ নিয়াই বাস্তব থাকে যথার্থ মানবের কর্তব্য নহে।

এই জন্যই শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাক্ষ সামান্তমেতৎ পশুভিনরানাম্।

ধর্মহিতেষামাধিক বিশেষো ধর্মহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

এক্ষেত্রে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু  
আহার-নিদ্রা-ভয় ও কাম-ক্রিয়া লইয়া থাকা মানেই পশুতুল্য বা ইতরবৃত্তি।  
কিন্তু ধর্মযাত্রনই মানবরূপী জীবের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং জগতে বাঁচিয়া থাকিতে  
গেলে বা জীবিকা-নির্বাহের জন্য খাদ্যাদি গ্রহণ করিলেও মানব সমাজের  
ঠিকাতাই কর্তব্য শেষ হয় না। ইহারা উন্নতচিন্তা লইয়া জড়-জগতের চিন্তা  
ব্যতীতও স্মৃতিচিন্তায় বিভাবিত হইবেন ইহা সর্বতোভাবে কাম্য।

প্রভুপাদ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন,—  
‘এক বিষয়াক্ত ব্যক্তিকে আত্মচেতনা করিতে গেলে গ্যালন গ্যালন রক্ত নষ্ট  
করিতে হয়, তবেই হয়তো স্মৃতিবলে হরিভজন-পিপাসু হন। এমনতাবস্থায়  
শুধু খাও-দাও আর আনন্দ কর—এরূপ বিচার গ্রহণযোগ্য নহে।

তাহার দীর্ঘ ভাষণকালে তিনি বলেন,—আমরা সমাজের সেবা করব  
ঠিকই, কিন্তু ইহা এমনভাবে করব যাহা ভগবৎসেবার অনুকূল হইবে। নৈতিক-  
জীবন সমাজকে আনন্দ দান করিতে পারে—শান্তি দিতে পারে; কিন্তু  
উচ্ছৃঙ্খল জীবন সমাজ-জীবনকে উদ্বিগ্ন প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং সমাজ-  
সেবার নামে যেন ব্যভিচারিতার উদ্ভব না হয়—সেদিকেও সজাগ থাকা  
বাস্তবীয়। পরিশেষে মহাজন-গীতি কীর্তনান্তে সভা সমাপ্ত হয়।

১লা নভেম্বর ব্রাহ্মমূর্ত্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-  
বন্দনা, পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক-বন্দনা, বিরহ-সূচক কীর্তনাদি হইলে বাণী-সংরক্ষণ যন্ত্র



সাহায্যে শ্রীল গুরু মহারাজের হরিকথা পরিবেশিত হয়। মধ্যাহ্নের পূর্ব মুহূর্তে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিপীঠে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণান্তে বিশেষ ভোগ নিবেদিত হইলে মধ্যাহ্নারতি সমাপ্ত করিয়া নিমন্ত্ৰিত বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জন-সুধী ভক্তবৃন্দ তথা আগত দীন-দুঃখী সকলকেই অকাতরে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আগত সত্তর সত্তর জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদিগের শুধু ক্ষুধিবৃত্তি নিবারণেরই উদ্দেশ্য নহে—পরন্তু তাঁহাদের ইহ এবং পরকালের যাহাতে উপকার হয় তজ্জন্মই ভগবদ্-পার্ষদের তিরোধান-তিথিকে উপলক্ষ করিয়া ভাত-ডাল ক্ষুধা নিবারণের জন্য দান না করিয়া মহাপ্রসাদরূপে জনসাধারণকে বিতরণের ব্যবস্থা লওয়া হয়। কেননা তদ্বারা ইহ ও পারলৌকিক দুই-কালেরই উপকার হওয়া সম্ভব। বৈষ্ণবগণ তজ্জন্মই ভগবদ্ উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন প্রসাদরূপে বিতরণ করেন।

এই দিন গোপুলি-লগ্নে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয় এবং আরতি অন্তে মহাজন-গীতি কীর্তন হইলে শ্রীগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিশরণ শান্ত মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার অগ্রজ সতীর্থের জীবনাদর্শের মহিমা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া অস্মদীয় শ্রীল গুরু-মহারাজের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলেন, “শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূরণেই যাহার একমাত্র জীবনের ব্রত ছিল—সহী জীবনুখে দুঃখী অমন্দোদয়-দয়াকারী শ্রীল কেশব মহারাজ যেন আশীর্বাদ করেন—যাহাতে বাকী জীবনটি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবায় নিয়োজিত থেকে কাটাইতে পারি।

তদনন্তর শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্তী মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীনবহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আরও অনেকে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করেন।

পরিশেষে সমিতির আচার্য্যদেব শ্রীমৎ বামন মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিলে সভার কার্য্য কীর্তনমুখে সমাপ্ত হয়।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজ্যে জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না সূত্রনীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূত্ররূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে গও সেই ভ্রম ।

৩৪শ বর্ষ } ১৫ কেশব, কারনোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাদি { ১০ম সংখ্যা  
৩০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৬।১২।৮২

সান্ন্যাসাদং

শ্রী শ্রীকুঞ্জবিহারিণঃ দ্বিতীয়াষ্টকম্

[ শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

॥ নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে ॥

অবিরত-রতি-বন্ধু-স্নেহতা-বন্ধুর-শ্রীঃ

কবলিত ইব রাধাপাঙ্গ-ভঙ্গী-তরঙ্গৈঃ ।

মুদিত-বদন-চন্দ্রশচন্দ্রকাপীড়-ধারী

মুদির-মধুর-কান্তিভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥১॥

কন্দর্প-বিলাসহেতু ষাটার মুগমগুলো মন্দ-মন্দ হান্ত সর্বদা শোভা পাইতেছে,  
যিনি শ্রীরাধিকার কটাক্ষ-ভঙ্গীরূপ তরঙ্গদ্বারা যেন কবলিত হইতেছেন,

যাহার বদনচন্দ্র সর্কদা চর্ষযুক্ত, যিনি মস্তকে শিখপুচ্ছ ধারণ করিতেছেন এবং  
নবীন-মেঘের ন্যায় মধুরকাস্তি ধারণ করিয়াছেন সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে  
বিরাজ করিতেছেন ॥১॥

ভক্ত শুষির-ঘনানাং বাগ-মানন্দ-ভাজাং  
জনয়তি তরুণীনাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাং ।  
তটভূবি নটরাজ-ক্রীডয়া-ভানু-পত্ন্যা  
বিদধদতুলচারীভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥২॥

যমুনাতটে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অজরমণীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু,  
কাংড়া প্রভৃতির বাজ্য আরম্ভ করিলে, যিনি উত্তম নটের ন্যায় সুন্দর নৃত্য  
করিতে থাকেন, সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥২॥

শিখিনি কণিত যড়্জে কোকিলে পঞ্চমাটো  
স্বয়মপি নব-বংশোদ্ভাগয়ন গ্রাগ-মুখাং ।  
ধৃত-মৃগ-গদ-গন্ধঃ সূষ্ঠু গান্ধার-সংজ্ঞং  
ত্রিভুবন-ধৃতিহারী ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৩॥

ময়ূরগণ যড়্জ স্বর আরম্ভ করিলে, কোকিলগণ পঞ্চম-স্বরের আলাপ  
করিতে লাগিলে যিনি সর্কাজে মৃগগদগন্ধ ধারণ করিয়া অভিনব বংশীধারা  
গান্ধার নামক উৎকৃষ্ট স্বরগ্রাম মুচ্ছনা পূরক ত্রিভুবনের ধৈর্য্য ভরণ করেন,  
সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৩॥

অনুপম-কর-শাখোপাত্ত-রাধাজুলীকে  
লঘু লঘু কুশুমানাং পর্য্যটন বাটিকায়াং ।  
সরভসমুগীতশিচত্র-কুণ্ডীভিরুচৈ-  
ব্রজ-নব-যুবতীভিভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৪॥

যিনি আপনার সুকোমল বামকরাজুলীদ্বারা শ্রীরাধিকার দক্ষিণ হস্ত  
ধারণপূরক পুষ্পবাটিকায় মন্দমন্দ পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে  
মধুরকণ্ঠী ব্রজযুবতীগণ আনন্দভরে যাহার গুণগ্রাম কীর্তন করিতেছেন, সেই  
কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৪॥

আহি-রিপু-কৃত-লাশ্যে কীচকারক-বাণে  
ব্রজগিরি-তটরঙ্গে ভৃঙ্গ-সঙ্গীত-ভাজি ।



বিরচিত-পরিচর্যাশ্চিত্র-তোর্যাত্রিকেন

স্তিমিত-করণ-বৃত্তিভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৫॥

গোবর্দ্ধন-পর্কতের অধিতাকা-রূপ রঙ্গস্থলে ময়ূরের নৃত্য, কীচকের (চিহ্নিত বাঁশের) বাজ ও ভ্রমরের সঙ্গীত আরম্ভ হইলে, বোধ হয় যেন গোবর্দ্ধন পর্কত স্বয়ং তোর্যাত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাজদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যা করিতেছেন, এইরূপ পরিচর্যায় যাহার অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ আর্দ্র হইয়া থাকে সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৫॥

দিশি দিশি শুক-শারী-মণ্ডলৈর্গুটলীলাঃ

প্রকটমনুপঠন্তিনিম্নিতাশ্চর্য্য-পুরঃ ।

তদতিরহসি বৃত্তং প্রেমসী-কর্ণমূলে

স্মিত-মুখমভিজলন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৬॥

কুঞ্জের চতুর্দিকে বিরাজমান শুকশারিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্জনকৃত গুট-লীলা সকল সুস্পষ্টরূপে পাঠ করিতে লাগিলে, তৎশ্রবণে যিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ শুকশারিগণ উক্তিসকল প্রেমসী শ্রীরাধিকার কর্ণমূলে সহাস্যবদনে ব্যক্ত করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৬॥

তব চিকুর-কদম্বং স্তম্ভতে প্রেক্ষ্য কেকী-

নয়ন-কমল-লক্ষ্মীবন্দতে কৃষ্ণসারঃ ।

অলিরঙ্গমল-কাস্তং নোতি পশ্যেতি রাধাং

স্বমধুরমনুশংসন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৭॥

“হে রাধিকে ! দেখ ময়ূরগণ তোমার বিবিধ কুসুমাকীর্ণ কেশপাশ সন্দর্শন করিয়া (আমাদিগকে পুচ্ছসকল ঈদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে, এই বলিয়া) স্তম্ভ হইতেছে, কৃষ্ণসার নামক যুগেরাও তোমার নয়নপদ্মের শোভাকে প্রশংসা করিতেছে এবং ভ্রমরগণ তোমার অলকাবলী অর্থাৎ চূর্ণিত কুস্তলকে অতিশয় প্তব করিতেছে”—যিনি শ্রীরাধিকাকে এই প্রকার বাক্য কহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

মদন-তরল-বাল্য চক্রেবালেন বিধ-

দ্বিবিধ-বরকলানাং শিক্ষয়া সেব্যমানঃ ।

স্থানিত চিকুর-বেশে স্কন্ধ-দেশে প্রিয়ায়াঃ

প্রথিত-পুথুল-বাহুভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৮॥

পুষ্পমালা-রচনাদি শিল্পকার্য্য-শিক্ষাচ্ছলে যিনি স্মরবিলাস-চতুরা ললিতা  
প্রভৃতি ব্রজরমণীগণকর্তৃক সেবামান এবং আলুলায়িত-কেশী প্রেয়সী  
শ্রীরাধিকার স্কন্ধদেশে বাহু অর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী  
শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৮॥

ইদমনুপম-শীলা-হারিকুঞ্জে-বিহারি-

স্মরণ-পদমধীতে তুষ্টধীরষ্টকং যঃ ।

নিজগণ-বৃত্তয়া শ্রীরাধয়া রাধিতস্তং

নয়তি নিজপদাজং কুঞ্জ-সদ্বাধিরাজঃ ॥৯॥

প্রত্যেক পদে কঞ্চলীলা প্রকাশ থাকায় অতি-মনোহর ও শ্রীকৃষ্ণের  
স্মরণ, পদ্ধতি-স্বরূপ এই পদ্যাক্টক যিনি সঙ্কষ্টে চিন্তে পাঠ করেন, শ্রীরাধিকা  
ও শ্রীরাধিকার সখীগণকর্তৃক আরাধিত সেই নিকুঞ্জাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে  
নিজপাদপদ্মে স্থান প্রদান করেন ॥৯॥

## শ্রীবিষ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

ঠাকুর নরোত্তমের পারম্পর্য্যে চক্রবর্তী ঠাকুরের স্থান

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ব্রজবাসী গোস্বামিগণের নাম অনেকেই অবগত  
আছেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিস্রোত শ্রীনিবাস আচার্য্য,  
ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীমানন্দ প্রভুত্রয়ে আশ্রয় করিয়া প্রবাচিত হইয়াছিল।  
সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যপারম্পর্য্যে শ্রীবিষ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর চতুর্থ  
অধস্তন ।

ঠাকুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয়

সংরক্ষক ও আচার্য্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের কথা নূনাধিক জ্ঞানেন।  
তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতা শাস্ত্রের আলোচনা করেন  
ও গোস্বামি-মতের আলোচনা করেন, তাহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্তী  
ঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চক্রবর্তী ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থসম্বন্ধে সে কিম্বদন্তী আছে, তাহা এই—“কিরণবিন্দুকণা, এই নিয়ে বৈষ্ণবপণা”। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্বত্র গীত হইতে শুনা যায়।

বিশ্বনাথনাথরূপোহসৌ ভক্তিপথপ্রদর্শনাৎ।

ভক্তচক্রে বস্তুতয়াং চক্রবর্তীখ্যায়াভবৎ ॥

অর্থাৎ এই বিশ্বনাথ বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বলিয়া তিনি বিশ্বনাথ। ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের নাম চক্রবর্তী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় মধুরসে পারঙ্গত রসিকচূড়ামণি ভক্তরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি তাহাই। কিন্তু হরিবিমুখ জড়জগতে যে কঠিন বিধি জীবকে সর্বদা আবরণ করিতেছে, সেই শক্তির সেবকগণ এই রসিকবরকেও জড়-রসরূপে বলপূর্বক ফেলিয়া দিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার পারমাধিক চেষ্ঠা বুদ্ধিতে না পারিয়া অনেক ‘প্রাকৃত সহজিয়া’ তাঁহাকে ‘সহজিয়া-কুলভূষণ’ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য। তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ যে পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

### ঠাকুরের কুলের ও গুরুদেবের পরিচয়

শ্রীল বিশ্বনাথ, নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাঢ়ীশ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হন। ইনি কাহারও মতে হরিবল্লভ নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুইটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্র ও রঘুনাথ নামে কথিত হইতেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ পাঠ সমাপন পূর্বক মূর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ গ্রামে তিনি গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী তাঁহার গুরু। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন।

### ব্রজধামের বিভিন্ন স্থানে বাস ও গ্রন্থ রচনা

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার গুরুদেবের স্তোত্র, পরম গুরুদেবের স্তোত্র, পরাংপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক ও পরম পরাংপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক রচিত করিয়াছেন। এইগুলি তাঁহার স্তবমালামৃতলহরী নাম্নী গ্রন্থে অপর বহু স্তোত্র সমূহের সহিত গুপ্তিত আছে। শ্রীগুরুকৃপাবলে তিনি ব্রজধামে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থগুলি বর্তমান সময়ে দুপ্রাপ্য;



দুই-চারিখানি বাতীত গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি কোন সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনে, কোন সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, কোন সময়ে শ্রীবাণ্টে এবং কোন সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দপল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা স্পষ্ট উদাহৃত আছে।

### ঠাকুরের স্থিতিকাল ৭০ বৎসর

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের উদয়কাল নির্ণয়বিষয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। আর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনীও মধ্য দেখা যায় যে, ঐ টীকা লেখার কাল ১৬২৬ শকাব্দের মাঘ মাস। সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৬০ শকাব্দ ধরিলে এবং অগ্রকটকাল ১৬৩০ শকাব্দ অনুমান করিলে সপ্ততি বর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন জানা যায়।

### ঠাকুরের পারম্পর্য্য-পরিচয়

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বালুচর গাভিলা নিবাসী শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন পুত্রসন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক বারেন্দ্রশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুরের পরম গুরু। সারার্থ দর্শিনীতে শ্রীরামপঞ্চাখ্যায়ের প্রারম্ভটীকার আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই,—

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরুভূকপ্রেমঃ ।

শ্রীল নরোত্তমনাথশ্রীগৌরঙ্গপ্রভুং নোমি ॥

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীকৃষ্ণ, নাথ শব্দে শ্রীলোকনাথ বুঝাইতেছে।

### ঠাকুর কর্তৃক বিশৃঙ্খল রাগমার্গে

#### অন্যায় স্মরণাদির প্রতিবাদ

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থরাজির লেখক গোড়ীয় আচার্য্যগণের মধ্যে অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য লিখিবার পরও গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দুইটি হিতকর কার্য্যে ব্রতী

হইয়াছিলেন। সেই দুইটাই প্রচারমূলে কীর্তনের কার্য। শ্রীনিবাস আচার্য্য-বঙ্ক। শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীকৃপ কবিরাজ নামক একটি উদাসীন শিষ্যকে গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে বর্জন করেন। সেই কৃপ-কবিরাজ গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অতিবাড়ী নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, তাগী ব্যক্তি একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ। গৃহস্থগণের মধ্যে তত্ত্বাচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ রাগমার্গ প্রচারই তাহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ ও কীর্তনের অসহযোগে স্মরণাদি সম্ভবপর—এই গোস্বামিপ্রতিকূলপন্থা কবিরাজ মহাশয় প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহা শ্রীজীব গোস্বামিলিখিত ভক্তিসন্দর্ভের অমুগত পথমাত্র।

ঠাকুরের প্রচার “গোস্বামী” উপাধি গুণের পরিচয়—

বংশের নছে

শ্রীকৃপ-কবিরাজ আচার্য্যবংশে অথবা শ্রীমন্নিতানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্যবংশে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ত্যাক্তা পুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া “গোস্বামী” উপাধি প্রদান করা শিষ্যদিগের উচিত নহে, এই কথা প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ সম্ভ্রানের আচার্য্যের কার্য্য করা অসম্ভব নহে প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশপারম্পর্য্যক্রমে ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্য-কুলোৎপন্ন সম্ভ্রানগণের নিজ নিজ নামের পশ্চাত্তানে গোস্বামী-শব্দ সংযোজন করা নিতান্ত অবৈধ বলেন। তজ্জন্ত তিনি নিজে আচার্য্যের কার্য্য করিলেও নিজ নামের সঙ্গিত স্বয়ং গোস্বামী শব্দ সংযোগ করেন নাই। উহা মূখ্য বিচারতীর্থে আচার্য্যসম্ভ্রানগণের অনভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

যে-কালে আচার্য্যসম্ভ্রানগণ নিজ নিজ নামের পার্শ্বে “গোস্বামী” শব্দ লিখিয়া স্ব-স্ব অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছিলেন এবং শাস্ত্রবিমুখ হইয়া বংশ-পারম্পর্য্য নামাইতেছিলেন সেইকালে জয়পুরের গল্ফা গ্রামে শ্রীগোবিন্দ-দেবের মন্দিরে শ্রীরামাহুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গোড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যাদিগকে শ্রীল কৃপগোস্বামীর অমুগত জানিয়া

শ্রীরামানুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের অতিবৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাহারই পরামর্শক্রমে তাহার ছাত্র-প্রতিম গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুলমুকুট শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিদ্যাভূষণের ছাত্র শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার-সভায় গমন করেন।

### বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিরাকৃত

#### পারম্পর্য্যের অনুমোদন

জাতি-গোষামিগণ, আপনাদিগের শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণববেদান্তে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল তাহার নিরাকরণ জন্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে বাধ্য হন; এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরপারম্পর্য্য নিরাকরণে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এই কার্য্য শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন। বিশেষতঃ অশোক-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবাচার্য্যের সংস্কারের অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

### চক্রবর্তী ঠাকুরের রচিত পরিচিত গ্রন্থরাজির তালিকা

শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুর নানাগ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার রচিত গ্রন্থের তালিকা আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এখানে লিখিলাম।

- ১। ব্রজরীতিচিন্তামণি ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ৩। প্রেমসম্পূটং (খণ্ডবাক্য) ৪। গীতাবলী ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তভটীকা) ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জলনীলমণিটীকা) ৭। গোপালতাপনীটীকা ৮। ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যং. ১০। শ্রীভাগবতামৃত-কণা, ১১। উজ্জলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধোবিন্দুঃ ১৩। রাগবত্বেচন্দ্রিকা ১৪। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী (দুপ্রাপ্য) ১৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী ১৬। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুটীকা ১৭। শ্রীউজ্জলনীলমণিটীকা ১৮। দানকেলিকৌমুদিটীকা ১৯। শ্রীললিতামাধব নাটকটীকা ২০। বিদগ্ধমাধব নাটকটীকা ২১। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-টীকা সম্পূর্ণ ২২। ব্রহ্মসংহিতার টীকা ২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সারার্থবর্ষিণী টীকা ২৪। সারার্থদর্শিনী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।



স্তবামৃতলহরীমৃত—(১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকং, (২) মন্ত্রদাতৃ গুরোঃষ্টকং, (৩) পরমগুরোরষ্টকং, (৪) পরাংপরগুরোরষ্টকং (৫) পরমরপাংপরগুরোরষ্টকং, (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টকং, (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকং, (৮) স্বরূপচরিতামৃত, (৯) স্বপ্নবিলাসামৃতং, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টকং, (১১) শ্রীমদনমোহনাষ্টকং, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টকং, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টকং, (১৪) গোকুলানন্দাষ্টকং, (১৫) স্বয়ং ভগবতাষ্টকং, (১৬) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং, (১৭) জগন্মোহনাষ্টকং, (১৮) অমুরাগবল্লী, (১৯) বৃন্দাদেবাষ্টকং, (২০) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতং, (২১) শ্রীরূপ-চিন্তামণি, (২২) নন্দীশ্বরাষ্টকং, (২৩) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং, (২৪) গোবনর্দনাষ্টকং, (২৫) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম (শতকং), (২৬) শ্রীনিকুঞ্জবিরূদাবলী (বিরূদবাক্য), (২৭) জ্বরতকথামৃত (আর্যশতকং), (২৮) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং—

—জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

## সাধু-বৃত্তি

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৫ পৃষ্ঠার পর )

গৃহস্থের নির্ভরশীলতা ; অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করা প্রয়োজন

গৃহস্থ সকল-কর্যো ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। প্রভু বলিয়াছেন—

তুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।

স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ (চৈঃ ভাঃ গঃ ২৮।৫৫)

গৃহস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও জৈনসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। প্রভু কহিলেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।

স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, 'কৃষ্ণভক্ত' আর ॥ (চৈ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গৃহস্থ পরস্ত্রী বা বেষ্ট্রাতে লোভ করিবে না। যথা, প্রভুর চরিত্র কৃষ্ণদাস বিষয়ে,—

গোলাগ্রির সঙ্গে যে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।

ভট্টখারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন ॥

স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তা'র লোভ জন্মাইল।

আর্য্য সরল বিশেষ বুদ্ধিমান কৈল ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২, ২২৬-২২৭)

প্রভু কেশে ধরি সেই ব্রাহ্মণকে জীলোভ হইতে রক্ষা করিলেন।

'সরল বিশ্র' অর্থে দুর্বল-হৃদয় ব্রাহ্মণ কুমার।

গৃহস্থ স্বধর্ম্যানুসারে অর্থোপার্জন করিবেন —

পাপের দ্বারা নহে

গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম-অনুসারে জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবেন ।  
কোন পাপদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না । শ্রীমিত্রানন্দ প্রভু বলিয়াছেন,—

শুন বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই ।

আর যদি না করিস, সব নিমু মুঞি ॥

পর-হিংসা, ডাকা, চুরি—সব অনাচার ।

ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর ॥

ধর্ম-পথে গিয়া তুমি লও হরি নাম ।

তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ ॥

যত সব দস্যু, চোর ডাকিয়া আনিয়া ।

ধর্ম-পথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥

( চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮ )

লক্ষ-নাম-গ্রহণকারীই সঙ্গৃহস্থ ; তাঁহার গৃহ ব্যতীত

অন্যত্র প্রসাদ গ্রহণ গৃহীর নিষেধ

তিনিই সঙ্গৃহস্থ যিনি প্রত্যহ লক্ষ ‘নাম’ গ্রহণ করেন ।

তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন ।

প্রভু কহিলেন,—

প্রভু বলে,—জান, লক্ষেশ্বর বলি কারে ?

প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে ।

সে জনের নাম আমি বলি ‘লক্ষেশ্বর’ ।

তথা ভিক্ষা আহার, না যাই অন্য ঘর ॥

( চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১২১-১২২ )

ধর্ম্মাচার-সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও শ্মার্ভে ভেদ নাই

প্রভু বলিয়াছেন,—

অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম ।

অধিকারী-বৈষ্ণবেও করে সেই ধর্ম্ম ॥

কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে ।

এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে ॥

( চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯ )

তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা পৃথক্। স্মার্তের সহিত তাঁহার কর্ম্ম এক হইলেও যিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা জানিতে পারেন। যিনি তাহা বুঝিতে পারে না, তাঁহার বৈষ্ণবাবদর হয় না এবং তাহাতে তাঁহার অধোগতি হয়।

**গৃহস্থের প্রকৃত ধর্ম্ম; আত্মহত্যা করা মহাপাপ**

গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রভু বলিধাছেন,—

প্রভু কহে,—‘কৃষ্ণ-সেবা’, ‘বৈষ্ণব-সেবন’।

‘নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)

ধর্ম্মজীবনের সহিত দেহ-যাত্রা নির্বাহ করত উপার্জিত অর্থের দ্বারা কুটুম্বগণের সহায়তায় ‘কৃষ্ণ-সেবা’, ‘বৈষ্ণব-সেবা’ ও ‘নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্তন’ করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। ‘বৈষ্ণব-সেবা’-সম্বন্ধে কথা এই যে—নিকপট ভক্ত ত্রিবিধ। উঁহাদের সেবনই বৈষ্ণব-সেবা। নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব একত্র করিবার আবশ্যক নাই। যখন যে বৈষ্ণব কার্য্য-গতিকে আইসেন, তাঁহাকে যথা-যাগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবেন। অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয়। যথা,—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।

সন্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১২৭)

দীন-জনের প্রতি দয়া করা গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য, যথা,—

দীনে দয়া করে—এই সাধু-স্বভাব হয় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩৫)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কোন সামান্য ধর্ম্মোদ্দেশে বা ক্রোধাবেশে দেহত্যাগের ইচ্ছা করিবেন না। যথা, প্রভুবাক্য,—

দেহত্যাগাদি যত, সব—তনোবর্ম্ম।

তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাঠয়ে মর্ম্ম ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭)

**বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের দ্বারা উচ্চ-নীচতা হয় না—**

**গৃহস্থ-ধর্ম্মে হয়**

কৃষ্ণ ভক্তন-সম্বন্ধে বর্ণ, জাতি ইত্যাদির ছোট বড় অবস্থা হয় না। সংসার-ধর্ম্মে বর্ণাদি-দ্বারা ক্রিয়ামিকার-ভেদ আছে এবং উচ্চ-নীচতা ক্রমে বুদ্ধিভেদ হয়। কিন্তু ভক্তন-বিষয়ে সে তারতম্য নাই। যথা, প্রভুবাক্য,—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ ভক্তনে অযোগ্য।

সংকুল-বিপ্র নহে ভক্তনের যোগ্য ॥



যেই ভজে, সেই বড় অভক্ত—হীন ছার।

কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥

( চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭ )

অষ্টত্র, — ( চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৪ )

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ক নাশ।

নীচ-শূদ্র-দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ ॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব গ্রাসাচ্ছাদনের অস্ত্র যাহা অনায়াসে পান তাহাতে  
সুখবোধ করা উচিত, যথা,—

সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক-বাজন।

পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥ ( চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।২২৪ )

**শ্রীচৈতন্যশ্রয়, পরোপকার, তুলসীসেবন একান্ত কর্তব্য**

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কৃষ্ণকে সর্বোৎকর্ষের জ্ঞানিয়া একান্ত ভজন করিবে, স্মার্তাদি  
সম্প্রদায়ে যে-সকল দেবতা পূজিত হন, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না।

যথা,— না মানে চৈতন্য-পথ, বোলায় ‘বৈষ্ণব’।

শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা’র সব ॥ ( চৈঃ ভাঃ অঃ ২।২৪৩ )

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করা গৃহস্থের ধর্ম। যথা,—

আপনার ভাল হউ যেতে জন দেখে।

জ্বজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে ॥ ( চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৬৫ )

গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসী সম্মান করিবেন। যথা,— ( চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৫৯-১৬০ )

সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থলে প্রভু বৈসে।

তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পারে।

তুলসীরে দেখেন, তপেন সংখ্যা-নাম।

এ ভক্তি-যোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন ?

**কালীদাসের অসংখ্যাত হরিনাম গ্রহণ সকলেরই আদর্শ ;**

**অন্যায়ভাবে গৃহস্থের অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ**

ভক্তিযুক্ত গৃহস্থই ধন্য, ভক্তিহীন গৃহস্থ ছার। গৃহস্থ যে-কিছু সাংসারিক  
ব্যবহার করিবেন, সকল কার্য কৃষ্ণ-নামাশ্রয়ে করিবেন, তদ্বিষয়ে কালীদাস  
নামক মহাজনের চরিত্র, যথা,—

মহাভাগবত তিহৌ সরল উদার।

কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার।

কৌতুকেতে তেহেঁ। যদি পাশক খেলায় ।

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ’ করি পাশক চালায় ॥

( চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬-৭ )

অন্যায় উপার্জন ও অসহায় সকলের পক্ষে পরিত্যজা ও উৎকোচাদি গ্রহণ করা কর্মচারীদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ । যথা, প্রভুব বাক্য,—

রাজার বর্তন খায়, আর চুরি করে ।

রাজদণ্ড হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥

\* \* \* \*

‘ব্যয় না করিহ কভু রাজার মূলধন ॥’

রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভা হয় ।

সেই ধন করিহ নানা ধর্ম-কর্মের ব্যয় ॥

অসহায় না করিহ, যা’তে দুইলোক যায় ॥

( চৈঃ চঃ অঃ ৯।৯০ ; ১৪২-১৪৪ )

গৃহস্থ, ভক্তিমান সচরিত্র গুরু করিবেন । যথা—( চৈঃ ভাঃ মঃ ২।১৬৫ )

গুরু যথা ভক্তিশৃঙ্গ, তথা শিষ্যগণ ।

অপরাধ হইতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ॥

বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন । যথা, প্রভুবাক্য,—

যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা’র ।

পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর ॥ ( চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৩৩ )

ভক্তসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম । যথা, ( চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৬-৬০ ),—

বৈষ্ণবের শেষ ভক্তগণের এতেক মহিমা ।

কালীদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥

‘ভক্ত-পদধূলি’, আর ‘ভক্ত-পদ জল’ ।

‘ভক্ত-ভুক্ত-শেষ’—এই তিন সাধনের বল ॥

সম্পূর্ণ ভক্ত হইবার পূর্বে গৃহস্থের কর্তব্য

গৃহস্থ-ভক্ত যতদিন পূর্ণ-ভক্ত-চরিত্র লাভ না করেন, এবং স্বভাব-জনিত কাম্যবস্তু-ভোগ না ঘুচে, ততদিন যে-প্রকার-ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে ( ২০।২৭-২৮ ) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন । যথা,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিঘ্নঃ সর্ব-কর্মসু ।

বেদ ছঃখান্নকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনৌশ্বরঃ ॥

ভতো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-দৃঢ়নিষ্ঠয়ঃ ।

জুষমাণশ্চ ভানু কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হইলেই কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিবেন । যথা—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।

উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অহুসারী ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪)

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ক্রমশঃ এই সব গুণ অবশ্যই হইবে,—

বৈষ্ণবের ২৭টি গুণ ও অন্যান্য কুত

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম ।

নির্দোষ, বদাম্ব, মুহূ, শুচি, অকিঞ্চন ॥

সঙ্কোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণকৈ-শরণ ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ ॥

মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, জমানী ।

গম্ভীর, বরুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭ )

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ । ( চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৩ )

\* \* \* \*

অনেক অঙ্গ-সাধনের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে বিশেষ যত্ন চাই । যথা,—

সাধু-সঙ্গ, নাম-কীৰ্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।

মথুরা-বাস, শ্রীমুণ্ডির শ্রদ্ধা সেবন ॥

সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ-সঙ্গ ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬ )

ক্রমে ক্রমে রাগ-মার্গে প্রবেশ আপনা হইতে হয়

ক্রমে-ক্রমে বিধিবাধা-অবস্থা স্বর্ক করিয়া রাগাহুত্বান করিবে । ভাগবত-রাগ উদয় হইলেই অনেক বিধির স্বয়ং নিবৃত্তি হয়, এবং প্রায়শ্চিত্তের অনাবশ্যক হয় । ইহারই মধ্যে ভেদ এই,—

কাম ভ্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি' ।

দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কহু নহে ঋণী ॥

বিধি-ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ ।

নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কহু নহে মন ॥



অজ্ঞানে যদি হয় 'পাপ' উপস্থিত ।

কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬-১৩৮-১৩৯ )

ভক্ত-গৃহস্থের ভক্তি-সম্বন্ধ জ্ঞান ও ভক্তিজনিত-বিরক্তি-ব্যতীত অণু জ্ঞানবৈরাগ্যের জন্ম যত্ন করা উচিত নয় । কৃষ্ণভজন যত্নগ্রহণের সহিত আরম্ভ করিলে সকল-মঙ্গল উদয় হয় । যথা শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪১—

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কড় নহে 'অঙ্গ' ।

অহিংসা-যম-নিয়মাদি বলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ।

ভক্তির ক্রম বা ক্রমোন্নতি ; নবধা ভক্তি পালনীয়

কৃষ্ণ ভক্তির ক্রম এই । ইহা যত্নপূর্বক সাধন করিতে হয় ।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্তন' ।

সাধন-ভঙ্ক্যে হয় 'সর্বানর্থ-নিবর্তন' ॥

'অনর্থ' নিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয় ।

নিষ্ঠা হইতে অবগাঢ়ে 'রুচি' উপজয় ॥

'রুচি-ভক্তি' হইতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর ।

'আসক্তি' হইতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীতাসুর ॥

সেই 'রতি' গাঢ় হইলে ধরে 'প্রেম'-নাম ।

সেই 'প্রেমা'—প্রয়োজন, সর্বানন্দ-ধাম ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩ )

গৃহস্থ-বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাধ বহু যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন ।—

ভক্তনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।

'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীৰ্তন ।

নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় প্রেম-ধন ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৪।৭০-৭১ )

কেবল দুষ্কপান-রূপ বৈরাগ্য ও

সোহহং-চিন্তা ভক্তি নহে

কেবল ধর্মাচারের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থ শুদ্ধ ভক্তি অবলম্বন করিবেন । যথা, প্রভুবাক্য,—

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি ?

পয়ঃ পান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি ? (চৈঃ চৈঃ মঃ ২৩।৪১ )

জীবের দাস্য-ভাবই ভাল, ঈশ্বর-ভাব অতিশয় মন্দ ; যথা —

উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব ।

লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে অরদগব ॥

কুকুরের ভক্ষা দেহ—ইহা-রে লইয়া ।

বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া-মুখ-তঞা ॥

( চৈঃ চৈঃ মঃ ২৩।৪৮০-৪৮২ )

### গৃহস্থের আদর্শ-জীবন ও জীবনী

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন । জীবন-যাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থে প্রভুর ভক্ত-গণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুসরণীয় । কৃষ্ণকাম হইয়া যে-কাঁচাটে করুন, তাহাই ভাল । অবাস্তুর ফল-কামনা ও ইন্দ্রিয়-তৃষ্টির জন্ত যাহাই করিবেন, তাহাতে সংসারী হইয়া পড়িবেন । ভক্ত-লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকি বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা । রাঘ-রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, সত্যরাজ খান ও অদ্বৈতপ্রভু গৃহস্থভাবে নির্দোষের সহিত জীবিকা নির্বাহের পথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন । জীবিকা-নির্বাহের প্রকার-ভেদ-ক্রমেই গৃহস্থ ও গৃহ-ত্যাগীর ভেদ । ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয় । বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্তব্য । তবে যখন গৃহ ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহ-ত্যাগের অধিকার জন্মে । সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ওক্তি-জনিত বলিয়া সর্বতোভাবে গ্রাহ্য হয় । এই বিচার-ক্রমেই শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না । এই বিচার-ক্রমেই শ্রীস্বরূপ দামোদর সম্মাস গ্রহণ করিলেন । যতনিকপট ভক্ত, এই-বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন । এই বিচার-ক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিকপট ভক্ত—সর্বদা নামাপরাধে সতর্ক । (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
বিরহ-তিথিবাসরে ভক্তি-গুণাঞ্জলি

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো  
যস্য প্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি ।  
ধ্যানংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসংখ্যং  
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

শারদ রাতে জ্যোৎস্নারাগী আসি বিমানেতে ।  
বরি নিলা মোর দেবে অতি অলক্ষিতে ॥  
যাত্রাকালে রাধারাগী দিল নিজমালা ।  
ধরা ত্যজি গোলোকেতে স্বধামে চলিলা ॥  
স্বীয়ধাম-পুষ্টিহেতু 'বিনোদমঞ্জরী' ।  
মর্ত্যলীলা সাজ কৈলা অতি ছরা করি ॥  
কি কহিবে নীচাধম তাঁর গুণগ্রাম ।  
অলৌকিক অল্পম সর্বগুণধাম ॥  
জগন্নাথ-বলদেব-রথযাত্রাকালে ।  
(তাঁর) হৃদিমাঝে গুমরিয়া কি ভাব উথলে ॥  
অদৃষ্টপূর্ব তাঁর নর্তন কৌশল ।  
জাগাত অদৃষ্ট চিন্তে আনন্দ-কোলাহল ॥  
(হে দেব ! ) শরণাগত-বৎসল দিব্যকল্লতরু ।  
উদ্ধারিলা ভবে কত তপ্তমায়ামরু ॥  
তব স্নেহামৃতধারা চির জাগরুক ।  
অনুগতজন-চিন্তে নিতাই উন্মুখ ॥  
বজ্রাধিক দৃঢ় ছিল তব অন্তঃস্থল ।  
কুসুম হইতে পুনঃ অতি সুকোমল ॥  
তার সাক্ষী দূরাগত যত বালদল ।  
(তাঁরা) পিতৃভুল্যস্নেহে গৃহ ভুলিল সকল ॥



কি অপূর্ব মূর্তি ধরি এলে ধরাধামে ।  
 হিঙ্গুলবরণ পীত মিন্দি তপ্তহেমে ॥  
 প্রফুল্লবদন সদা দীর্ঘ কলেবর ।  
 ধরণীতে জগজ্জন-মনোমুগ্ধকর ॥  
 প্রভুপাদাক্রান্ত যবে পরিক্রমাকালে ।  
 তাঁরে রক্ষা করি গুরুনিষ্ঠা শিখাইলে ॥  
 এতাদৃশী গুরুভক্তি বিরল এ ভবে ।  
 অতিমর্ত্য চরিত্রেই কেবলি সম্ভবে ॥  
 প্রত্যৎপন্নমতিত্বে উজ্জল নিদর্শন—  
 তিলকাঙ্কিত বিষ্ণুমন্দির-উদ্ভাবন ॥  
 কোলদেবতা-প্রতিষ্ঠা কৈলা কোলদ্বীপে ।  
 ধন্য হৈল জগদ্বাসী হেরি নবদ্বীপে ॥  
 মায়াবাদের শিরশ্ছেদ কৈলা সাধন ।  
 বেদান্তের বৈজয়ন্তী করিলা স্থাপন ॥  
 ভীতি নাহি ছিল কভু সুসত্য বচনে ।  
 দিগ্ধিক কল্পিত হ'ত গন্তীর গর্জনে ॥  
 কেশব কাশ্মীরীসম কেশব কেশরী ।  
 ভক্তিবিজয়কীৰ্ত্তি স্থাপিলা মর্ত্যোপরি ॥  
 অত্যাপি সে-সিংহ নাম শুনিলে শ্রবণে ।  
 গৌড়ীয়-গগন সদা কাঁপে ঘনে ঘনে ॥  
 আজি এ বিরহদিনে আনন্দ প্রচুর ।  
 তব পুণ্য স্মৃতিগানে মঠ ভরপুর ॥  
 ভাগ্যহীন সন্ন্যাসীর নাহিক সন্মল ।  
 অর্ঘ্যরূপে দিখু পদে অশ্রু-পুষ্পদল ॥

শ্রীগুরুকৃপাপ্রার্থী—

—( ত্রিদণ্ডীভিক্ষু ) ভক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্তী ( মহারাজ )

পরমাশ্রয়তম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম চিহ্নিলাস  
 নিত্যলীলা-প্রবিষ্টে ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী  
 শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
 চতুর্দশ-বার্ষিক বিনোদ-বাসনের

## এ-দীনের প্রহ্লাঞ্জলি

অত্র শ্রীশারদীয়া রাসপূর্ণিমা তিথি। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই চতুর্দশ-বার্ষিকী বিরহ-তিথিতে সন্ধ্যায়ে আমি তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভক্তি-পূর্ণ অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডায় প্রণাম নিবেদন করত তাঁহার অষ্টৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া তদীয় অতিমর্ত্য জীবন-চরিত ও উপদেশাবলী কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাঠিতেছি। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে এবং প্রপুত্ৰ্যচরণ শ্রীগুরুবর্গের সন্মানে তাঁহার অপাকৃত মহিমা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীগুরুত্ব নিত্য, ভগবদ্ ইচ্ছায় জীবকলাপের নিমিত্ত কখনও অবতীর্ণ হন, কখনও একই কারণে অন্তর্দীন করেন, সেইজন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে—“এ সব লীলার নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ ॥” ( আঃ ৩।৫২ )

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজপ্রেমভক্তি প্রদানের নিমিত্ত কখনও কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হন, কখনও বা তদীয় অংশাবতারগণকে, আর কখনও বা নিজ অন্তরঙ্গজনকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃপানুগবর এবং গোড়ীয় বৈষ্ণবচার্য্যাবর্য্য চিহ্নিলাস ঔ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীভগবানেরই প্রেরিত তদ্রূপ এক অন্তরঙ্গজন। তিনি নিতালীলায় শ্রীরাধাপ্রেষ্ঠ বিনোদমঞ্জরী সখি। এজগতে তিনি বিশ্ববিশ্রুত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও গোড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ( যিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলার শ্রীরাধার নয়নমণিস্বরূপ শ্রীনয়নমঞ্জরী ) প্রিয়তম পার্শ্বদরূপে অবতীর্ণ হন। এই মহাপুরুষ পূর্ববাংলা

অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামের একবিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ১২ই মাঘ (ইং ২৪/১/১৮৯৮), সোমবার, মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে এ পৃথিবীকে ধন্য ও পবিত্র করত অবতীর্ণ হন।

তাহার পিতার নাম শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ও মাতার নাম শ্রীভুবনমোহিনী দেবী। তাহারা উভয়ে পরম ধার্মিক ছিলেন, উভয়ে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন। পিতা-মাতা শিশুর নাম শ্রীবিনোদবিহারী রাখিয়াছিলেন। শিশুর রূপ জ্যোৎস্নার স্থায় উজ্জ্বল ছিল, সেই জন্য তাহারা ‘জোনা’ বলিয়াও ডাকিতেন।

এখন তাহার শিশুকালের একটি অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিতেছি। একদিন তদীয় মাতা ঠাকুরানী শ্রীমত্রে তৈল মর্দন করাইয়া শিশুকে রোদ্রে রাখিয়াছিলেন। তিনি গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত বাস্তবধিকায় শিশুর দিকে বিশেষ ধ্যান দেন নাই। এদিকে একটি অতিকায় চিল আসিয়া ছেঁ। মারিয়া শিশুকে উপরে আকাশমার্গে লইয়া গেল। তখন চতুর্দিকে আত্মীয়-পরিজন চিলে শিশু লইয়া গেল বলিয়া কোলাহল করিলে মা গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং শিশুর জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীভগবান্কে স্মরণ করিতে করিতে চিল অহেষণে ছুটিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, চিলটি ঘুরিতে ঘুরিতে নিকটস্থ সরোবরে পদ্মপাতার উপর শিশুকে রাখিয়া উড়িয়া গেল। শিশুটি পদ্মপত্রের উপর ভানিতেছে দেখিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজন শীঘ্রগতিতে সাঁতার দিয়া শিশুটিকে লইয়া আসেন এবং দেখিলেন শিশুটি দিব্যভাবে হাসিতেছেন, তাহার অঙ্গে বিশেষ কোন আঘাত চিহ্ন দেখিলেন না। ভক্তবংশল ভগবান্ নিজ অন্তরঙ্গকে বিশ্বের কল্যাণ কারণে রক্ষা করিলেন, তাহা না হইলে এ অবস্থায় পদ্মপত্রের উপর কোন শিশুর প্রাণ থাকিতে পারিত না।

বাল্যকাল হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের তেজস্বিতা, পরোপকারিতা, পরম ধার্মিকতা ও বাগ্মিতা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র, সেই সময় সহপাঠীদের লইয়া একটি ধর্ম্মরক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের রোগে-শোকে সর্ব্বপ্রকার আপদ-বিপদে ছুটিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বকার্য্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গের প্রতি অত্যন্ত কারুণ্য প্রকাশ করিতেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ১৯১৪



শ্রীষ্টোকে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম ও দ্বিতীয়া মহিলা শিষ্যা পরম পূজনীয়া শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী ও শ্রীমতী প্রিয়তমা দেবীকে লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে উপনীত হন এবং শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। পরে স্কুল-কলেজের অধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া ইং—১৯১৯ সালে সর্বতোভাবে সংসার পরিত্যাগ করত শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণান্তর শ্রীচৈতন্যমঠে আশ্রমজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হয় শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী।

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর বিশেষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেমধর্ম প্রচারার্থে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে নয়টি দ্বীপেই মঠ স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তদীয় অগ্রতম প্রিয় পার্শ্বদ শ্রীল পরমানন্দপ্রভু বলিলেন—“আপনি যে নয়টি দ্বীপে মঠ করিবেন বলছেন—তো লোক কোথায়?” তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, “কেন আমাদের বিনোদ আছে। সে একাই বহু মঠের ভার নিতে পারে।” এই বাক্যের দ্বারাই শ্রী শ্রীগুরুপাদপদ শ্রীল প্রভুপাদের যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। তিনি তদীয় শ্রীগুরুপাদপদের সেবার জন্য সর্ব-প্রকার মান-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায়—ট্রামে ট্রামে বাস্তব লইয়া ভিক্ষা করিতেন। সকালে সিদ্ধ অন্নপ্রসাদ পাইয়া সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। শ্রীল গুরুপাদপদ শ্রীল প্রভুপাদকে বলিতেন,—“মঠে যে সমস্ত কঠিন কাজ অথো করিতে অনিচ্ছুক, সেই সকল সেবাকার্য্য আমায় রূপাপূরক দিবেন।”

সেই সময় মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের বাগান হইতে বিবিধ সজী কলিকাতার উল্টাডিম্বি মঠে যাইত। শিয়ালদা স্টেশন হইতে ব্রহ্মচারিগণ কলিকাতার উল্টাডিম্বি মঠে মাথায় করিয়া সজীর বস্তা লইয়া যাইতেন। একদা শিয়ালদা-স্টেশনে একদল সজীর-বস্তাসমূহ পৌঁছিলে শ্রীল গুরুপাদপদ সবচেয়ে ভারী বস্তাটি লইবার জন্য দৌড়িলেন। সেই সঙ্গে শ্রীল সিদ্ধরূপ ব্রহ্মচারী প্রভুও (অধুনা প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমন্তকি শ্রীকপসিদ্ধান্তী মহারাজ) ছুটিয়া গেলেন। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ বলিলেন,—তুমি বয়সে ছোট, তুমি হাল্কা বস্তাটি নাও, ভারী বস্তাটি পারিবে না কষ্ট হইবে। আমি বয়সে বড়, ভারী

বস্ত্রটি আমিই লইব ” এইভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাণ দিয়া মঠের সেবা করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে এক নিরাট গুরু দায়িত্ব শ্রীল গুরুমহারাজের উপর অর্পিত হইল। মায়াপুরের প্রজাগণ মঠের জমি-জায়গা ভোগ করিত অথচ খাজনাদি কিছুই প্রদান করিত না। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ একটু চিন্তিত হইলেন। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—“প্রভু! জমিদারী কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় আমার জানা আছে। আপনি কৃপাপূর্বক এ সময়ে ভার দিলে মঠের প্রাণা খাজনা আদায় করিয়া দিতে পারিতাম।” তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপর জমিদারীর ভার অর্পণ করেন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান সেক-রূপে (Manager) উন্নীত করেন। উহার পর হইতে মঠের সমস্ত জমিদারী দেখাশুনা ও যান্ত্রিক বৈষয়িক দায়-দায়িত্ব শ্রীল গুরুমহারাজের উপর অর্পিত হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তখন এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক দিবসের মধ্যে তখনকার দিনে ৪০০ টাকা খাজনা প্রজাবর্গের নিকট হইতে আদায় করিলেন এবং উহা শ্রীল প্রভুপাদের হস্তে অর্পণ করিলে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপর তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। ইহার পর হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের জন্ত কোন প্রকার চিন্তা প্রভুপাদকে করিতে হইত না।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যেমন দুইটো নিকট ছিলেন ‘বজ্রাদপি কঠোরানি’ তেমনি আবার শিষ্টেও নিকট ‘মৃদুনি কুণ্ডমদপি’। প্রজাবর্গের স্বখদুঃখে আপদ-বিপদে সর্বদা বস্তার তিনি তাহাদিগকে সহায়তা করিতেন। আজও শ্রীমায়া-পুরের অধিবাসিগণ তাঁহার প্রণামসলোভ কথা পরস্পর বলাবলি করিয়া থাকেন। তখনকার দিনে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রাস্তা-ঘাট ভাল ছিল না। যাত্রায় অত্যন্ত কষ্টের ও ব্যয়সাধ্য ছিল। সেই জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রজাদিগকে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে কৃষ্ণনগরে কোর্টে যাইতে নিষেধ করিতেন; স্বয়ংই সূর্য্যরূপে দুইটো দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। প্রজাদের সেজন্য কোন প্রকার অর্থ ব্যয় হইত না। তাঁহার সুশাসনে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রজাগণ অনাবিল আনন্দ ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিসম্মিতিটি হইয়াছে, সেই স্থানটি মঠের হইলোও তখন তব্রহ্ম মূলমামনগণ উহা অধিকার করিয়া

মহরমের সময় সেই স্থানে তাজিয়া ফেলিত। এইভাবে তাহার আরও মঠের অন্যান্য অনেক জমি জায়গা দখল করিয়াছিল। শ্রীল গুরুপাদপন্ন অসামান্য বুদ্ধি কৌশলে মঠের সম্পত্তিসমূহ পুনরুদ্ধার ও শ্রীচৈতন্য মঠের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করেন।

সেই সময় মায়াপুরে কোন হাইস্কুল ছিল না। তত্রস্থ ছাত্রগণকে কষ্ট করিয়া গঙ্গা পার হইয়া তখন শহর নবদ্বীপস্থ হাইস্কুলে অধ্যয়ন করিতে আদিতে হইত। সেই ব্রহ্ম শ্রীগুরুমহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে সেখানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট নামে হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠার যত্ন করেন এবং জনসাধারণের শিক্ষাগাভের প্রচুর সুযোগ প্রদান করেন। সেই বিদ্যালয়ে ধর্মবিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হইত। কেহ ধর্মীয় বিষয়ে অকৃতকার্য হইলে তাহাকে প্রমোশন দেওয়া হইত না।

শ্রীগৌড়ীয় সজ্জের প্রতিষ্ঠাতা নিতালীলা প্রসিদ্ধ ঐ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তকৃষ্ণ সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ছিলেন এবং শ্রীল গুরুপাদপন্নের সতীর্থ ও অভিন্ন স্নহদ ছিলেন। তিনি যে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহারও মূলে শ্রীল গুরুপাদপন্ন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ যে কারণে প্রভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বর্ণন করিতেছি।

যানবাদের একটি রেল অফিসের বড়বাবু শ্রীযুত শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এবং রেল অফিসার শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনের জন্ত বর্তমান শহর নবদ্বীপে প্রথমে উপস্থিত হন। সেখানে শ্রীগঙ্গিরাদি দর্শনান্তে বেলা দুই ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-মঠে উপনীত হন। তখন মদীয় গুরুপাদপন্ন শ্রীচৈতন্য মঠের ম্যানেজার (Manager) ও শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহপ্রভু মঠ-রক্ষক। উক্ত অফিসার-দ্বয় তাঁহাদের নিকট উপনীত হইলে শুকমুখ অবলোকন করিয়া তাঁহাদের ভোজনাদি কিছুই হয় নাই বুঝিতে পারিলেন এবং এ-পর্যন্ত আহারাদি হয় নাই জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীগুরুপাদপন্ন বলিলেন, “যান আপনারা স্নান করিয়া আসুন, ইতোমধ্যে আমরা প্রসাদের ব্যবস্থা করিতেছি।” তিনি শ্রীনরহরি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, মাধ্যাহ্নের প্রসাদ কিছুমাত্র নাই। সঙ্গে সঙ্গে চোভ জ্বালাইয়া অন্ন বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং



ঐ পাত্রের মধ্যে আলু ও ক্যাকডায় বাঁধিয়া ডাল সিদ্ধ করিতে দিলেন। অন্ন ডাল আদি সিদ্ধ হইয়া গেলে সিদ্ধডাল গরম জলে মিশ্রিত করিয়া তেল ফোড়ন করিলেন এবং সিদ্ধ আলু দিয়া পোস্ত ও ভাজা করিয়া দিলেন। উক্ত অফিসারদ্বয় স্নান করিয়া আসিতে না আসিতে অন্ন, ডাল, পোস্ত ও আলুভাজা হইয়া গেল। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবান্কে মানসে উহা নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ প্রসাদের প্রস্তুতি দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত অবাক হইলেন এবং ক্ষুধার সময়ে স্বচ্ছন্দে-পরমানন্দে উদর পূর্ত্তি করিয়া উক্ত প্রসাদ সেবন করিলেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এইরূপ অভূতপূর্ব আতিথেয়তা দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—“শহর নবদ্বীপে বহু ঠাকুর-বাড়ী দর্শন করিয়াছি কিন্তু কেহই এইরূপ কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাঠেবার জন্ত আগ্রহ করেন নাই, কিন্তু আপনারা যথা করিলেন তাহা অতুলনীয়”। প্রসাদ-সেবান্তে তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রচুর হারিকথা শ্রবণ করিলেন। পরে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের চরণসান্নিধ্যে লইয়া আসিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া উক্ত অফিসারদ্বয় অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ভগবৎভজন করাই যে শ্রেষ্ঠতর তাহা বিশেষভাবে উপলক্ষ্য করিলেন এবং মঠের সহিত যোগাযোগ রাখিবেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিবেন এরূপ বলিলেন। পরে শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে শ্রীল অতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পাঁচ-টাকা এবং শ্রীল অতুলচন্দ্র দত্ত একটাকা প্রণামী দিয়া বলিলেন,—“আমরা মাসে মাসে, এরূপ পাঠাইয়া দিব।”

তাঁহারা ধানবাদে গিয়া প্রতি মাসেই এইরূপ সেবাহুকূল্য পাঠাইতেন, ও মধ্যে মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, এক সময় তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষার পরে শ্রীল অতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথাক্রমে শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীল অতীন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর নামে খ্যাত হন। উহার কিয়ৎকাল পরে অপ্রাকৃত প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠে যোগাদান করেন, এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ নির্দেশে আসমুদ্র হিমাচল শ্রীহরিকথা প্রচার করেন, এবং বহুবিধ ভাবে প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট পূরণ করেন। তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুপাদ তাঁহাকে স্বদূর ইংলণ্ডে প্রচারের জন্ত প্রেরণ করিয়া

ছিলেন। শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিষায়ী শ্রীশ্রীমদভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ নামে খ্যাত হন, এবং শ্রীল অতীন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু “শ্রীগৌড়ীয় কঠংগার” সংকলন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মহান্ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

অশ্বদীঘ শ্রীশ্রীশুক্লানন্দ উক্ত দুই মহাত্মা ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় আসন ও মিসনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি প্রপূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তি শ্রীকৃষ্ণসিদ্ধান্তী মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাগবতগণকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণাঙ্গিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করেন। শ্রীল গুরুপাদগণের এতদ্বিধ বহু সেবানৈষ্ঠব গন্দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বহস্তে তাঁহাকে ‘কৃতিরত্ন’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ‘কৃতিরত্ন’ মানপত্রটি পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রী শ্রীমায়াপুর চন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রী শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরানীকবাদপত্রম্

শ্রীমতাপ্রভুসেবার্থং শ্রীধাম্নি ভূমিরক্ষকঃ।

প্রজাপালনদক্ষো যঃ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতঃ ॥

শ্রীবিনোদবিহার্য্যখ্য ব্রহ্মচারিবদায় চ।

প্রভুপাদান্তরঙ্গায় সর্বদগুণশালিনে ॥

ধামপ্রচারিণী সংসংস্ঠৈত্যন্ত্যৈ প্রদীয়তে।

“কৃতিরত্ন” ইতি খ্যাতমুপাধিভূষণং যুদা ॥

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।

শ্রীমায়াপুরধামস্থ যোগপীঠমহাস্থমে ॥

গুণেষু বহু শুভ্রাংগু শকাব্দেহস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।

কাল্চন পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে ॥

(স্বাঃ)—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,

সভাপতি,—শ্রীধাম প্রচারিণীসভা।

(ক্রমশঃ)

ত্রিদণ্ডিত্ব ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক

# একটি পত্র

- ১) শ্রী শ্রীহরিঃ শরণম্ ।  
 ২) রাধাভাবত্যাতি-সুবলিতং নোমি কৃষ্ণস্বরূপম্ । আই-১৬৯৮, চিত্তরঞ্জনপার্ক  
 ৩) ন চৈতন্যং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ নিউদিল্লী-১৯  
 ৪) অন্ধঃ পশ্যতি শাস্ত্রানি নিগাতরতি বারিধিम् । ২৩/৯/৮২  
 যন্ত প্রভাবতো বন্দে তং শ্রীচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ টেলিফোন-64-4025  
 ৫) “তুমি আমি নীলাচলে র'ব একসঙ্গে ।  
 সুখে কাটাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥”  
 ৬) গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! হরে মুরারে গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! মুকুন্দকৃষ্ণ ।  
 গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! রথাসপাণে গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! নমো নমস্তে ॥  
 পরম ভাগবত বিগ্রহেষু—

শ্রীযুত মণ্ডল মহাশয় !

আপনার ১৭৯২ তারিখের চিঠিখানা পাইয়া পরমতৃপ্তিলাভ করিলাম। আপনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁহার আদেশ না পাইলে আপনি কখনও “শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা” লিখিতে পারিতেন না। গ্রন্থখানি অপূর্ণ হইয়াছে এবং অগণিত ভক্তদেব তাঁর আকাজক্ষা মিটাইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাছে আপনার স্বাস্থ্য-সুন্দর শ্রদ্ধাসমুজ্জল দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমি যে সব প্রশ্ন করিয়াছি, তাহা অতি বিনীতভাবে অর্থাৎ “পরিপ্রশ্নেণ সেবয়া” মনোবৃত্তি নিয়া—জানিবার জন্যই আমার self-education এর purpose এ।

আরও তিনটি প্রশ্ন আমি রাখতে চাই—

১। ঈশান নাগরের “শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ” কি চৈতন্যভাগবত ইত্যাদির মত প্রামাণ্য গ্রন্থ? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে এই গ্রন্থখানি কি চৈতন্যভাগবত-এর আগের লেখা হইয়াছিল?

২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের সঙ্গে, না টোটা গোপীনাথের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছেন, কোনটা সঠিক? ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ একজায়গায় লিখিয়াছেন যে দ্বিতীয়টাই ঠিক।

৩। ‘নামে’ কি প্রারম্ভ সম্পূর্ণ কাটে? অথরিটী কী?

আমার পূর্বের প্রশ্নের সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নও জুড়িয়া দিলে অত্যন্ত বাধিত হব।

আপনি যদি কখনও দিল্লীতে আসেন, তবে আমার কুটিরে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করিলে নিজকে ধন্য মনে করিব। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে—

শ্রীনির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল



# পত্রোত্তর

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

মাং—বড়বহরকুলি; পোঃ—বদলা

জেলা—বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

ইং তাং—১৮।১১।৮২

সাদর সম্ভাষণ পূর্বকেষম্—

প্রিয় মহাশয়! সর্বাগ্রে আমার অন্তরের হৃদি অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। আপনার ২৩।১১।৮২ তারিখের প্রশ্ন সম্বলিত পত্রখানি পাইবার পর আমার শারীরিক অসুস্থতা ও নানা কার্য বাস্তবতা বশতঃ উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গেল। আমার এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য মনে কিছু করিবেন না। আপনার এই পত্রখানি পাইবার পূর্বেই আপনার পূর্ববর্তী পত্রের উত্তর ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার’ press-এ চলিয়া যাওয়ায় তৎসহ এই উত্তর সংযোজিত করা সম্ভব হয় নাই। “শ্রী শ্রী চৈতন্যলীলা ও শিক্ষা”—গ্রন্থটি আপনার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া তাহাতে অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অষ্টৈতুকী করুণা ও মহিমা অমূল্য করত কৃতার্থবোধ করিতেছি। আপনার এই পত্রখানি পাঠান্তে প্রতীতি হইতেছে যে, আপনার ভক্তিজীবন আরম্ভ হইয়াছে। আপনি ‘পরিপ্রশ্নে ন সেবয়া’ মনোবৃত্তি লইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। বস্তুতঃ সন্দেহবাদী ও অহঙ্কার-বশে প্রশ্নের চেষ্টা হইলে তাহা পরিপ্রশ্ন হয় না। সাধুগুরু-পাদপদ্মে যে-সমস্ত সন্তুতিসিদ্ধান্ত মাদৃশ অধমের পক্ষে পরোক্ষে ও সাক্ষাদভাবে শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে, তন্মূলে আপনার প্রশ্নত্রয়ের উত্তর যথাকালে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিতেছি।

আপনার ১ম প্রশ্নের উত্তর জানাইতেছি যে, ঈশান নাগরের “শ্রী অষ্টৈত-প্রকাশ” গ্রন্থটি “শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত” প্রভৃতির ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। “শ্রী অষ্টৈত-প্রকাশ”—গ্রন্থখানি প্রাকৃত সহজিয়াগণের বজ্জনা-বিলাস বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবাগণের নিকট অনাদরনীয়। শ্রী বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বড়গোস্বামিগণের পরবর্তী বৈষ্ণবাচার্য্যাগণ উক্ত “শ্রী অষ্টৈতপ্রকাশ” গ্রন্থটি অনির্ভরযোগ্য বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। আউল, বাউল, কর্তাভজ্ঞা, গোরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি নবীন মতবাদিগণ শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর শিক্ষার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের অসমোদ্বীক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শ্রী চৈতন্যলীলার বাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের “শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত” গ্রন্থটি প্রাকৃত সহজিয়া মতবাদের অশাস্ত্রীয়তা উদ্ঘাটনপূর্বক অতি উচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন।

“ভাগবতে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণিলা বেদব্রাস ।

চৈতন্যলীলাতে বাস — বৃন্দবনদাস ॥” ( চৈঃ চঃ আদি ১১৫৫ )

“মহুয়ে রচিত্তে নাৰে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।

বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥” ( চৈঃ চঃ আদি ৮৩৯ )

“শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবতে” ও তৎ পরিশিষ্টস্বরূপ “শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে” উক্ত ‘শ্রীঅবৈত-প্রকাশ’ গ্রন্থটির বা ঐ গ্রন্থে-লেখকের কোনও নামোল্লেখ নাই। “শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত” প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থাদি আমাদের অবিসম্বাদিত নিতা পাঠ্য।

ঐ প্রশ্নে আরও জানিতে চাহিয়াছেন যে, যদি ‘শ্রীঅবৈতপ্রকাশ’ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইয়া থাকে, তবে ঐ গ্রন্থখানি কি “শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত”-এর পূর্বেই লেখা হইয়াছিল?—তদ্বত্তর এই যে, যেহেতু “শ্রীঅবৈতপ্রকাশ”—প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে, সেইহেতু ঐ গ্রন্থখানি “শ্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত” এর আগে বা পরে কিনা তাহা লইয়া আলোচনা অহেতুক ও অবান্তর।

আপনি দ্বিতীয় প্রশ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দান রহস্যের যে, দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বত্তরে বলিতে হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষে দুইটিই সম্ভব।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে, ভগবন্নামে প্রারব্ধ সম্পূর্ণরূপে কাটে নিশ্চয়ই; কিন্তু আসলে নাম হইলে তো প্রারব্ধ কাটিবে! ‘নাম’ যদি নামাপরাধ হইয়া যায় তাহা হইলে প্রারব্ধ কাটিবে না। নামাপরাধ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উচ্চারিত নামাকরকে শুদ্ধনাম বলা যায় না। শ্রীনাম-ভজনে নামাপরাধ, নামাভাস ও ‘নাম’—এই ত্রিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য; কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের নাম এক ও অছিল। নামের মধ্যেই ভগবত্তা ও শক্তিমত্তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। কৃষ্ণনামাদি বৈষ্ণব বস্তু,—তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন।

জীব সেবোন্মুখ হইলে অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপও তন্মাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ং স্ফুটিলভ করেন।

যথা,—“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।

সেবোন্মুখে হি তিস্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

(ভঃ রঃ-সিঃ পৃঃ ২ লঃ ১০৯)

নামের সহিত মায়িক জগতের সম্বন্ধ না থাকিলেও আমাদেরকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীনাম গোলোকধাম হইতে কৃণাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া নাম গ্রহণ করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দৈব যে, ভগবানের নামের সেবনোদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণ না করিয়া তুচ্ছ সকাম মায়িক-স্বখ ভোগের জন্ত নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছি। কৃষ্ণনামকে নিজেদ্রিয় তর্পণের বস্তু মনে করায় ফলে তাহা কৃষ্ণভজন না হইয়া মায়ায় ভজন হইয়া যাইতেছে। যখন যখন ভগবানের সেবা ছাড়িয়া ভোজ্য অভিমানকারী হইয়া কপটতা, অনিত্য ভোগবাঞ্ছা প্রভৃতিতে আবিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন মনের অশুদ্ধতার জন্য হরিনাম না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যায়। নামাপরাধকে যে নাম বলা সম্ভব নহে, তৎসম্বন্ধে পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি;—

“অপরাধযুক্ত নামের ফল—ত্রিবিধলাভ। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাওঠা নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী; তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না। নামাপরাধ দূর হইলে কোনও সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে-ফল ভোগ করেন, আত্মা কখনও তাহা গ্রহণ করেন না, উহা দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেইজন্তই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—‘যদাত্মা সুপ্রসীদতি’। সুতরাং নামাপরাধ ভগবদ্ভ্যাস নহে। শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির প্রাকৃতাভিনিবেশ বা জাড়া নাই।

অনেক সময় কক্ষের নিকট কোন কারণে অপরাধ হইলে তাহার নাম-সেবার ফলে সেই অপরাধ বিদূরিত হয় এবং নামী কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। ধর্ম্মধ্বজী, যোষিৎসঙ্গী, দুষ্টমত আশ্রয়কারী অভক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি অসৎসঙ্গীর সঙ্গে নামাক্ষর উচ্চারিত হইলে তাহাও নামাপরাধমধ্যে গণ্য। “অসৎসঙ্গ ভ্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার” (চৈঃ চঃ মধ্য ২২৮৪)—শাস্ত্রবাণী অনুসারে অন্যরূপে সাধুসঙ্গ গ্রহণ ও ব্যতিরেক-রূপে অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বিহিত হইয়াছে।

শ্রীনামভজনে পদ্যপুরাণের স্বর্গখণ্ডে উল্লিখিত দশবিধ নামাপরাধ সকল সময়ে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে সদাচার ও মতর্কতার সহিত দান্ত ও দৈন্ত্যভরে অবিশ্রান্ত নাম লইতে লইতে শ্রীনামের কৃপাতেই নামাপরাধ দূরীভূত হয়। নামাক্ষর দেহ, দ্রবিন, জনতা, লোভ, পাষণ্ড ইত্যাদি পাষণ্ডরূপ অপরাধ-মধ্যে পড়িলে পদ্যপুরাণোক্ত নামাপরাধ-নিবৃত্তির উপায় অবলম্বন



ব্যতীত তাহা দূরীভূত হয় না । নামাপরাধ বর্জনের উপায় সম্পর্কে শ্রীমন্মহা-  
প্রভুর পার্শ্বদ শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর রচিত শুদ্ধভক্তি-সুসিদ্ধান্তপূর্ণ  
অকৃত্রিম “শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত” গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

“নামেতে শরণাপত্তি যেই ক্ষণে হয় ।  
তখনই নামাপরাধের স্তম্ভ হয় ক্ষয় ॥  
তথাপি প্রমাদে যদি উঠে অপরাধ ।  
তাহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাদ ॥  
অপরাধ প্রমাদেতে হইবে যখন ।  
নামসঙ্কীর্ণন তবে করিবে অনুক্ষণ ॥  
নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে ।  
অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥  
নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয় ।  
অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয় ॥

নামাপরাধ-ক্ষয়পদ্ধতি সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়  
জানাইয়াছেন,—“কৃষ্ণর শ্রীমূর্তি-প্রতি অপরাধ করি’ ।

নামাশ্রয়ে সেই অপরাধ যায় তরি’ ॥

নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয় ।

অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্ব সিদ্ধি হয় ॥

নামাপরাধ বিগত হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের অপ্রকাশ অবস্থাতেই অস্বভা-  
বশতঃ নামের অন্তর লক্ষণে নামাভাস হইয়া থাকে । নামাভাসেই প্রারক  
ও অনর্থসকল দূরীভূত হয় এবং তখন জিহ্বায় শুদ্ধনাম উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম  
বা সেবা প্রদান করেন । সদগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন-নৈপুণ্যে শ্রীনামের  
কৃপায় বা গুরুকৃপায় কষায়সকল বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্ত হইবার অধিকার লাভ  
হয় । নামাভাসেই যখন প্রারক খণ্ডন হয়, তখন শুদ্ধনামে যে প্রারক খণ্ডন  
হইবেই ইহাতে সন্দেহ কি ? নামাপরাধ হইলে নামাভাস ও নামগ্রহণে  
ফল পাওয়া যায় না ।

শ্রীনামের প্রারক-হরত্ব সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি শাস্ত্র-প্রমাণ ও মহাজনবাণী  
বিবৃত করিতেছি ( ভাঃ ৬।৩।২৪ ) :—

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সঙ্কীর্ণনং ভগবতো গুণকর্মণাম্মান্ ।

বিক্রম্য পুল্লমঘান্ যদজামিলোহপি নারায়ণেতি ত্রিমাণ ইরায় যুক্তিম্ ।”

অর্থাৎ “অন্তঃপ্রসঙ্গবানের গুণ, কর্ম ও নাম সকলের সম্যক্ কীর্তনই যে জীবের পাপহরণে উপযোগী, তাহা নহে ; তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ কীর্তন বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । অজ্ঞামিলই মৃত্যুকালে অমৃচ্ছিত্তে ‘নারায়ণ’ বলিয়া নিজ পুত্রকে আহ্বান করিয়াও মুক্তিলাভ করিল ।” ‘শ্রীমদ্ভাগবতে’ (৩.৩৩.৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

“যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ণনাদ্ যৎ প্রসঙ্গাদ্যৎ স্মরণাদপি কচিৎ ।

স্বাদোহপি মদ্যঃ সর্বনাশ কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্তু দর্শনাৎ ॥”

অর্থাৎ “দেবহুতি করিলেন,—হে ভগবান্ ! যখন তোমার নাম শ্রবণ ও কীর্তন এবং তোমাকে নমস্কার ও স্মরণ—ইহার মধ্যে যে কোন ক্রিয়ার কদাচিদ্ অনুষ্ঠান করিলে চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সর্বন-যজ্ঞের যোগ্য হয়, তখন তোমাকে দর্শন করিলে যে লোক পবিত্র হইবে, হই। বলাই বাহুল্য ।

“কৃষ্ণেন্তি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে ।

ভগ্নীভবন্তি রাজেন্দ্র ! মহাপাতক কোটয়ঃ ॥” ( বিষ্ণুধর্ম্মে )

অর্থাৎ—“হে রাজেন্দ্র ! ‘কৃষ্ণ’ এই মঙ্গলপ্রদ নাম বাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হন, তাহার কোটি কোটি মহাপাতকও ভগ্নীভূত হইয়া যায় ।” শ্রীমন্মহাপ্রভু “শিক্ষাক্ষেত্র” ১ম শ্লোকে ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং—বলিয়া স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন যে, পাপমূলনাশক শ্রেষ্ঠবস্তু নামসঙ্কীর্ণনেই সংসারের দাবজালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ।

জাতি-নাশ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত-প্রার্থী সুবুদ্ধিরায়কে বারানসীতে ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২৫।১৯১-১৯৩ ) উপদেশ দিয়াছেন ;—

“প্রভু কহে—ইহা হৈতে বাহ বন্দাবন ।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ণন ॥

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে ।

আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ।

আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি ।

মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥”

‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

নামাভাস হৈতে হয় সর্বপাপ ক্ষয় ।

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ৩৬১ )

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ “শ্রীনামাক্টকে” ৪র্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি  
 বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।  
 অপৈতি নামস্মরণেন তত্তে  
 প্রারব্ধকর্মেতি বিরোতি বেদঃ ॥

অর্থাৎ “ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা দ্বারাও ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধকর্ম কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু, হে নাথ ! জিহ্বাগ্রে তোমার শ্রীনামের স্মৃতি মাত্রেই (নামাভাসই) সেই প্রারব্ধ-কর্ম সমূলে বিনষ্ট হয়,—ইহা বেদ তার স্বরে কীর্তন করিতেছেন ।” চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩৩২১

“সর্ব-নহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম ।”

শ্রীগৌর-পার্বদ পাণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভু “শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—প্রারব্ধ খণ্ডন কেবল হরিনামে হয় ।

জ্ঞান-কর্মে সেই ফল কভু না মিলয় ॥  
 বিনা হরিকীর্তন, কভু কর্মবন্ধ ।  
 খণ্ডন না হয়, মুমুক্ষতা নহে লব্ধ ॥  
 যে মুক্তি লভিতে আর না হয় কর্মসঙ্গ ।  
 রজ-স্তমোদোষহীন শূন্য নারী-সঙ্গ ॥

\* \* \* \*

শ্রদ্ধা করি’ নাম হইলে অপরাধ কোটি ।  
 ক্ষমা করে কৃষ্ণ, যদি না থাকে কুটিনাটী ॥”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

“নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত ।  
 নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয়, হত ॥  
 নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন ।  
 নামাভাসে সর্বরোগ হয় নিবারণ ॥  
 সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয় ।  
 নামাভাসী সর্বরিষ্ট হৈতে শাস্তি পায় ॥  
 যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমুদয় ।  
 নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায় ।  
 নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায় ।  
 সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম নামাভাসে যায় ॥” ( হঃ চিঃ )



“নামাভাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধ নাম হয়।

তখনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লভয়ে নিশ্চয়।” ( হঃ চিঃ )

শ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোষামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—কৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্ত্তন সৰ্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্ত্তনের আভাসে সৰ্ব পাপ ক্ষয় হয় এবং সংসার-বন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইয়া জীব শ্রীনামকীৰ্ত্তনের অধিকারী হন।”

কলিযুগধৰ্ম্ম হরিনামের প্রারব্ধ-হরত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রাদিতে আরও অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। যখন নামাভাসেই অনায়াসে ভবভর ক্ষয় হয় এবং প্রেমের উদয়ে ভবনাশ অর্থাৎ স্বরূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে, তখন (শুদ্ধ) নামের কাছে কি প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ থাকিতে পারে?

পণ্ডিত শ্রীল ভগদানন্দপ্রভু প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপনাশ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন,—

“বর্তমান পাপ আর পূর্ব-জন্মার্জিত।

ভবিষ্যতে হ'বে যাহা সে সকল হত ॥

অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে।

নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে ॥” (শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত)

“বর্তমানস্তু যৎ পাপং যত্নতঃ যত্নবিমুখিত।

তৎসৰ্বং নির্দহতাণ্ড গোবিন্দ-কীৰ্ত্তনানলঃ ॥” (লঘু ভাঃ)

এমতাবস্থায় উপরোক্ত মর্মে আপনার অভিপ্সিত বিষয় পাইবেন আশা রাখি।

অদূর ভবিষ্যতে দিল্লী যাইলে আপনার সঙ্গ লাভের ইচ্ছা রহিল। আপনি যদি কখনও নবদ্বীপধাম দর্শনে আসেন, তাহা হইলে তখন আমাদের শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে প্রপূজাপাদ শ্রীল আচার্যাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে প্রচুর হরি-কথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইবেন। সেই সময় মাদ্রাশ দরিদ্র পল্লীবাসী হইয়াও আপনাকে অন্তর্ধান ও আপ্যায়িত করিয়া আনন্দিত হইবার আশা রাখি। প্রার্থনা করি—শ্রীমন্নরায়ণপ্রভু আপনাকে কৃপা করুন! নমস্কারান্তে—

শ্রীগৌরজনকুপালেশপ্রার্থী—

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

# দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণসেবারত ভক্তগণ সর্বদোষমুক্ত

অনন্তভাবে ভগবদ্ভজননিষ্ঠ ভক্তের দৈবাৎ কোন পাপজনক কার্য বা সেবা-অপরাধ উপস্থিত হইলেও তাহার হৃদয়স্থ ভগবান্ প্রিয়ভক্তের সে সমস্তই অগ্নি যেমন রাশি রাশি তুলাকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ভগবান্ও ভক্তের পাপরাশি ভস্মীভূত করিয়া থাকেন, এবং ভক্তের মনে কোনও সন্দেহের উদয় হইলে প্রত্যক্ষভাবে যে তাহা নিরসন করিয়া দেন, ‘অর্জুনমিশ্রের’ দৃষ্টান্তদ্বারা গত আশ্বিন (৮ম) সংখ্যায় তাহার কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় তাহা আরও বিশদভাবে বর্ণনে প্রয়াসী হইলাম।

ভগবদ্ভজনেচ্ছু ঐ শাস্তিক ভক্ত যদি কোনও পাপকার্যের আচরণ করিয়াও অর্থাৎ বেদোক্ত দেবতার্চন-পিতৃশ্রাদ্ধাদিরূপ অবশ্য করণীয় নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যের অকরণে পাপ হয়—জানিয়াও শুধু ভগবদ্ভজনেই রত থাকেন, তবে তাহার এতাদৃশ কার্যও দোষণীয় হয় না। পরন্তু ভগবৎ সেবা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিকাদি, অথবা দেবতার্চনাদি বা ইষ্টাপূজাদি সমস্ত-ধর্ম-কার্যই যে পাপের জনক হইয়া থাকে, তাহা পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

যন্নিমিত্তাং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে ।

মামনাদৃতা ধর্মোহপি পাপং স্তান্মৎপ্রভাবতঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৭০)

অর্থাৎ আমার ভজন-নিমিত্ত কোনও বেদবিহিত কার্যের অনাচরণরূপ ও বেদ-নিষিদ্ধ কার্যের আচরণরূপ পাপকার্য করিলেও তাহা ধর্মই হইয়া থাকে এবং আমাকে আদর না করিয়া অর্থাৎ আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার্চনাদি যে কোনও ধর্মকার্যই কৃত হউক না কেন, তাহা সমস্তই আমার প্রভাবে পাপজনক হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবান্কে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মাও তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

পাপং ভবতি ধর্মোহপি তব ভক্তৈঃ কৃতং হরে ।

নিঃশেষকর্ম-কর্তা বাপ্যভক্তো নরকে পতেৎ ॥

হে শ্রীহরি ! আপনার ভক্তগণ যদি বিহিত কর্মের অকরণরূপ পাপকার্যের আচরণ করেন, তথাপি তাহাদের অনন্ত ভজননিষ্ঠার ফলে তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম

বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আর যদি আপনার অন্তর মানবগণ সর্বোৎকৃষ্ট সহিত সর্ব-কর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তথাপিও তাহারা নরকে পতিত হয়। উক্ত পদ্মপুরাণেই অন্যত্র আরও দেখা যায়—

স কৰ্ত্তা সৰ্বকৰ্ম্মাণাং ভক্তো যন্তব কেশব ।

স কৰ্ত্তা সৰ্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে কেশব, যিনি তোমার ভক্ত হন তিনি কোন কার্য্য না করিলেও সর্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকেন। হে অচ্যুত, যিনি তোমার ভক্ত নহেন তিনি বিহিতকার্য্য সম্পাদন করিলেও সর্বপাপের অনুষ্ঠানকারী বলিয়া কথিত হন।

### ভগবদ্ভক্তি জন্মগত জাতিদোষ-নাশিনী

এই পদ্মপুরাণেই বাক্যান্তরে দেখা যায়—বিষ্ণুভক্তের জন্মগত জাতি-বৈশিষ্ট্যদোষ অর্থাৎ শূদ্রত্ব ও অন্ত্যজাদি-বর্ণভূষণ নিন্দা পর্য্যন্ত দূর হইয়া তাহাদের উত্তমত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতসঃ ।

বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য অন্ত্যজাদি যে-কেহ যদি বিষ্ণু-ভক্তপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাহাকে ভগবানে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা উত্তম বলিয়া জ্ঞানিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিল-দেবভূতি সংবাদেও দেবভূতি বাক্যে রহিয়াছে। ( ভাঃ ৩৩৩৭ ) যথা—

অহো বত স্বপচোহতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।

তেপুস্তপন্তে জুহবুঃ সমুদার্য্যা ব্রহ্মানুচূর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥

অহো! নাম-গ্রহণকারী শ্রেষ্ঠতার কথা কি বলিব? হে! কপিলদেব! যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম একবার মাত্রও উচ্চারিত হয়, সেই ব্যক্তি চণ্ডালাদি যে-কোনও নিকৃষ্ট কুলে জাত হইলেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কথিত হয়। কারণ যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, তাহারা বাহ্যিক তপস্যা না করিলেও তপস্বী, যজ্ঞ-হোমাদি না করিয়াও যাজ্ঞিক এবং তীর্থাদিতে স্নানাদি কার্য্য না করিয়াও সৰ্বতীর্থ স্নাত। তাহারা জন্মগত অনার্য্য হইলেও প্রকৃত আৰ্য্যজাতি বলিয়া গৃহীত ও কথিত হয়, এবং বেদ-বেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি যাবতীয় কার্য্যের অধিকার লাভ করেন। এসম্বন্ধে শ্রীগীতায়ও ভগবদ্ভক্তি রহিয়াছে। যথা—



অপি চেৎ সুরাচারো ভজতে মামনস্তভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাখ্যাবসিতো হি সঃ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শব্দচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌশ্লেয় ! প্রতিজানৌহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ (গীঃ ৯।৩০-৩১)

নিজভক্তির অচিন্ত্য প্রভাব প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে অর্জুন, অত্যন্ত দুরাচার অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গ, চৌর্যাদি, পাপকর্ম্মাচারী এবং জীবহিংসাদি-রত মানবও যদি কোনও সৌভাগ্যবশে সৎগুরুর কৃপা লাভ করিয়া ‘অনন্তভাবে’ (ঐকান্তিভাবে) একমাত্র আমারই ভজন করে, তবে তাহাকে সাধু (শ্রুষ্ঠ) বলিয়াই মনে করিবে। এস্থলে ‘অনন্ত’-শব্দেরদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, অন্য দেবতাগণ পরমেশ্বরের প্রিয়ত্বহেতু অভিন্ন—ইহা জানিয়াও সেই দেবতাগণের ভজন না করিয়া ‘সাক্ষাদভাবে’ ভগবৎ-সেবা করা; অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কাহারও ভজন না করার নামেই অনন্ত ভগবদ্ভজন। ইহাই সর্বোত্তম অধ্যবসায়, চেষ্টা বা সাধন—তাহা অবলম্বন করায় সাধু। যদি বল—কেবল সমীচীন অধ্যবসায়ের দ্বারাই তাহাকে কেন সাধু বলিয়া জানিব ? তদ্বত্তরে বলিয়াছেন—হে অর্জুন, অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনে রত হইলে শীঘ্রই ধার্মিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিত্য ভজনফলে সমস্ত-দুর্কর্ম্ম-মতি অতি অল্পকাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়া বিপুল হইয়া থাকে। তখন তাহার চিত্তের নানা ভোগবাসনারূপ অস্থিরতার নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং একমাত্র আমাতেই নিষ্ঠালাভ করে। ঐ নিষ্ঠা হইতেই চিরস্থায়িনী শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভিমুখ কৃতকাম্যশ্রিগণ ভগবদ্ভক্তজনের এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য-স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দেখা যায়। পুনরায় অর্জুনকে উৎসাহ প্রদানার্থ বলিতেছেন,—কুস্তিনন্দন ! তুমি চক্ৰানিনাদ-মহকারে বাহুবল উত্তোলনপূর্ব্বক কৃতকীদের সত্য নিঃসন্দেহে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে,—‘ভগবদ্ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।’ তাহার অতীব দুরাচার হইলেও কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ী বিশ্বের দ্বারা বাধিত হন না

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্র উপাখ্যানেও দেখা যায়,—নিমি মহারাজের সত্য নবযোগেন্দ্র উপস্থিত হইলে পর মহারাজ তাঁহাদের অত্যাচারাদি সম্পন্ন করিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম ও তাহার বৈশিষ্ট্যাদি শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি ঋষি বলিতে আরম্ভ

করিলেন—হে রাজন ! এই সংসারে দেহাদি অসং পদার্থে আত্মবুদ্ধিহেতু  
নিত্য ত্রিভাপ-দগ্ধচিত্ত মানবের পক্ষে শ্রীহরির চরণাশ্রয়ই সকল ভয়-বিনাশন  
বলিয়া মনে করি। শ্রীহরি যদ্বাদি-মুনিগণমুখে আশ্রয়সাধা, অথচ সকলের  
পক্ষে আচরণীয় এবং তুচ্ছ স্বর্গাদির প্রাপক বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম বর্ণন করিলেও  
সাধারণ অজ্ঞান মানবগণও অনায়াসে কিভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে,  
সেই সকল উপায় তিনি স্বয়ং নিজমুখেই 'মন্মনা ভব মদুভুঃ', 'সর্বধর্ম্যানু  
পরিভাষ্য' ইত্যাদি শ্রীগীতা-বাক্যাদি দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। ভগবৎ-শ্রীমুখ-  
কথিত তাঁহাকে প্রাপ্তির এইসকল উপায়ই যথার্থ 'ভাগবত-ধর্ম' বলিয়া  
জানিবে। এই ভাগবত-ধর্ম আচরণের বৈশিষ্ট্য উক্ত কবি ঋষিই আবার  
বলিয়া দিছেন :—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ! ন প্রমাণোত কহিচিৎ ।

ধাবন্নিমিল্য বা নেত্রে ন স্থলেন্ন পতেদিহ ॥ ( ভাঃ ১১।২।৩৫ )

হে নিমিরাজ, এই ভাগবত-ধর্মের সর্বোত্তমত্বরূপ বৈশিষ্ট্য শ্রবণ কর।  
এই ধর্মোচরণকারী কখনও বিঘ্নের দ্বারা বাধিত হয় না। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ  
যোগাদির আশ্রয়কারী প্রাণায়ামাদির অভ্যাসকালে শ্বাসরোধাদির ব্যতিক্রমে  
যেমন হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, অথবা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখেও  
পতিত হন এবং জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চায় নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া শেষে  
ভগবৎপ্রেমমুখাদোষে অধঃপতিত হন, এই ভাগবৎ-ধর্মের আচরণে কখনও  
সেইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। অধিক কি বলিব, ভগবদ্ভক্তনরত ভক্ত যদি  
নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়াও ধাবিত হন, তথাপি তিনি ভাগবত-ধর্ম-বিষয়ে  
স্থলিত (প্রতাবায়গ্রস্ত) অথবা তাহা হইতে পতিত (বিচ্যুত) হয় না।  
অর্থাৎ কোন প্রকারেই তিনি ভগবৎ কৃপা লাভে বঞ্চিত হন না, জানিবে।  
নয়নযুগল মুদ্রিত করার তাৎপর্য্য অজ্ঞানতা। যথা,—

শ্রুতিস্মৃতি উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীৰ্ত্তিতে ।

একেন বিকলঃ কাণো দ্বাত্যামকঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতি—এই দুইটি বিপ্রগণের দুইটি নেত্র বলিয়া কথিত  
হয় তন্মধ্যে একটি বিহীনকে কাণা বলে, দুইটি বিহীনকে অন্ধ বলে।

'নিমিল্য'-শব্দে—বেদ-তাৎপর্য্য এবং স্মৃতি-তাৎপর্য্য কিছুই না জানিয়া,  
এবং 'ধাবন'-শব্দে অজ্ঞানতা বশে কোন কোন বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়া  
অতি শীঘ্র মনুষ্ঠান করাকে বুঝাইতেছে। এবমুত আচরণকারী ভক্তও

প্রত্যাবায়ী হন না, অথচ ভজনফল-লাভেও বঞ্চিত হন না। সুতরাং ভগবদ্ভজন-নিষ্ঠ ভক্তের কোন কালে কোনপ্রকারে অষ্টাশ্রয়ীর মত বিনাশ নাই।  
—‘ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি’ বাক্যেরও ইহাই তাৎপর্য।

### ভগবদ্বিমুখ অগ্নিদেবতাশ্রয়ীর পরিণাম

ভগবন্মায়ামুখ জীবমথো মানবগণের পক্ষে বেদাদিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কার্য্য বর্জনপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীহরি-ভজনেই তাহাদের কৃতার্থতা বা পরম পুরুষার্থ লাভের বিষয় শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণদ্বারা অন্বয়মুখে বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি বাত্বিরেকমুখে ভগবদ্ অর্চনাদিরহিত জনের অগ্নিদেবতাশ্রয় যে কখনই চিরমঙ্গলদায়ক হয় না, তাহা কয়েকটি পৌরাণিক দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণন করিতে প্রয়াসী হইয়াতেছি।

১। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রিগুণাক্ষকে বরাহরূপী বিষ্ণু বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর প্রতি ঘেঘাচরণপূর্ব্বক ঐ হিরণ্যকশিপু সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকেই সর্বেশ্বরত্ব মনে করিয়া নিজের অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সহস্রবৎসর অনাহারে তপস্তার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অমরত্ব বর প্রার্থনা করিলে পর ব্রহ্মা ঐ বর দিতে অসমর্থ তার কথা জানাইলেন। তখন সে প্রকারান্তরে অমর হইবে ভাবিয়া, দিবা ও রাত্ৰিতে, ঘরে ও বাহিরে, মনুষ্য ও পশু কর্তৃক পৃথিবীতে ও শূন্যে, এবং অস্ত্রাদিতে কিছুতেই তাহার মৃত্যু ছইবে না— এইরূপ বহু বরই প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মাও ‘তথাস্তু’ ‘তথাস্তু’ বলিয়া সেই সমস্ত বরপ্রদানপূর্ব্বক অন্তহিত হইলেন।

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া দেবগণকে পরাস্ত ও নিজ দাসানুদাস কবত স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। তখন প্রপীড়িত দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে পর বিষ্ণু শীঘ্রই তাহাদের দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া আশ্বাস দান করিলেন। (ক্রমশঃ)

### অম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্তমান ৩৪শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় ১৪৩ পৃষ্ঠার (প্রথম হইতে) ষষ্ঠ পঙ্ক্তিতে “১লা মার্চ”-এর স্থলে “১লা ফেব্রুয়ারী” হইবে।  
— কার্য্যাব্যক্ষ



# বিরহীর বিরহ

পরমায়াধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের একান্ত স্নেহের পাত্র শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ  
ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার প্রিয়জনদের বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহ জগৎ  
হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বল্প পরিসর জীবনে শ্রীগুরুদেবের  
যথাযথ সেবা করিয়া যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই বিরহীদের



আমনে উপবিষ্ট শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও পশ্চাতে দণ্ডায়মান শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু  
কাছে পরম স্মরণীয়। বৈষ্ণবের ভক্তনাম্য ভীষ্মচরিত্র সাধকের শ্রবণ-মঙ্গলকর  
এবং শ্রীভগবানের চিত্তবিনোদের বাস্তববিষয়।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ২৪ পরগণাভূগর্ভ মথুরাপুর থানার নাটাবেড়িয়া গ্রামে  
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের গৃহে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল  
হইতে তিনি তাঁহার পূর্বাশ্রমে শ্রীগৌড়ীষ বেদান্ত সমিতির গুরুবৈষ্ণবদিগকে

সেবা যত্ন করিতে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বাশ্রমের অনেককেই ত্যাগী ও গৃহস্থাশ্রমী হইয়া হরিভজন করিতে দেখিয়া তিনিও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া আকুমার ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্রত ধারণে ত্যাক্তগৃহী হইয়াছেন। তিনি শ্রীগুরুসেবার স্বাভাবিক বৃত্তিতে কয়েক বৎসর অত্যন্ত যত্নের সহিত সেবা করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের শারীরিক অসুস্থতাকে দূর হইতে আমরা লীলা-অভিময় বলিয়া বর্ণনা করিতে শিখিয়াছি কিন্তু স্নানরানন্দপ্রভু সেবার মাধ্যমে শ্রীগুরুদেবের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে সেবা যত্ন করিতেন। তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীল গুরুমহারাজ ও ভদীয় জনের পত্রাদি বিশেষ আলোচ্য।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি প্রদেশেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ বা শুদ্ধভক্তি-প্রচার কেন্দ্র আছে। ১৯৭৬ সালে মেঘালয় প্রদেশে পশ্চিম গারোহিলস্ জেলাস্তুর্গত তুরায় একটি মঠ স্থাপিত হয়। প্রতি বৎসর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথিতে ইহার বাৎসরিক অনুষ্ঠান পাঠ-কীর্তন-ছায়াচিত্র পারমাথিক প্রদর্শনী দ্বারা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। গত ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৮২ ( ১২ই আগষ্ট, ১৯৮২ ) তারিখে উক্ত জন্মাষ্টমীতে যোগদান করিবার জন্ত পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ ( শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী ), পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ যতি মহারাজ, পূজাপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীনিকুঞ্জহিয়ারী ব্রহ্মচারী সহ আমরা কয়েক জন সতীর্থ ও শ্রীল গুরুমহারাজের সাথে শ্রীপাদ স্নানরানন্দ প্রভু অত্যাশ্র বৎসরের তুলনার উত্তরোত্তর আরও অধিক উৎসাহ লইয়া শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরায় উপস্থিত হইয়াছেন। তথাকার উৎসব সমাপ্ত করিয়া শ্রীল গুরুমহারাজের প্রচার পাটী তুরা মঠ হইতে বাহির হইয়া সুখস্ব, ধুবড়ী, বিলাসীপাড়া, শালকোচা, শ্রীবাহুদেব গৌড়ীয় মঠ ( বাসুগাও ) হইয়া আসামের অন্তর্গত দরং জেলার টংলা নামক সহরে গত ইং ৩১৮২ তারিখে প্রচারে গিয়াছিলেন। সেখানে ৩ দিন পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতাতির প্রোগ্রাম ছিল। ইং ৩১৮২ তাং দ্বিতীয় দিনের ভাগবত পাঠের পর কীর্তন চলাকালে শ্রীপাদ স্নানরানন্দ প্রভু রাত্রি ৮-৩৫ মিনিটে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ( ক্রমশঃ )



। শ্রীশ্রীশুকগোরাঙ্গো জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধন্যো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অট্টেতুকাপতিততা যযাত্তা সুপ্রসাদতি ।

ধর্মঃ স্বসুখিতঃ পুংসাং বিষক্লেমেন কপামু যঃ ।

নোংপাদয়েদু যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

মেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পশ্চন্ন ।  
অধোক্ষজে অট্টেতুকা ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।  
তরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড মেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ	১৫ নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাক ২৯ পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৮।১।১৯৮৩	১১শ সংখ্যা
----------	---	------------

সানুমান্দং

শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

[ শ্রীল রঘুনাথদাস-গোঙ্গামিনা বিরচিত ]

। শ্রীশ্রীমুকুন্দায় নমঃ ॥

বলভিত্তপল-কান্তি-দ্রোহিণি শ্রীমদজে  
 ঘুম্বন-রস-বিলাসৈঃ সুষ্ঠু-গাঙ্গবিবকায়াঃ ।  
 স্বমদন-নৃপ-শোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহ-রাজো  
 প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-শুভিং মুকুন্দঃ ॥১॥

ঈশ্বরানীলমণি ঘৃণাকারি স্বীয় অঙ্গস্থিত কুঙ্কম রসের বিলাস দ্বারা শ্রীরাধার  
 দেহরাজ্যে যিনি স্বীয় মদন-নৃপতির শোভা সুন্দররূপে বর্দ্ধন করিতেছেন অর্থাৎ  
 অল্প রাজ্যও যেমন প্রজার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত নগরদাই রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ



করিতে করিতে রাজ্যস্থ উত্তম উপকরণ প্রজ্ঞার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া  
আপনার শোভা বৃদ্ধি করে, তদুপ যিনি শ্রীরাধার দেহ-রাজ্যস্থিত  
কুসুমোপকরণ আলিঙ্গন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শোভাকে বৃদ্ধি করিতেছেন,  
সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥১॥

উদিত-বিধু পরাঙ্ক-জ্যোতিরুজ্জ্বল্য-বক্ত্রে।

নব তরুণিম-রজ্যদ্বাল-শেষাতিরমাঃ ।

পরিষদি ললিতাশীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তি-মুকুন্দঃ ॥২॥

যাহার বদন পরাঙ্ক-সংখ্যক সমুদিত চন্দ্রের কাঙ্ক্ষিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে,  
যাহার নব তরুণ্য দ্বারা বাল্যাবস্থার শেষভাগ রঞ্জিত হইয়াছে অর্থাৎ তদ্বারা  
যিনি রমনীয় হইয়াছেন এবং যিনি কুণ্ডল-যুগল দ্বারা সখী-সমাজে ললিতার  
বয়স্যা শ্রীরাধাকে চঞ্চল করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট  
পূর্ণ করুন ॥২॥

কনক-নিবহ-শোভা-নিন্দি পীতং নিতম্বে

তদুপরি-নব-রক্তং বস্ত্রমিখং দধানঃ ।

প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৩॥

যিনি নিতম্ব-দেশে কনকরাশি বিনিম্বিত পীতবসন এবং তদুপরি রক্ত বস্ত্র  
এই প্রকারে ধারণ করিয়াছেন যে, তাহাতে যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রিয়  
রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের  
অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৩॥

সুরভি-কুসুম-বৃন্দে বসিতাভ্যঃ সমৃদ্ধৈঃ

প্রিয়-সরসি নিদায়ে সাযমালী-পরীতাং ।

মদন-জনক-সেকৈঃ খেলয়ন্তেব রাধাং

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৪॥

রাধাকুণ্ডে গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ন সময়ে সখীগণ পরিবৃত্তা শ্রীরাধাকে,  
যিনি সুরভি-কুসুমে স্খাদিত সূতরাং কামোৎপাদক জলসেচন দ্বারা ক্রীড়া  
করাইতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৪॥

পরিমলমিহ লব্ধা হন্তু গান্ধর্বিকায়াঃ  
পুলকিত-তনুর্কঠৈ রুদ্রদন্তংক্ষণেন ।  
নিখিল-বিপিন-দেশাঙ্গাসিতানেব জিহ্বন  
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৫॥

কি আশ্চর্য্য! এই শ্রীরাধাকুণ্ড মধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমল লাভ  
করিয়া তৎক্ষণাৎ পুলকিত-তনু ও উন্নত হইয়া যিনি নিখিল বনপ্রদেশ হইতে  
সমাগত ও সুবাসিত গন্ধসমূহ আশ্রয় করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার  
অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৫॥

প্রণিহিত-ভুজ দণ্ডঃ স্কন্ধ-দেশে বরাঙ্গাঃ  
স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীৰ্ত্তিদা কণ্ঠকায়াঃ ।  
মনসিদ্ধ-জনি-সৌখ্যং চুষ্মেনেনৈব তম্বন  
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৬॥

উত্তমাসী কীৰ্ত্তিদা-কন্যা শ্রীরাধার স্কন্ধদেশে ভুজদণ্ড স্থাপন করিয়া যিনি  
তদীয় স্মিত-বিকসিত গণ্ড প্রদেশে চুষ্মন করিয়াই কন্দর্প-জন্ম সুখ-বিস্তার  
করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৬॥

প্রমদ-দলুজ-গোষ্ঠ্যাঃ কোহপি সম্বর্তবহ্নি-  
ব্রজভূবি কিল পিত্রো মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ  
প্রথম-রস-মহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়ঃ  
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৭॥

যিনি বৃন্দাবনে মদমত্ত দানবগণের অনির্বচনীয় প্রলয়াগ্নি, পিতা-মাতা  
নন্দ-যশোদার মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জ এবং যিনি শ্রীরাধার সম্বন্ধে শ্যামবর্ণ রসরাজ  
শ্রদ্ধারসরূপ, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৭॥

স্বকদন-কথয়াজ্জীকৃত্য মূদ্রীং বিশাখাং  
কৃতচটু-ললিতান্ত প্রার্থয়ন্ প্রৌঢ়শীলাং ।  
প্রণয়-বিধুর-রাধামান-নির্বাসনায়  
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৮॥

প্রণয়-বিধুরা শ্রীরাধার মানভঞ্জন নিমিত্ত স্বীয় পরমোদ্বেগ কথায় যিনি  
মূদ্রস্বভাৱা বিশাখাকে অঙ্গীকার করিয়া প্রালুভ-স্বভাব ললিতাকে চটুবাঁকে  
প্রার্থনা করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৮॥

পরিপঠতি মুকুন্দস্ফটিকং কাকুভি যঃ

স্ফুটমিহ বিষয়েভ্যঃ সংনিয়মোদ্ভিয়াণি ।

ব্রজনব-যুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং

স্বজন গগন মধো তং প্রিয়ায়াস্তনোতি ॥৯॥

যে-ব্যক্তি বিষয়-সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-সংযমন-পূর্বক স্পষ্টরূপে চাটুধাক্যে এই মুকুন্দস্ফটিক পাঠ করেন, ব্রজের নবীন যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত ধীর শ্রীমুষ্টি দর্শন করাইবা শ্রীরাধার স্বজনের মধো তাঁহাকে পরিগণিত করেন ॥৯॥

## সজ্জন — কপালু (১)

সজ্জনের ২৬টি লক্ষণ

হরিবিমুখ জীবসগ অনেক সময় সজ্জনের লক্ষণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে 'সজ্জন' শব্দের অস্বরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সজ্জন-লক্ষণ যাহা শ্রীমদ্ভাগবত সনাতন-গোপামীকে ( চৈঃ চঃ নঃ ২২।৭৫-৭৭ ) বলিয়াছেন তাহা এই ;—

কপালু (১), অকৃতদ্রোহ (২), সত্যসার (৩), সম (৪) ।

নির্দোষ (৫), বদান্ত (৬), মুহু (৭), শুচি (৮), অকিঞ্চন (৯) ॥

সর্বোপকারক (১০), শান্ত (১১), কষ্টক্লেশরূপ (১২) ।

অকাম (১৩), নিরীহ (১৪), স্থির (১৫), বিজিত-মদ্গুণ (১৬) ॥

মিতভুক (১৭), অপ্রমত্ত (১৮), মানদ (১৯), অমানী (২০) ।

গভীর (২১), কল্পণ (২২), মৈত্র (২৩), কবি (২৪), দক্ষ (২৫), মোদী (২৬) ॥

বৈষ্ণবে সর্বগুণের ও ভাবৈষ্ণবে সর্বদোষের অবস্থিতি

বৈষ্ণবের প্রথম লক্ষণ, তিনি কপালু । শ্রীগৌরহরি সজ্জনের উপাস্ত এবং কপালুগণের মূলধার ও মূল-পুরুষ । গৌর-বিমুখ জন কখনই যথার্থ কপালু বা অপর পঞ্চবিংশ গুণের অধিকারী হইতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত ( ৫।১৮।১২ ) বলেন ;—

যশাস্তি ভক্তিভগবত্যকিঞ্চনা সর্বেণৈগৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

হরাবভস্ত কুতো মহদগুণাঃ মনোরথেনাসত্রি ধাবতো বহিঃ ॥



[ অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণে যাহার কেবলভক্তি, সমস্ত গুণসহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত । যিনি হরিভক্তি-বিহীন তাঁহার মন সর্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় । তাঁহার পক্ষে মহদ্ গুণসকল অসম্ভব । ]

যাহার গুণবানে অপ্ৰাকৃত ভক্তি বা সেবন-প্রবৃত্তি আছে, তিনি সকল গুণের অধিকারী । যিনি হরিসেবা-বর্জিত তাঁহার মহদগুণ কি প্রকারে থাকিতে পারে ? সর্বদাই তাঁহার চিত্ত-বশ হরি ব্যতীত অন্য অস্থায়ী বাহ্যবস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশে বিষয়-সেবনমার্গে ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে ; সুতরাং হরি-বিমুখত্বনে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল তাঁহাতে থাকে না,—কালে গুণসমূহ দোষে পরিণত হয় ।

দয়ানিধি গৌরহরি কৃপাসমুদ্র । তাঁহার শুদ্ধ-সেবকগণেই কৃপালুতা লক্ষণ আছে এবং অন্যে কৃপালুতার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য সত্যই নির্ভূরতা যাত্র ।

জীবের প্রতি মহাপ্রভুর নয় (৯) প্রকার দয়া ; যথা :—

১ম দয়া—চিত্ত-খেদরূপ ধূলি দূরকারিণী

গৌরসুন্দর দয়ানিধি বলিয়া, নয় (৯) প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন । দয়ানিধির দয়া পাইয়া শ্রীদামোদর স্বরূপ গোষামী সেগুলি শ্লোকাকারে \* রচনা করিয়াছেন । এই গৌরহরির দয়া অপ্ৰাকৃত, পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্য-রসময়ী সুতরাং কোন প্রকারে জীবের মন্দ উদয় করাইতে পারে না ।

\* হেলোকুলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোক্ষীণদামোদয়া

শামাচ্ছাদন-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ।

শমভুক্তি-বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্যা-মর্যাদয়া

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে ! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

অর্থাৎ—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য ! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ ( আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া ) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র-বিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ণনদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়া সর্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্যাদাদ্বারা তোমার অতিবিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদ্ভিত হউক । —প্রকাশক ।

১। বদ্ধজীব অন্তাভিলাষ, কর্মাচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণ-রূপ তিন শ্রেনীর দুঃখের ধূলীতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া গৌর-পদাশ্রয় ছাড়িয়া গৌর-বিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক খেদভয়রূপ ধূলী সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণসেবা প্রদান করিয়াছেন।

### ২য় দয়া—সকল শাস্ত্র-বিবাদ ধ্বংসকারিণী

২। বদ্ধজীব অন্তাভিলাষ, কর্মাবরণ, জ্ঞানাচ্ছাদনরূপ ত্রিবিধ মলযুক্ত। প্রাকৃত জগতে মহাজন বা আদর্শ-সজ্জায় ত্রিবিধ মলবাহক, বদ্ধজীবের প্রতি নিতান্ত নির্ভর হইয়া নিজ নিজ মলভারে জীবকে বিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকারোচিত শাসনে যে-সকল শাস্ত্র বা শিক্ষক বদ্ধজীবকে হস্তের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিচার-নৈপুণ্যে, স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত মর্যাদায় আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়কে বিবাদ সঙ্কুল করিয়াছেন। দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ, পরমার্থে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিবাদে আচ্ছন্ন থাকিলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরিকে দয়ানিধি জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

### ৩য় দয়া—অমন্দ উদয়কারিণী ; ৪র্থ—নির্মলতা ;

### ৫ম—অপ্রাকৃত রস-দাত্রী ; ৬ষ্ঠ—শমতা-দাত্রী

৩। বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তি আশ্রয় কর, তাহাতেই আত্মা স্প্রসন্ন হইবে। কৃষ্ণের সেবাই জীবের বিমলানন্দ। সেবন-ধর্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদ্ভিষ্ট হইলে জ্ঞান, কর্ম বা অন্তাভিলাষ হয়। ঐগুলি ত্যাগ করিবার পরামর্শই গৌরহরির দয়া। পরমার্থে ভক্তি বাতীত অন্য পথ নাই, ইহার সমাগ্-ধারণা-চেঁটাই অমন্দোদয়া দয়া।

৪। কৃষ্ণসেবা করিলেই জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্মল হন।

৫। মায়া-সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া তাহা বর্জনপূর্বক সজ্জনসহ কৃষ্ণ-সেবা করিলেই জড়রস নিরস্ত হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস লাভ করেন।

৬। জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর জড়রস-বর্জিত হইলে কৃষ্ণভক্তি রসোদয়ে ভক্ত সমৃদ্ধ হন।

৭ম দয়া—কৃষ্ণামোদ-বিকাশিনী, ৮ম—আনন্দোন্মাদ-কারিণী

৯ম—কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-মর্যাদায় অবস্থান-কারিণী

৭। কৃষ্ণের অভাব-জনিত খেদ-ধূলী উড়িয়া গেলে নির্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আয়োদিত হন।

৮। শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব-রসোদয়ে হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

৯। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসা-দ্রেষ শূন্য হইয়া সর্বত্র কৃষ্ণভাব সন্দর্শনপূর্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য-মর্যাদায় সর্বদা অবস্থান করেন।

শুদ্ধভক্ত গৌরদাসগণই কৃপালু.

সহজিয়াগণ কৃপালু নহে—নিষ্ঠুর

শ্রীগৌরাজের দাসগণ দয়ানিধি নিজ মহাপ্রভুর নিকট এই নয় প্রকার দয়া পাইয়া এইরূপ কৃপাময়; সুতরাং ভক্ত নিঃস্বভাব হইতেই কৃপালু। তিনি কৃপাহীন হইলে দয়ানিধি গৌর তাঁহাকে নিজগণে স্বীকার করেন না।

কেহ নিষ্ঠুর হইয়া মনে করিতে পারেন শ্রীগৌরহরি, অন্যান্তিলাষী কন্ঠী বা জ্ঞানীকে সর্বোত্তম স্বীকার না করিয়া একমাত্র হরির শুদ্ধ সেবকগণকে দয়া করিলেন কেন? ভক্তিহীনত্বের দুর্ব্যবহার অহুমোদন করিলেন না কেন? ইহাতে কি তাঁহার দয়ানিধি নামে দোষ স্পর্শ করিল না? প্রাকৃত সহজিয়া যাহারা মুখে দয়ানিধি গৌরের অনুগত, দয়ালু নিত্যানন্দের অনুগত, দয়ার্ণব ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত, মূর্তিমান্ দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অনুগত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে কপটতার সাহায্যে স্বার্থপ্রচারে নিপুণ তাহারা পূর্বোক্ত নয়-প্রকার দয়ার কোন অংশ পাইল না কেন?

সহজিয়াগণ সজ্জন ও দয়ালু নহেন, তাহার কারণ—

এতদুত্তরে বলা যাউতে পারে যে, তাঁদৃশ পূর্বপক্ষকারী, ভগবান্ এবং তত্ত্বকে কৃপাময় বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। তিনি নিজ আপাত মধুর ইন্দ্রিয়-তর্পণের স্বার্থকেই কেবল দয়া বলিয়া জানিয়াছেন। যে তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণে সামান্যমাত্র ব্যাধাত করিবে, তিনিই কৃপা-রহিত, ভক্ত নহেন, ভগবান্ নহেন। তাঁহার কল্পিত গৌরহরি ভগবান্ নহেন, পরন্তু বিলাস-সহায় ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। কিন্তু সজ্জন কৃপালু। সজ্জন অসতের সঙ্গ ত্যাগ করায়, আপনার নিজের প্রতি অত্যন্ত দয়াবিশিষ্ট হইয়াছেন। যাহারা জড়-বুদ্ধিতে দয়াপরবশ হইয়া নিজ হরিবিমুখ ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুর্পণে ব্যস্ত এবং



প্রতিষ্ঠাশায় কপটতা দ্বারা ভোগময় সংসারকে মূর্খজনের নিকট প্রচার করেন, তাঁহারা কুপালু নহেন। সজ্জনগণ কুপালু। যিনি ইন্দ্রিয়পর দুর্বল জীবদলের জড়াভিনিবেশ প্রবল করিবার উদ্দেশে সত্য-ধর্ম আচ্ছাদন করেন, অপ্রিয়-সত্য-বাক্য বলিয়া কাহারও নিকট অসামাজিক হইতে ইচ্ছা করেন না, বালকের নিকট মোড়ল হইবার যত্ন বাহার প্রবল, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পারেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না। দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন কোন ক্রমেই উচিত নহে। মুখে শুদ্ধসেবক বলিয়া দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অমর্যাদা করিয়া কুমত আচরণ ও প্রচার করা দয়ার অভাব মাত্র। সজ্জন সর্বদা দয়ালু।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

## সাধুবৃত্তি

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৪৮ পৃষ্ঠার পর )

গৃহত্যাগী বা সন্ন্যাসীর কর্তব্য

গৃহত্যাগীর বৃত্তি বিচার করা যাউক। গৃহত্যাগী রঘুনাথদাস গোষামীকে প্রভু বলিলেন, যথা—

\* \* \* \* \*

‘ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিল।’

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্্তন।

মাগিয়া খাওয়া করে জীবন রক্ষণ ॥

বৈরাগী হঞা যেন করে পরাপেক্ষা।

কার্য্য-সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।

পরমার্থ যায়, আর হয় বসের বশ ॥

\* \* \* \* \*

শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ (১৮: ৮: অ: ৬২২২-২২৭)

গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে ।

ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥

অমানী মানদ-হঞা কৃষ্ণ-নাম সদা ল'বে ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে । (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭)

সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজগ্রামে বাস করিবেন না । যথা— সন্ন্যাসীর ধর্ম, —নহে সন্ন্যাস করিয়া ।

নিজ জন্ম-স্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৩।১৭৭ )

গৃহত্যাগী পুরুষ রাজ্য-প্রভৃতি বিষয়ী-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেননা । যথা, প্রভুবাচ্য :— বিরক্ত সন্ন্যাসী আমি রাজ্য-দর্শন ।

স্ত্রী-দর্শন-সম বিষের ভক্ষণ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।১৭ )

গৃহত্যাগী নির্দোষ হইবেন, যথা ;—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায় ।

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্ৰ সর্বলোকে গায় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৫১ )

প্রভু কহে—“পূর্ণ যৈছে ছফের কলস ।

সুখা-বিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ । (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৫৩ )

**সন্ন্যাসীর ব্যবহার—প্রকৃতি-সন্তোষন নিষেধ**

গৃহত্যাগীর ব্যবহার ;—

প্রেমের গরগর মন রাত্রি-দিবসে ।

স্নান-ভিক্ষাদি-নির্বাহ করেন অভ্যাঙ্গে ॥

কপট বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ, প্রভুবাচ্য ;—

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সন্তোষন ।

দেখিতে না পারে'। আমি তাহার বদন ॥

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ ।

দারু-প্রকৃতি হরে মূনেরপি মন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৮ )

ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া ।

ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি'-সন্তোষিয়া ॥

প্রভু কহে,—“মোর বশ নহে মোর মন ।

প্রকৃতি-সন্তোষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥”

(চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০, ১২৪ )

'আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনে বিরক্ত করি' মানি ।

দর্শন রহ দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি ॥

ভবহি বিকার পায় মোর তনু-মন ।

প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?” (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৩৫-৩৬)

আবার গৃহস্থ-বৈষ্ণবের-সন্ন্যাস বড়ই আদরণীয় । প্রভু-বাক্য—

‘গৃহস্থ’ হঞা নহে রায় ষড়্-বর্গের বশে ।

‘বিষয়ী’ হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮০)

### ত্যাগীর স্থূল-ভিক্ষা ও বিষয়ীর অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী, বিষয়ীর নিকট স্থূল-ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্ৰণ করিবেন না । যথা, রঘুনাথদাসের সিদ্ধান্ত—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্ৰণ ।

প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন ॥

মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নিশ্চল ।

এই নিমন্ত্ৰণে দেখি,—‘প্রতিষ্ঠা’-মাত্র ফল ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৪-২৭৫)

প্রভু বলিলেন (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮-২৭৯) :—

বিষয়ীর অন্ন খাটলে মলিন হয় মন ।

মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণ-স্মরণ ॥

বিষয়ীর অন্ন হয় ‘রাজস’ নিমন্ত্ৰণ ।

দাতা, ভোক্তা,—দোহার মলিন হয় মন ॥

ত্যাগীর পক্ষে মঠ-আখড়া ও যাচক-বৃত্তি ভাল নহে  
গৃহত্যাগীর পক্ষে যাচক-বৃত্তি ভাল নয় :— (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪-২৮৬)

প্রভু কহে,—“ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার ।

সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেণ্ডার আচার ॥

ভক্তে গিয়া যথা-লাভ উদয়-ভরণ ।

অন্য কথা নাহি, মুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥”

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ, আখড়া ইত্যাদি করিবেন না । তাহাতে  
গৃহ-বাণিজ্যাদি গৃহীয়া পড়ে । তাহার গোবর্দ্ধন-শিলা-পূজার সেবাদি  
চিন্তা করা উচিত (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৯৬-২৯৭) :—

এক কুঁজা ফল, আর তুলসী-মঞ্জরী ।

সাত্ত্বিক-সেবা এই, শুদ্ধভাবে করি ॥

দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী ।

এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে প্রকা করি’ ॥



## সন্ন্যাসের অধিকার ও কর্তব্যতা বিচার

বৈধ সন্ন্যাস ভক্তদিগের পক্ষে স্থলবিশেষে ব্যবহার হয়, সর্বত্র নয়।  
ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বৈষ্ণব গৃহভাগ-সময়ে আশ্রমোচিত বৈধ-সন্ন্যাস গ্রহণ  
করিতে পারেন; কিন্তু, যে অংশ ভক্তি-বিরোধী, তাহা গ্রহণ করিবেন না।  
যথা, স্বরূপদামোদর চরিত্রে ( চৈঃ চঃ মঃ ১০।১০৭-১০৮ )—

‘নিশ্চিত্তে রুঞ্চ ভজিব’—এই ত’ কারণ।

উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥

সন্ন্যাস করিলা শিখা-স্বত্বভাগ-রূপ।

যেংগপট না নিল, নাম হৈল ‘স্বরূপ’ ॥

কেহ, কেহ কেবল ভাব-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস-বেশ স্বীকার  
করেন। যথা, শ্রীসনাতন-চরিতে :— ( চৈঃ চঃ মঃ ২০।৭৮-৮১ )

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধৃতি দিলা।

তিঁহো দুই বহির্কাস, কোপীন করিলা ॥

সনাতন কহে—“আমি মাধুকরী করিব।

ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা ল’ব ?”

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ :—

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।

ধর্ম-হানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২০।৯২ )

## সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-সঙ্গ করিবে

সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সঙ্গ-বিচার—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরিতে :—

( চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬, ৪২৮ )

বিষ্ণু-মায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।

সকল অগৎ বন্ধ মহা তমোত্তমে ॥

লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।

হেন নাহি তিলার্দ্ধ সন্তাষা যা’রে করি ॥

সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সন্তাষণ।

সেহ আপনারে মাত্র বলে ‘নারায়ণ’ ॥

‘জানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী’ খ্যাতি যা’র।

কারো যুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার ॥

যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাধানে।

তা’রা সা কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥

লোক-মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে ।

কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে ॥

এতেকে সে বন ভাল এ-সব হইতে ।

বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত । যথা,  
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরিতে :—

ব্রহ্মানন্দ পরিষাচ্ছে মৃগ-চর্ম্মাস্বর ।

তাহা দেখি' প্রভু হুঃখ পাইলা অন্তর ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৪ )

শুদ্ধা গৃহস্থ-বৈষ্ণবীদিগের গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-দর্শনের প্রকার এইরূপ—

পূর্ববৎ প্রভু কৈলা সদার মিলন ।

স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ১২।৪২ )

### গৃহত্যাগীর তৈল ব্যবহার ও স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের সর্কপ্রকার ভোগ নিষেধ :—

প্রভু কহে,—“সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার ।

তাহাতে অগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার ॥” ( চৈঃ চঃ অঃ ১২।১০৮ )

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষেধ :—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে ।

সেই-কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥

দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ ।

স্ত্রী-পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ ॥

স্ত্রী-গান বলি গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা ।

স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহু জ্ঞান হইলা ॥

প্রভু কহে,—“গোবিন্দ আজি রাখিল জীবন ।

স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥”

( চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৪-৮৫ )

### গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা ও আহার

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা ( চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫-৭, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭-১৯ )—

কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতি কায় ।

সহিতে নাহে জগদানন্দ, সৃঞ্জিলা উপায় ॥

স্কন্ধ বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাজাইলা ।  
 শিমুলির তুল্য দিয়া তাতা পুরাইলা ॥  
 তুলি-বালিশ-দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা ।  
 গোবিন্দেরে কহি' সেই তুলি দূর কৈলা ॥  
 প্রভু কহেন—“খাট এক আনন্ড পড়িতে ।  
 জগদানন্দ চাহে আমার বিষয় জুড়াইতে ॥  
 সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন ।  
 আমার খাট, তুলি-বালিশ মস্তক-মুগুন ॥  
 স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃষ্টি প্রকার ।  
 কদলির শুক পত্র আনিয়া অপার ॥  
 নখে চিরি' চিরি' অতি স্কন্ধ কৈলা ।  
 পড়ুর বহির্কাসেতে সে সব ভরিল ॥  
 এটমত ছুট কৈলা শুভন-পাডনে ।  
 অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥

গৃহত্যাগীর আচার বিষয়ে প্রভু বলিয়াছেন :—

প্রভু কহে—“সবে কেন পুরীয়ে কর ঘোষ ?  
 ‘সত্ব’ ধর্ম্য কহে তিঁহো, তাঁ'র কিবা দোষ ?  
 যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পটা,—অতান্ত অন্যায় ।  
 যতি-ধর্ম্য,—প্রাণ রাখিতে আহাৰ খায় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৮।৮২-৮৩)

এই সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণব দিগের সম্বন্ধে ‘সদবৃত্তি’ বলিয়া গৃহীত হইবে ।

**গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষা ও**

**গুরুকরণ আবশ্যিক**

এখন গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণবমাত্রের পক্ষে সদবৃত্তি  
 প্রদর্শিত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম-ব্যতীত কলিতে আর ধর্ম্য নাই ।  
 শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় ।

( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৭।৭৩-৭৪, ৯৭ ; ১৭।৩০, ৭৫ ),

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন ।  
 কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ ॥  
 নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্য ।  
 সর্বমন্ত্র-সার নাম,—এই শাস্ত্রমন্ত্র ॥



কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন ।

ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক-সম ॥

সদা নাম ল'বে, যথালভেতে সন্তোষ ।

এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ ।

জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্ম্যে নহে কৃষ্ণ বশ ।

কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস ॥

গুরুকরণ-বিষয়ে সত্বপদেশ ও সমৃদ্ধি, যথা (টৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭, ২২০, ২২৮)

কিবা বিপ্র, কিবা ভ্রাসী, শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণ-তত্তবেত্তা সেই 'গুরু' হয় ॥

রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

সিদ্ধ দেহে চিন্তি' করে তাহাঁঞি সেবন ।

সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥

উভয়েরই দুঃসঙ্গ-ত্যাগ কর্তব্য

সর্বদা সাধুসঙ্গের প্রয়োজন ! আপনা চাইতে শ্রেষ্ঠ অথচ স্বভাতীরাশয়ে  
দ্বিগুণ, এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে ( শ্রীটৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫০ ),—

“শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?”

“কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ।”

সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইলেও সঙ্গের বিচার এইরূপ, যথা—

প্রভু কহে,—“কন্সী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন ।

তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥

সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে ।

‘সত্যবিগ্রহ দীক্ষরে’ করহ নিশ্চয়ে ॥” (টৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬-২৭৭)

যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাতাস দেখা যায়, সেখানে না থাকা  
উচিত । যথা ( শ্রীটৈঃ চঃ মঃ ১০।১১৩ ),—

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাতাস ।

ভুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥

উভয়েরই পরোপকার ও সাধুসেবাদি কর্তব্য

ভক্তনে যে-সকল সঙ্গুণের প্রয়োজন, তাহা যত্নপূর্বক সংগ্রহ  
করিবেন । স্বভাব এইরূপ ( শ্রীটৈঃ চঃ মঃ ৭।৭২ ),—

মহানুভবের চিন্তের স্বভাব এই হয় ।

পুষ্পসম কোমল, বঠিন বজ্রময় ॥

পরোপকার ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯ ),—

মহাস্ত-স্বভাব এই—তারিতে পামর ।

নিজ কার্ঘ্য নাহি, তবু যা'ন তা'র ঘর ॥

প্রতিজ্ঞা কিরূপ করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রভুর উক্তি ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।১৪ ),—

প্রভু কহে,—“কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ।

যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥”

সাধুর প্রতি প্রীতি-আচরণ ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।২৬ ),—

প্রভু কহে,—“তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান ।

তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান ॥

অনুরাগে দৃঢ়তা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।৩১ ),—

কিস্তি অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয় ।

ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥

নিজ-আচারের দ্বারা শিক্ষাদান ও হৃদয়ের শুদ্ধিভা প্রয়োজন

সচ্চরিত্র-দ্বারা অন্তরে প্রতি শিক্ষা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১৭ ),—

তুমি ভাল করিয়াছ, বিখ্যাত অন্তরে ।

এই মত ভাল কর্ম সেই যেন করে ॥

ভজন-সাধনে যত্নগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫ ),—

‘যত্নগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥’

তাকিক-সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।৮৩ ),—

তাকিক-শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি ।

সেই মুখে এবে সদা কহি ‘কৃষ্ণ হরি’ ॥

পরদুঃখ-কাতরতা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২-১৬৩ ),—

জীবের দুঃখ দেখি’ মোর হৃদয় বিদরে ।

সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ’ মোর শিরে ॥

জীবের পাপ লঞা মুক্তি করি নবকভোগ ।

সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ ॥

নির্মল-হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৪ ),—

সহজ নির্মল এই ‘ব্রাহ্মণ’-হৃদয় ।

কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয় ॥

মাৎস্য-দোষ ত্যাগ করা প্রয়োজন

মাৎস্য অর্থাৎ পরোৎকর্ষে নিজের ক্লেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যিক  
( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৫ ),—

‘মাৎস্য’ চণ্ডাল কেনে হইল বসাইলা ।

পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ।

শ্রীমন্নহাশ্রুর প্রতি দৃঢ় আশ্রয়তা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৪৮ ),—

প্রভু লাগি’ ধর্ম, ধর্ম ছাড়ে ভক্তগণ ।

ভক্ত-ধর্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন ॥

সম্পূর্ণরূপে দোষ-তাগের প্রয়োজনীয়তা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৯১ ),—

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ ?

রোগ খণ্ডি’ সদ্বৈষ্ণব না রাখে শেষ রোগ ॥

শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও নিরপেক্ষতা আবশ্যিক

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২ ),—

‘শ্রদ্ধা’-শব্দে ‘বিশ্বাস’ কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈশে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

সর্বথা শরণাপত্তির প্রয়োজন ; যথা ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৯ ),—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ ।

কৃষ্ণ তা’রে করে তৎকালে আত্মসম ॥

অমৃততাপের সহিত দুঃখ-মত পরিত্যাগ করিবে ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২ ),—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ ।

কাহাঁ মুখি পা’ব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥

সর্বদা নিরপেক্ষ-ভাবে থাকা উচিত ( শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩ ),—

‘নিরপেক্ষ’ নহিলে ‘ধর্ম’ না যায় রক্ষণে ।

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাকা উচিত ( শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।১৬৩ ),—

মহাস্তুর অপমান যে দেশ-গ্রামে হয় ।

এক জনার দোষে সব গ্রাম উজ্জাড়য় ॥

( ক্রমশঃ )

— জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ



# শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর )

[ ষষ্ঠ অধ্যায় ]

( শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪ )

সন্ন্যাসী ও যোগীতে

ভেদ কিছু নাই ।

সন্ন্যাসী নহে আয়ামী

যোগীও তাহাই ॥১॥

কর্ম্মফলে অনাশ্রিত

হয় যোগীগণ ।

সন্ন্যাসীও তদ্রূপ

নাহি পরিজন ॥২॥

যোগঠেলে আরোহিত

কর্ম্ম প্রয়োজন ।

কর্ম্ম বিনা নাহি হয়

শৈলে আরোহণ ॥৩॥

ইন্দ্রিয় আসক্ত নহে

বাসনা বর্জিত ।

যোগারূঢ় সেই ব্যক্তি

যোগে অবস্থিত ॥৪॥

লভিলে পবিত্র শান্তি

কর্ম্মের মাধ্যমে ।

ব্রাহ্মীস্থিতি হয় প্রাপ্তি

নির্ম্মল হৃদয়ে ॥৫॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৬ )

আত্মাই আত্মার বন্ধু

কভু শত্রু হয় ।

যবে আত্মা নিম্নগামী

তাহে রহে ভয় ॥৬॥

জ্বিনিলে মায়াবেরে তবে

আত্মার সদয় ।

মুক্ত আত্মা রহে বশে

নাহি তাহে ভয় ॥৭॥

কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা

যে বিধিতে হয় ।

শুদ্ধ আত্মার সহযোগে

হীন আত্মা জয় ॥৮॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৭—৯ )

মলিন আত্মা জ্বিনিলে

মনেতে আনন্দ ।

সুখ-দুঃখে সমতা

তথা ভাল-মন্দ ॥৯॥

কাঞ্চন হীরক তথা

মৃত্তিকা প্রস্তুত ।

সমভাবে দেখে যোগী

না রাখে অন্তর ॥১০॥

মানের কান্সালী নহে

নহে অভিমানী ।

অপমানে নির্ব্বিকার

প্রফুল্ল আপনি ॥১১॥

শত্রু মিত্রে সমভাবে

দেখে যোগীজন ।

যোগী রহে মিরপেক্ষ

সর্ব্বের সম্মিলন ॥১২॥

সবাকারে দেখে যোগী

সবাই সমান ।

আত্মাতেই রহে তৃপ্ত

যোগী পুণ্যবান ॥১৩॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১০—১৪ )

ব্রহ্মচারী সদাচারী

প্রশান্ত আননে ।

পবিত্র নির্জন স্থানে

বসে যোগাসনে ॥১৪॥

নানাদিক থেকে মন

একাগ্র করণ ।

না দেখিয়া দিকে দিকে

নাসাগ্র দর্শন ॥১৫॥

মস্তক আর গ্রীবাদেশ

রাখিয়া সসীম ।

প্রভুকে করয়ে চিন্তা

ধ্যানে সমাসীন ॥১৬॥

আত্মশুদ্ধি হয় তাহে

যোগের কারণ ।

যোগী করে যোগাভ্যাস

ভয় নিবারণ ॥১৭॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১৫—১৯ )

আহার বিহার তথা

নিদ্রা জাগরণ ।

নিয়মিত পরিমিত

অতি প্রয়োজন ॥১৮॥

দুঃখের ইতি হয়

যোগের কারণে ।

সদাচারে রহে যোগী

শুদ্ধ আচরণে ॥১৯॥

যোগযুক্ত স্পৃহাশূন্য

রহে যোগীগণ ।

লভয়ে পরম শান্তি

যোগ নিবন্ধন ॥২০॥

বায়ু যদি বহে ধীরে

দীপ নাহি ছলে ।

আত্মস্থ হইলে যোগী

পথ নাহি ভুলে ॥২১॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২৩ )

চিত্ত যবে রহে শান্ত

আত্মাতেই তৃপ্ত ।

আত্মা লভে পরমাত্মা

উভয়ে মিলিত ॥২২॥

যোগী লভে সুখ অতি

সে সুখ অধিক ।

পবিত্র অনন্ত ইহা

সুখ আত্যন্তিক ॥২৩॥

অন্য লাভ হয় তুচ্ছ

যে লাভের কাছে ।

যোগী লভে সেই লাভ

যোগের অভ্যাসে ॥২৪॥

নাহি রহে মুহূর্তমান

অতিন্দ্রিয় সুখ ।

গভীর শোকেতে ইহা

নহে অধোমুখ ॥২৫॥

করিবে এ যোগাভ্যাস

কহিছে বিশেষ ।

হুঃখের অবসানে

শান্ত পরিবেশ ॥২৬॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৬ )

মনোমাত্রে রয়ে যদি

প্রবল কামনা ।

কেমনে তরিতে পারে

ঈশ্বর ধারণা ॥২৭॥

অতএব কামনাকে

নাহি দিবে স্থান ।

আনো বশে ইন্দ্রিয়াদি

শুদ্ধ মন প্রাণ ॥২৮॥

বড়ই চঞ্চল মন

নানা দিকে ধায় ।

ভ্রমিতে দিওনা তাহে

যথায় তথায় ॥২৯॥

মনকে করিবে যুক্ত

পরমাত্মা সাথে ।

চিন্তা কর অচিন্ত্যকে

পাইবে তাঁহাকে ॥৩০॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৭—২৮ )

যাহার প্রশান্ত চিত্ত

যুক্ত প্রভু-সাথে ।

সেই জন লভে সুখ

প্রভুর কৃপাতে ॥৩১॥

ব্রহ্মপ্রাপ্ত সেই যোগী

করে বিচরণ ।

নিকলঙ্ক সুখ মাঝে

কাটায় জীবন ॥৩২॥

সর্বদোষে মুক্ত যোগী

সদা যোগে যুক্ত ।

লভয়ে পরম সুখ

প্রভু-কৃপাপুষ্ট ॥৩৩॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৯—৩২ )

সর্বজীবে দেখে আত্মা

দেখে যেই জন ।

একত্রে হইয়া স্থিত

একে প্রাণ মন ॥৩৪॥

যবে সেই পুণ্য-আত্মা

কথায় কথায় ।

দেখয়ে প্রভুর কায়া

যথায় তথায় ॥৩৫॥

দেখে সে সকল জীবে

নিজেরই কায়া ।

সর্ব জীবে সম মতি

সদা দয়ামায়া ॥৩৬॥

ভগবান্ নাহি ভুলে

সেই ভক্ত জনে ।

দিবানিশি ভক্ত রয়ে

হরির সদনে ॥৩৭॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৩৩—৩৬ )

সাম্যরূপ সমদৃষ্টি

যোগের পদ্ধতি ।

শুনিয়া অর্জুন কহে

অসম্ভব অতি ॥৩৮॥



বায়ুকে ধরিয়া রাখা  
অনাধ্য তেমতি ।  
তেমতি চঞ্চল মন  
ধায় ক্ষিপ্ৰগতি ॥৩৯॥

চাঞ্চল্য রহিলে মনে  
মন উচাটন ।  
নাহি হয় যোগাভ্যাস  
উহার কারণ ॥৪০॥

শুনিয়া বলেন কৃষ্ণ  
দুইটি উপায় ।  
অভ্যাস ও বৈরাগ্য  
হইবে সহায় ॥৪১॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্য যেথা  
হয় পরাজিত ।  
বৃথা চেষ্টা যোগাভ্যাস  
অশান্ত যে চিত্ত ॥৪২॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৩৭—৩৯ )

পার্থ চাহে জানিবারে  
কৃষ্ণের সকাশে ।  
কিবা ঘটে যোগভ্রষ্টে  
ভ্রষ্ট ভাগ্যাকাশে ॥৪৩॥

ছিন্নমেঘ মধ্যপথে  
মিলাইয়া যায় ।  
তেমতি কি যোগভ্রষ্ট  
নিজেকে হারায় ॥৪৪॥

কর্মমার্গে যোগমার্গে  
না পাইয়া স্থান ।

কোথা যায় যোগভ্রষ্ট  
কিবা পরিণাম ॥৪৫॥

এ প্রশ্নের সত্ত্বত্তর  
করিতে বর্ণন ।

সমর্থ তুমিই শুধু  
নহে অন্তজন ॥৪৬॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৪০—৪৬ )

বিনাশিত নাহি হয়  
যোগভ্রষ্ট জন ।

পুণ্য থাকে সাথে সাথে  
বন্ধুর মতন ॥৪৭॥

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকর্মী  
লভে পুণ্যগতি ।

কিছুকাল স্বর্গে বাস  
তথায় বসতি ॥৪৮॥

তথা থাকি কিছুকাল  
আসে ধরনীতে ।

জন্ম লয় উচ্চকূলে  
অথবা যোগীতে ॥৪৯॥

পূর্ব জন্ম সংস্কার  
রহে সাথে সাথে ।

তাই করে কৃত কর্ম  
ধূলির ধরাতে ॥৫০॥

যোগযুক্ত যেই ব্যক্তি  
ধর্মের প্রচারে ।

করে নাম-গুণগান  
দুয়ারে দুয়ারে ॥৫১॥

পুণ্যাত্মা করয়ে চেষ্টা  
মোক্ষের লাগিয়া ।

শ্রেষ্ঠগতি হয় প্রাপ্তি  
শ্রীধাম লভিয়া ॥৫২॥

তপস্বী, জ্ঞানী ও কৰ্ম্মী  
আর যোগীজন ।

ইহাদের মধ্যে হয়  
যোগী সর্বোত্তম ॥৫৩॥

শুন পার্থ সমস্তনে  
শুন মোর কথা ।

কৰ্ম্মযোগী হও তুমি  
ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা ॥৫৪॥

আছে বহু যোগপন্থা  
নানাবিধ যুক্তি ।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত মনে প্রাণে  
করে ভক্তি স্তুতি ॥৫৫॥

( ক্রমশঃ )

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার, মিউ দিল্লী

## উদ্ধারের পথ

( পূর্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর )

—জীবের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বাসনা দুর্ভাগ্যজনক—

আমরা বহুদশা প্রাপ্ত জীব চিহ্নগণ থেকে অবঃপতিত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে চতুর্দশভুবনাত্মক জড়-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই জগতে উপস্থিত হয়েছি। লক্ষ লক্ষ জন্ম বিবর্তন ক'রে বহুভাগো এইবার মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। এ জগতের অপর নাম ভুলোক। আমাদের কৰ্ম্মানুসারে বিভিন্ন লোকে গত্যাত হয়। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করছি :—

“ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশটি স্তর আছে। যারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তাঁরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হ'তে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি স্তর যথা—ভূ, ভূব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য; অন্তল, মূলল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্ধ্বে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টি লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অত্যানু ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি উর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম বাপারসমূহ অবস্থিত। ভুলোকে স্থূল বাপার। এই চতুর্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দি'—নির্মলতা

লাভ করি, তখন উর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূল প্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

‘আমি’র উপরের আবরণ সূক্ষ্ম-শরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হ’য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীরসহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমান হন, উহাই ‘ভবঘুরে’ অবস্থা—যাতায়াত নাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সংকল্প-বশে উর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসং কল্পফলে নিম্নলোকে আগমন। উর্দ্ধলোকে উঠলেই নিম্নলোকে আসতে হবে, নিম্নলোক হতে আবার উর্দ্ধলোকে উঠতে হবে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্ত; পুণ্য করলেই পাপ করবার প্রবৃত্তি হ’বে—পাপ করলেই পুনরায় পুণ্য করবার জন্ত প্রবৃত্তি হ’বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জ্ঞান, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সন্দাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণ দ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপশ্চাদি প্রভাবে স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহে পুনরায় উর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থানকালেও চিন্তা দ্বারা উর্দ্ধলোকে গমন করতে পারি। কিন্তু গীতা তা’ করতে নিষেধ করেছেন,—

“কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আশ্বে মনসা স্রবন্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥”

তা’তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জগতের স্থূল ও স্থূল হ’তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবৎপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতেই তাঁ’র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ’র সেবা দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নিম্মূলক হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ’য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ’য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ’লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালকোভা অবস্থা অকলমে জীঃসকল



ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

সুতরাং আত্মকৃত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রাকৃত জগৎ তো ভগবৎ পরাজুখ জীবগণের কর্মভোগের স্থান বিশেষ ;—জীবগণ এখানে ঘুরে বেড়ালে মায়াভীত পরবোম বৈকুণ্ঠরাজ্যে যা'বে কি করে? আর সেই মায়া গীত রাজ্যে যেতে না পারলে তো এই মায়ার কষ্টদায়ক নিগড় থেকে আমাদের কোন কালে উদ্ধার পাওয়ার মৌভাগ্য হবে না। গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তাঁর পরমধাম প্রাপ্ত হ'লে ভক্তগণ পূর্ণানন্দ লাভ করেন এবং তাঁ'দিগে এই সংসারে পুনরাবর্তন করতে হয় না। সেই সর্বোৎকৃষ্ট অতীন্দ্রিয় পরবোম ধাম কোটি কোটি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির তেজ অপেক্ষাও দীপ্তিমান। স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানই পার্থিব বস্তু সমূহের প্রকাশক সূর্য্য, চন্দ্রাদির তেজ প্রদান করেন। যথা,—

“ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদৃ গচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (গীতা ১৫।৬)

নাম প্রধানা ভাগবত-ধর্ম্মপথেই চিচ্ছজগতে

গমন ও মুক্তিলাভ সম্ভব

আমরা আত্মধরূপে চিদ্রাজ্যের জীব হয়ে ভূভাগ্য বশতঃ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বিরূপ অবস্থায় এই মায়ার রাজ্যে ভুলোকে পতিত হয়েছি। আমরা যে ভব কারাগারে আছি, এই কারাগারের রক্ষাকর্ত্তী মহামায়া ভূর্গাদেবী। কোনও কারাগারের রক্ষক বা jailor ইচ্ছা করলে কয়েদীদের থাকা-খাওয়ার সুবিধা ক'রে দিতে পারেন, কিন্তু বিচারপতি বা ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারেন না। তেমনি চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া ভূর্গাদেবী এই ভব-কারাগারের বদ্ধজীবদিগের অর্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রাকৃত চতুর্দশ ভুবনের অনিত্য চতুর্ভুজফল ( ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ বা সাধুজ্য ) দিতে পারেন ; কিন্তু এই ভব কারাগার থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে বা চিচ্ছজগৎ বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ ভগবৎ সেবায় অধিকার প্রদান করতে পারেন না। চিচ্ছজ্ঞির ছায়াক্রুপা মহামায়ার শক্তি চিচ্ছজগতের হেয় প্রতিফলন এই দেবীধাম জড়জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গোলোক-বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ এবং চতুর্দশ ভুবনাত্মক দেবীধাম—এই তিন ধামের অধীশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সমস্ত নিখিল জীবদিগকে মুক্তি দিতে সমর্থ তাই কৃষ্ণের অপর মুখ্য নাম-মুকুন্দ অর্থাৎ—মুকুৎ দদাতি ইতি

মুকুন্দ । ভগবান্ মুকুন্দের ইচ্ছায় যোগমায়ার কৃপায় ভক্তি-সমাহিত অন্তঃ-  
করণ ভক্তগণ কৰ্ম্মফল থেকে মুক্ত হয়ে চিঞ্জগতে গমন করেন । জীব  
উন্মুক্ততা বরণ করলেই যোগমায়ার কৃপাপ্রাপ্ত হন ।

সেই চিঞ্জগতে কৃষ্ণের সমীপে যাওয়ার জন্য কি উপায় বা পথ আছে  
তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় । একস্থান থেকে আর একস্থানে যাওয়ার  
জন্য উভয় স্থানের মধ্যবর্তী যে রাস্তা বা স্থান অতিক্রম করা হয় তাহাই  
পথ নামে অভিহিত । এই ভুলোক সহ সমগ্র চৌদ্দটি ভুবনের কোনটিই  
আমাদের স্ব-গৃহ (eternal-home) নয় ; তাই জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তি-  
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন,—“Back  
to God and back to home” অর্থাৎ ভগবানের কাছে চল, গৃহে ফিরে  
চল । ভগবানের কাছে পৌঁছবার জন্য সঠিক পথ বেছে নিতে হবে ;  
অন্যথায় ভুল পথ (wrong way) ধরে অগ্রসর হ’লে নিজেদেরই ঠকতে  
হবে, গন্তব্যস্থলে যাওয়া যাবে না । কোন ব্যক্তি যদি গন্তব্যস্থলে যা’বার  
ট্রেনে না উঠে অন্য ট্রেনে উঠে পড়ে, তা’হলে কি সেই ব্যক্তি উক্ত ট্রেন-  
যোগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে ? যত মত তত পথ থাকলেও সমস্ত মতের  
উদ্দেশ্য এক নয় এবং সব পথের প্রাপ্য স্থানও এক নয় । সতের মত ও  
অসতের মত, সাধুর মত ও চোরের মত, সতীর মত ও অসতীর মত,  
কি কখনও এক পর্যাযভুক্ত হ’তে পারে ? দক্ষিণ দিকের পথে গেলে কি  
উত্তর দিকের কোন জায়গায় পৌঁছানো যাবে ? ভগবৎ প্রণীত ভাগবত-  
ধর্ম্ম-মতে ভগবদ্বিদ্ভিষ তর্পণের বিচার, আর মানুষের খেয়ালে সৃষ্ট দেহ-মন-  
ধর্ম্ম মতে নিজেদ্বিষ তর্পণের বিচার কি কখনও একাকার হ’তে পারে ?

এই ভাগবত ধর্ম্মের কথা সুপ্রাচীন দ্বাদশ মহাজন (শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ,  
শ্রীশত্ৰু, শ্রীসনৎকুমার, দেশের ঐকপিল, শ্রীমহু, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীজনক, শ্রীভীষ্ম,  
শ্রীবলি, শ্রীশুক্রদেব ও শ্রীযমরাজ) অবগত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন  
বেদব্যাস সমস্ত শাস্ত্রপুণ্য প্রণয়নের পর শ্রীমদ্ভাগবত রচনা কালে দেবর্ষি  
শ্রীনারদের কৃপায় তাহা জানতে পারেন । তাঁদের অনুগত ভক্তগণই এই  
পরমধর্ম্মের কথা কীৰ্ত্তন করে থাকেন । একমাত্র নাম প্রধান ভাগবত ধর্ম্ম  
পথই নিত্য । তদ্ব্যতীত কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির পদ নিত্য নহে । ভাগবত-  
ধর্ম্ম-পথেই নিত্যবস্ত শ্রীভগবানের সেবা লাভ সম্ভব, তদ্ব্যতীত অন্যপথে  
তাহা সম্ভব হয় না ।

## কর্ম পথে বিশ্লেষণ ও কর্ম প্রয়াসের ফল নিরর্থক

বদ্ধ জীব প্রথম থেকেই কর্মে আসক্ত থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকুৎ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্মগুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্কলাৎ।” (ভাঃ ৬।১।৫৩)

অর্থাৎ “কোন জীবই ক্ষণকাল কর্ম না করে থাকতে পারে না। পূর্ব সংস্কার জনিত রাগ-দ্বेषাদি তাহাকে সবলে কর্মে প্রবৃত্ত করে।”

শরীর ও মনের দ্বারা নিজের সুখ-সুবিধা ও অপরের সুখ-সুবিধার জন্য যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম। কর্ম পন্থকে আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৪৩ শ্লোকে) পাওয়া যায়—“কর্মাকর্ম বিকর্ম্যেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ” অর্থাৎ—“কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম—এই তিনটি একমাত্র বেদ শাস্ত্রগম্য, পরন্তু লোকমুখে জ্ঞাতব্য নয়।” ভাল কর্ম না করা অকর্ম, আর দেহ-মনের দ্বারা পাপাচরণই বিকর্ম। তাই অকর্ম ও বিকর্ম আদৌ মঙ্গলজনক নয় এবং তদ্রূপ পরিত্যজ্য। আস্তিক্য বুদ্ধি সম্পন্ন কায়ী মানুষের কর্ম তিনপ্রকার যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য।

যে কার্য্য সব সময় করণীয় তাহাই নিত্যকর্ম। সন্ধ্যা-উপাসনাদিতে নানা দেব-দেবীর পূজার দ্বারা নিজের ও পরের কল্যাণ কামনা করা, শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা প্রভৃতি পবিত্র কার্য্য নিত্যকর্মের অন্তর্গত। যাহা কোন নিমিত্ত প্রকাশ পায় এবং নিত্যকর্মের মত কর্তব্য বলে মনে হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম। পিতা-মাতা প্রভৃতির দেহভাগ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি কর্তব্য বলে মনে হওয়ায় যে-পিছু-তর্পণাদি-রূপ ধর্ম্য স্বীকার করা হয় তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম। আর প্রবল ভোগ-বাসনোহেতু অর্থ-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি কাম্য হয়ে বহু দেবতার উপাসনা করাই কাম্য কর্ম। বদ্ধজীব সাধারণতঃ কাম্য কর্মের প্রতিই আসক্ত থাকে।

কাম্য কর্মীগণ ফলভোগবাদী হওয়ায় কর্মফলের হেতু হ'ন। কাম্য কর্মের ফল সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবভাগনের যে উপাসনার বিধান আছে, তা'তে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার অর্চনায় পৃথক্ পৃথক্ কাম্যের পূরণ হয়। যেমন দক্ষ প্রজাপতির কাছে পুত্রাদি, ব্রহ্মার কাছে ব্রহ্মতেজ, রুদ্রের কাছে মোক্ষ, গণেশের কাছে অর্থ, সবিতার কাছে ধর্ম, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা বিভিন্ন দেব-দেবীগণ পূরণ করেন। কিন্তু সর্বকামনা একমাত্র ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনাতেই সিদ্ধ হয়। এসম্পত্তি উল্লেখ্য যে, মারা-শক্ত্যান্ন দেব-দেবীগণ



তাদের নিজেদের প্রতি নিজ নিজ পূজকগণের শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারেন না; কাজেই ভগবচ্চরণে ভক্তি উৎপাদন করে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। দেব-দেবী সকলে ভগবান্ কক্ষেরই বিভূতিক্রপা হওয়ায় ভগবান্ই দেব-দেবীদেব অন্তর্যামীহুত্রে দেব-দেবী-পূজকগণের মনে সেই সেই দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন এবং কামনা অনুযায়ী অনিত্য ফল প্রদান করেন। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির দেব-দেবীপূজকগণ ভগবানের প্রতি বহির্মুখ হওয়ায় ভগবান্ তাঁদিগকে নিজের প্রতি ভক্তি প্রদান করেন না। কক্ষেছা ব্যতীত দেব-দেবীগণ যথেষ্টাভাবে উপাসকদিগকে কাম্যফল দিতে পারেন না; যেহেতু দেবলোক স্বর্গাদি সহ চতুর্দশভুবন সমস্তই প্রাকৃত ও অনিত্য, এবং দেবতাগণেরও পতন হয়, সেইহেতু দেব-দেবীপূজকগণের সিকিও অনিত্য। যথা, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—

“যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধযার্চিতুমিচ্ছতি ।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তায়েব বিদধামাহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ।

অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্বতাল্লমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মন্তকা যাস্তি মামপি ॥”

(গীতা ৭।২১-২২-২৩)

অর্থাৎ—“যে-যে ভক্ত মদ্বিভূতিক্রপা যে-যে দেবতামূর্তিকে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামীরূপে আমি সেই সেই ভক্তের, তাহাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করে থাকি।

সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেবমূর্তির আরাধনা করে এবং অন্তর্যামী আমি কর্তৃক বিহিত সেই কামসমূহকে তাহা হ'তে অবশ্য লাভ করে থাকে।

কিন্তু অল্পবুদ্ধি জনগণের সেই ফল নশ্বর। দেবপূজকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হ'ন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

# দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর )

হিরণ্যকশিপু চতুর্থ পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হইয়াছে দেখিয়া তাহার পিতা হিরণ্যকশিপু ভক্ত-প্রহ্লাদকে বধ করিবার ইচ্ছায় সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। হরিভক্তির ফলে সমস্ত বধোপায় অতিক্রম করিয়া যখন প্রহ্লাদ অজর অমর অবস্থায় হিরণ্যকশিপু সম্মুখে বর্তমান, তখন হিরণ্যকশিপু পুত্রের সহিত বাগ্-বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। ওহে অল্লায়ুঃ পুত্র, আমি বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করিয়া সকলের ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছি। সমস্ত দেবতাপণ পর্য্যন্ত আমার দাস। অতীবস্থায় আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর কে আছে—বল্ দেখি ? যদি থাকে কোথায় সে ? যদি বলিস্ সর্বত্র আছে, তবে এই স্তম্ভে নাই কেন ?

প্রহ্লাদ বলিলেন,—স্তম্ভে রহিয়াছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া সেই স্তম্ভে মুষ্ঠ্যাঘাত করিবামাত্র নিজ ভ্রাতা ব্রহ্মা, নারদ ও প্রহ্লাদের বাক্যের সত্যতা প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ নৃসিংহমূর্তিতে সেই স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপু বক্ষঃস্থল নখ-কুঠার দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে—হিরণ্যকশিপু সহস্র বৎসর ব্যাপী অনাহারে ব্রহ্মার কঠোর তপস্তার ফল বার্থ হইয়া গেল। ব্রহ্মা তাহাকে রক্ষা করিলেন না, পরন্তু প্রহ্লাদকেই ব্রহ্মার জন্ত তাহারও প্রভু বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এতাদৃশ বরপ্রাপ্ত শক্তিশালী হিরণ্যকশিপু শত শত চেষ্টাদ্বারা হরিভক্ত প্রহ্লাদের কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই এবং নিজকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই।

২। শিবভক্ত বাণরাজার পরিণাম—মহাত্মা বলিরাজের একশত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ বাণাসুর সর্বদা শিবভক্তি-পরায়ণ ও সর্ব-গুণযুক্ত হইয়া শোণিতপুরে রাজত্ব করিত। শিবের বরে সে সহস্র বাহু লাভ করিয়াছিল। শিবের নৃত্যকালে ঐ অমর সহস্র বাহুর বাজুদ্বারা মহাদেবকে সঙ্কটে করিলে পর তিনি তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। তখন মদগবী সেই বাণাসুর মহাদেবকে তাহার নিজপুত্র দারোয়ানের ন্যায় রক্ষকরূপে সর্বদা থাকিবার প্রার্থনা জানালে ভোলানাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ঐ বাণরাজার উষানাম্নী কন্যা একদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন ; পরে তাহার সখী চিত্রলেখার দ্বারা যোগবলে

অনিরুদ্ধকে নিজ ভবনে আনয়নপূর্বক পান-ভোজনাদি শুশ্রূষায় রত হইলে, বাণরাজা অন্তঃপুররক্ষী দূতের মুখে ইহা জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখেন।

এদিকে শ্রীনারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণাদি দ্বারকাবাসী অনিরুদ্ধের বন্ধনের সংবাদ পাইয়া সকলে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এবং অবিলম্বে বাণপুরী আক্রমণ করিলেন। বাণরাজা বিপক্ষের আগমন জানিয়া সৈন্যে বাহির হইলেন। মহাদেবও ভক্তের রক্ষণার্থ কাণ্ডিকের সহিত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শিবের, প্রহ্মায়ের সহিত কাণ্ডিকের ও সাতাকিব সহিত বাণের যুদ্ধ হইতে থাকে। শিব নিম্নভক্তের রক্ষার্থ তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি ত্রিভুবন ধ্বংসকারী পাশুপত অস্ত্রও ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শিবের সমস্ত অস্ত্র নিজ অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করত সন্মোহনাপ্তে শিবকে মোহনপূর্বক বাণাসুরের সৈন্যগণকে দিশাশ করিতে লাগিলেন। কাণ্ডিক প্রহ্মায়ের বাণাঘাতে রক্তাক্ত-কলেবরে রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

সেইরূপে যাদবগণের অস্ত্রাঘাতে সমস্ত অসুরগণই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে পর বাণাসুর পুনরায় নবোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহস্র বাহুর দ্বারা বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার বাহু সকল ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চারিখানা বাহু অবশিষ্ট আছে এক্রপ সময়ে ভগবান্ শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সমীপস্থ হইয়া অনেক স্তুতিপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—হে দেব ! এই বাণাসুর আমার সখা এবং প্রিয় সেবক, আমি পূর্বে উহাকে অভয় দান করিরাছি। অতএব দৈত্যপতি প্রহ্লাদের প্রতি আপনার যাদুশ অনুগ্রহ, ইহার প্রতিও তাদৃশ অনুগ্রহ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি আপনার বাক্য রক্ষা করিব। এই বাণাসুর মদীয় বশিরাঙ্কের পুত্র ও প্রহ্লাদের বংশজাত। ‘তোয়ার বংশজাত সন্তান আমার অবধ্য’ প্রহ্লাদকে এক্রপ বরদানহেতু আমি উহাকে প্রাণে বধ করিবা না। কেবলমাত্র তাহার দর্পচূর্ণ করিবার জন্য বাহুসকল ছেদন করিলাম এবং ভূভার লাঘবার্থ সৈন্য সকলকে বিনাশ করিলাম। এখন ইহার যে চারিখানা বাহু অবশিষ্ট রহিয়াছে তৎসহ এই অসুর জরা-মরণ-রহিত এবং সর্বত্র ভয়শূন্য হইয়া আপনার পার্শ্বদগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে। তখন বাণাসুর স্বাপ্ত লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্বক উষার সহিত



অনিরুদ্ধকে রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করের নিকট বিদায় লইয়া সপত্নীক অনিরুদ্ধকে অগ্রবর্তী করিয়া যাদবগণসহ দ্বারকায় গমন করিলেন।

এই দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, শ্রীশিবদত্ত বাণরাজার বাহুসকল ভগবান্ কর্তন করত মাত্র চারিখানি বাহু শিবের প্রার্থনায় কৃপাপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। এবং নিম্ভক্ত শিবের সন্মানার্থ বাণরাজাকে অস্ত্র দানপূর্বক শিব-পার্বদত্ত প্রদান করিলেন। বাণের বর-দাতা শিব কিন্তু তাঁহার সর্বশক্তি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধাদির দ্বারা নিজ ভক্তের স্বয়ং রক্ষা করিতে না পারিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, তখন বাণের নির্ভয়তা লাভ হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, অন্য দেবতাস্বরূপ আশু মঙ্গল-দায়করূপে দৃষ্ট হইলেও প্রকৃত শ্রেয়ঃ-সাধন নহে, বরং বিপদেরই কারণ থাকে।

### হরিভক্তের দারিদ্র্য ও শিবভক্তের ভোগৈশ্বর্যের কারণ

হিরণ্যকশিপু ও বাণরাজার দৃষ্টান্তদ্বারা অন্যাশ্রয়ী পরিণাম অবগত হইলাম। এক্ষণে ভক্তকে বরদান করিয়া বরদাতা দেবতাও যে বিপর্যাস্ত হন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অষ্টাদশোক্ত অধ্যায়-পর্যালোচনা দ্বারা বর্ণন করিব।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেন যে,—সর্বভোগাম্পদ লক্ষীপতি শ্রীহরির সেবকগণের দারিদ্র্য এবং সর্বভোগত্যাগী উমাপতি শঙ্করের উপাসকগণের অতুল ভোগৈশ্বর্য একজগতে প্রায় সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়; ইহার কারণ কি? তৎপরে শ্রীশুকদেব বলেন যে,—শঙ্কর নিরন্তর শক্তির (মায়ার) সহিত মন্থকযুক্ত এবং গুণত্রয়ের দ্বারা সম্যকরূপে আবৃত হইয়া ত্রিগুণময়রূপে অসংস্থিত; তবে জীবের মত এই ত্রিগুণের বলে তিনি আবদ্ধ নহেন, পরন্তু গুণগণ কৃতার্থ হইবার জন্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কাররূপে তাঁহাতে বর্তমান। এই অহঙ্কার হইতেই মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত—এই ষোড়শসংখ্যক বিকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকার সমূহের মধ্যে যে কোন স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-স্বখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিলে সেই সকল সুখ লাভ করা যায়। যেহেতু ঐ সকল সুখ পরস্পর সাপেক্ষ। আর শ্রীহরি সকলের দ্রষ্টা, সাক্ষী ও প্রকৃতির অতীত; সূত্রবাং গুণাতীত পুরুষোত্তম। অতএব তাঁহার আরাধনাকারী ভক্তও তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকেন। তজ্জন্ম ভক্তগণকে প্রাকৃত ঐশ্বর্যহীন দেখা যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও ঐরূপ প্রশংসা করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্ ! আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। নিধন পুরুষকে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সকলে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদিও বন্ধুগণের আগ্রহে পুনরায় সে ধন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমার কৃপাতে তখনও ধন লাভ হয় না। তাহাতে সে নিরুৎসাহ হইয়া নির্বেদগ্রস্ত চিত্তে আমার শুক্লগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেই অর্থাৎ সদৃশরূপ চরণাশ্রয় করিয়া ভঞ্জে প্রবৃত্ত হইলেই, আমি তাহার প্রতি মদীয় অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করি; তৎফলে সে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

হে যুধিষ্ঠির, অতিনীচ ভোগৈশ্বর্য ফলপ্রার্থী মানবগণ মোক্ষদাতা আমার ভঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাগণের ভঞ্জেই প্রবৃত্ত হয়। যে-হেতু, সেই দেবতাগণ অল্পই ভুক্ত হন। তৎপর তাহারা সেই দেবতাগণ হইতে রাজ্য, ঐশ্বর্য ও স্ত্রী-পুত্রাদি বরলাভ করিয়া উদ্ধত-স্বভাব, গর্বিত ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই বরদাতা দেবতাগণকেও আর প্রভু বলিয়া মান্য করে না। বরং অবজ্ঞাই করিয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণসংবাদরূপ এই পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—হে পরীক্ষণ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শাপ ও অনুগ্রহ প্রদানে সকলেই সমর্থ; পবন ব্রহ্মা, শিবাদি যেরূপ সামান্য কারণে শীঘ্র সম্বলিত কিম্বা সামান্য অপরাধে তৎক্ষণাৎ রুষ্ট হইয়া বর বা শাপাদি প্রদান করিয়া থাকেন, শ্রীহরি সেরূপ নহেন। অর্থাৎ বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না। এবং পুনঃ পুনঃ বিশেষ বিদ্রোহমূলক কার্য আচরিত না হইলে কাহাকেও নিগ্রহ করেন না।

( ক্রমশঃ )

## বিরহ-বার্তা

অত্যন্ত বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) সহরস্থ তদীয় প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-সারস্বত-মঠে বিগত ২৫শে পৌষ, '৮৯ দিবা ১২।৪৫ মিনিটের সময় ইহলীলা সম্বরণ করেন। উহার বিবরণী পরবর্ত্তি সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইবে। —প্রকাশক

# বিরহীর বিরহ

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭২ পৃষ্ঠার পর )

কলিকাতা শ্রীবিনোদবিহারী গোড়ীয় মঠস্থ শ্রীপাদ রঘুনন্দন প্রভুর ১৯৯৮২ তাং এর পত্র পাইয়া শ্রীল গুরুমহারাজদ্বী পুনঃ ১৯৯৮২ তারিখে পরোক্ষভাবে তাহার বিরহোক্তি ও ভাব বাক্য করিয়াছেন,—“দীর্ঘদিনের পর আমার লেখনী আপনাদিগকে নিদারুণ বার্তা জ্ঞাপন করিয়াছে, ইহা সত্য।”

আপনি স্নেহের স্নন্দরানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“উনি দেবার এক উজ্জল আদর্শ, ওর নিকট থেকে আমার শিক্ষার বহু বিষয় ছিল ; ওর স্নেহ-শাসন আমার কাছে বাঙম্ব শাস্ত্রীয় বচন বলে মনে হত।” স্নন্দরানন্দ সম্বন্ধে আমার নিজের কোনরূপ বক্তব্য রাখা বোধ হয় ঠিক নয়, তথাপি না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। —ঐরূপ সরল প্রাণ নির্ভীক বলিষ্ঠনীতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব খুব কমই নজরে আসে। ও আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আজও আমরা বিশ্বাস করিতেছি না, কিন্তু যখনই অশ্রিমদৃশ্যের কথা মনে পড়ে তখন ধৈর্য্যারুণ করা অসম্ভব হইয়া যায়। স্নন্দরানন্দ গুরুবৈষ্ণবসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণরূপে সকলেই স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। স্পষ্টবক্তা ছিল বলিয়া সে কিছু পোকে নিকট অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিল, কিন্তু সেবাই তাহার মুখা উদ্দেশ্য ছিল। সেবা সংরক্ষণের জন্যই সে মাঝে মাঝে মান-অশ্রিমান প্রকাশ করিত, কিন্তু কোন দিনই কপটদিগকে সে সহ্য করিতে পারিত না। স্পষ্টভাষী হইবার জন্তই তাহাকে অনেকের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভবিষ্যতের সমস্ত বুঝি লইয়াও সে অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। Opportunist-দের নিকট সে বরাবরই অপ্রিয় ছিল। তাহার কখনই শ্রীমানকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখে নাট, নিজের সে ইহা উপলব্ধি করিত। তাহার নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা, সেবানিষ্ঠা মিশনের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগণেরই প্রীতি উৎপাদন করিত। ভুল বুঝাবুঝি—ক্রটি-বিচুতি মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, সেও তদন্ত ২/১টী ক্ষেত্রে ঐরূপ করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু অজ্ঞতাপ ও ক্ষমা-প্রার্থনা দ্বারা সে সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিল। সে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা কখনই অনুসন্ধান করে নাই। কর্তব্যপরায়ণ ছিল বলিয়া সে কখনই দায়িত্বহীন ব্যক্তিগণকে সহ্য করিতে পারিত না। কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ তাহার ছিল না ; কেহ তাহার নিকট কিছু জানাইলে (ভালমন্দ) একবার আমার নিকট দীর্ঘস্থিরভাবে জানাইয়া রাখিত। কখনও প্রতিশোধ গ্রহণে স্পৃহা তাহার মধ্যে লক্ষ্য



করি নাই। সর্বোপরি বিশেষ কথা এই যে, সাধারণ দেবকগণ যাহা লইয়া বিশেষ মাতাখাতি করে, সে ঐ সকল বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত ছিল। ভাল আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং টাকাকড়ির মোহ কোনদিন তাহাকে কোন ক্রেশ দেয় নাই। সে অতি সাধাসিধাভাবে অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিত, যাহাতে তাহার উদার নৈতিক মনোভাবই প্রকাশ পাইত। তাহার মধ্যে ব্যয়বাহুল্য বা মঠ মিশনের সেবার বস্তুর অপব্যবহার বা বিলাসিতা কখনই লক্ষ্য করা যাই নাই। জানি না, ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা! তিনি কেন এত অল্পম্যসে তাহাকে সরাইয়া লইলেন বা আত্মদায় কবিশেন। অন্তিম সময়ে সে যখন শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারিয়াছে, তখন তাহার সদগতি চইয়াছে ধরিয়া লইব। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-নিষ্ঠ। তাহাকে অবশ্যই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসেবা প্রদান করিয়াছে। এইরূপ সেবৈকনিষ্ঠ সরলপ্রাণ সত্যই জগতে বিরল। আমার অধিক লিখিবার ভাষা নাই।

স্নেহের সুন্দরানন্দের স্মরণ-মহোৎসব উপলক্ষে শিলিগুড়ির মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ-গৃহস্থগণ বৈষ্ণব সেবার আয়োজন করিয়াছেন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, তাহার পরলোক গমনের ১১শ দিবসে প্রায় ২৫০ ৩০০ শ্রদ্ধা বিচিত্র প্রসাদ পাইয়াছেন। সন্ধ্যায় বিরহ-সভায় সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবৃন্দ বৈষ্ণবমহিমা কীর্তন-মুখে ভাষণ প্রদান করেন। আমার বাক্য ও ভাষা কে যেন কাড়িয়া লইয়া আমাকে মুক করিয়া ফেলিয়াছেন। ”

নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমৎ ভক্তিবৈদ্য আচার্য্য মহারাজ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বিরহ-সংবাদ পাইয়া শ্রীল গুরুমহারাজকে বেদনাক্রিষ্ট হৃদয়ে লিখিয়াছেন,—.....“সুন্দরানন্দের জীবনেতিহাস আমাদের চসার পথে অনেক শিক্ষা রতিয়া গেল। সে গুরুদেবের সেবার জন্য সমস্ত প্রকার কার্য্য করিতে দ্বিধা করিত না। স্পষ্টভাষী হওয়ার জন্য অনেকের নিকট বিরাগ ভাজন হইলেও গুরুসেবাই তাহার তিল মুখা। তাহার সেবার অভিমান থাকিলেও কপটতা ছিল না। পরস্তু কপট বিপকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। আমি অনেক সময় দেখিযাছি—যাহা আপনার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না, তাহা সে নিজে স্বাধা পেতে দোষ নিয়া আপনার সেবার ক্ষত আপ্রাণ সত্য কথা বলিতে দ্বিধা করিত না।

অবিদ্যাদৌগণের নিকট যদিও সে অপ্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইরাছিল, কিন্তু সে ছিল নিষ্ঠাক সত্যবাদী গুরু-সেবৈকনিষ্ঠ। সেবার সৌন্দর্যতা

বুদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাহার অভিমান পরিলক্ষিত হইত। হয়তো কোন ক্ষেত্রে সে বুঝিবার ভুলের জন্ত কিছু ভ্রূটী-বিচ্যুতি করিতে পারে,—কিন্তু তাহা তাহার অতিরিক্ত গুরু-নিষ্ঠার জন্তই সংঘটিত হইয়াছিল। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন অভিযোগ সে অনেক সময় আমার নিকট করিয়াছে—কিন্তু সেগুলির সম্পর্কে তাহার বক্তব্য ছিল—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উদাসীন কেন? সে এক দিনও কোন ভুলক্রমেও তাহার নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা তুলিয়া কাহার বিষয়ে অভিযোগ করে নাই। তাই তাহার সেই যে দৃষ্টিভঙ্গী উহা আমি সন্তুর্পণে লক্ষ্য করেছিলাম। এই জন্তই আমি ওর নীতি কটুর দেখিলেও তাহা আমাকে খারাপ লাগিত না। তাহার আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যে, সে ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার জন্ত সর্বদা বদ্ধ পরিকর ছিল। কথার খেলাপি সে মোটেই পছন্দ করিত না। এক একজনের নিকট পৃথক পৃথক কথা বলিয়া নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লইব—ইহা সে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। এই মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমার নিকট খুব ভাল লাগিত।

তুরা হইতে আমি যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করি সেই সময় আপনাদের সহিত টংলা যাঠবার জন্ত সে বার বার আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু আপনাদের দেওয়া সেবার দায়িত্ব হেতু, নির্ভর কর্তব্য পালনের জন্য তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করি। তাই কি বুঝি আজ সে অভিমান করিয়া আমাদেরকে ছেড়ে চিরদিনের জন্ত চলিয়া গেল?

তাহার অনেকগুণের কথাই আজ আমার মানসপটে ভেসে উঠিতেছে। তাহার যেন আতাত্তিক মঙ্গল হয়—ইহাই তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন, প্রার্থনা জানাই। তাহার এইরূপ অকাল বিচ্ছেদজ্বালা হৃদয়কে বার বার কষাঘাত করিতেছে।”

বিরহকাতর শ্রীল গুরুমহারাজকে চাঁপা দি বিরহবেদনা জানাইয়া সাক্ষুনা দিতে ১০।১০।৮২ তারিখে লিখিয়াছেন—“আজ আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে সত্যি হয়তো সুন্দরানন্দ প্রভু আর নাই। যে প্রশ্ন আপনি আমাদের করেছেন, সে প্রশ্ন আমিও আপনাকে করছি—কেন এই আকর্ষণ, কেনই বা এই মায়া-মমতা-স্নেহপ্রীতি—তিনি এর বদলে অন্য কিছু দিয়ে তো আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারতেন? হয়তো সে বেদনা এতো কষ্টদায়ক হ'ত না।

প্রিয়জনের জন্য প্রাণভিক্ষা, আগে নিজেকে সরিয়ে দেওয়া এটা হরিদাস ঠাকুরকে দেখেছিলাম, আর দেখলাম এই সুন্দরানন্দ প্রভুকে। জীবন ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে চির অরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের কাছে, থাকবে গুরুবৈষ্ণব-ঈশ্বরে গুরুভক্তি ও নিষ্ঠার জন্ত। দুঃখ পেলেও আপনি আমাদের দিকে তাকিয়ে ধৈর্যাহারা হবেন না।

শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা দিদি লিখিয়াছেন,—“শ্রীশ্রীভগবান্ ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। আপনি দীর্ঘায়ু হলে প্রভুত জীবের কল্যাণ সাধন হবে, সে, জন্য সে শ্রীভগবানের নিকট শ্রীশ্রীগুরুদেবের পরমায়ু প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার আদর্শ ভুলিতে পারা যায় না।”

বিরহকাতরা উমা দিদির শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ স্বীয় বিরহবেদনা জানাইয়া ২০।৯।৮২ তারিখে পত্র দিয়ায়াছেন—“মা উমা! প্রায় দুইমাস অতীত হইতে চলিল তোমাকে কোন পত্র দিতে পারি নাই, এজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। এই সময়ের মধ্যে গত ৬।৯।৮২ তারিখে নবদ্বীপের ঠিকানায় শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজকে টেলিগ্রাম ও পত্র দিয়াছি মাত্র। ৯।৯।৮২ তারিখে রঘুনন্দন প্রভুকে বাহক মাধ্যমে একটা short note পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতেই নারায়ণ মহারাজসহ বলিকাতার সেবকগণ শোকে মুহুমান হইয়া পড়েন। তুমিও হয়তো সেই দুঃসংবাদ শুনিয়া ক্রন্দন করিয়াছ। আমার বর্তমান শরীর, মন ও মাথার ঠিক নাই। কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

“নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্য কাপি কেনচিৎ”—শ্রীমান সুন্দরানন্দ আমাকে এই শিক্ষা দিয়া গেল। কাহারও প্রতি অধিক স্নেহলীন হওয়া কর্তব্য নয়; ইহাই বিশেষ বিজ্ঞানীয় বিষয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসিতে শেখা শাস্ত্রীয় নির্দেশ। “বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥”—ইহা বাস্তব বস্তুর প্রতি স্নেহ-মমতা। যদি আমি ঐ বিচারে প্রতিষ্ঠিত মনে করি, তবে ক্রন্দন কেন? ভগবদ্ভক্তের অভাববোধে ক্রন্দন তো মঙ্গলেরই কারণ, কিন্তু আমি ঐ তত্ত্ব দর্শন অনুভব করি কিনা, ইহাই বিচার্য। আমি প্রাকৃত শূদ্র না হইয়া যাই, বৈষ্ণবগণ যেন সে-বিষয়ে আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণাই আমার সাধন-ভক্তনের একমাত্র পাথর।



নবদ্বীপের ঠিকানায় শ্রীল নারায়ণ মহারাজের কাছে টংলা হটতে শ্রী শ্রীল গুরুমহারাজ পত্র লিখিগাছেন—আপনাকে অণ্ড ৬৯৮২ তারিখে টেলিগ্রাম করিয়াছি উহা পাইবেন কিনা সন্দেহ করিয়া এষ্ট পত্র দিলাম। আমি ও আমরা এখনও স্বপ্ন-বিলাসেই কাটাঁতেছি। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সেবকগণ সকলেই বিমর্ষ, দুঃখে—ভরা ক্রান্ত। আমি কঁাদিব কি সাভুনা দিব বুঝিতেছি না। আমার সঙ্গে বিষ্ণু মহারাজ, যতি মহারাজ, গোপবন্ধন, ঈশ্বরাম, স্বরূপানন্দ, শ্যামলকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ প্রভৃতি ১১ মূর্তি বৈষ্ণব আছেন। একজন সেবক সামান্য সময়ের ব্যবধানে চিরতরে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কিরূপে? উহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনার নিকট শ্রীমান্ সুন্দরানন্দের বিগত আত্মার কল্যাণার্থে অশীর্বাদ চাতিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছি। শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবের তুচ্ছতা ও শুভাশীর্বাদে জীবাত্মা উর্দ্ধদৈহিক গতি লাভ করে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে যদি আপনার শ্রীচরণে জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকে, তাহলে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন এবং অপরাধের বৈষ্ণবগণকেও তাহার দোষত্রুটি মার্জনা করিতে বলিবেন—হুইই প্রার্থনা। সেবকগণ গুরুগৃহ বা শ্রীমঠ হটতে কেন চলিয়া যায় তাহার সহজ সরল উত্তর ‘স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার’। যদি মঠ কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করা হয় তাহা রীতি-বিক্রম, মর্যাদা লঙ্ঘন। বিনা সমালোচনায় কোন সেবক চিরদিনের জন্য আমাদের কাছে ছাড়িয়া যাইতে না পারে, এইরূপ কোন আইন করা সম্ভব কি? আপনার এইরূপ রীতি-নীতি জানা থাকিলে ভবিষ্যতে কুপাপূরক অবশ্যই জানাবেন। সুন্দরানন্দ আমার উপর অভিমান করিয়া কেন চলিয়া গেল বুঝিলাম না। একজনকে চিরদিনের জন্য এখানে রাখিয়া যাইতে হইল, অতঃপর আমি সেবক বিহীন; আমি যদি শুদ্ধ সরল চিত্তে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতাম তবে সেবকের বিয়োগ-ভঞ্চিত দুঃখ হয়ত আমাকে ভোগ করিতে হইত না। আমি নিজের সেবা বঞ্চিত তাই আমার যথাস্থ দাঙ্গা মিলিয়াছে। আপনারা আমায় কৃপা করুন যাহাতে আমি পাখির মায়ামমতা পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকেই ভালবাসিতে পারি। শ্রীহরি-দেবাই আমার জীবাত্ম এবং জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া নির্ণীত হউক। .....

সংগ্রাহক—শ্রীমদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাপো জয়তঃ ॥

## শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

( রেজিষ্টার্ড )

কোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া ) ।

২৯শে পৌষ, ১৩৮৯ ; ইং ১৪।১।১৯৮৩

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদারয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ওরা গোবিন্দ, ৪৯৬ শ্রীগোরাব্দ ; ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৮৯ সাল ( ইং ২।৩।৮৩ ), বুধবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিনিষ্ঠান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাঙ্গর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী এই গোবিন্দ, ১৯শে ফাল্গুন ( ৪।৩।৮৩ ) শুক্রবার পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্যপ্রাণ সৃজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাক্ষর যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবায়ুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসকানুগতাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

জ্যৈষ্ঠ ৫—১৭ই ফাল্গুন, বুধবার ব্রাহ্মমুহুর্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাশ্লোক-বন্দনাদি, মহাজন-ঈশি-কীর্তন, পূর্ণাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার পূর্ণাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সহক্বে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার পূর্ণাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সহক্বে আলোচনা।

❀	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	❀
❀ ধর্মঃ স্ফুটতিতঃ পুংসাং বিধক্সেন-কথাগু যঃ ।		❀ নোংপাদয়েদ যদি রতিং ভ্রম এব হি কেবলম্ ॥
❀	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	❀

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরম্পর ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই ভ্রম ।

৩৪শ বর্ষ	১৬ মাঘ, বাসুদেব, ৪৯৬ গৌরাদি ৩০ মাঘ, রবিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৩২১১৯৮৩	১২শ সংখ্যা
----------	---	------------

সান্ন্যাসাদং

## শ্রীকৃষ্ণস্ততিঃ

[ জড়াসন্ধ-কারারুদ্ধ-রাজগণ-ভাষিতা ]

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নান্তিহরাব্যয় ।

প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নিবিরগ নৃ ঘোরসংসৃতোঃ ॥১॥

হে দেবদেবেশ ! শরণাগতহুঃখহর, অব্যয়রূপ, আপনাকে প্রণাম  
করিতেছি । হে শ্রীকৃষ্ণ, আমরা অতিশয় নিরুচিত্তে আপনার শরণাগত  
হইতেছি, আপনি আমাদের ঘোর সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করুন ॥১॥

নৈনং নাথানুসূয়ামো যাগধং মধুসূদন ।

অনুগ্রহো যন্তবতো রাজ্যং রাজ্যচ্যুতিবিভো ॥২॥

হে প্রভো ! মধুসূদন, আমরা এই জরাসন্ধের উপর কোনরূপ দোষারোপ  
করি না । যেহেতু, রাজগণের রাজ্যচ্যুতি আপনার অনুগ্রহস্বরূপই বলিতে  
হইবে ॥২॥



রাজৈশ্বর্যমদোল্লঙ্কো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ ।

জন্মায়ামোহিতোহনিত্যঃ মনুষ্যে সম্পদোহচলাঃ ॥৩॥

নৃপতিগণ রাজৈশ্বর্যজনিত মত্ততানিবন্ধন উচ্ছ্রালচিত্ত হইয়া স্বকীয় কল্যাণমার্গ লাভ করিতে পারে না এবং আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য ঐশ্বর্যসমূহকে স্থির বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকে ॥৩॥

মৃগতৃক্ষাঃ যথা বালা মনুষ্য উদকাশয়ন্ ।

এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ৪ ॥

অবুদগণ যেক্রপ মরীচিকাকে জলাশয় বলিয়া নির্ধারণ করে, সেইক্রপ অবিদেহিগণও বিকারগ্রস্তা মাধাকেই সদ্বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥৪॥

বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো

জিগীষয়াশ্চা ইতরেতরস্পৃধঃ ।

ব্রহ্মঃ প্রজাঃ স্যা অতিনিঘৃণাঃ প্রভো

মৃত্যুং পুরস্তাবিগণযা ছর্মনাঃ ॥ ৫ ॥

হে প্রভো, পূর্বকালে আমরা ঐশ্বর্যমদাক্ষ এবং দুরভিমানযুক্ত হইয়া সম্মুখস্থ মৃত্যুরূপী আপনাকে গণনা না করিয়াই এই পৃথিবীর বিজয়-কামনায় পরস্পর স্পর্ধাশীলতা ও অতিশয় নির্দয়তা সহকারে নিজ প্রজাগণকে বিনষ্ট করিয়াছি ॥৫॥

ত এব কৃষ্ণাচ্চ গভীররংহসা

দুরন্তবীৰ্য্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ ।

কালেন ত্বয়া ভবতোহনুকম্পয়া

বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরামি তে ॥ ৬ ॥

হে কৃষ্ণ, সেই আমরা অগ্নি অনলক্ষ্যগতি ও দুর্লভ্য প্রভাবযুক্ত কাল কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট এবং আপনার কৃপাবলে হতগর্ব্ব হইয়া শ্রীচরণযুগল স্মরণ করিতেছি ॥৬॥

অথো ন রাজাং মৃগতৃক্ষিরূপিতং

দেহেন শশ্বৎ পততা রজাং ভুবা ।

উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো

ক্রিয়াফলং প্রোত্যা চ কর্ণরোচনম্ ॥ ৭ ॥

হে বিভো, অতঃপর আমরা পুনরায় প্রতিফল ক্ষীয়মান এবং রোগসমূহের আকরস্বরূপ এই শরীরদ্বারা উপাসনীয় ও মরীচিকাতুল্য রাজত্ব কিম্বা যাহা কেবল শ্রবণ মাত্রেই কর্ণযুগলের রুচিজনক, তাদৃশ পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখভোগ কামনা করি না ॥৭॥

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন ভে চরণাক্রয়োঃ ।

স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ৮ ॥

অতএব এই সংসারে নানাযোনিসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ-কালে আমাদের হৃদয় হইতে যাহাতে ভবদীয পাদপদ্মযুগলের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, তাদৃশ উপায় নির্দেশ করুন ॥৮॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।

প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

হে প্রভো, আমরা প্রণতজনভূতঃখহর, গোবিন্দ, পরমাত্মস্বরূপ, বাসুদেব, শ্রীহরি এবং শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৯॥

## সজ্জন—অকৃত-দ্রোহ (২)

বৈষ্ণব—কৃপালু, হিংস নহে—অকৃত-দ্রোহ

ইতিপূর্বে আমরা সজ্জনের কৃপালুতার আদর্শ বর্ণন করিয়াছি । অবাস্তুর উদ্দেশ্য হৃদয়ে গোপনে পোষণ করিয়া জগতে লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলে, তাদৃশ আচরণ কখনই তাহাকে কৃপালু বলিয়া নির্দেশ করিবে না ।

যিনি যথার্থ হরি-বিমুখ বাহিরে লোকবঞ্চনার জন্ত বৈষ্ণব নামে আখ্যাত, তাহারও অন্তরে হিংসা নায়ী প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে । যিনি যথার্থ বৈষ্ণব, তাহার নিজ-স্বভাবক্রমে অন্তরে বাহিরে হিংসা প্রবৃত্তি নাই । বৈষ্ণব-সজ্জন—কৃপালু । কৃপা যেরূপ মনুষ্যের ভূষণ, হিংসা সেরূপ কদর্যাত্মা । বৈষ্ণব অপরের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট, কিন্তু হিংসা-বশে বিদ্রোহী নহেন । বিদ্রোহিতা বৈষ্ণবে দেখা গেলে, তাহাকে কৃপালু বলা যায় না । আবৃত সত্য পরোপকারের জন্ত প্রকাশিত হইলে, তাহা কৃপা বলিয়াই জানিতে হয় ; পরন্তু অপকার মানসে সত্যের আবরণে অসত্য প্রচার করিলে, ঐ কৃপাই হিংসা নামে অভিযুক্ত হয় । বৈষ্ণবের চাবিশটি গুণের দ্বিতীয় গুণ অকৃত-দ্রোহিতা । বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃত-দ্রোহ । তিনি পরের হিংসা করেন না ।

## হিংসা দুই প্রকার, বিরোধী-দলনই অকৃতদ্রোহিতা

হিংসা দুই প্রকারে দেখা যায়। অকারণে ভাবে পরাংসার ভুল কায়-মনোবাক্যে যত্ন করিলে একপ্রকার হিংসা হয়। অপর প্রকার, জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কারণে সঙ্ক্ষে অন্যায়কারী জীবকে প্রতিনিবৃত্ত না করা হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞান আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে বলেন, ইহাতে তাঁহার অকৃত-দ্রোহিতা জানা যায়। অবোধ অপরিণামদর্শী জীব মনে করেন—বৈষ্ণব অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানীর বিদ্বেষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি কপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন,—হিংসা করেন না। যে বৈষ্ণব জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপদেশ করেন তিনি অকৃতদ্রোহ। বজ্রস্তুমো গুণের বাধা হইয়া যিনি অস্ত্রের হিংসা করেন তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবের স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা কখনই স্থান পায় না।

## মাছ-মাংস-ডিম্ব-ভক্ষণ হিংসার অন্তর্গত

অহিংসাই পরম ধর্ম। পশু মাংস ভোজন-লোভে, মৎস্যের চর্ম-শানিত ভোজন-বাসনায়, অণ্ডাভ্যন্তরস্থ কলণ ভোজন মানসে, আমরা নানাপ্রকার জীব-হিংসার অভিনয় জ্ঞাত আছি। ধর্মের আবরণে নানাপ্রকার কু-যুক্তির অবতারণায় হিংসা-বৃত্তির সমর্থন করিতে কাহাকে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্বল প্রাণীর প্রতি হিংসা, দুর্বল মানবের প্রতি অত্যাচার নীতি-শাস্ত্রের শাসনে নিরস্ত হয়। নীতি-বিরুদ্ধ কাণ্ডের নিবারণ কল্পে, অসত্য মানব-সমাজে নানাপ্রকার বিধি বিধান, আইন ও লৌকিক ধর্মশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হইয়াছে। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বার্থজ্ঞানে এই নীতি অতিক্রম করেন; তাহাতে সমাজের অন্যান্য সত্তার অগ্রবিধা ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে হিংসা বৃত্তির প্রশমন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল হরিসেবাপর হইলে জীব হিংসা-রহিত হইতে পারেন।

## বৈষ্ণব-নীতি অহিংস, অবৈষ্ণব-নীতি হিংস

হিংসা করিলে অবৈষ্ণবের পাপ হয়। পাপ করিলে, শাসিষ্ট ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে; সুতরাং হিংসা করা অবৈষ্ণবের কর্তব্য নহে। বৈষ্ণব কাহারও প্রতি হিংসা করিতে পারেন না। যেকোন বক্ষ্য্য স্ত্রী পুত্র প্রসবে অসমর্থ, যেকোন জল হইতে তৃষ্ণা পাওয়া যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের (পক্ষে) হিংসা অসম্ভব। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্মশাস্ত্র এবং নয়-বিং পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে,



উপকার করিলে উপকার করিবে, হিংসা করিলে হিংসা করিবে—ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু উদার-মতি বৈষ্ণব বলেন, অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের হিংসা করিলে, বৈষ্ণব উহা নীরবে সহ্য করিবেন।

### দ্বিধিভ্রমী পণ্ডিতের প্রতি জীব গোস্বামীর অহিংস নীতি

যে-কালে দ্বিধিভ্রমী পণ্ডিত নিজ পণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রমত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসনাতনের নিকট জয়পত্র সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্মের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন আদর্শ চরিত্র গোস্বামীদ্বয় অস্বাভাবিক বদনে জয়পত্র লিখিয়া দেন; ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা। আবার যখন শ্রীজীব গোস্বামী নিজ গুরু-হিংসক বৈষ্ণব-দ্বৈধী প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিতের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া নিজের অসামান্য অহিংসা-বৃত্তি দেখাইয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবের কুপার্দ্র-হৃদয় হিংসা-দোষে দুষ্ট হয় নাই।

### রামচন্দ্র খাঁয়ের প্রতি হরিদাস ঠাকুরের অকৃত-দ্রোহিতা

যে-কালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী-বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া বারবানিতা প্রেরণে ক্রোশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খাঁর সমক্ষে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা।

### শ্রীমন্নহাপ্রভু ও বাসুদেবের অহিংসা

জগাই মাধাইয়ের প্রতি ভগবানের অমুকম্পা, বারবানিতার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের দয়া, সার্বভৌমের প্রতি গৌরহরির কুপালুতায় কোন প্রকার হিংসা নাই। বাসুদেবের সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্ত নিজে শাস্তি গ্রহণ, খুঁটের ক্রুসে হিংসিত হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া প্রভৃতি হরিজনের অহিংসা নানী চিন্তাবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীগৌরসুন্দর এই জগাই বলিয়াছিলেন “ওরোরপি সহিযুনা।”

তরু-সম সহিযুতা বৈষ্ণব করিবে।

ভৎসনা তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥

কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।

স্বকাইয়া সরে, তবু জল না মাগয় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৭-২৮)

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।

ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৪)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

# সাধু-বৃত্তি

( পূর্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর )

ক্ষমা করা কর্তব্য ; দয়াও অত্যাৱশ্যক ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩২১১, ২৩৫ ;  
শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ১৩১৮২ ),—

‘ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে ।’

‘দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয় ॥’

প্রভু বোলে,—“বিপ্র সৎ দত্ত পরিচরি’ ।

ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্বভূতে দয়া করি’ ॥”

আচার ও প্রচার একান্ত কর্তব্য এবং

বৈষ্ণবে মর্যাদা-দান করিবে

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্তব্য ( শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪১০৩ ),—

‘আচার’, ‘প্রচার’—নামের করহ ‘তুই’ কার্য ।

তুমি—সর্বগুরু, তুমি—জগতের আর্ঘ্য ॥

মর্যাদা পালন করা কর্তব্য ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪১৩০ ),—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব,—মর্যাদা-রক্ষণ ।

মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥

বৈষ্ণবদেহে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি করা প্রয়োজন ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪১৯১ ),—

প্রভু কহে—“বৈষ্ণব দেহ ‘প্রাকৃত’ কভু নয় ।

‘অপ্রাকৃত’ দেহ ভক্তের ‘চিদানন্দময়’ ॥”

সকলেরই বিষয়-ব্যাপার, প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ

করিয়া নিশ্চিন্তে হরিসেবা কর্তব্য

গৃহ-ব্যাপার ও বিষয়-ব্যাপার নীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জন ভক্তনের  
আবশ্যকতা ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪১২-১৪১২১৬ ),—

এক বৎসর রূপগোসাঞির গোড়ে বিলম্ব হইল ।

কুটুম্বের ‘স্থিতি’-অর্থ বিভাগ করি’ দিল ॥

গোড়ে যে অর্থ ছিল, তাগা আনাইল ।

কুটুম্ব ব্রাহ্মণ, দেবালয়ে বাঁটি’ দিল ॥

সব মনঃকথা গোসাঞি করি’ নির্ঝাড়া ॥

নিশ্চিন্ত হঞা নীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা আবশ্যক ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।৭৮ ),—

মহানুভবের এষ্ট মত 'স্বভাব' তয় ।

আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥

গ্রাম্য-কাব্যে অশ্রদ্ধা করা আবশ্যক ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।১০৭ ),—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ত্ব গুণিতে হয় 'হুঃখ' ।

বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য গুণিতে হয় 'সুখ' ॥

গুরুর অবজ্ঞা, বিদ্যা-গর্ব, দিগ্বিজয়াদি ত্যাগ করিবে

গুরুর অবজ্ঞা করা অপরাধ ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৮।৯৭ ),—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয় ।

ক্রমে ঈশ্বর পর্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥

মুমুকতা ও বিদ্যাগর্ব ত্যাগ করা উচিত ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২৩।১০২-১১০ )

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিল ।

মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিল ॥

'অন্তরে মুমুকু তেঁহো, বিদ্যা গর্ববান্ ॥'

দৈন্য নিতান্ত আবশ্যক ( শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২০।২৮ ),—

প্রেমের স্বভাব, যাহা প্রেমের সম্বন্ধ ।

সেই মানে,—'কৃষ্ণের ঘোর নাহি ভক্তিগন্ধ' ॥

জয়-বাসনা ত্যাগ করা উচিত ( শ্রীচৈঃ ভাঃ, অঃ ১৩।১৭৩ ),—

দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে ।

ঈশ্বরে ভজিলে, সেট বিদ্যা 'সত্য' কহে ॥

ভক্তের সর্বজীবে আত্মীয়তা-বোধ, ভক্তিপথে দৃঢ়নিষ্ঠা

ও শত্রুরও মঙ্গল-কামনা

একেশ্বর-বুদ্ধি ও সর্বজীবে আত্মীয় বোধ করা আবশ্যক ( শ্রীচৈঃ ভাঃ  
অঃ ১৬।৭৬-৭৮, ৮০।৮১ ),—

'শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ।'

\* \* \* \* \*

নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে ।

পরমার্থে 'এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥

এক শুদ্ধ নিত্য-বস্তু অখণ্ড-অবায় ।

পরিপূর্ণ হঞা বৈসে সবার হৃদয় ॥



সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে ।

বলেন সকলে যাত্রা নিজ-শাস্ত্র মতে ॥

যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব নয় ।

হিংসা করিলেই সে, তাহান হিংসা হয় ॥

সর্বদা ভক্তিপথে দৃঢ় হওয়া চাই ( শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬২৪ ),—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ, যায় যদি প্রাণ ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে ( শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬১১৩ ),—

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ ! করহ প্রসাদ ।

মো'ব দ্রোহে নহি এ-সবার অপরাধ ॥

দান্তিকতা প্রতিষ্ঠাশা এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাজ্য

দান্তিক-লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপট তাহা অবশ্য ত্যাগ করিবে ( শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬২২৮-২২৯ ),—

বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে ।

আপনারে প্রকটাই ধর্ম-কর্ম করে ॥

এ-সকল দান্তিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই ।

অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥

পরমার্থ-বিষয়ে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করা আবশ্যিক ( শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬২৩৮-২৩৯ ),—

'অধম-কুলেতে যদি বিযুক্ত হয় ।

তথাপি সে-ই সে পূজ্য'—সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে ।

কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ॥

উচ্চ-সংকীর্ণন-মাহাত্ম্য

উচ্চ-সংকীর্ণন-প্রিয়তা ( শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬২৮৪-২৮৬ ),—

জপকর্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ণনকারী ।

শত-গুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি ॥

শুন বিপ্র ! মন দিয়া ইহার কারণ ।

অপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥

উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ণন ।

জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন ॥

## ভার-বাহিত্ব পর-হিংসা ও সেবাপরাধ পরিবৰ্জনীয়

কেবল শাস্ত্রবাক্য গর্দভের ন্যায় বহন না করিয়া তাহার তাৎপর্য জানিবে ( শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮ ),—

শাস্ত্রের না জানে মূর্খ, অধ্যাপনা করে ।

গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত ( শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৪০ ),—

ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায় ।

সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন — পরহিংসা যায় ॥

সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্তব্য ( শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১ ),—

সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র ।

বিকৃত্তানে অপরাধ সর্বথা তাহার ॥

## অন্তরনিষ্ঠ ও নিরহঙ্কারী ব্যক্তি বৈষ্ণব-পদবাচ্য

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্তমধ্যে গণিত হ'ন । ( শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৭।২২, ৩৮ ),—

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ-সব ।

চিনিতে না পারে কেহ তি'হো যে বৈষ্ণব ।

আসিয়া রহিল নবদ্বীপে গুচরূপে ।

পরম ভোগীর প্রায় সর্বলোকে দেখে ॥

বিদ্वादীর অহঙ্কার না করা উচিত ( শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪ ),—

কি করিবে বিদ্ভা, মন, রূপ, যশ, কুলে ।

অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্মূলে ॥

## পাঁচমিশালী মতবাদ, পক্ষপাত-দোষ, পাপাচরণ ও বিষয়-মদাস্কতা — বৈষ্ণবতার পরিপন্থী

বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানাস্থানে নানা মতে মত দেওয়া উচিত নয় । ( শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২ ),—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে ।

ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখবে মোরে ॥

প্রভু বলে,—“ও বেটা যখন যেথা যায় ।

সেই মতে কথা কহি' তথায় মিশায় ॥

ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ

এতেকে উহার হইল দরশন-বাধ ॥

বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর পক্ষপাতের দোষ ( শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০ ),—

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।

অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥

শ্রীহরিনাম-গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না ( শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ১৩।২২৫ ),—

প্রভু বলে,—“তোরা আর না করিস পাপ” ।

জগাই-মধাই বলে,—“আর নারে বাপ” ॥

বিধি-নিষেধের অতীত থাকা উচিত ( শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ১৬।১৪৪, ১৪৭ ),—

যত বিধি, নিষেধ—সকলই ভক্তি-দাস ।

ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ ॥

বিষয়-মদাক্ষ সব এ মর্শ্ব না জানে ।

স্বত-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥

**পাষণ্ডী ও অভক্ত-সঙ্গ সর্বথা পরিত্যাজ্য**

সর্বদা পাষণ্ডীর সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকা উচিত ( শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ১৭।১২ ),—

নগরে তইল কিবা পাবণ্ডি-সম্ভাষ ।

এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ ॥

অভক্ত-সংস্র তাগ করা নিতান্ত কর্তব্য, শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বাক্য—  
( শ্রীটীঃ ভাঃ ১২।১৭৫ ),—

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর ।

‘বৈষ্ণবাপরাধী’ মুখি না দেখোঁ গোচর ॥

**বিষ্ণুভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং ধর্মধ্বজীর**

**কাল্পনিক অবতার**

অন্য শুভ-কর্মাদির সহিত ভক্তির তুলনা নাই ( শ্রীটীঃ ভাঃ মঃ ২৩।৫৪ ),—

প্রভু বলে,—“তপঃ করি’ না করহ বল ।

বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল ॥”

ধর্মধ্বজী শুণ্ড ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে অবতার বলিয়া  
প্রচার করত নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে । সে-সকল লোক হইতে সাবধানে  
থাকা কর্তব্য । ( শ্রীটীঃ ভাঃ আঃ ১৭।৮২-৮৩ ),—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া ।

লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥

উদর-ভরণ লাগি’ পাপিষ্ঠ সকলে ।

‘রঘুনাথ’ করি’ আপনারে কেহ বলে ॥



## নিষ্কপট ও নিষ্পাপ জীবন-যাপনপূর্বক শ্রীনামাশ্রয়ে সর্বার্থসিদ্ধি

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে নিষ্কল  
নামাশ্রয় করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর বড় ধর্ম নাই ( শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ  
১৪।১৩৯-১৪০ ),—

অতএব কণিযুগে নাম-যজ্ঞ নার।

আর কোন ধর্ম কৈলে নাতি হয় পার ॥

রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।

তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

পূর্ণাপর বিচারপূর্বক সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও জীবিকা-বৃত্তি  
অবলম্বন করিয়া মানবের চরিত্রজন করা প্রয়োজন। সদ্বৃত্তি-অবলম্বনে  
যে রূপ শুদ্ধা শুদ্ধির আনুকূল্য হয়, সে রূপ আর কিছুতেই হয় না।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

## দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

( পুস্তকপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০২ পৃষ্ঠার পর )

### শকুনির পুত্র বৃকাসুর

একটি পুরাতন ইতিহাস রহিয়াছে যে—মহাদেব একসময়ে শকুনি-অসুরের  
পুত্র বৃকাসুর নামক এক অসুরকে বরদান করিয়া অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত  
হইয়াছিলেন।

বৃকাসুর একদিন পথে শ্রীনারদকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—  
এই তিন দেবতার মধ্যে কে শীঘ্র সঙ্কটে হন, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ঈশ্বরদ  
বলিলেন যে,—শঙ্করের আরাধনা কর; তিনি সামান্য গুণে শীঘ্রই সঙ্কটে হইয়া  
থাকেন। আবার অল্পদোষে তৎক্ষণাৎ রুষ্ট হইয়া থাকেন। রাক্ষস-রাবণ ও  
বাণাসুর স্তবকারী বন্দীর মত এই দুইজনে স্তুতি করিলে পর শিব তুষ্ট হইয়া  
তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাবণ হইতে  
নিজস্বাম কৈলাস উৎপাটনরূপ ও বাণাসুর হইতে তাহার পুণীক্ষকরূপ মহা-  
সঙ্কটই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীনারদের এই কথা শুনিয়া সেই বৃকাসুর কৈদারক্ষেত্রে নিজগাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্বক তদ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত শিবের আরাধনা করিতে লাগিল। ছয়দিন এইভাবে আরাধনা করিয়াও শিবের দর্শন না পাইয়া সপ্তম দিবসে ঐ অসুর কৈদারতীর্থের জলে স্নান করিয়া তীর্থজলে অভিষিক্ত কেশযুক্ত নিজের মস্তক খড়্গদ্বারা ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে পর, তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক সর্দার শঙ্কর যজ্ঞানল হইতে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উথিত হইয়া নিজের হস্তদ্বারা উভয় হস্ত ধারণপূর্বক তাহাকে শিরচ্ছেদ-চেষ্টা হইতে রক্ষা করিলেন। তদীয় স্পর্শ লাভে অসুর পুনরায় পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া উঠিল।

শঙ্কর বলিলেন,—ওহে বৎস! শিরচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। যাহা চাহিবে তাহাই আমি প্রদান করিব। তখন পাপাত্মা অসুর সমস্ত প্রাণীর ভয়াবহ বর প্রার্থনা করিয়া বলিল। সে বলিল,—‘আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সেই ব্যক্তি যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়? বাক্যবদ্ধ ভগবান্ শঙ্কর দুঃখিতচিত্তে ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহাকে সেই বরই প্রদান করিলেন। তখন অসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার্থ মহাদেবের মস্তকেই হস্ত প্রদানে উদ্যত হইলে তিনি উর্দ্ধ্বাঙ্গে পলায়ন করিলেন। ঐ অসুরও শিবের পাছে পাছে ধাবিত হইলে, তিনি ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ অবশেষে ব্রহ্মলোক পর্যাস্ত গমন করিলেন। কেহই তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

তখন শিব বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। সর্দহঃখহারী শ্রীহরি দূর হইতেই শিবকে তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ার বলে ব্রহ্মচারিবেশে অসুরের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে শিষ্যের ন্যায় প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন, হে শকুনি-নন্দন, আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ হইতেছে। কিজন্ত আপনি এতদূর আসিয়াছেন বলুন এবং ক্ষণকাল এইস্থানে বিশ্রাম করুন। আপনাদের কার্য্য আমাদের শ্রবণের যোগা হইলে তাহা আমাকে বলুন।

ব্রহ্মচারিবেশী ভগবানের স্নমধুর বাক্যে মোহিত বৃকাসুর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া যথাক্রমে সমস্ত কথা বর্ণন করিল। তখন ভগবান্ বলিলেন,—যিনি দক্ষপ্রজাপতির শাপে পিশাচ-বৃত্তি লাভ করিয়া কেবলমাত্র প্রেতগণ ও পিশাচ-গণেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা করি না। তুমি যদি তাঁহার বাক্য বিশ্বাস কর, তবে গোমার নিজ মস্তকে হস্ত প্রদান

করিগেই ত সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবে । যদি তাঁহার বর মিথ্যা হয় তবে একুপ মিথ্যা বরদাতাকে বিনাশ কর ।

ভগবানের এইরূপ সুমধুর বাক্যে বরতত্ত্ব-বিস্মৃত সেই অসুর নিজ-মস্তকে হস্ত প্রদান করিবামাত্র ব্রজাহতের জ্বায়া বিদৌর্গমস্তকে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল । দুরাচার বৃকাসুর নিহত হইলে-পর দেব, ঋষি ও গন্ধর্বগণ সকলে জয়ধ্বনি সহ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শিবও সঙ্কট-মুক্ত হইয়াছিলেন । তখন শ্রীহরি সঙ্কটমুক্ত শঙ্করকে বলিলেন,—‘হে জগদ্গুরো মহাদেব, এই দুষ্ট অসুর নিজপাপে বিনষ্ট হইয়াছে । মহাজনের প্রতি অপরাধ করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না ।’ উক্ত বৃকাসুরের আখ্যায়িকা দ্বারাও প্রতীতি হইতেছে যে, শ্রীহরিই একমাত্র সর্বমঙ্গলময়, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, সর্ববরেন্য এবং সর্বশক্তিমান । অন্যদেবতাগণ তাঁহার শক্তিতেই শক্তিশালী হইয়া থাকেন ।

### ভৃগুমুনির পরীক্ষাও বিষ্ণুর উৎকর্ষ

একসময়ে ঋষিগণের মধ্যে ‘কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ’—এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে ভৃগুমুনির পরীক্ষাও বিষ্ণুরই উৎকর্ষ নির্ণীত হইয়াছে । এস্থলে নিম্নে সেই উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে ।—

পূর্বকালে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞাহষ্ঠানরত মুনিগণের মধ্যে সর্বদেববরেন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনিকে উহা নির্ণয়ার্থ প্রেরণ করেন । ভৃগু প্রথম ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রভাব পরীক্ষার্থ প্রণাম বা স্তুবাদি না করাতে ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । পরে পুত্রের প্রতি সজ্ঞাত ক্রোধকে নিজেই সংবরণ করিলেন । ভৃগু তথা হইতে কৈলাসধামে গমন করিলেন । মহেশ্বর তখন স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে “তুমি অতিশয় উন্মাদগামী”—এই কথা বলিয়া ভৃগু সরিয়া দাঁড়াইলেন । মহাদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূলদ্বারা ভৃগুকে বধ করিতে প্ররম্ভ হইলে পার্শ্বতী নিবের চরণে পতিতা হইয়া বিনয়-বাক্যে তাঁহাকে শাস্ত করিলেন ।

তদনন্তর ভৃগুমুনি বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির সমীপে গমন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়-দ্রোণে শয়ান ভগবান্ শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন । তখন সাধুজন-শরণ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর সহিত উত্থিত হইয়া অবনত মস্তকে ঋষিকে প্রণাম-পূর্বক বলিলেন,—‘হে মুনিবর আমরা আপনার আগমন না জানাতে যে



অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন এবং পাদোদকদানে আমাদিগকে পবিত্র করুন। আমি আপনার পাদস্পর্শে নিষ্পাপ হইলাম। আজ হইতে আপনার এই শ্রীচরণচিহ্ন নিতাই আমার বক্ষে বিরাজিত থাকিবেন।

ভৃগুমুনি ভগবানের ভাবগম্ভীর বচনে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিয়া অশ্রু-পূর্ণ লোচনে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে মৌনাবলম্বনপূর্বক তথা হইতে যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মবাদী মুনিগণের নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে সকলে বিস্মিত ও সন্দেহযুক্ত হইয়া ক্ষমাগুণাধার বিদ্বদ্রস্তু ও অদোষদর্শী বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠরূপে নির্ণয় করিয়া তাঁহার আরাধনার দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই ভৃগুমুনির পরীক্ষায়ও ব্রহ্মার রজ্জোগুণাধিক্য, মহেশ্বরের তমোগুণাধিক্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর প্রতি কায়িক পদাঘাতরূপ অপরাধ করিয়াও ক্ষমাগুণ-বারিধি বিষ্ণু হইতে ক্ষমা লাভ করিলেন দেখিয়া বিষ্ণুর সত্ত্বগুণের অতীত বিদ্বদ্রস্তু বলিয়া নিক্রপিত হইল। যিনি হাঁহার ভজন করেন তাঁহারা গুণাদি প্রাপ্ত হন। কাজেই অন্য দেবতার ভজনে রাগ-দেবাদি সেই সেই দেবতার গুণ ভক্তের লাভ হইয়া থাকে। তাহার ফলে সংসার-বন্ধনরূপ জন্ম-মরণ-দুঃখ লাগিয়াই থাকে। বিষ্ণুভক্তির ফলে রজস্তমোগুণের ধর্ম্ম রাগ-দেবাদিশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে ভক্ত ও বিদ্বদ্রস্তুই হইয়া যান।

এই জগতেও দেখা যায়—যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তাহাকে সম্যকভাবে প্রাপ্ত হয়। একটা কুমারীপোকা দ্বারা একটা তৈলপায়ী (আরসোলা) ধৃত হইলে ঐ তৈলপায়ী মৃত্যুভয় হেতু সর্বদা কুমারীপোকার চিন্তা করিতে করিতে কিছুদিন পরে সেও যেমন কুমারীপোকার আকৃতি লাভ করে। সেইরূপ বিদ্বদ্রস্তু সত্ত্ব ভগবচ্চিন্তাদ্বারা ভক্তের বিদ্বদ্রস্তুতা লাভ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই নিমিত্তই মহাজনগণ এবং বেদ, পুরাণাদি সকলে সর্বত্র হরিভক্তিরই বৈশিষ্ট্য কীর্তন করিয়াছেন।

অন্যের বক্তব্য সম্বন্ধে কি কথা! মানবগণ যে-সকল দেবতার পূজা করেন ব্রহ্মানুরের ভয়ে ভীত সেই সকল দেবতাগণই হরিভক্তির বৈশিষ্ট্য ভগবৎ-স্তুতি-মুখে বর্ণন করিয়াছেন।

### ত্রিজগৎত্রাসকারী ব্রহ্মানুরের ইতিবৃত্ত

এক সময়ে ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভে ঐর্ষ্যামদযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ-পরিবৃত্ত সভামধ্যে পুলমানন্দিনী শচীর সহিত রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা ও বিদ্যাধরগণ রাজসম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভব-স্তুতি ও বন্দনা-গান

করিতেছিলেন। এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ যেন তাঁহাকে দেখিয়াও দেখেন নাই একরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বৃহস্পতির কোনরূপ অত্যাধিনাদি করিলেন না। তখন ঐশ্বর্যাভিমानी ইন্দ্রের সভা হইতে বাহির হইয়া বৃহস্পতি দেবগণেরও অগোচরভাবে অন্তহিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রের বিবেকোদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাইতো গুরুভাগী আমাদের এখন উপায় কি? এদিকে বৃহস্পতির অনুপস্থিতি-সংবাদ জানিতে পারিয়া যুদ্ধার্থে আগমনকারী অসুরগণের বাণে ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষত-বিক্ষত ও নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম ‘স্বষ্টা’ প্রজাপতির পুত্র দৈত্যাকৃত্য ‘রচনার’ গর্ভজাত সর্ববেদজ্ঞ মহাতপা বিশ্বরূপকেই পৌরহিত্যে বরণ করেন। এবং বিশ্বরূপ হইতে ইন্দ্র, নারায়ণ-কবচরূপ বৈষ্ণবী বিজালাভ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

এই বিশ্বরূপের পিতৃকুল দেবগণ হইলেও অসুরগণ মাতামহ-কুল বলিয়া যজ্ঞাদি সময়ে মাতার অনুরোধে গোপনে অসুরগণকেও যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া অসুর-ভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন। বাসব সামর্থ্যবান্ হইলেও একটী বৎসর ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপজন্তু অতীব ক্লেশভোগ করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীলোক—এই চারিস্থানে ঐ পাপ বন্টন করিয়া দিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করেন।

হতপুত্র ‘স্বষ্টা’ প্রজাপতি তখন ইন্দ্রের নিধনার্থে তদীয় শত্রুর উৎপত্তি কামনায় অভিচার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ‘ইন্দ্রশত্রো বিবর্জয়’ এই মন্ত্রে অত্যাধিনাদি সময়ে মন্ত্রোচ্চরণের স্বরদোষে যজ্ঞাগ্নি হইতে ইন্দ্রের হস্তাঘাত উৎপত্তি না হইয়া ইন্দ্রহস্তে বধযোগ্য বোরদর্শন, কৃতান্ততুল্য এক অসুর সহসা উৎথিত হইল। একটি বাণ নিক্ষেপ করিলে যতদূর স্থান অতিক্রম করে, ততদূর পরিমাণে তাহার শরীর প্রতাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ ভীত হইলেন।

ভয়ঙ্কর দেহ এই অসুর তমোগুণের দ্বারা লোকসমূহকে আবৃত করায় বৃত্র নামে খ্যাত হইয়াছিল। বৃত্রাসুরের বধার্থ সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ অসুর সমস্তই গ্রাস করিয়া

ফেলিল। তদর্শনে বিস্মিত ও ভয়ত্রস্ত দেবতাবৃন্দ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“যিনি পঞ্চভূতাত্মক ত্রিজগতের স্রষ্টা, ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও ঈশ্বর এবং সর্বসংহারক কালেরও ভয়স্বরূপ—আমরা সকলে সেই ভগবানেরই শরণাগত হইলাম।” তৎপর আবার বলিতেছেন। যথা—( ভাঃ ৬।৯।২২ )।

অবিদ্বিতং তং পরিপূর্ণকামং, শ্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।

বিনোপসর্পতাপরং হি বালিশ, খলাপুলেনাতিতিতর্কি সিন্ধুম্ ॥

অর্থাৎ, যিনি নিরহঙ্কার বা কোতুহলশূন্য, রাগ-দ্বेषাদি বৈষম্যভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জিত, স্বকীয় পরমানন্দলাভেই নিরন্তর পরিপূর্ণকাম এবং সকল জীবের প্রতি সমভাবাপন্নরূপে বিরাজিত, অহো! তাদৃশ পরম দেবতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দেবতাস্তর বা কর্ম-জ্ঞানযোগাদির যে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই মহামূর্খ কুকুরপুচ্ছ অবলম্বনে সমুদ্রতরণের প্রয়াসের ন্যায় নিশ্চয়ই দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণেও যথা—

যথা ধূত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্কুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্ ।

তথা তাক্ৰূ়া হরিং সেবামন্তোপাসনয়া ভবম্ ॥

অজ্ঞলোক যেক্রপ কুকুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে তক্রপ একমাত্র সেবা শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় বহিঃস্বা শক্তি যে কোন দেবীর ও ভগবদ্বিভিন্নাংশরূপ তটস্থ শক্তি জীবের এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিদ্ উৎকৃষ্ট দেবতাগণের অর্চনাদিক্রপ উপাসনাদ্বারা দুর্বুদ্ধিগণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। কুকুরের পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া যেক্রপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না পরন্তু তাহাতে নিগজ্জিত হইতে হয়, তক্রপ অন্তদেবতা-শ্রয়ে পুনঃ পুনঃ সংসার বন্ধন-দুঃখ ভোগ করিতেই হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে না। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র ভজনীয়, অন্ত কেহ নহেন। সেই জন্তই উক্ত পদ্মপুরাণে সদাশিব শ্রীনারদকেও তাহাই উপদেশ করিয়াছেন যথা—

ভুবনে সর্বলোকানাং নারাধো বৈ হরিং বিনা ।

ভবার্ণবচ্ছিন্ন কোহপি সর্বকামদকামদঃ ॥

হে নারদ! এজগতে সকল লোকের পক্ষেই শ্রীহরি ভিন্ন অপর কেহই আরাধ্য দেবতা নহেন, ইহা নিশ্চিত জানিবে। ভগবান্ শ্রীহরিই জীবের একমাত্র ভবার্ণব-ব্রাতা। তন্নিহ্ন অপর কেহই পরম মুক্তিদানে সমর্থ নহেন। যেহেতু তিনি সমস্ত ভোগবরদাতা দেবগণেরও অভীষ্ট বরদাতা। (ক্রমশঃ)



# শ্রী গীতার মর্মবাণী

( পূর্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর )

[ সপ্তম অধ্যায় ]

( শ্লোক-সংখ্যা : ১—৩ )

কহিলেন ভগবান্

ভক্ত ধনঞ্জয়ে ।

সমগ্র জ্ঞানের কথা

প্রভুর বিষয়ে ॥১॥

হইলে সমগ্র জ্ঞান

প্রভুর কৃপাতে ।

জানা যায় সবকিছু

এ মহাভারতে ॥২॥

হাজারে হাজারে জীব

চলে নানা স্তরে ।

কতিপয় ভাগ্যবান্

সিদ্ধি লাভ করে ॥৩॥

তাহাদের মধ্যে কেহ

লভে ভগবান্ ।

দেখা যায় পূর্ণজ্যোতি

বড় ভাগ্যবান্ ॥৪॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৪—৭ )

মন বুদ্ধি অহঙ্কার

আকাশ ধরিত্রী ।

অগ্নি বায়ু বারি মিলি

অপরা প্রকৃতি ॥৫॥

পরা ও অপরা মিলি

করে সৃষ্টিকার্য্য ।

সৃষ্টির মূলেতে পরা

তাহা অনিবার্য্য ॥৬॥

মণিমালা শোভিতেছে

ঈশ্বরের গলে ।

মালাতে গ্রথিত সব

মালা বালমলে ॥৭॥

অশান্ত হইলে ধরা

মালা গ্রস্থিচ্যুত ।

সৃষ্টি হয় নব-ধরা

নববিধিযুক্ত ॥৮॥

ত্রিভুবনে তিনি ছাড়া

শ্রেয়ঃ কিছু নাই ।

আলয়-প্রলয় তিনি

প্রণাম জানাই ॥৯॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১১ )

পবিত্র সুগন্ধ তিনি

করেন প্রদান ।

চন্দ্র সূর্য্যে প্রভা তিনি

জল মধ্যে প্রাণ ॥১০॥

তপস্বীতে তপ তিনি

অগ্নিতে দাতিক্য ।

বেদেতে প্রণব-মন্ত্র

পরমাত্মা পিতা ॥১১॥

সনাতনী বীজ তিনি

তিনি বল শক্তি ॥১২॥

তেজস্বীতে তেজ তিনি

বুদ্ধিগানে বুদ্ধি ।

অবিকৃত কাম তিনি

ধর্ম্মের সমৃদ্ধি ॥১৩॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫ )

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ

করয়ে মোহিত ।

মোহিত রহয়ে জীব

ভ্রমে বিজড়িত ॥১৪॥

দৈবী মায়া লয় হরি

ঈশ্বরীয় জ্ঞান ।

জানিতে পারেনা জীব

পরম প্রধান ॥১৫॥

নরাধম পাপীজন

না মানে ঈশ্বর ।

অজ্ঞান আধারে রহে

কুকর্মে বিস্তর ॥১৬॥

সত্ত্ব আদি গুণরাজি

ঈশ্বর সৃজিত ।

তাহাতে নহেক লিপ্ত

তিনি গুণাতীত ॥১৭॥

মায়ার রজ্জুতে বান্ধা

জীব অগণন ।

প্রভুকে ডাকিলে হয়

বন্ধন খণ্ডন ॥১৮॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৯ )

ভক্ত আছে চতুर्वিধ

ডাকে ভগবানে ।

জ্ঞানী ভক্তজন শ্রেষ্ঠ

গরীয়ান জ্ঞানে ॥১৯॥

অনেক জন্মের পরে

জ্ঞানে অনুমিত ।

বাসুদেব সর্বশ্রেষ্ঠ

দৃঢ় স্থনিশ্চিত ॥২০॥

উদ্দেশ্য সাধনে কেহ

ডাকে ভগবান্ ।

বিপদে পড়িয়া আর্ত

বলে ত্রাহি মাম্ ॥২১॥

জিজ্ঞাসু করয়ে প্রশ্ন

লভে সমাধান ।

জ্ঞানী রহে সদা যুক্ত

সেহেতু মহান্ ॥২২॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২৩ )

কামনার পিছে ধায়

কাম্য বস্তু লাভে ।

ইষ্টদেবে করে পূজা

যথাযথ ভাবে ॥২৩॥

কামনা হরিয়া লয়

বিবেক ও জ্ঞান ।

তাই করে দেবপূজা

ভুলি ভগবান্ ॥২৪॥

যদি কেহ করে পূজা

মূর্তির মাধ্যমে ।

তাহাতেও তুষ্ট তিনি

শ্রদ্ধার কারণে ॥২৫॥

দেবভক্ত কৃষ্ণভক্ত

ভিন্ন ফল পায় ।

দেবতারে আরাধিলে

দেবলোকে যায় ॥২৬॥

কেহ যদি ভক্তি ভরে

সারাটি জনম ।

বলে শুধু ভগবান্

যখন তখন ॥১৭॥

অন্তরে বাহিরে বলে

সদা এক নাম ।

মরণে চরণ মিলে

পায় মোক্ষধাম ॥১৮॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৭ )

অনুকূলে অনুরাগ

প্রতিকূলে দ্বেষ ।

জনমের সাথে সাথে

প্রবেশে আবেশ ॥২৯॥

মোহের আবেশে রহে

বদ্ধ জীবকুল ।

উপলব্ধি নাহি হয়

অসীম বিপুল ॥৩০॥

যোগমায়াতে আচ্ছন্ন

রহেন আড়ালে ।

সাধারণে অপ্রকট

ভক্তিশূন্য স্থলে ॥৩১॥

অব্যক্ত অক্ষর তিনি

তিনি বিশ্বপিতা ।

অজ্ঞানে নাহি জানে

ভরা অহমিকা ॥৩২॥

কেহ ভাবে ব্যক্তিভাবে

কেহ বা দেবতা ।

যথাযথ নাহি জানে

কে যে সৃষ্টিকর্তা ॥৩৩॥

অতীতের অধিপতি

বর্তমানে কর্তা ।

ভবিষ্যতের সম্রাট

অপার নিয়ন্তা ॥৩৪॥

সকলি জানেন তিনি

তিনি সর্বময় ।

তাহাকে জানেনা শুধু

পাষণ্ড হৃদয় ॥৩৫॥

( শ্লোক-সংখ্যা : ২৮—৩০ )

পুণ্য যাহে প্রকাশিত

পাপ তিরোহিত ।

সেই ব্যক্তি ভক্ত নামে

হয় পরিচিত ॥৩৬॥

মুক্তিলাভ লভিবারে

জরা ও মরণে ।

চরণে শরণ লয়

ব্রহ্মজ্ঞানী জনে ॥৩৭॥

জ্ঞানীজনে ভালভাবে

জানে কর্মতত্ত্ব ।

আধিভূত আধিদৈব

পবিত্র অধ্যাত্ম ॥৩৮॥

জানিয়া সমগ্রভাবে

রহে প্রভু-সাথে ।

তাই প্রভু দেয় দেখা

অন্তিম কালেতে ॥৩৯॥

( ক্রমশঃ )

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,

কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার, নিউ দিল্লী



# উদ্ধারের পথ

( পূর্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর )

দেবদেবীর পূজকগণ পুন্যবলে দেবলোক প্রাপ্ত হ'য়ে দেবভোগ্য ভোগ-  
নমূহ উপভোগ করেন এবং তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হ'লে পুনরায় এই পৃথিবীতে  
জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যথা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রমাণ,—

“তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমুপ্রপন্ন গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥”

অর্থাৎ, “তাহারা (ভগবদ্বিমুখ কামকামিগণ) সেই বিপুল স্বর্গমুখ উপভোগ  
করে পুণ্য ক্ষয়ে মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এইরূপে বেদত্রয়োক্ত-  
ধর্মের অগ্রসরণকারী কামকামিগণ পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মমৃত্যু লাভ করে  
থাকে।”

কর্মফলকামীরা দেব-দেবীপূজার অনিত্য ফল লাভের ইচ্ছায় নিত্যবস্ত  
ভগবৎ-সেবায় পরাজুখ হন। দেবদেবীগণ ভগবানের বিভূতিস্বরূপ হওয়ায়  
তাঁদের পূজায় ভগবানের পূজা গৌণভাবে হ'য়ে থাকে, কিন্তু মুখ্যভাবে হয়  
না। ভগবান্ আরও বলেছেন,—

“যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়া বিতাঃ ।

তেহপি নামেব কোন্তেয় যজন্তাবিধিপূর্বকম্ ॥” ( গীঃ ৯।৩০ )

অর্থাৎ “হে কোন্তেয় ! যে-সকল অন্তদেবভক্তও শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা  
করে থাকে, তাহারাও আমাকেই উপাসনা করে থাকে কিন্তু মৎপ্রাপক বিধি-  
রহিত ভাবে।” এতদ্ব্যসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজার বৈধতা এবং অন্ত  
দেব-দেবী পূজার অবৈধতা সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী  
গোবামী প্রভুপাদের উপদেশ আলোচনীয় ;—“বিধিপূর্বক পূজা দ্বারাই ফল  
লাভ হয়—মঙ্গল হয়। অবিধিপূর্বক পূজা দ্বারা সুবিধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণই  
একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত হৃদয় বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট ; সুতরাং  
তাঁর ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর পূজা সকলেই করছে, কিন্তু  
অবিধিপূর্বক পূজা হ'লে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁরা সূর্য্য,  
গণেশ, শক্তি, প্রভৃতির পূজা করছেন, তাঁরাও কৃষ্ণেরই ছায়াশক্তির পূজা  
করছেন। কারণ কৃষ্ণ হ'তে কারো দ্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার  
পূজা হ'য়ে যাওয়ায় তাঁদের স্বরূপজ্ঞান হচ্ছে না—স্বকৃতজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে  
না। যে দিন স্বকৃতজ্ঞান হ'বে, সেদিন জানতে পারবে—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু  
—জীবমাত্রেরই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম।

সর্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্তব্য। অত্যাচ্ছ দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর, গোবিন্দের আদেশ বহনই তাঁদের কার্য। যারা দেবতাপণকে বিষ্ণুর কিঙ্কর না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর বলে কল্পনা করেন, তাঁরা কোনকালে মুক্ত হ'তে পারে না।”

দেবতাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, তাই ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনায় দেবতাগণের পূজা হ'য়ে যায়; কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত অভেদ বুদ্ধিতে পূজা করা এবং দেবতাগণকে ফল-দাতা ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা—উভয়ই অবিধি ও তুচ্ছ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত; তা'তে ভগবৎ-উপাসনার নিত্যফল লাভ হয় না। রাষ্ট্রপতির অধীন বিভিন্ন বিভাগের আধিকারীদের (departmental officers) কৃপা-প্রার্থী হ'লে আধিকারিকদের অনুগ্রহে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু পাওয়া যায়, সমস্ত বিভাগের মূলকর্তা রাষ্ট্রপতির কৃপায় লভ্যবস্তু কি তদপেক্ষা অধিক হবে না? রাষ্ট্রপতির কৃপার কি বৈশিষ্ট্য থাকবে না? রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও অত্যাচ্ছ বিভাগীয় কর্তাদের কি তারতম্য নাই? দেবতাগণ জীবকোটির অন্তর্গত হ'লেও তাঁরা ভুলোকের বদ্ধদশাপ্রাপ্ত জীব অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং বদ্ধজীবের নমস্কা। তাঁরা বদ্ধ-জীবের কামনা-বাসনা পূরণের ক্ষমতা বা স্বেচ্ছায় বিনা বিমানে বিভিন্ন ভুবনে গমনাগমন করেন। তা'বলে তাঁরা যে ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্, সেই ভগবানের বহু শক্তির সহিত তাঁদের ক্ষুদ্র শক্তির কি তারতম্য থাকবে না? মূর্থ কামীব্যক্তি যদি কাম্যবস্তু লাভের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল-দাতা দেবতাগণের উপাসক না হ'য়ে একমাত্র নিত্যফল-দাতা ভগবানের ভজন করে তা'হলে ভগবান্ অচিরেই তার কাম দূর করেন এবং সে ভগবৎকৃপায় কাম্যবস্তু পেয়েও তাহাতে স্পৃহাশূন্য হয়।

কৃষ্ণের সকাম উপাসনাও অনেক স্কন্ধে সাপেক্ষ। কর্ম কৃষ্ণের উপাসনায় পর্যাবসিত হ'লে তখন তাহা প্রথমতঃ শুদ্ধভক্তি না হ'লেও কর্মমিশ্র বৈদ্যোভক্তি নামে অভিহিত। কৃষ্ণোন্মুখ সকাম ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের কৃপা সম্বন্ধে শ্রী শ্রীচৈতন্যবাণী যথা,—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।

না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥

কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।

অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্থ ॥

আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খের বিষয় কেনে দিব ।

স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

শাস্ত্রে দেখা যায়, অর্থার্থী ধ্রুব মহারাজ, আর্জ গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু শৌনকাদি ঋষিগণ—এই ত্রিবিধ সন্ধ্যা ভক্তের কর্মমিশ্রা ভক্তি থাকায় ক্রমে সৌভাগ্যবলে ভগবৎ কৃপায় শুদ্ধভক্তির অধিকারী হয়েছিলেন ও মালোকা মোক্ষ লাভ করেছিলেন । অজ্ঞতাবশে কেহ কৃষ্ণের নিকট বিষয়-ভোগ প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ কৃপা করে সেই ব্যক্তির তুচ্ছ বিষয়-বাসনা দূর করে প্রেমভক্তি প্রদান করেন । কিন্তু কৃষ্ণ-ভজনের অভিনয়কারী কপট ব্যক্তি অন্তরে ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা করলে কৃষ্ণ সেই কপটীকে প্রেমভক্তি না দিয়ে তার তুচ্ছ অনিত্য বাসনানুযায়ী ফল দান করেন । যে-সমস্ত কামীব্যক্তি রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন এবং ভগবান্ শ্রীহরির সেবা পরিত্যাগ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনার বশবর্তী হ'য়ে অল্প দেব-দেবীগণের উপাসনা করেন, তাঁরা সংসারে বদ্ধ হ'য়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে থাকেন । অতএব কাম্যকর্ম ভক্তিকে উদ্দেশ্য না করলে তাহা পাষণ্ড কর্ম ও নিতান্ত হেয় বিধায় পরিত্যাজ্য ।

নৈমিত্তিক কর্মে পিতৃদেবতাদের আরাধনা প্রভৃতি কর্ম ও অনিত্য । ব্রাহ্মণগণের সোমপা, ক্ষত্রিয়গণের হবির্ভূজ, বৈশ্যগণের আজাপা ও শূদ্রগণের স্ককালিন নামক পিতৃলোক আছে । যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক শাস্ত্রে পিতৃ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু তাঁরা দৈবী মায়ায় মোহিত থাকায় তাঁদের চিন্তাধারা ও লেখনী মায়িক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত । পিতৃ-পুরুষদের পূজায় তাঁরা সন্তুষ্ট হয় সত্য, কিন্তু পিতৃপুরুষগণ ও পিতৃলোকের নিতাত্ম নাহি । কালিকা পুরাণে বর্ণনা আছে, ব্রহ্মার কামাতুর অবস্থায় দেহ হ'তে নিঃসৃত ঘর্ম থেকে অগ্নিসাস্তাদি পিতৃপুরুষগণের উৎপত্তি হয় । পিতৃ-পূজকগণের রাজস শ্রদ্ধে তৃপ্ত পিতৃপুরুষগণ সন্তু, রজঃ ও তমঃ গুণের অতীত নির্গুণ ভগবৎ ভক্ত ন'ন । পিতৃপুরুষগণ যে লোকের মালিক, সেই লোকের উর্দ্ধস্থিত কোন বস্তু তাঁরা পিতৃভক্তকে দিতে পারে না ; কারণ তাহা তাঁদেরই লভ্য নহে । অগ্নিসাস্তাদি পিতৃগণ পিতৃভক্তকে উদ্ধার করা হো দূরের কথা, রক্ষা করতেই পারেন না । পুরাকালে শিবভক্ত কক্ষাপতি পৌণ্ড্র ও তাঁর বন্ধু কাশীপতি ভগবান্ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হ'ন । কাশীপতির ছিন্ন মুণ্ড দেখে পিতৃভক্ত সুদক্ষিণ কৃষ্ণকে বিনাশ করার



জন্ম শিব ও পিতৃপুরুষগণের শরণাপন্ন হন এবং তাঁদের শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে দ্বারকা আক্রমণ করেন। তখন কৃষ্ণ সূদর্শন চক্র দ্বারা ঋত্বিকগণ সহ পিতৃভক্ত সুদক্ষিণকে বধ করেন এবং সমস্ত কাশীপুর দগ্ধ করেন। শিব ও পিতৃপুরুষগণ উক্ত পিতৃভক্ত সূদক্ষিণকে রক্ষা করতে সমর্থ হ'ননি। বিষ্ণু-নির্ম্মালা ব্যতীত পিতৃলোকাদির পূজা কেবলমাত্র অজ্ঞ ও জড় কৰ্ম্মপিপাসু বদ্ধজীবের জন্ত লিখিত এবং তদ্বারা ভগবৎ সেবার অনুকূল কার্য্য হয় না। গীতায় ভগবান্ স্পষ্টভাবে বলেছেন,—

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্থ যাস্তি পিতৃব্রতা ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্য্য যাস্তি মদযাজিনোহপি মাম্ ॥

অর্থাৎ “দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন ও আমার পূজাপরায়ণগণ আমাকেই পেয়ে থাকেন।”

অতএব, দেবপূজকগণের, পিতৃপূজকগণের ও ভূতপূজকগণের প্রাপ্যস্থান এক নহে এবং তাহারা কেহই ভগবান্ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন না। সাত্ত্বত শাস্ত্রে বিষ্ণুপ্রসাদ-দ্বারা দেবতাগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করার উল্লেখ আছে। যথা,—

“বিষ্ণোনিবেদিতান্নেন যষ্টবাং দেবতাস্তুরম্ ।

পিতৃভ্যশ্চাপি তদেয়ং তদানন্তায় কল্পতে ॥”

:( হঃ ভঃ বিঃ ৯৮৭ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য )

অর্থাৎ “বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করা কর্তব্য; পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু অখণ্ড বা অনন্ত বস্তু। মহাপ্রসাদ বিষ্ণু হ'তে অভিন্ন। তাহা খণ্ডিত বস্তু নহে। উহা পিতৃ বা দেবতাগণে অপিত হ'লে আনন্ত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ তাহাদের ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান ক'রে থাকেন।

মহর্ষি ভৃগু-কৃত বিষ্ণু-স্তোত্রে বর্ণিত আছে,—

“তুভুক্কোচ্ছিষ্টশেষং কৈ পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাং ।

ভূতরাণাঞ্চ সেবাং শ্রান্নাত্রেষান্ত কদাচন ॥” ( পদ্মপুরাণ )

অর্থাৎ “আপনার ভুক্ত-উচ্ছিষ্টের অবশেষ পিতৃগণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণ-দিগেরও সেবনীয়, কিন্তু অন্যান্য দেবগণের উচ্ছিষ্ট কখনও সেবাযোগ্য নহে।”

মায়-সক্তাত্মক নানা দেবতার সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে বাবহারিকভাবে নিত্য-কর্ম্ম বলা হ'য়ে থাকে। বিষ্ণু-মায়া গঠিত নশ্বর দেবতার উপাসনায় কামনা দূর হয় না ও নিত্যফলের সম্ভাবনা নাই। বরং ভগবানের স্বরূপভূত শক্তাত্মক

বৈকুণ্ঠ-পীঠাবরণ দেবতাদিগকে ভগবৎ সেবকজ্ঞানে পূজা করলে কামনা দূর হয় এবং ভগবচ্চরণে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে জগৎগুরু পরমহংসমুকুট-মণি শ্রীশ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ জানিয়েছেন,—“পদ্ম-পুরাণে যাহার অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ-বর্ণনে উত্তরথণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

“সত্য্যাত্মাতানন্ত-দুর্গা-বিদ্যক্সেন-গজাননাঃ ।

শঙ্খপদ্মনিধৌ লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্ ॥

ঐন্দ্রপাবক বায়ানি নৈঋতং বারুণং তথা ।

বায়ব্যাং সৌম্যামৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥

সাধ্যা মরুদগণাশ্চৈব বিশ্ব দেবাস্তথৈব চ ।

নিত্যাঃ সর্কে পরে ধায়ি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ ।

তে বৈ প্রাকৃতলোকেহস্মিন্ ন নিত্যাস্ত্রিশেষরাঃ ॥

দুর্গাং বিনায়কং বাসং বিদ্যক্সেনং গুরুন্ স্বরান্ ।

স্বৈ স্বৈ স্থানে স্থিতিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষাণাদিভিঃ ॥

[ সত্য, অচ্যুত, দুর্গা, বিদ্যক্সেন, গণেশ, শঙ্খ এবং পদ্ম-নামে দুই নিধি—এই সকলই বিষ্ণুর চতুর্থ আবরণ বলে উক্ত হয়েছে। মুনিগণ পূর্বাধিক অগ্নিকোণ, দক্ষিণাধিক নৈঋতকোণ, পশ্চিমাধিক বায়ুকোণ এবং উত্তরাধিক দৈশানকোণকে সপ্তম আবরণ বলেছেন। সাধ্যগণ, মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ এবং পরমধামে অন্যান্য যে-সকল মিতা দেবতা আছেন, তাঁহাদেরই মাসিক-স্বরূপ এই প্রাকৃত লোকে অনিত্য দেবতা হয়ে বিরাজ করছেন। দুর্গা, গণেশ, বাস, বিদ্যক্সেন প্রভৃতি গুরুবর্গ ও দেবতাগণকে সেবকজ্ঞানে নিজ নিজস্থানে অভিষেকাদি দ্বারা পূজা করবে। ]

বেদে যাহার উল্লেখ নাই, এইরূপ দেবগণের পূজা করবে না। বেদের লিখিত দেবগণের স্বতন্ত্রভাবে পূজা নিষেধ। বিষ্ণুর নিম্নালাদ্বারা বৈদিক দেবগণের পূজা বিহিত। পদ্মপুরাণ উত্তরথণ্ডে—

অর্চয়িত্বা জগদ্বক্ষ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্ ।

তদাবরণং সংস্থানং দেবস্ত পরিতোষ্যেৎ ।

করেভূজাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিষ্কিপেৎ ।

হোমকৈঃ প্রকুর্বাতি তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ ॥ ( ক্রমশঃ )

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

## সাময়িকী বাঁঠা

শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের (ঝাড়গ্রাম) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তকৃষ্ণভূদেব শ্রোতী গোস্বামী মহারাজ গত ইং ১০।১।৮৩ তারিখে বেলা ১২-৪৫ মিনিটের সময় নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমন্তকৃষ্ণসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর ইং ২০।১।৮৩ তারিখে ঝাড়গ্রাম মঠে তাঁহার আশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকৃষ্ণশেখর যতি মহারাজ বিরহ-সভার আয়োজন করেন। তৎপূর্বে শ্রীমৎ যতি মহারাজ বিভিন্নস্থানে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ (ভাগী ও গৃহস্থ সকলকে) সমাচার জ্ঞাত করান। এমনকি আকাশবাণীতেও নির্যাপন-সংবাদ ঘোষিত হয়।

উক্ত বিরহ-সভার সভাপতির কার্য্য করেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ ঝড়াপুর সুভাষপল্লী শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণজীবন জনার্দন মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকৃষ্ণবেদান্ত বামন মহারাজ যথাক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের অশেষ গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের শিষ্যগণের সম্মতিক্রমে একটি ‘জেনারেল মিটিং’ মঠাদি পরিচালন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতির কার্য্য করেন পূজ্যপাদ শ্রীমন্ত গোস্বামী মহারাজ। তিনি বলেন,— “পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রোতী গোস্বামী মহারাজের একটুকালীন যাহারা স্বতন্ত্র হইয়া মঠ-মন্দিরাদি করিয়াছেন, শিষ্যাদি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহারা যেহেতাবেই থাকুন কিন্তু মূল মঠের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া তাহাদের থাকা উচিত। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রোতী মহারাজের নির্দেশানুসারে শ্রীমান যতি মহারাজ ঝাড়গ্রাম মঠের পরিচালনা এযাবৎকাল করিয়া আসিতেছেন, অতএব মঠের শাস্তি বজায় রাখিতে হইলে, যতি মহারাজই ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের আচার্য্যের কার্য্য করিবেন। শ্রীমান ভাস্করী মহারাজ যখন টাটায় আছেন এবং সেখানের পরিচালনা করিতেছেন, তখন তিনি সেই-খানেই শিষ্যাদি করিতে পারেন।



পূজাপাদ শ্রীল শ্রীমতী গোস্বামী মহারাজের নিম্নলিখিত শিষ্যগণও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রচার পর্যটক মহারাজ।

„ ভক্তিশেখর যতি মহারাজ।

„ ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ।

„ ভক্তিনিবাস ন্যাসী মহারাজ।

„ ভক্তিশ্রবণ গজেন মহারাজ।

„ অনিরুদ্ধদাস বাবাজী মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

„ বিভূপদ দাসাধিকারী।

„ হরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী।

„ পতিতপাবন চক্রবর্তী।

„ হরেন্দ্রনাথ জ্ঞান।

শ্রীমান রাজকুমার ব্যানার্জী।

— বিশেষ সংবাদদাতা

## বিদেশে প্রবাসী ভারতের এক কৃতি-সন্তানের শ্রীমঠ দর্শনান্তে পত্রে অভিষত \*

From : \*

Dr. Ashok Kumar Bhattacharyya,

M.B.B.S. (Cal.) F.R.C.S. (EDIN).

F.R.C.S. (Canada), M.D. (Canada),

CONSULTANT SURGEON,

400, CHAMBERLAIN STREET.

PEM. BROKE, ONTARIO,

CANADA \* K8A7Y2.

Respectable Swamijee,

\*

\*

\*

\*

\*

It was a delightful experience for me and my two children to visit Shri Devananda Goudiya Math at Nabadwip.

I had been away from India for eighteen years. It is no longer the same country that I once knew. But there is one thing that has remained unchanged which is the eternal spiritual bond between God and the people.

\* ইনি নবদ্বীপস্থ ডাঃ অবনীজীবন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র। অধুনা তিনি কানাডার নাগরিক।

—শ্রীনীলমণি মদ্যাজী, নবদ্বীপ।

I had the opportunity of discussion with His Holiness Shrimat Bhakti Vedanta Baman Maharaj, the President-Adhyaksha & Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj, Attorney of Shri Goudiya Vedanta Samiti during my visit to the Math and it was a spiritual enlightenment for me to see how God has been made so easily accessible to ordinary people through the mutual love for each other as preached by Shri Chaitanya Mahaprabhu. God is no longer an object of fear but someone who can also be loved. It was also a great pleasure to see this organisation has extended their arm not only to God but also to His people by providing food, medicine, education and shelter all of which are the very basic human needs to thrive. I sincerely hope that this wonderful organisation continues to grow to be able to accommodate and extend their concept of love for both God and His people.

\* \* \* \* \*

I would like to thank you very much and other disciples for your kindness and hospitality and I will certainly look forward to visit this beautiful Math once again during my next visit to India.

*Sd./—Illegible, 31-12-82*

( Dr. A. K. Bhattacharyya )

To

His Holiness Tridandi-Swami Shrimat  
Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj,  
Shri Devananda Goudiya Math,  
P.O.—Nabadwip, Pin-741302  
Dist. Nadia (W. B.), India.

— — —

## পরলোকে শ্রীপাদ মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

গত ৬ই পৌষ, ১৩৮৯ (২২শে ডিসেম্বর ১৯৮২) বুধবার, শুক্লা সপ্তমীতিথি, রাত্রি ১১।৩০ টায় শ্রীপাদ মোহিনীমোহন প্রভু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হরিদাস রায়ের জামসেদপুরস্থ বাস-ভবনে ৮২ বৎসর বয়সে শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে মজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ১৬ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী ১৯৮৩, শনিবার কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদুক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদুক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, বাড়গ্রাম হইতে শ্রীমৎ যতি মহারাজ, স্থানীয় টাটানগর মঠের শ্রীমৎ ন্যাসী মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও অনেক ব্রহ্মচারিগণের সমুপস্থিতিতে দক্ষীর্জনমুখে সাত্ততশ্রুতানুসারে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যাদি সুসম্পন্ন হয়।



শ্রীপাদ রাগভূষণ প্রভু ১৩৩০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ-গুরু শ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংস্পর্শে আসেন। মেদিনীপুর জেলার মদনমোহনচক্ পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত 'নারায়ণ'-নামক গ্রামে মজ্ঞান্ত জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। এই জমিদার-পরিবার কংগ্রেসের



স্বাধীনতা-আন্দোলনে যুক্ত থাকায় তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের সরোষ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া ষৎপয়োনাস্তি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ইঁহার রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম শ্রীপাদ মোহিনী-মোহন প্রভুই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি স্ককঠ গায়ক ছিলেন; সুর-তাল-লয়-মানে পারদর্শী হইয়া তিনি সারাজীবন শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ব্রত লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম তাঁহাকে 'রাগভূষণ'-উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আজও তাঁহার মধুমাখা কীর্ত্তন Tape Record-এ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীল ভক্তিশ্রদ্ধান কেশব মহারাজের সহিত তাঁহার ১৯৪১-৪২ সাল হইতেই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সমিতির শ্রীধাম-পরিক্রমা, বিভিন্ন তীর্থ দর্শন, উর্জ্জব্রত পালন ও অপরাপর উৎসবাদিতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। তাঁহার মৃদঙ্গ-বাদক ও দোহার হিসাবে শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ দাসাদিকারী (অধুনা ত্রিদাণ্ডস্বামী শ্রীমভক্তিবিশ্বহ আশ্রম মহারাজ) প্রভুও সকল সময়ে সঙ্গে থাকিতেন। শ্রীপাদ রাগভূষণ প্রভু সমিতির পারমাথিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার" ৩য় বর্ষ অর্থাৎ ফাল্গুন ১৩৫৭, ১৯৫১ সালের মার্চ মাস হইতে ১৩৭ বর্ষ অর্থাৎ মাঘ ১৩৬৮, ১৯৬২ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সম্পাদক-সভ্যের সহকারীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীপত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পাইয়া স্ককবি ও স্কগায়ক শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মহারাজকে পত্রে লিখিয়াছিলেন,—“পতিতপাবন মহারাজ! আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অল্প দর্শন করিলাম। পত্রিকার প্রবন্ধ ও আপনার রচিত শ্রীল প্রভুপাদের আরতি গীতিটি অতি চমৎকার ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। ঐ আরতিটি আমি খোল-করতালে কীর্ত্তন করিব। বহুদিনের পর জগতে পার-মাথিক পত্রিকার পুনঃ প্রচার হইল। ইহাতে আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার হইবার আশা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে। আপনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীগুরুদেবের আদর্শসেবা করিতেছেন। তাঁহার কৃপাশীল-দ্বারা যে কিপ্রকারে কাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ অসুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, আপনার সর্ব্বাঙ্গীন জয় হউক, ইহাই প্রার্থনা।”

তিনি শ্রীপত্রিকায় ‘পতিতের অশ্রু’, ‘বাস্তুহারার মর্শ্বকথা’ প্রভৃতি বহু কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত তিনি সকল সময়েই সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার শ্রদ্ধা-সেহা কর্ষণেই শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতৃ-আচার্য্যাদেব বহুবার সৎ, খর্পর, মণিমাথপুর, মদন-মোহনচক্, নারমা, বড়কোলকাই, কোড়াইগড় প্রভৃতি অঞ্চলে পার্টিসহ শ্রীমহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। সর্বোপরি তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার ও বৈষ্ণব-সেবোচিত মনোভাব প্রায় প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। আজ সমিতির সদস্যবর্গ তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন।

“কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিখাছিল মঙ্গ।

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈল মঙ্গ-ভঙ্গ।”

—জটনৈক বিরহী

## শ্রীপত্রিকার সম্পাদক-সজ্জপতি পরম-পূজনীয় শ্রীল ভক্তিবৃন্দেব শ্রীশ্রী মহারাজের নির্ষাণ-শীলা

গত ১০।১।১৯৮৩ তাং-এ মেদিনীপুর-জেলার ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ হইতে শ্রীমৎ ভক্তিশেখর যতি মহারাজের পত্রে জানিতে পারি—“শ্রীল গুরু মহারাজ অসুস্থশীলায় আছেন; দর্শনাভিলাষী বৈষ্ণবগণ পত্রপাঠ ঝাড়গ্রাম মঠে চলিয়া আসিবেন।” ১২।১।৮৩ তাং-এর পত্রে জানা যায়—“উ বিষ্ণুপাদ শ্রীমভক্তিবৃন্দেব শ্রীশ্রী গোস্বামী মহারাজ গত ১০।১।৮৩ দিবা ১২-৪৫ মিঃ-এ নিতালীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আগামী ৬ই মাঘ বৃহস্পতি-বার ( ইং ২০।১।৮৩ ) এখানকার মঠে বিরহ-তিথি উদ্‌যাপিত হইবে। কৃপা-পূর্বক শুভাগমন করিলে ধন্য হইব। ১৭।১।৮৩ তাং-এর বাহক মারফত পত্র ১৮।১।৮৩ তাং-এ সন্ধ্যায় পাইয়া জানিলাম—“পূর্বপত্রে সমূহ সমাচার অবগত হইবেন। আপনি ও পূজাপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীল গুরু-মহারাজের একান্ত প্রিয়জন; সুতরাং কৃপাপূর্বক যদি এই বিরহ-অনুষ্ঠানে শুভশিখর করেন, তবে সর্বভাবে স্নমঙ্গলের উদয় হয়।

প্রথম পত্র পাইবার পরই ঝাড়গ্রাম মঠে যাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি, কিন্তু দ্বিতীয় পত্র পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। নিৰ্ম্মেষ নীল আকাশ হইতে বজ্রপতনের ভাৱ যখন শুনিলাম, আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীল মহারাজজী আর ইহজগতে নাই, তিনি গত ২৫শে পৌষ, ১৩৮৯ সোমবার (ইং ১০।১।৮৩) তাঁহার গুণমুগ্ধ অজস্র শ্রদ্ধী-সজ্জন ও আশ্রিত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সেবকগণকে রাখিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন, তখন চিত্ত বিকল হয়। এই দুঃসময়ে কাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া বাবস্থা লই,—শ্রীপাদ নায়ায়ণ মহারাজও বর্তমানে এখানে নাই—মথুরামঠে অবস্থান করিতেছেন, ঝাড়গ্রামে পৌঁছিবার সময়ও অতি সংক্ষিপ্ত, সুতরাং আগামীকলাই নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিব স্থির করিয়া পরদিবস হাওড়া হইতে Bombay Express ধরিয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ব্রহ্মচারী-সেবকসহ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠে উপস্থিত হই। শ্রীল স্বামীজী মহারাজের সমাধিস্থানে দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর পূজ্যপাদ শ্রীমন্তুক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমন্তুক্তিজীবন জনার্দন মহারাজের সহিত মিলিত হই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরহ-সভার শুভাধিবাস-দিবসের ধর্মসভায় উপস্থিত হই। শ্রীমৎ সন্ত মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমৎ জনার্দন মহারাজ দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতির ভাষণশেষে অন্তকার সভা সমাপ্ত হয়। আরাট্রিক-কীর্তনের পর নবদ্বীপ কোলেরগঞ্জ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন। ৬ই মাঘ বুধস্পতিবার, ২০।১।৮৩—মঙ্গলবারাত্রিকের পর উষাকালে নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-মহযোগে ঝাড়গ্রাম-মহরের অধিকাংশ স্থান পরিক্রমা করিয়া ভক্তবৃন্দ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। কীর্তন-পাঠ (শ্রীহরিদাস-নিৰ্ব্যাপ-প্রসঙ্গ) যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ-আরতির পর বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনান্তে সকলে বিশ্রাম করেন। অপরাহ্ন ৪। ঘটিকায় বিরহ-সভা আরম্ভ হয়। সভার প্রথমেই শ্রীমৎ ভক্তিশেখর যতি মহারাজ লিখিত “দীনের অর্থ্য”, শ্রীহরিদাস রায়-লিখিত “কৃপা-প্রার্থনা”, শ্রীমঠের পৃষ্ঠপোষক ভট্টনৈক চিকিৎসক লিখিত “মহাপ্রয়াণে শ্রীশ্রীশ্রোতী গোস্বামী” প্রভৃতি পুষ্পাঞ্জলি পঠিত হয়। অতঃপর সভাপতি শ্রীমৎ সন্ত মহারাজের অনুরোধে শ্রীমৎ জনার্দন মহারাজ বিভিন্ন দার্শনিক বিচারসহ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের অলৌকিক জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; পরে শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের সহিত জীবদান্ত



সমিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক তাঁহার অতিমর্ত্য চরিতাবলী আলোচনা-পূর্বক ভাষণ দান করেন। সর্বশেষে সভাপতি-মহারাজ গভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-মূলক আলোচনা-সহকারে শ্রীল মহারাজের সহিত তাঁহার বাল্যকাল হইতেই পারমাখিক সম্বন্ধ বিষয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে অবহিত করেন। সভায় উপস্থিত খড়্গপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ, ঝাড়গ্রাম মঠে শ্রীমৎ যতি মহারাজ, টাটানগরের শ্রীমৎ লাসী মহারাজ, চাষগ্রামের শ্রীমৎ নিকিঞ্চন মহারাজ, বোলপুরের শ্রীমৎ গিরি মহারাজ প্রভৃতির মধ্যে শেষোক্ত স্বামীজী ব্যতীত অপর ৪ জন এবং আরও গৃহস্থভক্ত ৫ জন সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীল মহারাজের গুণগ্রাহী ও অনুকম্পিত তাক্রুগৃহ-গৃহস্থ-সজ্জনগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্বক সমাধি-পীঠে তাঁহাদের শ্রদ্ধাজ্বলি জ্বাপন করেন এবং সমাধিসম্মিত নির্মাণাদির জন্ত অনেকই সভা-স্থলে অর্থানুকূল্য করিয়া বদন্ততার পরিচয় দিয়াছেন।

বাঁকুড়া-জেলার ছাতনা-জংগলপু-নামক পবিত্রস্থানে শ্রীল ভক্তিবৃন্দেব শ্রোতা মহারাজের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। বিশুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ-কুলে শ্রীরামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সরস্বতী দেবীকে ইনি পিতামাতা-রূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, দর্শন ও বাংলায় স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। পিতামাতার বিশেষ আগ্রহে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও দার পরিগ্রহ করেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংসারাজ্রম পরিত্যাগ-পূর্বক মাত্র ২৪ বর্ষ বয়সে জগদগুরু গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীমদ্বক্ত্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন এবং পরবর্ত্তিকালে অষ্টোত্তর-শতনামী সন্ন্যাসের অগ্ন্যুত্তম ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল বাংলা “দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ” ও হিন্দী “ভাগবত”-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতের বিভিন্নস্থানে তিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্মের কথা প্রচার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদের স্নেহাশীর্ষাদ লাভ করিয়াছেন।

বিগত ৭ই চৈত্র, ১৩৪১ (৫ং ২০শে মার্চ, ১৯৩৫) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠের “অবিজ্ঞাহরণ নাট্যমন্দিরে” শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সভাপতিত্বে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন মহোদয় (পরবর্ত্তিকালে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীগুরু-গৌরাজ-মনোহতীষ্ট-প্রচার-সেবাচেষ্টা সংক্ষেপে উল্লেখপূর্বক শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান

করেন। ইত্যাদি। শ্রীমান শ্রোতী মহারাজ সপক্ষে বলেন,—“আমি, অসংখ্য ও  
পাটন মণ্ডিত বিবিধ বসন, শ্রীমদ্বৈপদ্য-পরিচয়াদি অল্প আচর্য্য-সংগ্রহ,  
চিকিৎসা-বিদ্যা-সংগ্রহাদি অল্প অল্প কয়েকটি “ভাগবত”-পত্র পরিচালন,  
মেদিনী-র জল-র বিবিধস্থানে ইতিবর্ত্ত প্রচার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাণীদ্বারা



বিকল্প-রূপে যুক্তি-বলনপূর্ব্বক ভক্তিসিকান্ত স্থাপন-বিষয়ে পাণ্ডিত-সমাজের  
নিয়মোৎপাদন প্রকৃতি দ্বারা শ্রীশ্রী-গৌরাজ-প্রীতি আকর্ষণ করায় তিনি  
মনোবান্ধব। “শ্রীমদ্বৈপ-প্রকাশে” নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তজ্জন্ত  
বহুশ্রম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—“শ্রীপত্রের  
প্রকাশে যে-সকল অপ্রাকৃত সাহিত্যিক আশা-দিগকে উৎসাহিত করিয়া



ধাকেন, তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে ত্রিভুজপান শ্রীমহাভক্তিবূতের শ্রোতী মহারাজে প্রমুখ  
সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অম্বদীপ প্রভুপাদপুত্র ঐ বিষ্ণুপাদ ১০০ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোহামী-  
প্রতিষ্ঠিত পারমাণিক মাসিক "শ্রীমৎ উ-পত্রিকা" ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৯৪৯  
খৃষ্টাব্দ) হইতে শ্রীল শ্রীমতী মহারাজ দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন।  
দীক্ষায় উপনীতের আবশ্যকতা, বোস সাহেবের প্রসঙ্গ উত্তর, গীতার বাণী  
(জামসেতপুর শ্রীরামমন্দিরে প্রদত্ত নিবৃত্ত ভাষণ), শারদীয়া শক্তিপূজা, স্মৃতি  
ও পুরাণ ত্রিবিধ, অরুণসেবের মাতায়া, চাক্রিক মতবাদের জনুরহস্য,  
প্রকাশীর জন্মকথা, বিভিন্ন শাস্ত্র ও মাতাবাদি-মত, উপনিষদবাণী, শ্রী  
প্রভুপাদের বাসপূজায় বক্তৃতা, গোপাল-তাপনী, পায়ণী কে ৭, শ্রীবিষ্ণুর  
মর্দপূজাত, সন্দর্ভ-সার (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীতি-সন্দর্ভ) প্রভৃতি  
দার্শনিক, আর্জুন-২গুনমূলক, ভক্তিবিরোধী মতবাদ-নিরাসনের প্রবন্ধাদি  
প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শ্রীপত্রিকার ২৫শ বর্ষ হইতে সম্পাদক-সভ্যের  
সম্মত-পত্ররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শ্রীপত্রিকার উন্নতিবলে বিবিধ নির্দেশ  
ও পরামর্শ দান করিতেছেন।

পরমাধ্যাতম শ্রীল জুরু-মহারাজের প্রকটকালে ও পবিত্রসময়ে বিভিন্ন  
মঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা শ্রীল শ্রীমতী মহারাজ পৌরহিত্য  
করিয়াছেন। এ সম্পর্কে নবদ্বীপ, মথুরা, পুরী, বাসুগাঁও, কোবটে প্রভৃতি  
মঠাদিতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠা-অভিষেকাদি কার্য  
পরিচালনপূর্বক মঠস্থ সেবকগণের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন।  
১৯৪০ সাল হইতে অসমীয়া জুরুপাদগণের সাহিত্য তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল  
এবং নবদ্বীপ ও চুঁচুড়া মঠের পরিচর্যা ও যোগাযোগাদিতে যোগদানপূর্বক  
তিনি পাঠ-বক্তৃতা দিইয়া আসিয়াছেন। অসংখ্য সময়ে তিনি শ্রীল জুরু-মহারাজের  
সঙ্গে অনুরক্তভাবে লইয়া নবদ্বীপ ও মথুরামঠে আসিয়াছেন। তাঁহার  
সবল অমায়িক ব্যবহারে ইন্দো-ভার্য বৈদ্যুত সমিতির উচ্চমঞ্চ হইতে আরম্ভ  
করিয়া বালক পর্যন্ত তাঁহার প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাবশত ছিলেন। তাঁহার  
উচ্ছ্রা ও প্রেরণাতমে শ্রীসমিতি হইতে নবদ্বীপ ভাবভরত, প্রেমপ্রদীপ ও  
“সিদ্ধাঙ্গবতম্” গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম ২ খন্ডের পুরাতন  
সংস্করণ (নিজ ব্যবহৃত) তিনিই মুদ্রণ করিয়া দিয়াছিলেন। “সিদ্ধাঙ্গবতম্”-  
গ্রন্থের মুদ্রণের পূর্বেই শ্রীল শ্রীমতী মহারাজ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত  
হইয়া উহা প্রকাশের জন্য প্রচুর উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন। তদনুসারে



শ্রীসমিতি হইতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তাঁহার নিকট হইতে ব্যাচরণ ও ভাষাগত সংশোধনাদি করাইবার পর উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করায় তাঁহার নিকট সমিতি চিরকৃতজ্ঞ ।

পৰমাবধাতম শ্রীল প্রভুপাদের অগ্রকটের পর শ্রীল শ্রোতী মহারাজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবলোদ্ধমে শ্রীচৈতন্যবাবী প্রচার করিতে থাকেন এবং তাঁহার প্রচারের ফলে বহু স্বকৃতিশালী ব্যক্তি সনাতন ধর্মপথে আকৃষ্ট হন । এষ্ট সময়ে তিনি শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ ( ঝাড়গ্রাম ), টাটায় শ্রীরাধা-গোবিন্দমন্দির, বোলপুর এবং চাষ প্রভৃতি স্থানে শ্রদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র শ্রীমঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবগণের পারমাথিক কল্যাণ বিধান করেন । তাঁহার সহিত প্রচারকালে বিভিন্নস্থানে থাকিয়া তাঁহার তুল্লভ সঙ্গ ও সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলাম, ইতাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় ।

বর্তমানে তাঁহার অদর্শনে ও সাঙ্গাৎ সেবালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ আমরা মর্শ্বাহত ও অমহায ।

“কৃপা করি কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল। সঙ্গ ।

শ্বতস্ত্র ক্রমের ইচ্ছায় হৈল সঙ্গভঙ্গ ॥”

—জটনৈক বিরহী

## —নিবেদন—

শ্রীপত্রিকার এই দ্বাদশ সংখ্যাই ৩৪শ বর্ষ পূর্ণ করিলেন । সদাশয় গ্রাহকবৃন্দের নিকট সান্ত্বনয় নিবেদন,—বাঁহাদের বিগত বার্ষিক দেয় ভিক্ষা ও আগামী বৎসরের জন্ত সেবানুকূল্য প্রেরিত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া শীঘ্রই সকল টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে যেন সেবার সুযোগ প্রদান করেন ।

দ্বিতীয়তঃ মুদ্রণের আনুসঙ্গিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আগামী বর্ষের পত্রিকার ভিক্ষা ১০-০০ টাকার স্থলে ১২-০০ টাকা ধার্য্য করিতে হইতেছে । অতএব, গ্রাহকবৃন্দ কৃপাপূরক উহা সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে সেবার সহায়তা করিবেন ।

বিনীত—

ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত আচার্য্য,

সেবা-সচিব

## আসামস্থ সুখচর অঞ্চলে শ্রীল আচার্যাদেবের শুভাগমন

গত ২২শে আগষ্ট আসামের সুখচর-বাসী সজ্জনমণ্ডলী এক বিরাট ধর্ম-সভার আয়োজন করেন। তুরাস্থ শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীজন্মান্বিতমৌ-মহোৎসব শেখ করিয়া সমিতির আচার্য-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিবন্দ্য রামন গোস্বামী মহারাজ সুখচরের একান্ত উৎসাহী শ্রীপ্রাণেশচন্দ্র রায় চক্রবর্তীর অমুরোধে ও তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের গ্রাহ্যানে ১৫।১৬ জন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীসহ তথায় উপস্থিত হন।

এই সুখচর সম্বন্ধে শ্রীল আচার্যাদেবের অভিমত—“সুখেন চরতি কাশং নযতি যঃ দ্বীপ সঃ সুখচর”। সুখচরকে দেখে যেন হয় যেন কৃত্রিম বৃন্দাবন। চারিদিকে পুণ্য সলিলা যমুনার জ্বায় কতগুলি নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত। স্থানে স্থানে আম্র, বকুল, অশ্বথ, বট, তরিতুলি বৃক্ষ বৃন্দাবনের সেই বংশীবট, কেনীঘাট, ধীর সমীরণের কথা স্মরণ করায়। তবে এখানকার ভক্তমণ্ডলী পার্থিব ধন-সম্পদে ধনী নয়, কিন্তু ভক্তি-সম্পদে আগ্রহী। এই ধর্মগভায় যেন তাদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলো।

জানীর বাজারের পূজা-মণ্ডপেই সভা আরম্ভ হয় বৈকাল ৫ ঘটিকায়, কীর্তনান্তে সনাতন ধর্ম-সম্বন্ধে আচার্যাদেবের ভাবণ হয়, পরে চলচ্চিত্র-যোগে ভারতের তীর্থসমূহ দর্শন করান হয়। স্থান অসঙ্কুলান-হেতু অস্বস্থিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শ্রোতাবৃন্দ ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিমূর্ত্তিচিন্তে শ্রবণ করেন। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষার মাধুৰ্য বসবাস করেন এইস্থানে। বলা যায় হিন্দুগণের অপেক্ষা অহিন্দুগণেরই (মুসলমান) সমাবেশ অধিক বলিয়া পরিচক্ষিত হয়।

শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁদের প্রতি পরম স্নেহময় দৃষ্টিতে ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় জানান যে, “একজন শুদ্ধ সনাতন আত্ম-কল্যাণকামী হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইত্যদিতে কোন বিরোধ নাই। উপস্থিত বিঘ্নমণ্ডলীর বিবরণে প্রকাশ যে, “একমাত্র শ্রীগোড়ীয় মঠের” প্রচারিত শাস্ত্রীয় সনাতন-পন্থাই বিশেষ সাম্য, মৈত্রি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাধনে সঞ্জীবিত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর কোন সঙ্কীর্ণ নীতিতে যথার্থ ইচ্ছা আনতে অক্ষম।”

— শ্রীস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

# শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

৩

## শ্রীগৌরভক্তনাম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি  
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,  
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;  
জেলা—নদীয়া ( পঃ বঙ্গ )।

ব্রহ্ম-২৪৭

সদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রী ভগবান্ শ্রী শ্রীমদচীনন্দন গৌরহরির  
নিখিল ভূদন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিগুজা ( ফাল্গুনী-পূর্ণিমা )  
উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলা-  
প্রবর্ত্তা ও বিদ্বৎপন ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী  
মহারাজের শুভাশীর্বাদে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৯ই চৈত্র,  
১৯৮৩ ইং ২৪ ৫৮৩ ) বৃহস্পতিবার হইতে ১৪ই চৈত্র ( ইং ২৯ ৩৮৩ )  
বৃহস্পতিবার হইতিদসব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই  
মহোৎসবের প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা,  
মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এইউপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি ( ৯টি )  
দীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মহাত্ম্যকীর্তন ও নগর সঙ্কীর্তন-মুখে ষোলকোশ  
শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধনুপ্রাণ সন্তান মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যানুষ্ঠানে সবাস্কব  
যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন।  
এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা  
সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যানুষ্ঠানী স্কৃতি  
অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-  
পরিক্রমা-পঞ্জী পরপূর্ণায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৫।১০।৮৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :— কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে  
ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকচাচা ত্রিদণ্ডিনী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন  
মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জাতবা বা প্রেরিতব্য।



## পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৯ই চৈত্র ( ইং ২৪।৩।৮৩ ), বৃহস্পতিবার ;—(১) **শ্রীগোবিন্দদ্বীপ** ( কীর্তনাখা )—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী : এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** ( স্মরণাখা )—মাজিদা, হাটহাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ১০ই চৈত্র ( ইং ২৫।৩।৮৩ ), শুক্রবার ;—(৩)—**শ্রীকোলদ্বীপ** ( পাদসেবনাখা )—গদখালর কোল, ত্রেবরির কোল, কোলের অমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, টাপাহাটি ; ও (৪) **শ্রীবাতুদ্বীপ** ( অর্চনাখা )—বাতুপুর ; এবং অপরাহ্নে সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা ( পোড়া মায়া-স্থান ) ।

৩। ১১ই চৈত্র ( ইং ২৬।৩।৮৩ ), শনিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** ( বন্দনাখা )—জাহ্নগর ( জহ্নুমুনিস্থান ), বিদ্যানগর ( সার্কভৌম ভট্টাচার্যের পাট ) ; এবং (৬) **শ্রীমোদক্ৰমদ্বীপ** ( দাস্যাখা )—মামগাছি ( শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট ), অর্কটলা বা একডালা, মাতাপুর ( পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ) ।

৪। ১২ই চৈত্র ( ইং ২৭।৩।৮৩ ), রবিবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** ( সখ্যাখা )—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** ( শ্রবণাখা )—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; এবং (৯) **শ্রীভাসুদ্বীপ** ( আত্মনিবেদনাখা )—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অশ্রন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ ( শ্রীচন্দ্র-শেখর আচার্য্য-ভবন ), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অশ্রন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন ।

৫। ১৩ই চৈত্র ( ইং ২৮।৩।৮৩ ), সোমবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৬। ১৪ই চৈত্র ( ইং ২৯।৩।৮৩ ), মঙ্গলবার ;—সাধারণ মহোৎসব ( মহাপ্রসাদ বিতরণ ) ।

**জ্ঞাতব্য :**—যাত্রীগণ হাক্কা খালা ও ঘটি এবং বাঁহারা মঠে রাতিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ৮ই চৈত্র ( ইং ২৩।৩।৮৩ ) বুধবার সন্ধ্যার শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন । এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্বেই কেহ আশিলে মঠে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না । পরিক্রমা ৯ই চৈত্র ( ইং ২৪।৩।৮৩ ) বৃহস্পতিবার হইতে প্রাতঃ ৫টার সময় আরম্ভ হইবে ।

## শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষগণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সভাক বার্ষিক ভিক্ষা ১০০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লটলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সম্ভব প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমন্মাধু প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরগীয়া।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা ‘প্রকাশক’ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) — ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

### শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভঙ্কি-গ্রন্থাবলী—

- ১। সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্য-সিটকম্) — ২৫-০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বাঙ্গিক-ভিক্ষা—৬-৫০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ—৬-০০, ৪। সাংখ্য-বাণী—০০ ৬০, ৫। মায়াবাদেব জীবনী ৫-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ—২-০০, ৭। প্রবন্ধাবলী—২-৫০, ৮। শরণাগতি—২-৫০, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিভ্রমণ—২-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণগুণ) — ২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ২-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমন্মাধু প্রভুর শিক্ষা—২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম (বাংলা) — ১৫-০০, ১৬। ঐ (হিন্দী) — ২০-০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সম্মাদী—১-২৫, ১৮। শ্রীগৌর-কথামালা—৬-৫০, ১৯। শ্রীদামোদরাস্তিকম্—২-৫০, ২০। অর্চন-দীপিকা—৩-০০, ২১। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১ ৫০, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২০-০০, ২৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যলাল ও শিক্ষা—৭-০০, ২৪। শ্রীগৌরানন্দ—৫-০০ ২৫। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৫-০০, ২৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—৪-০০.



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত  
শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংলটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি।
- ৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটলাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
- ৫। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮ নং হালদাধুবাগান লেন, কলিঃ-৪
- ৬। শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঙ্গা পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
- ৭। শ্রীপিচলবা গৌড়ীয় মঠ ও পাদনীঠ—আন্ততিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
- ৮। শ্রীশিখবাটী গৌড়ীয় মঠ—শিখবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্ধমান)।
- ৯। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, বান্দিয়হাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
- ১০। শ্রীকেশবগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ—লজিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (দাজিলিং)।
- ১১। শ্রীবানন্দেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
- ১২। শ্রীবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ—ভূয়া পোঃ, (গারো পাহাড়) মেঘালয়।
- ১৩। শ্রীপৌরী বেদান্ত চতুর্নামা—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
- ১৪। শ্রীশ্রীভগবতীত নমসি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াবাগাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)

BOOK-POST

Sl. No.

To

From—

Shri Goudiya-Patrika Office,

SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH

P.O. Nabadwip (Nadia), W. Bengal.

Pin-741302; Phone : NVD-247